এমফিল অভিসন্দর্ভ

বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষা (১৯৭১ সাল থেকে ২০১০)

তত্ত্বাবধায়ক

গুলশান আরা
সহযোগী অধ্যাপক
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ
কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

মোছা: রেখা ইয়াসমিন
রেজিস্ট্রেশন নং–৩৬৮
শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-২০১৩
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ
কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এমফিল অভিসন্দর্ভ এপ্রিল, ২০১৮

বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষা (১৯৭১ সাল থেকে ২০১০)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মাস্টার অব ফিলোসফি ডিগ্রি অর্জনের আংশিক শর্ত পূরণের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

তত্ত্বাবধায়ক

গুলশান আরা
সহযোগী অধ্যাপক
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ
কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
এপ্রিল, ২০১৮

গবেষক

মোছা: রেখা ইয়াসমিন
রেজিস্ট্রেশন নং–৩৬৮
শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-২০১৩
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ
কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
এপ্রিল, ২০১৮

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, "বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষা (১৯৭১ সাল থেকে ২০১০)" শীর্ষক আমার মাস্টার্স অব ফিলোসফি অভিসন্দর্ভটি তত্ত্বাবধায়ক গুলশান আরা এর নির্দেশনায় পরিচালিত একটি বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার ফসল। এ শিরোনামে আমার কোন অভিসন্দর্ভ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য ইতোপূর্বে উপস্থাপিত হয় নি।

গবেষক

তারিখ:.....

মোছা: রেখা ইয়াসমিন
রেজিস্ট্রেশন নং–৩৬৮
শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-২০১৩
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
এপ্রিল, ২০১৮

প্রত্যয়নপত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স অব ফিলোসফি গবেষক মোছা: রেখা ইয়াসমিন কর্তৃক উপস্থাপিত "বালাদেশের রাজনীতির ভাষা (১৯৭১ সাল থেকে ২০১০)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি এবং এটি মাস্টার্স অব ফিলোসফি ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষ সমীপে উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করছি।

গুলশান আরা
তত্ত্বাবধায়ক
সহযোগী অধ্যাপক
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়

সারসংক্ষেপ

রাজনীতির ভাষা একটি ইতিহাস। ইতিহাস যেমন কথা বলে তেমনি রাজনীতির ভাষাও অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কথা বলে। বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অনন্য মৌখিক দলিল ও অশ্রুত কথাকাব্য ৭ই মার্চ এর একটি ভাষণ একটি দিনকে চিরঞ্জীব করে রেখেছে –যা ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। ১৯৭১ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রধান রাজনীতিবিদদের জাতীয় সংসদ এর ভিতর ও বাইরে, বিভিন্ন সংস্থায় ও আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্য তথা রাজনীতির ভাষা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গসংগঠন হিসেবে ছাত্র সংগঠনগুলোর রাজনীতির ভাষা বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ ভাষায় দেশটির জনচরিত্রের সাধরণ প্রবণতা ও মনস্তাত্ত্বিক মাত্রাবোধের বৈচিত্র্যময় উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। রাজনীতিবিদদের ভাষা প্রয়োগে দেখা যায় আবেগ, উচ্চকিত ভাষা, আক্রমণাত্মক ভাষা, নতুন শব্দ, ভিন্নার্থক শব্দ, বিশেষ শব্দ ও ধ্বনি ভাষ্যের প্রয়োগ ও ব্যাকরণগত বিপর্যয়। আলোচ্য ভাষায় ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক, বাগর্থিক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। অধিকাংশ সময়েই রূপমূলে অর্ন্তভূক্ত বিশেষ কোন ধ্বনি, অক্ষর অথবা রূপমূল ব্যবহারের সময় শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাত, মীড়, স্বরতরঙ্গ (অতিরিক্ত ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্য) বা অন্যান্য উচ্চারণীয় প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিশেষ জোর দিয়ে উচ্চারণ করা হয়। রূপমূলের সকল ধ্বনি বা অক্ষরের ওপর একই ধরনের জোর দেওয়া হয় না। কোনো রূপমূল উচ্চারণ করা হয় কতকগুলো ধ্বনির ওপর অধিকতর জোর দিয়ে। যে ধ্বনির ওপর বেশি জোর দেওয়া হয় সেগুলো অন্য ধ্বনির তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। একই রূপমূলে শ্বাসাঘাতযুক্ত ও শ্বাসাঘাতহীন ধ্বনি পরিলক্ষিত হয়। শব্দ শ্বাসাঘাতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি শ্বাসাঘাত পড়ে রূপমূলের প্রথমে। রাজনীতিতে যুক্তিমূলক ও আবেগপ্রধান বাক্যে শ্বাসাঘাত পড়ে সবচেয়ে বেশি। রাজনীতির ভাষায় কোন কোন শব্দের ক্ষেত্রে ধ্বনি পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রতিনিয়ত কেবল নতুন শব্দই যুক্ত হচ্ছে না, সেই সাথে সমাজে অতি ব্যবহৃত কিছু শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। স্লোগানের ভাষায় ছন্দ, মাত্রা, পর্ব মিলিয়ে বাক্য তৈরী করা হয়। এ ভাষায় ব্যপক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করার যায়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে স্লোগানে উত্তেজনাকর ভাষার বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ছন্দের মিল রক্ষা করার জন্য কখনো কখনো রাজনৈতিক স্লোগানে নতুন ও সমাজে অপ্রচলিত শব্দ বা বাক্যের ব্যবহার করা হয়। স্লোগানে ব্যবহৃত রাষ্ট্রপ্রধানের নামের মাধ্যমে তাঁর দেশকে বোঝানো হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্লোগানের ভাষায় ও ভাষণে শব্দ ব্যবহৃত হয় রূপক অর্থে। রাজনীতির ভাষায় ব্যবহৃত অধিকাংশ খেতাব বা উপাধি ইতিবাচক বিশেষণ অর্থ প্রকাশ করে। নেতিবাচক খেতাবও রাজনীতিতে বিদ্যমান। উপসর্গ, সন্ধি ও সংখ্যা যোগে গঠিত শব্দ ও সমাসঘটিত শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ১৯৭১ সাল পরবর্তী রাজনীতির ভাষায় যোগ হয়েছে বেশ কিছু নতুন শব্দ, যে গুলোর অধিকাংশই সন্ধি ও সমাসযোগে গঠিত। এ ভাষাতে ঔপভাষিক বিচ্যুতি ঘটে থাকে। অধিক হারে যৌগিক ও ইংরেজী শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিছু অতীত নির্দেশক শব্দ ভবিষ্যৎবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। রাজনীতির ভাষায় সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে বক্তব্য স্পষ্ট করা হয়ে থাকে। তবে সরল বাক্য ব্যবহারের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। বাক্যের গঠন পরিবর্তন করে কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেওয়া হয়। তখন বাক্যের গঠন কর্ম+ক্রিয়া+কর্তা এ সংগঠন অনুসরণ করে। সংশয় ও শর্তজ্ঞাপক অব্যয় 'যদি' ও 'যদিও' এর বহুমাত্রিক ব্যবহার স্পষ্টতই লক্ষ্যণীয়। কোন বক্তব্যের গুরুত্ব বোঝাতে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত পদযুগ্মের (Correlatives) ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। জনগণের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে পরম আত্মীয়তাজ্ঞাপক সম্বোধন স্বরূপ 'আমার' সর্বনাম পদটির বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে। বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচনের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। এ ভাষায় রূপক, উপমা, বাগধারা, অলঙ্কার, আক্ষেপ অলঙ্কার ইত্যাদির বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থবিস্তার, অর্থসংক্রম, অর্থোন্নতি ও অর্থাবনতি ঘটে থাকে। আক্রমণাত্মক ভাষায় নিন্দার্থে বিশেষ্য, বিশেষণ, অলঙ্কার, প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা এবং কটূক্তিমূলক শব্দ ব্যবহৃত হয়। উপমা ও রূপক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থসংক্রম ঘটে থাকে।

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ও মাতা মনজুয়ারা খাতুন এর উদ্দেশ্যে-যাদের দোয়া ও অকৃত্রিম ভালবাসার ডোরে বাঁধা আমার এ জীবন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি প্রথমে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার সৃষ্টিকর্তা মহান রাব্বুল আলামিনের প্রতি, তাঁর অসীম রহমতে ধৈর্য্য ধরে আমি আমার গবেষণাটি সমাপ্ত করতে পেরেছি।

আমি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক জনাব গুলশান আরা ম্যাডামকে। গবেষণাকর্মটির প্রস্তাবনা প্রণয়ন থেকে অভিসন্দর্ভ জমা দেওয়া পর্যন্ত পুরো সময়টিতে তিনি নিরলসভাবে আমাকে নির্দেশনা দিয়ে এসেছেন। গবেষণাপত্রের সকল অধ্যয় অসংখ্য বার খতিয়ে দেখেছেন। এছাড়া ২০১৩ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪ বছর আমার শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় তিনি ধৈর্য্য সহকারে আমার সমস্যাগুলো শুনেন এবং অনুধাবন করে আমাকে যথোপযুক্ত সহায়তা করেন, এজন্য আমি আমার তত্ত্বাবধায়ক ম্যাডামের প্রতি চিরঋণী।

আবুল কালাম মনজুর মোর্শেদ স্যার আমাকে এম ফিল প্রথমপর্বের গবেষণাকার্যে সহায়তা করায় আমি তাঁর প্রতি বিনম্র চিত্তে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার এম.ফিল প্রথম পর্বের কোর্স শিক্ষক মো: হাকিম আরিফ ও শিকদার মনোয়ার মোর্শেদ স্যারকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি। আমাকে প্রথম পর্বের অধীত বিষয় বোধগম্য করার জন্য আমি উভয়ের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

শ্রদ্ধাভরে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করছি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাব্বীর আহমেদ ও শরীফুল ইসলাম স্যারকে। স্যারদের স্নেহশীল দিকনির্দেশনা ও উৎসাহমূলক কথা আমাকে গবেষণা করতে অনুপ্রাণিত করেছে।

জাতীয় সংসদ ভবনের গবেষণা কর্মকর্তা আলী আকবরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তিনি আমাকে তথ্য ও বই-পুস্তক দিয়ে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন।

আমি বিনয়ের সাথে স্মরণ করছি আমার বাবা মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ও মাতা মনজুয়ারা খাতুন কে। আরও স্মরণ করছি আমার সহোদর যমজ ভাই মোঃ ইকবাল হোসন কে। তাঁদের অনুপ্রেরণা ও আর্থিক সহযোগিতা আমাকে চলার পথে সাহস যুগিয়েছে ও গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে। এজন্য আমি তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমি শ্রদ্ধার সহিত অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার স্বামী মোঃ কামাল হোসেনের প্রতি, যিনি এ গবেষণা কাজের জন্য আমাকে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁর সকল প্রকার সহযোগিতা ছাড়া এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়ত সম্ভব হত না।

মোছাঃ রেখা ইয়াসমিন

চিত্রঃ

চিত্র: বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র

চিত্র: জাতীয় সংসদ ভবন

চিত্র: ৭ই মার্চে ভাষণরত বঙ্গবন্ধু শেখমুজিবুর রহমান

চিত্র: মঞ্চে ভাষণরত মাওলানা ভাসানী

চিত্র: জাতীয় চারনেতা

চিত্র: ভাষণরত জিয়াউর রহমান

চিত্র: ভাষণরত হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ

চিত্র: শুভেচ্ছা জ্ঞাপনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

চিত্র: বক্তব্যরত বেগম খালেদা জিয়া

এমফিল অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষা (১৯৭১ সাল থেকে ২০১০)

তত্ত্বাবধায়ক

গুলশান আরা
সহযোগী অধ্যাপক
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ
কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

মোছা: রেখা ইয়াসমিন
রেজিস্ট্রেশন নং–৩৬৮
শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-২০১৩
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ
কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রাজনীতির ভাষা একটি ইতিহাস। রাজনীতির ভাষা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এর স্বক্ষর বহন করে। বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অনন্য মৌখিক দলিল ও অশ্রুত কথাকাব্য ৭ই মার্চ এর একটি ভাষণ একটি দিনকে চিরঞ্জীব করে রেখেছে –এমন উদাহরণ ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। ১৯৭১ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রধান রাজনীতিবিদদের জাতীয় সংসদ এর ভিতর ও বাইরে, বিভিন্ন সংস্থায় ও আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্যতথা রাজনীতির ভাষা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গসংগঠন হিসেবে ছাত্র সংগঠনগুলোর রাজনীতির ভাষা বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ ভাষায় দেশটির জনচরিত্রের সাধারণ প্রবণতা ও মনস্তাত্ত্বিক মাত্রাবোধের বৈচিত্র্যময় উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। রাজনীতিবিদদের ভাষা প্রয়োগে দেখা যায় আবেগ, উচ্চকিত ভাষা, আক্রমণাত্মক ভাষা, নতুন শব্দ, ভিন্নার্থক শব্দ, বিশেষ শব্দ ও ধ্বনি ভাষ্যের প্রয়োগ ও ব্যাকরণগত বিপর্যয়। আলোচ্য ভাষায় ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্তিক, বাক্যতাত্ত্বিক, বাগর্থিক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। অধিকাংশ সময়েই রূপমূলে অর্ন্তভূক্ত বিশেষ কোন ধ্বনি, অক্ষর অথবা রূপমূল ব্যবহারের সময় শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাত, মীড়, স্বরতরঙ্গ (অতিরিক্ত ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্য) বা অন্যান্য উচ্চারণীয় প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিশেষ জোর দিয়ে উচ্চারণ করা হয়। কোন কোন শব্দের ক্ষেত্রে ধ্বনি পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রতিনিয়ত কেবল নতুন শব্দই যুক্ত হচ্ছে না, সেই সাথে সমাজে অতি ব্যবহৃত কিছু শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। স্লোগানের ভাষায় ছন্দ, মাত্রা, পর্ব মিলিয়ে বাক্য তৈরী করা হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে স্লোগানে উত্তেজনাকর ভাষার বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্লোগানের ভাষায় ও ভাষণে শব্দ ব্যবহৃত হয় রূপক অর্থে। রাজনীতির ভাষায় ব্যবহৃত অধিকাংশ খেতাব বা উপাধি ইতিবাচক বিশেষণ অর্থ প্রকাশ করে। নেতিবাচক খেতাবও রাজনীতিতে বিদ্যমান। উপসর্গ, সন্ধি ও সংখ্যা যোগে গঠিত শব্দ ও সমাসঘটিত শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এ ভাষাতে ঔপভাষিক বিচ্যুতি ঘটে থাকে। অধিক হারে যৌগিক ও ইংরেজী শব্দ ব্যবহৃত হয়। সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে বক্তব্য স্পষ্ট করা হয়ে থাকে। তবে সরল বাক্য ব্যবহারের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। কোন বক্তব্যের গুরুত্ব বোঝাতে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত পদযুগ্মের (Correlatives) ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। জনগণের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে পরম আত্মীয়তাজ্ঞাপক সম্বোধন স্বরূপ 'আমার' সর্বনাম পদটির বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে। বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচনের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। এ ভাষায় রূপক, উপমা, বাগধারা, অলঙ্কার, আক্ষেপ অলঙ্কার ইত্যাদির বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থবিস্তার, অর্থসংক্রম, অর্থোন্নতি ও অর্থাবনতি ঘটে থাকে। আক্রমণাত্মক ভাষায় নিন্দার্থে বিশেষ্য, বিশেষণ, অলঙ্কার, প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা এবং কটূক্তিমূলক শব্দ ব্যবহৃত হয়। উপমা ও রূপক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থসংক্রম ঘটে থাকে। স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ বপনে রাজনীতির ভাষা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ৭ই মার্চ এর রাজনীতির ভাষার মাধ্যমে জনগণকে মুক্তি পাগল স্বাধীনতাকামী জাতিতে পরিণত করতে পেরেছিলেন। একথা অনস্বীকার্য যে, স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে রাজনীতির ভাষার ভূমিকা অগ্রগণ্য।

আলোচ্য গবেষণাপত্রের রূপরেখাকে তালিকার মাধ্যমে সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হল।

তালিকা-১

বিষয়সূচি
ঘোষণাপত্র
প্রত্যয়নপত্র
সারসংক্ষেপ
উৎসর্গ
কৃতজ্ঞতা স্বীকার
চিত্র
এমফিল অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ
প্রথম অধ্যায়
১.১ ভূমিকা
১.২ গবেষণার যৌক্তিতা
১.৩ গবেষণার লক্ষ্য
১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য
১.৫ গবেষণা প্রশ্ন
১.৬ গবেষণার প্রত্যয় সমূহের সংজ্ঞা
১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা
দ্বিতীয় অধ্যায়: গবেষণার পদ্ধতি
তৃতীয় অধ্যায়: সংশ্লিষ্ট পুস্তক পর্যালোচনা
চতুর্থ অধ্যায়: রাজনীতির ভাষার পটভূমি ও স্বরূপ
পঞ্চম অধ্যায়: উপাত্ত বিশ্লেষণ
৫.১ ভূমিকা
৫.২ প্রথম পরিচ্ছেদ: ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
৫.৩ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
৫.৪ তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
৫.৫ চতুর্থ পরিচ্ছেদ: বাগর্থিক বিশ্লেষণ
ষষ্ঠ অধ্যায়: গবেষণার ফলাফল ও সিদ্ধান্ত
সপ্তম অধ্যায়: উপসংহার
গ্রন্থপঞ্জি
অষ্টম অধ্যায়: পরিশিষ্ট

প্রথম অধ্যায়

তালিকা-২

বিষয়সূচি
১.১ ভূমিকা
১.২ গবেষণার যৌক্তিতা
১.৩ গবেষণার লক্ষ্য
১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য
১.৫ গবেষণা প্রশ্ন
১.৬ গবেষণার প্রত্যয় সমূহের সংজ্ঞা
১.৬.১. ভাষা
১.৬.২.ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় সমূহ
১.৬.২.১ ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)
১.৬.২.২ রূপতত্ত্ব (Morphology)
১.৬.২.৩ বাক্যতত্ত্ব
১.৬.২.৪ বাগর্থতত্ত্ব
১.৬.৩. রাজনীতি
১.৬.৪. রাজনীতির ভাষা ও ভাষার রাজনীতি
১.৬.৫. গণতন্ত্র
১. ৬.৬. রাজনীতির ভাষার বিভিন্ন দিক
১.৬.৭.রাজনৈতিক সংস্কৃতি
১.৬.৮ রাজনৈতিক দল
১.৬.৯ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি
১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা
গ্রন্থপঞ্জি

দ্বিতীয় অধ্যায়

তালিকা-৩

বিষয়সূচি
২.১ গবেষণার পদ্ধতি
২.২. গবেষণার রূপরেখা
২.২.১ গুণগত পদ্ধতি
২.২.২ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি
২.২.৩ নথি বিচার
২.২.৫ দেশী-বিদেশী বই পুস্তক ও সাহিত্য পর্যালোচনা
২.২.৬ পত্র-পত্রিকা ব্যবহার
২.৩ বিষয় নির্বাচন
২.৪ গবেষণার সময়কাল
২.৫ প্রস্তুতিপর্ব ও পর্যালোচনা
২.৬ উপাত্ত সংগ্রহ
২.৭ উপাত্ত বিন্যাস
২.৮ তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া
২.৯ সিদ্ধান্ত
গ্রন্থপঞ্জি

তৃতীয় অধ্যায়

তালিকা-৪

বিষয়সূচি
৩.১ সংশ্লিষ্ট পুস্তক পর্যালোচনা
৩.২ গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়
৩.৩ গ্রন্থপঞ্জি

চতুর্থ অধ্যায়

তালিকা-৫

বিষয়সূচি
৪.১ রাজনীতির ভাষার পটভূমি ও স্বরূপ
৪.১.১ অস্থিরতা
৪.১.২ অসহিষ্ণুতা
৪.১.৩ আক্রমণাত্মক ভাষা ও অরাজকতা
৪.১.৪ দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ
৪.১.৫ ভাবাদর্শের সংঘর্ষ
৪.১.৬ জাতীয় সংকট
৪.১.৭ ধর্মীয় প্রভাব
৪.১.৮ উত্তরাধিকারের রাজনীতি
৪.১.৯ ব্যক্তি প্রাধান্য
৪.১.১০ মৌল সমস্যার অনুপস্থিত
৪.১.১১ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি
৪.১.১২ স্ববিরোধিতা
৪.১.১৩.বিরোধিতা
৪.২ গ্রন্থপঞ্জি

পঞ্চম অধ্যায়: উপাত্ত বিশ্লেষণ

তালিকা-৬

বিষয়সূচি
৫.১ ভূমিকা
৫.২ প্রথম পরিচ্ছেদ: ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
৫.৩ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
৫.৪ তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
৫.৫ চতুর্থ পরিচ্ছেদ: বাগর্থিক বিশ্লেষণ

৫.২ পঞ্চম অধ্যায়: প্রথম পরিচ্ছেদ

তালিকা-৭

বিষয়সূচি
৫.২ পঞ্চম অধ্যায়: প্রথম পরিচ্ছেদ
৫.২.১ ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনা: ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
৫.২.১.১ অতিরিক্ত ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্য (Suprasegmental pohneme)
৫.২.১.১.১ শ্বাসাঘাত (Stress)
৫.২.১.১.১.১ শব্দ শ্বাসাঘাত
৫.২.১.১.১.১.১ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
৫.১.১.১.২ রাষ্ট্রনায়ক ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান
৫.২.১.১.১.১.৩ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
৫.২.১.১.১.১.৪ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া
৫.২.১.১.১.১.৫ জহুরুল হক ভূইয়া মোহন এমপি, নবম সংসদ
৫.২.১.১.১.২ বাক্যস্থিত শ্বাসাঘাত
৫.২.১.১.১.২.২ ভাষণ
৫.২.১.১.১.২.২.১ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
৫.২.১.১.১.২.২.২ মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
৫.২.১.১.১.২.২.৩ রাষ্ট্রনায়ক ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান
৫.২.১.১.১.২.২.৪ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ
৫.২.১.১.১.২.২.৫ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া
৫.২.১.১.১.২.২.৬ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
৫.২.১.১.১.২.২.৭ অন্যান্য উদাহরণ
৫.২.১.১.২ মীড় (Pitch) ও স্বর (Tone)
৫.২.১.১.২.১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
৫.২.১.১.৩ স্বরতরঙ্গ (Intonation)
৫.২.১.১.৩.১ শেখ মুজিবুর রহমান
৫.২.১.১.৩.২ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
৫.২.১.১.৩.৩ জিয়াউর রহমান
৫.২.১.২ ধ্বনি পরিবর্তন
৫.২.১.৩ স্লোগানের ভাষা

৫.২.১.৩.১ ছন্দময় স্লোগান
৫.২.১.৩.১.১ মৌখিক স্লোগান
৫.২.১.৩.১.২ শরীর লিখন
৫.২.১.৩.১.৩ দেয়াল লিখন
৫.২.১.৩.১.৪ ক্যাসেট সংগীত
৫.২.১.৩.২ ছন্দহীন স্লোগান
গ্রন্থপঞ্জি

পঞ্চম অধ্যায়: দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তালিকা-৮

বিষয়সূচি
৫.৩ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
৫.৩.১ ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনা: রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
৫.৩.১.১ রাজনৈতিক শব্দের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
৫.৩.১.১.১ রাজনৈতিক শব্দের উৎস, প্রকৃতি, অর্থ ও ব্যাখ্যা
৫.৩.১.১.২ নতুন শব্দ
৫.৩.১.১.৩ রাজনৈতিক খেতাব/উপাধির শাব্দিক বিশ্লেষণ
৫.৩.১.১.৪ ভিন্নার্থে শব্দের প্রয়োগ
৫.৩.১.১.৫ রাজনীতিতে ব্যবহৃত ভিন্নার্থক শব্দ
৫.৩.১.১.৬ শব্দের শ্রেণীকরণ
৫.৩.১.১.৭ উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ
৫.৩.১.১.৮ সমাসঘটিত শব্দ
৫.৩.১.১.৯ বিভক্তিযোগে শব্দ গঠন
৫.৩.১.১.১০ সংখ্যাযোগে শব্দ গঠন
৫.৩.১.১.১১ ইংরেজী শব্দ
৫.৩.১.১.১২ ইংরেজী শব্দের স্লোগান
৫.৩.১.১.১৩ যৌগিক শব্দ
৫.৩.১.১.১৪ সন্ধিযোগে গঠিত শব্দ
৫.৩.১.১.১৫ ঔপভাষিক বিচ্যুতি
৫.৩.১.১.১৬ অতীত নির্দেশক শব্দের ভবিষ্যৎবাচক অর্থে ব্যবহার

৫.৩.১.১.১৭ তুচ্ছার্থক সম্বোধন এর ব্যবহার
৫.৩.১.১.১৮ নতুন শব্দের ব্যবহার
৫.৩.১.১.১৯ ভিন্নার্থে প্রয়োগ : বিদ্যমান শব্দের প্রচলিত অর্থের বিপরীতার্থে ব্যবহার
৫.৩.১.১.২০ স্লোগানে নতুন শব্দ
৫.৩.১.১.২১ রূপক অর্থে শব্দের ব্যবহার
৫.৩.১.১.২২ বাক্যাংশ (Phrase)
গ্রন্থপঞ্জি

৫.৪ পঞ্চম অধ্যায়: তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তালিকা-৯

বিষয়সূচি
৫.৪ তৃতীয় পরিচ্ছেদ- ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনা: বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
৫.৪.১ রাজনীতির ভাষার বাক্যের গঠন ও গঠনগত শ্রেণীবিভাগ
৫.৪.১.১ সরল বাক্য
৫.৪.১.১.১ ভাষণ
৫.৪.১.১.২ নির্বাচনী ইশ্‌তেহার
৫.৪.১.১.৩ দফা
৫.৪.১.২ জটিল / মিশ্র বাক্য
৫.৪.১.২.১ ভাষণ
৫.৪.১.২.২ নির্বাচনী ইশ্‌তেহার
৫.৪.১.৩ যৌগিক বাক্য
৫.৪.১.৩.১ ভাষণ
৫.৪.১.৩ যৌগিক বাক্য
৫.৪.১.৩.১ ভাষণ
৫.৪.১.৩.২ দফা
৫.৪.১.৩.৩ নির্বাচনী ইশ্‌তেহার
৫.৪.১.৪ সংযোজক অব্যয়সূচক শব্দ ‘আর’
৫.৪.১.৫ রাজনীতির ভাষার বাক্যে পদক্রম
৫.৪.১.৫.১ বাংলা বাক্যের দু’টি মূল উপাদান উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের অবস্থান

৫.৪.১.৫.২ বাংলা বাক্যে পদের স্বভাবিক ক্রম
৫.৪.১.৫.৩ কর্তা অনুসারে ক্রিয়ার পুরুষ
৫.৪.১.৫.৪ সংশয়জ্ঞাপক ‘যদি’ ও ‘যদিও’ শর্তজ্ঞাপক অব্যয়
৫.৪.১.৫.৫ নিত্য সম্বন্ধযুক্ত পদযুগ্ম
৫.৪.১.৫.৬ সর্বনাম পদ
৫.৪.১.৫.৭ ক্রিয়া পদ
৫.৪.১.৫.৮ কাব্যিক পদ
৫.৪.১.৫.৯ চলিত ভাষায় ব্যবহৃত ‘নাই’ ক্রিয়াপদের সাধু বা পূর্ণ রূপ
৫.৪.১.৬ প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার
গ্রন্থপঞ্জি

পঞ্চম অধ্যায়: চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তালিকা-১০

বিষয়সূচি
৫.৫ ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনা : বাগর্থিক বিশ্লেষণ
৫.৫.১ অর্থবিস্তার
৫.৫.১.১ অলঙ্কার
৫.৫.১.১.১ স্লোগান
৫.৫.১.১.২ ভাষণ
৫.৫.১.২ আক্ষেপ অলঙ্কার
৫.৫.১.৩ রূপক
৫.৫.১.৩.১ স্লোগান
৫.৫.১.৩.২ ভাষণ
৫.৫.১.৪ উপমা
৫.৫.১.৪.১ ভাষণ
৫.৫.১.৪.৫ বাগধারা
৫.৫.২ অর্থসংক্রম
৫.৫.২.১ অর্থাবনতি
গ্রন্থপঞ্জি

ষষ্ঠ অধ্যায়

তালিকা-১১

বিষয়সূচি
৬.১ গবেষণার ফলাফল
৬.২ গবেষণার সিদ্ধান্ত

সপ্তম অধ্যায়

তালিকা-১২

বিষয়সূচি
৭.০ উপসংহার
গ্রন্থপঞ্জি

অষ্টম অধ্যায়

তালিকা-১৩

বিষয়সূচি
৮.০ উপাত্ত
৮.১ স্লোগান
৮.২ শরীর লিখন
৮.৩ দেয়াল লিখন
৮.৪ পোস্টার
৮.৫ খেতাব
৮.৬ ভাষণ
৮.৭ ঘোষণা
৮.৮ বাণী
৮. ৯ নির্বাচনী ইশতেহার

৮.১০ ক্যাসেট সংগীত
৮.১১ উক্তি
৮.১২ কবিতার উদ্ধৃতাংশ : রাজনীতির ভাষা
৮.১৩ গান
৮.১৪ দলীয় সংগীত: বি.এন.পি
৮.১৫ সাক্ষাৎকার
৮.১৬ স্বরচিত প্রবন্ধ
৮.১৭ শপথবাক্য
৮.১৮ রাজনীতিতে বিশেষ শব্দের প্রয়োগ
৮.১৯ সম্বোধন
৮.২০ দফা
৮.২১ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিমত

সূচিপত্র

বিষয়সূচি	পৃষ্ঠা নং
ঘোষণাপত্র	i
প্রত্যয়নপত্র	ii
সার সংক্ষেপ	iii
উৎসর্গ	iv
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	v
চিত্র	vi-x
এমফিল অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ	xi-xxii
সূচিপত্র	xxiv
প্রথম অধ্যায়	২৫-৩৮
১.১ ভূমিকা	২৭
১.২ গবেষণার যৌক্তিতা	২৮
১.৩ গবেষণার লক্ষ্য	২৮
১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য	২৮
১.৫ গবেষণা প্রশ্ন	২৯
১.৬ গবেষণার প্রত্যয় সমূহের সংজ্ঞা	২৯-৩৫
১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৩৫
দ্বিতীয় অধ্যায়: গবেষণার পদ্ধতি	৩৯-৪৬
তৃতীয় অধ্যায়: সংশ্লিষ্ট পুস্তক পর্যালোচনা	৪৭-৫৩
চতুর্থ অধ্যায়: রাজনীতির ভাষার পটভূমি ও স্বরূপ	৫৪-৬৬
পঞ্চম অধ্যায়: উপাত্ত বিশ্লেষণ	৬৭-১৭৩
৫.১ ভূমিকা	৬৯
৫.২ প্রথম পরিচ্ছেদ: ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	৭০-৯৮
৫.৩ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	৯৯-১৪১
৫.৪ তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	১৪২-১৫৯
৫.৫ চতুর্থ পরিচ্ছেদ: বাগর্থিক বিশ্লেষণ	১৬০-১৭৩
ষষ্ঠ অধ্যায়: গবেষণার ফলাফল ও সিদ্ধান্ত	১৭৪-১৭৭
সপ্তম অধ্যায়: উপসংহার	১৭৮-১৮০
গ্রন্থপঞ্জি	১৮১-১৯৪
অষ্টম অধ্যায়: পরিশিষ্ট	১৯৫-২৪৯

১. প্রথম অধ্যায়

সূচিপত্র

বিষয়সূচি পৃষ্ঠা নং

১.১ ভূমিকা ২৭

১.২ গবেষণার যৌক্তিতা ২৮

১.৩ গবেষণার লক্ষ্য ২৮

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য ২৮

১.৫ গবেষণা প্রশ্ন ২৯

১.৬ গবেষণার প্রত্যয়সমূহের সংজ্ঞা ২৯

১.৬.১. ভাষা ২৯

১.৬.২.ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়সমূহ ২৯

১.৬.২.১ ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) ২৯

১.৬.২.২ রূপতত্ত্ব (Morphology) ৩০

১.৬.২.৩ বাক্যতত্ত্ব ৩০

১.৬.২.৪ বাগর্থতত্ত্ব ৩০

১.৬.৩. রাজনীতি ৩০

১.৬.৪. রাজনীতির ভাষা ও ভাষার রাজনীতি ৩১

১.৬.৫. গণতন্ত্র ৩১

১. ৬.৬. রাজনীতির ভাষার বিভিন্ন দিক ৩৩

১.৬.৭.রাজনৈতিক সংস্কৃতি ৩৪

১.৬.৮ রাজনৈতিক দল ৩৪

১.৬.৯ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ৩৫

১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ৩৫

গ্রন্থপঞ্জি ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

১.১ ভূমিকা

মানুষের জীবনে ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভাবনা চিন্তার বাহন হচ্ছে ভাষা। কেবল ব্যক্তি কিংবা সমাজ জীবনেই নয়, রাষ্ট্রীয় জীবনেও ভাষা ব্যবহারের উপর নির্ভর করে সে দেশের ব্যক্তিক, রাষ্ট্রিক চিন্তাধারা, দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি। রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রকম রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ দেখা যায়। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য দেশটির অধিবাসীদের কাছে তাঁদের আদর্শ ও কর্মসূচী উপস্থাপন করেন। আর জনগণকে তাঁদের মতে দীক্ষিত করার জন্য ভাষার সাহায্যেই ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়ে থাকে। রাজনীতিতে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য ভাষার বিশেষ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে- "ভাষা রাজনীতিকদের হাতের পুতুল হয়ে উঠে। সে ভাষা দিয়ে তাঁরা তাঁদের নিজেদের বক্তব্য যেমন প্রচার করিয়ে নেন, তেমনি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে কুণ্ঠিত হন না"(হাই, ১৯৬৯:১৯৮)।

পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখা যায় প্রায় প্রত্যেক সফল আন্দোলনের পিছনে একজন বাগ্মী ভাষণদাতার ভাষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের খলনায়ক ও বিশ্বব্যাপী নিন্দিত অ্যাডল্‌ফ হিটলার তাঁর Mein Kamp এ নন্দিত একটি কথা লিখেছেন যে, "I know that fewer people are won over by the written word than by the the spoken word and every great movement on this earth owes its growth to great speakers and not to great writers"[১] (ইসলাম, ২০১৭:৩৯)। হিটলার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে যে অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন তার নাম ভাষা।

ভাষার একটি নিজস্ব শক্তি রয়েছে এবং রাজনীতির একটা নিজস্ব ভাষা আছে, যে ভাষা মানুষকে আকর্ষণ করে। রাজনৈতিক ব্যক্তিরা যে ভাষায় কথা বলেন, তা আর্থিক ধারণার একটি পাটাতনে দাঁড়িয়ে স্বকীয়তার সীমানা থেকে বলেন। মানুষের রাজনৈতিক ঐক্য ও চেতনা গড়ে তোলার পেছনে রয়েছে ভাষার অবদান। ভাষা যেমন রাজনীতির পট পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে তেমনি রাজনীতির ভাষাও মানুষকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাঙালির শত সহস্র বছরের সংগুপ্ত আশা- আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের উচ্চারণে সমৃদ্ধ। বাগ্মীনেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ৭ই মার্চ ১৯৭১ সালের ভাষণটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মাত্র উনিশ মিনিটের ভাষণটিতে জাতির পিতা অনেক কথা অমোঘ তীক্ষ্ণতা, সাবলীল ভঙ্গি, বাহুল্যবর্জিত ভাষায় বলেছিলেন যা জনগণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই ভাষণে পূর্ব বাংলার মানুষের বঞ্চনার ইতিহাস ও অধিকারহীনতার বিষয়টি দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনীতির ভাষা দিয়ে মানুষকে মুক্তির মিছিলে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং মাতৃভূমির প্রতি আনুগত্যের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

রাজনীতির ভাষা বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এর রয়েছে ভাষাতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য। এ ভাষায় ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক ও বাগর্থিক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। রাজনৈতিক ভাষা অতিরিক্ত ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। মানুষের স্বাভাবিক বাক্‌ভঙ্গির সাথে রাজনীতির ভাষার পার্থক্য রয়েছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে রূপমূল ব্যবহারের সময় শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাত, মীড়, স্বরতরঙ্গ বা অন্যান্য উচ্চারণীয় প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিশেষ জোর দিয়ে উচ্চারণ করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রপঞ্চের ফলে রাজনীতির ভাষায় যুক্ত হয় নতুন নতুন শব্দ এবং কখনো কখনো সমাজে অতি প্রচলিত শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। এ ভাষাতে ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। রাজনীতির ভাষায় কোন কোন শব্দের ক্ষেত্রে ধ্বনি পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। রাজনৈতিক ভাষায় সরল, জটিল ও যৌগিক এই তিন শ্রেণীর বাক্য

[১] তথ্য সংগৃহীত 100 Significant Pre-Indepedence Speechs 1858-1947, compiled and edited by H.D.Sharma, see Preface.

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এ ভাষায় অধিক হারে সরল বাক্য ব্যবহৃত হয়। এ ভাষায় প্রবাদ-প্রবচনের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। রাজনীতির ভাষায় রূপক, উপমা, বাগধারা, অলঙ্কার, আক্ষেপ অলঙ্কার ইত্যাদির বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থবিস্তার, অর্থসংক্রম, অর্থোন্নতি ও অর্থাবনতি ঘটে থাকে।

ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল রাজনীতির ভাষার মাধ্যমে জনমত গঠন করে। স্বাধীনতা পূর্ববতী এবং তৎপরবর্তী এক বছর রাজনীতির ভাষা দেশের স্বার্থ কেন্দ্রিক হওয়ায় তা ছিল শালীনতাপূর্ণ, বিচক্ষণ, বুদ্ধিদীপ্ত ও সুবিবেচনাপ্রসূত। ১৯৭৩ সাল থেকে গণমুখী ও দেশের স্বার্থকেন্দ্রিক রাজনীতির পরিবর্তে দলীয় ও আত্মস্বার্থ কেন্দ্রিক রাজনৈতিক ধারা গড়ে ওঠে। ফলে ১৯৭৩ সাল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রাজনীতির ভাষার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হতে থাকে।

১.২ গবেষণার যৌক্তিতা

সময়, ঘটনা, পরিবেশ পরিস্থিতি রাজনীতির ভাষাকে প্রভাবিত করে। রাজনীতির ভাষাও এক প্রকার শব্দ যুদ্ধ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যাকে কোমল শক্তি হিসেবে অভিহিত করা হয়। কোন কোন রাজনীতির ভাষা কালজ ও কালোত্তর হয়ে থাকে। রাজনীতির ভাষার কোন কোন ভাষণের গুরুত্ব ও অসাধারণত্ব থাকে বহুমাত্রিক, উদাহরণস্বরূপ ১৯৭১ সালের বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ এর ভাষণ (১৯৭১), আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ এ্যাড্রেস (১৮৬৩) বা মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র)-এর 'আই হ্যাভ এ ড্রিম' (১৯৬৩)।

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন সফল রাজনৈতিক আন্দোলনের পিছনে রাজনীতির ভাষা এক বিশাল শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৭১ সালের সফল স্বাধীনতা যুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ ভাষণ এবং ২৫ শে মার্চ, রাত ১২টা ২০মি. ও ২৬ শে মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষণার মূল বার্তাটি; মাওলানা ভাসানীর ৯ মার্চ ১৯৭১ এর ভাষণ; জিয়াউর রহমানের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক ২৬, ২৭ ও ৩০ শে মার্চের ঘোষণা ও ১০ এপ্রিল ১৯৭১ তাজউদ্দিন আহমদের ভাষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষা নিয়ে ইতোপূর্বে কোন ভাষাতাত্ত্বিক পূণাঙ্গ গবেষণা হয় নি। তাই উপর্যুক্ত বিষয় বিবেচনা সাপেক্ষে "বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষা (১৯৭১সাল থেকে ২০১০)" শীর্ষক শিরোনামে গবেষণা করার যৌক্তিতা রয়েছে।

১.৩ গবেষণার লক্ষ্য

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী জানুয়ারি ১৯৭১ সাল থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সাল, ১৯৭৩ সালের নির্বাচনকালীন সময় থেকে ১৯৭৪ সাল, ১৯৭৫ সাল সামরিক শাসন থেকে ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৯১ সালের সংসদীয় সরকারের শাসন থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও দলের বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের এবং তার অঙ্গ সংগঠন হিসাবে ছাত্র সংগঠনগুলোর রাজনীতির ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক তথা ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক এবং বাগর্থিক বিশ্লেষণ করা।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য

১) বাংলাদেশে রাজনীতির ভাষার স্বরূপ অনুসন্ধান করা।
২) বাংলাদেশে রাষ্ট্রিক বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন শাসনকালে রাজনৈতিক ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য তুলে ধরা।
৩) রাজনীতির ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক ও বাগর্থিক দিকসমূহ বিশ্লেষণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

১.৫ গবেষণা প্রশ্ন

১) বাংলাদেশে রাজনীতির ভাষার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য কীরূপ?

২) বাংলাদেশে রাজনীতির ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক ও বাগর্থিক প্রকৃতি কীরূপ?

১.৬ গবেষণার প্রত্যয়সমূহের সংজ্ঞা

১.৬.১. ভাষা

ভাষা হল মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত যথেচ্চভাবে নির্বাচিত (arbitrary) বাক্যমধ্যে বিধিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত এমন কতকগুলি অর্থবহ ধ্বনিগত প্রতীক যার সাহায্যে বিশেষ-বিশেষ জাতি বা জনগোষ্ঠীর লোকেরা পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করে। (শ, ১৯৮৮:১৫)

ট্রাজিল (Peter Trudgil) ভাষা (Language) এবং প্রসঙ্গ (context) বিষয়ক আলোচনায় বলেন, Language, like other forms of social activity, has to be appropriate to the speaker using it. This is why, in many communities, men and women's speech is different. In certain societies, as we have seen, a man might be laughed to scorn if he used language inappropriate to his sex-just he would be if, in our society, he were to wear a skirt" .(রায়, ২০০৬:৭৬)

অষ্টাদশ শতকে ড্রাইডেন (John Dryden) বলেছিলেন, ভাষা চিন্তার পোষাক (Language is the dress of thought)। (রায়, ২০০৬:১৫)

ভাষা একদিকে যেমন স্মৃতি (memory), প্রেষণা (motivation) এবং প্রত্যক্ষণ (perception) প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়, তেমনি এই সমস্ত বিষয়ের উপর ভাষা প্রভাব বিস্তার করে।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষার সংজ্ঞায় বলেন, "মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোন বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে।" (শ, ১৯৮৮:১৪)

১.৬.২.ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়সমূহ

১.৬.২.১ *ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)*

ধ্বনি হল ভাষার ক্ষুদ্রতম একক। ভাষাবিজ্ঞানের যে অংশে মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি আলোচনা করা হয় তাকে ধ্বনিতত্ত্ব বলে। "ভাষাবিজ্ঞানে Phonology দ্বারা বোঝানো হয়– কোনো মানবভাষায় যত বাগ্‌ধ্বনি পাওয়া যায় তার সমুদয় বিন্যাস। প্রত্যেক নির্দিষ্ট ভাষার ধ্বনিবিন্যাস সম্পর্কে সেই ভাষাভাষী বক্তাদের এক ধরনের সুনির্দিষ্ট জ্ঞান থাকে; এই Phonology পরিভাষা দ্বারা ভাষাভাষীর সেই জ্ঞানকেও প্রাসঙ্গিকভাবে নির্দেশিত করা হয়।" (হক, ২০০২:১২০)

১.৬.২.২ *রূপতত্ত্ব (Morphology)*

ধ্বনির পর্যায়ের পরে ভাষার ব্যকরণিক প্রথম উপাদানই হলো রূপমূল। ধ্বনির চেয়ে বৃহত্তর এক-একটি অর্থপূর্ণ একক হল শব্দ। শব্দের নানাদিক যেমন, তার গঠন, শ্রেণীবিভাগ, রূপবৈচিত্র্য, রূপবৈচিত্র্য সাধনের বিভিন্ন উপকরণ (প্রত্যয়, বিভক্তি, সমাস ইত্যাদি)–হল রূপতত্ত্বের (Morphology) আলোচ্য বিষয়। রূপমূলে অর্থসংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান। রূপমূল হচ্ছে ক্ষুদ্রতম ভাষিক চিহ্ন (minimal linguistic sign)। রূপমূল "এটি এমন একটি ব্যকরণগত একক যার মধ্যে ধ্বনি ও অর্থের যথেচ্ছ সম্মিলন করে নেয় সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষীরা এবং সে এককটিকে আর ক্ষুদ্রতর অবস্থায় বিভাজিত করা যায় না।" (প্রাগুক্ত, পৃ-১৫৯)

১.৬.২.৩ *বাক্যতত্ত্ব*

ভাষাবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্যই বাক্যতত্ত্ব। ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় বাক্য মধ্যে মূলরূপগুলি সাজাবার বিশেষ নিয়ম ও একটি মূলরূপের সঙ্গে অন্য মূলরূপের সম্পর্কের নানা প্রকারভেদ আলোচনা করা হয় তাকে বাক্যতত্ত্ব বলা হয়।

> বাক্যতত্ত্ব হলো বাক্য সংগঠন সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা। যেমন-"বাক্যতত্ত্ব হচ্ছে বাক্য গঠনের বিভিন্ন উপাদানের পাস্পারিক-সম্পর্ক বিশ্লেষণ এবং বাক্যের পর্যায়ক্রমের বিন্যাস নিয়ন্ত্রিত সূত্রসমূহ" (ড. মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব)। "সংস্কৃত 'কারক তত্ত্ব' হলো প্রকৃত পক্ষে বাক্যতত্ত্ব" (ড. হুমায়ুন আজাদ, বাক্যতত্ত্ব)। বিভিন্ন সংজ্ঞার্থ থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মূল যে-কথা বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে: ব্যকরণের অন্তিম যে-উদ্দেশ্য-অজস্র শুদ্ধ বাক্য, সে-সম্পর্কে যে-বিস্তৃত আলোচনা, তা-ই বাক্যতত্ত্ব। (প্রাগুক্ত, পৃ-২১০)

১.৬.২.৪ *বাগর্থতত্ত্ব*

ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় শব্দ ও বাক্যের অর্থ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে বাগর্থতত্ত্ব (semantics) বা অর্থতত্ত বা শব্দার্থতত্ত্ব বলে। "যে বিদ্যা, জ্ঞান বা শাস্ত্র শব্দের অর্থ (তথা অর্থ পরিবর্তন, পরিবতনের কারণ) এবং ভাষায় অর্থ- পরিবর্তনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করে তা-ই শব্দার্থবিজ্ঞান (Semantics বা Semaciology)।"(প্রাগুক্ত, পৃ-১৮০)

১.৬.৩. রাজনীতি

Politics বা রাষ্ট্রনীতিই বাংলায় রাজনীতি বলে পরিচিত। প্রচলিত অর্থে রাজনীতি হলো রাষ্ট্র ও তার নাগরিকদের পারস্পারিক সম্পর্ক, দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কিত বিষয়াদি। বস্তুত রাজনীতি একটা দেশের অবস্থিত আর্থ-সামাজিক কাঠামোরই উপরিকাঠামো। আর্থসামাজিক কাঠামোর ওপরই নির্ভর করে রাজনীতির রূপ ও কাঠামো। যেমন, পুঁজিবাদী-আর্থসামাজিক কাঠামোর রাজনৈতিক রূপ ও কাঠামোও এমনভাবে বিন্যস্ত যে, এতে শুধুমাত্র পুঁজিবাদের ধারক-বাহকেরাই ক্ষমতায় যেতে পারে। অবশ্য একটি আর্থসামাজিক কাঠামোয় অন্য রাজনৈতিক চিন্তাভিত্তিক দল (বা কাঠামো) গড়ে উঠতে পারে বটে, কিন্তু তা যে-পর্যন্ত অবস্থিত কাঠামো ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধূলিস্মাৎ করতে না পারে, সে-পর্যন্ত তা রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এজন্যই দেখা যায় যে, সামন্তবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উপরিকাঠামো ছিল রাজতন্ত্র। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রাজনৈতিক কাঠামো পঁজিবাদী গণতন্ত্র। যেখানে জাতীয় পুঁজিবাদ বা শিল্পপুঁজি আধিপত্যশীল নয়, সেখানে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রও অসম্ভব। আবার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনীতি হয় সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বভিত্তিক রাজনীতি। আর্থসামাজিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠলেও এরা পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক। (রশীদ, ২০১৩:৩৪১)

Dhaka University Institutional Repository

১.৬.৪. রাজনীতির ভাষা ও ভাষার রাজনীতি

১.৬.৪.১ রাজনীতির ভাষা

রাজনীতির ভাষা প্রাত্যহিক প্রায়োগিক বিষয় ও কিছুটা উপভাষার সাথে সম্পৃক্ত। হিটলার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে যে অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন তার নাম ভাষা, রাজনৈতিক ভাষা। তেমনি বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ এর ভাষণও রাজনীতির ভাষার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ যা ছিল বাংলা ভাষাভাষী বাঙালির আত্মচেতনা এবং ঐক্য প্রয়াসের অন্যতম ভিত্তি। রাজনীতির ভাষা বলতে রাজনৈতিক বক্তব্য, ভাষণ, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, আন্দোলন ও স্লোগানের ভাষা ইত্যাদিকে বুঝায়।

রাজনীতির ভাষা যখন বক্তৃতা সর্বস্ব, গলাবাজি ও লোক খ্যাপানো- এমন ধরনের রূপ পরিগ্রহ করে তখন রাজনীতি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিবর্তে হুজুগে (ডিমাগোগি) রাজনীতিতে পরিণত হয়। কারণ হুজুগে (ডিমাগোগি) রাজনীতিতে নেতা ও দল জনগণের সরলতা, অন্ধবিশ্বাস, অর্থনৈতিক দৈন্য বা অপর কোন দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মিথ্যা বা অর্ধসত্য অথচ আবেগ প্রবণ বক্তব্য, ওয়াদা ইত্যাদির মাধ্যমে গণসমর্থন আদায় করেন এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের প্রয়াস পান।

আমার গবেষণায় রাজনীতির ভাষা বলতে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সংসদের ভিতর ও বাইরে প্রদেয় বক্তব্য ও ভাষণ, অভিমত, বাণী, রচিত প্রবন্ধ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গ সংগঠন হিসেবে ছাত্র সংগঠনগুলোর দেয়াল লিখন, বাণী, স্লোগান, পোস্টার, লিফলেট, আন্দোলন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষাকে বোঝানো হয়েছে।

১.৬.৪.১.২ ভাষার রাজনীতি

ভাষার রাজনীতি হচ্ছে রাজনৈতিক কূটকৌশলগত বিষয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটা বাস্তব সত্য যে , শুধু ভাষার রাজনীতি অনুধাবন করতে না পেরে পাকিস্তানি শাসকেরা অনেক সংগ্রাম করেও শেষ পর্যন্ত পরাজয় মেনে নিয়ে বাংলাদেশ নামের নতুন এক মানচিত্র জন্ম দিতে বাধ্য হয়েছিল। পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার অনেকগুলো কারণের মধ্যে অন্যতম কারণটি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গণ কর্তৃক ভাষার রাজনীতি বুঝতে না পারা। অর্থ্যাৎ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের বিভাজন ভাষা নিয়ে রাজনীতির অন্যতম পরিণতিগত দিক। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, " 'রাজনীতির ভাষা'কে কোন ভাবে 'ভাষার রাজনীতি' থেকে পৃথক করা যাবে না"[২]

১.৬.৫. গণতন্ত্র

যে শাসন ব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতা এক বা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ন্যস্ত না থেকে সমগ্র জনসাধারণের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং অধিকাংশ জনগণকে মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া হয় তাকে গণতন্ত্র বলে।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থে, গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'ডিমোক্রেসি' শব্দটি এসেছে 'ডিমোস ও 'ক্রাটোস' দু'টি গ্রীক শব্দ হতে। এ শব্দ দু'টির অর্থ যথাক্রমে 'জনগণ' এবং 'শাসন' বা কর্তৃত্ব। সুতরাং, ব্যুৎপত্তিগত অর্থে গণতন্ত্র হল জনগণের শাসন।

ম্যাকাইভারের মতে, "গণতান্ত্রিক শাসনে সরকার জনগনের এজেন্টমাত্র এবং সে হিসেবে তারা সরকারকে জবাব দিহি করতে বাধ্য করেন।"(আহমদ, ২০০৩:৩৪৮)

[২] জন বেনজামিনস, জার্নাল অব ল্যাঙ্গুয়েজ এ্যান্ড পলিটিকস

Dhaka University Institutional Repository

সি, এফ স্ট্রং বলেন, "শাসিতগণের সক্রিয় সম্মতির উপরে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত, তাকে গণতন্ত্র বলা যায়"। (আহমদ, ২০০৩:৩৪৮)

আবাহাম লিংকন 'গণতন্ত্র'কে তিনি "জনসাধারণের দ্বারা, জনসাধারণের কল্যাণের জন্য পরিচালিত ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা " বলেছেন। (প্রাগুক্ত)

Dhaka University Institutional Repository

১. ৬.৬. রাজনীতির ভাষার বিভিন্ন দিক

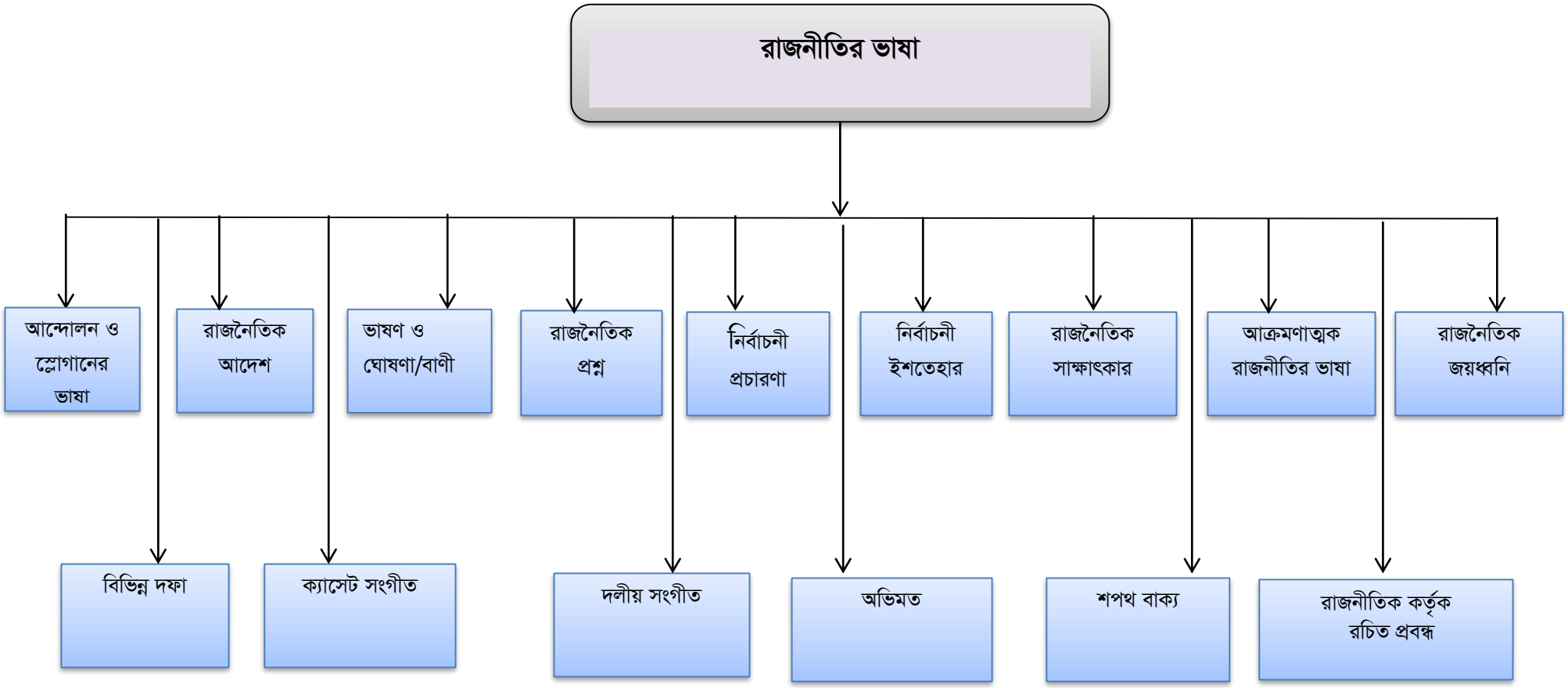

চিত্র: রাজনীতির ভাষার বিভিন্ন দিক। (গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত)

১.৬.৭.রাজনৈতিক সংস্কৃতি

রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সদস্যদের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝায়। অ্যালমন্ডের মতে, "রাজনৈতিক কৃষ্টি হলো কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃতি" (Almond & Powell, 1966:32-33)

লুসিয়ান পাই এর মতে, "রাজনৈতিক কৃষ্টি হলো ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস এবং অনুভূতির এক সমষ্টি, যা রাজনৈতিক কার্যকলাপকে অর্থপূর্ণ করে তোলা ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে সুশৃঙ্খল এক ভাবের সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক কার্যকলাপের মনস্তাত্ত্বিক ও অভ্যন্তরীণ দিকের সার্বিক প্রকাশ ঘটে রাজনেতিক কৃষ্টিতে।" (Lucian Pye, "Political Culture", Ibid, 218)

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার অর্ন্তভূক্ত সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে ধ্যানধারণা, শ্রদ্ধাবোধ, নিয়মতান্ত্রিকতা, আইনের প্রতি আনুগত্য, গণতন্ত্রের প্রতি সহযোগিতা, রাজনৈতিক চর্চা ও ক্রমবিকাশ ইত্যাদির প্রতিচ্ছবি ও মূল্যবোধের সমষ্টি।

অ্যালমন্ড ও ভারবা রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে তিন ধরনের রাজনৈতিক কৃষ্টির উল্লেখ করেন,

ক) সংকীর্ণ রাজনৈতিক কৃষ্টি (The Parochial Political Culture)

খ) অধীন রাজনৈতিক কৃষ্টি (The Subject Political Culture)

গ) অংশগ্রাহক রাজনৈতিক কৃষ্টি (The Participant Political Culture).

১.৬.৮ রাজনৈতিক দল

রাজনৈতিক দল নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তা Stasiology নামে পরিচিত। এই শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে stasis নামক একটি গ্রীক শব্দ থেকে। এই স্ট্যাসিস (stasis) শব্দের অর্থ হলো বিরোধিতার মনোভাব। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দিয়েছেন, যেমন-

J.S. Schumpeter রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞায় বলেন, A Party is a group whose member propose to act in concert in the competitive struggle for political power" (Schumpeter, 1951:283).

H.J. Laski মনে করেন,"A Party is a particular body of opinions which is nonetheless concernd with the general national interest and which forms and presents to the choice of the electorate a programme of general scope and width."(Laski, 1951:81).

উপরিউক্ত সংজ্ঞা দু'টি বিশ্লেষণ করে সহজভাবে বলা যেতে পারে যে, রাজনৈতিক দল বলতে এমন একদল নাগরিককে বোঝায় যারা একই রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী এবং সংঘবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শাসনতান্ত্রিক উপায়ে সরকার গঠন করার চেষ্টা করে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৬.৯ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি

বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষা পর্যালোচনা করার পূর্বে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সে লক্ষ্যে নিম্নে সংক্ষেপে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি তুলে ধরা হল।

> "তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাজনৈতিক কৃষ্টি তথা বাংলাদেশের রাজনৈতিক কৃষ্টির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাদের রাজনৈতিক কৃষ্টি সমরূপ নয়। জাতীয় স্বার্থে মৌলিক ইস্যুতেও ঐক্যবদ্ধ নয়। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তথা রাজনীতি ব্যক্তি প্রভাবে প্রভাবান্বিত। রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতালোভী ও একে অপরের প্রতি বিকল্প নয়, বরং শত্রুভাবাপন্ন। রাজনৈতিক নেতারা অসহিষ্ণু, পরশ্রীকাতর ও স্বার্থপর, বাক্যালাপ ও বিবৃতিতে বিদ্রুপ এবং তীব্র কঠোর ভাষা ব্যবহারেও অভ্যস্ত। আপামর জনতার কিছু সংখ্যক রাজনীতি সম্পর্কে তিক্ত ও ক্ষুব্ধ, কিছু উদাসীন, কিছু অজ্ঞ" (আলম, ২০০৩:৯)

১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণা একটি জটিল দক্ষতা ও নৈপূণ্য ভিত্তিক কাজ। রাজনীতির ভাষা বিষয়টি একটি সামগ্রিক বিষয়। রাজনীতির ভাষা ধারণাটির সাথে আন্দোলন ও স্লোগানের ভাষা, রাজনৈতিক আদেশ, ভাষণ, বাণী বা ঘোষণা, রাজনৈতিক প্রশ্ন, নির্বাচনী প্রচারণা, নির্বাচনী ইশতেহার, রাজনৈতিক সাক্ষাৎকার, আক্রমণাত্মক রাজনীতির ভাষা, রাজনৈতিক জ্বয়ধ্বনি, বিভিন্ন দফা, ক্যাসেট সংগীত, দলীয় সংগীত, রাজনীতিকদের অভিমত, শপথ বাক্য এবং রাজনীতিবিদ কর্তৃক রচিত প্রবন্ধ ইত্যাদি বিষয় জড়িত। গবেষকের গবেষণার বিষয় বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষা ১৯৭১ সাল থেকে ২০১০ সাল। রাজনীতির ভাষার স্বরূপ অনুসন্ধানের জন্য গবেষককে সংসদ অধিবেশন, ১৯৪৭ সাল পরবর্তী বিভিন্ন পত্রিকা, জার্নাল, বই-পুস্তক ও ইন্টারনেট পর্যালোচনা করা হয়েছে। গুণগত গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত সময় আবশ্যক। কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে গবেষকের পক্ষে সকল সংসদ অধিবেশন শোনা সম্ভব হয়ে উঠে নি। ১৯৭১ সাল সমসাময়িক সবগুলো পত্রিকা ও রেকর্ড, রাজনৈতিক বক্তব্য ও স্লোগান পাওয়া যায় নি। গবেষণার সময়টি অতীত কাল হওয়ায় গবেষককে প্রাথমিক উৎসের চেয়ে দ্বৈতয়িক উৎসের উপর অতিমাত্রায় নির্ভর করতে হয়েছে। কিন্তু দ্বৈতয়িক উৎস সমৃদ্ধ নয়। গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই বিভিন্ন বিক্রয় কেন্দ্র, লাইব্রেরি ও অন্যত্র পাওয়া যায় নি। এমনকি কিছু উপাত্ত বিভ্রান্তিকর। উদাহরণস্বরূপ, বঙ্গবন্ধুর ভাষিক বিশিষ্টতাপূর্ণ ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ভাষণটির একটি উৎসের সাথে আর একটি উৎসের হুবহু মিল নাই। এক্ষেত্রে উপাত্ত বিশ্লেষণের সময় গবেষককে দ্বিধান্বিত হতে হয়েছে।

উপাত্ত সংগ্রহ সহজসাধ্য ছিল না। উপাত্ত সংগ্রহ করতে গবেষককে অনেক ঝক্কি-ঝামেলা পোহতে হয়েছে। জাতীয় সংসদ ভবন থেকে উপাত্ত সংগ্রহে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়া যায় নি। তত্ত্বাবধায়কের সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও বার বার বিভিন্ন অজুহাতে অনুমতি দেওয়া হয় নি।

গবেষণার পরিসর বিস্তৃত হওয়ার দরুণ এটি একটি ব্যয়বহুল গবেষণায় পরিণত হয়েছে। গবেষকের আর্থিক সংকট কখনো কখনো গবেষণা পরিচালনার কাজ কে ব্যহত করেছে।

গবেষণার পরিধি ব্যাপক হওয়ায় স্বল্প সময়ে সার্বিক উপাত্ত সংগ্রহ ও ভাষাতাত্ত্বিক বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি। গবেষক অনার্স ও মাস্টার্সে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী হওয়ায় তাঁর পক্ষে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা খুব কঠিন ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. শ' ড, রামেশ্বর। (১৪০৩ বাংলা)। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*। কলকাতা: পুস্তকবিপণি।

২. সানী, আসলাম। (২০১২)। *ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ*। ঢাকা: কথা প্রকাশ।

৩. ইসলাম, কাবেদুল। (২০১৭)। *বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

৪. ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ। (২০১২)। *৭১ এর দশমাস*। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী।

৫. সম্পাদনায়: ড.এ এইচ খান। (২০১১)। *জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ, চতুর্থ খন্ড*। ঢাকা: বাংলাদেশ কালচারাল ফোরাম।

৬. মামুন, মুনতাসীর। (২০১৪)। *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ(প্রথম খন্ড)*। ঢাকা: সময় প্রকাশন।

৭. মামুন, মুনতাসীর। (২০১৪)। *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ (দ্বিতীয় খন্ড)*। ঢাকা: সময় প্রকাশন।

৮. রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর। (২০১৬)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি* (১৯৭১-২০১১)। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

৯. রহমান, শেখ মুজিবুর। (২০১৭)। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

১০. আলম, মোঃ ছামছুল। (২০০৩)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি বিশ্লেষণ*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত পি, এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১১. আলম, মুহাম্মদ খোরশেদ। (২০১৫)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিকাশ প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলের ভূমিকা।* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১২. খাতুন, নাসিমা। (১৯৯৫)। *বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৮২-১৯৯০)*। এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৩. সরকার, পপি। (১৯৯৮)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি*। এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৪. রশীদ, হারুনুর। (২০১৩)। *রাজনীতি কোষ*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

১৫. আহমদ, ড. এমাজ উদ্দিন। (২০০৩)। *রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কথা*। ঢাকা: বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ

১৬. উমর, বদরুদ্দীন। (১৯৭০)। *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খন্ড। ঢাকা।

১৭. রহিম ডঃ মুহম্মদ আব্দুর, ডঃ আবদুল মোমেন চৌধুরী, ডঃ.এ.বি.এম.মাহমুদ, ডঃ সিরাজুল ইসলাম। (২০১১)। *বাংলাদেশের ইতিহাস*। ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান।

১৮. মাসুদ, হাসানুজ্জামান আল। *বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গর্ভন্যান্স* ১৯৯১-২০০৭, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ : ২০০৯।

১৯. রহমান, মতিউর। (২০১৪)। *মুক্তগণতন্ত্র রুদ্ধ রাজনীতি, বাংলাদেশ* ১৯৯২-২০১২। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

২০. রেহমান, তারেক শামসুর, সম্পাদিত। (২০০৯)। *বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, প্রথম খন্ড*। ঢাকা: শোভা প্রকাশ।

Dhaka University Institutional Repository

২১. আলী, কর্ণেল শওকত। (২০১৬)। *গণপরিষদ থেকে নবম জাতীয় সংসদ*। আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলা বাজার, ঢাকা।

২২. আহমদ, শারমিন। ২০১৪)। *তাজউদ্দিন আহমদ নেতা ও পিতা*। ঢাকা: ঐতিহ্য।

২৩. রিমি, সিমিন হোসেন। (২০১২)। *তাজউদ্দিন আহমদ আলেকের অনন্তধারা*। ঢাকা: প্রতিভাস।

২৪. সিংহ, রামকান্ত। (২০০২)। *একই মেরুর দুই নক্ষত্র জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়া*, নওরোজ সাহিত্য সংসদ।

২৫. মাসকারেণ, হাস অ্যান্থনী। (২০১৪)। *বাংলাদেশ রক্তের ঋণ*। হাক্কানী পাবলিশার্স।

২৬. সম্পাদনায় : নুন, এ.কে.এ. ফিরোজ। (১৯৯৬)। *জিয়া কেন জনপ্রিয়*। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী।

২৭. সম্পাদনায় : নুন, এ.কে.এ. ফিরোজ। (২০০২)। *জিয়া কেন জনপ্রিয়*। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী।

২৮. আলী, কর্ণেল শওকত। (২০১৬)। *গণপরিষদ থেকে নবম জাতীয় সংসদ*। আগামী প্রকাশনী।

২৯. শিকদার, আব্দুর রব। (২০১২)। *বাংলাদেশ নবম জাতীয় সংসদ* (২০০৯-২০১৪)। ঢাকা: আগন্তুক।

৩০. আহমেদ, সিরাজ উদদীন। (২০০০)। *জন নেত্রী শেখ হাসিনা*। ঢাকা: ভাস্কর প্রকাশনী।

৩১. পারভেজ, রাজীব। (২০১৫)। নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু। ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী।

৩২. কুদ্দুস, গোলাম। (২০১৫)। *ভাষার লড়াই ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: নালন্দা।

৩৩. আকবর, মফিদা। (২০১৫)। *বাংলাদেশের সফল রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা*। ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য ভবন।

৩৪. আকবর, মফিদা। (২০১১)। *বাংলাদেশের রাজনীতি এবং শেখ হাসিনা*, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য ভবন।

৩৫. জসীম, প্রত্যয়। (২০১২)। *তাজউদ্দিন আহমদ*। ঢাকা: কথা প্রকাশ।

৩৬. দে, তপন কুমার। (২০১২)। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে তাজউদ্দিন আহমদ*। ঢাকা: বুকস ফেয়ার।

৩৭. সম্পাদনায় : হুমায়ুন, আবীর আহাদ রফিকুজ্জামান। (২০১০)। *মহাকালের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*। ঢাকা: জনতা প্রকাশ ।

৩৮. মাসুম, প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ। (২০০২)। *জাতীয় ঐকমত্য ও উন্নয়ন সংকট*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী ।

৩৯. পারভেজ, রাজীব। (২০১৫)। *নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী ।

৪০. কামরুজ্জামান লিটন সম্পাদিত। (২০০৯)। *বঙ্গবন্ধু স্মারকগ্রন্থ*। ঢাকা: রূপ প্রকাশন।

৪১. হোসেন, আল হাজ্ব সৈয়দ আবুল। (১৯৯৬)। *শেখ হাসিনা সংগ্রামী জননেত্রীর প্রতিকৃতি*।

৪২. রশীদ, হারুনুর । (২০১৩)। *রাজনীতি কোষ*, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

৪৩. গোলাম মুরশিদ। (২০১০)। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। ঢাকা ।

৪৪. ভুইয়া, ড, মো: আবদুল ওদুদ। (১৯৮৬)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*। আজিজিয়া বুক ডিপো।

৪৫. মহাপাত্র, ড.অনাদিকুমার। (১৯৮৮)। *রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, কলিকাতা: সুহৃত পাবলিকেশন ।

৪৬. রায়, অপূর্বকুমার। (২০০৬)। *শৈলীবিজ্ঞান*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

৪৭. হাই, মুহাম্মদ আবদুল। (১৯৬৯)। *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা*। ঢাকা: বাংলা বাজার ।

৪৮. দৈনিক ইত্তেফাক, ২১জানুয়ারি ২০১৩। আবুল বাশার খান, *রাজনীতির ভাষা : শোভনও অশোভন*।

৪৯. দৈনিক প্রথম আলো, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১০। সৌরভ শিকদার, *ভাষার রাজনীতি, রাজনীতির ভাষা*।

৫০. শব্দঘর, শুদ্ধ শব্দের নান্দনিক গৃহ, সাহিত্য সংস্কৃতির মাসিক পত্রিকা, নভেম্বর ২০১৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইমতিয়ার শামীম, *ভাষা রাজনীতি ও ভাষার রহস্যময়তা*।

৫১. ইয়াসমিন, মোছাঃ রেখা। (২০১৭)। *বঙ্গবন্ধু ও রাজনীতির ভাষা*। দ্যুতি, নবাব ফয়জুননেসা চৌধুরাণী ছাত্রীনিবাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫২. www.chintasutra, com 2015/11

৫৩. সময়ের ভাবনা, ভাদ্র ১৪১৭ সেপ্টেম্বর ২০১০। *সমকালীন রাজনৈতিক বিশ্লেষণমুলক অনুষ্ঠান সময়ের ভাবনার মুদ্রিত সংস্করণ*। প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা।

৫৪. Laski, Harold, J; (1951), *Parliamentary Government in England.*

৫৫. Karim, S.A., *Sheikh Mujib : Triumph and Tragedy*, (Dhaka: The University Press Limited, 2005)

৫৬. Bhuyan, M. Sayfullah, 199, *Political Culture in Bangladesh*, Dhaka University Journal.

৫৭. Muniruzzaman, Talukder, *The Politics Development the case of Pakistan 1947-1958*, Green Book House Limited, Dhaka.

৫৮. Agarwall , R.C., (2007-2008), *Political Theory:Principles of Political Science, New Delhi:* S.Chand & Company .Ltd ।

৫৯. Pye, Lucian w. and Verba, Sydney, *Political Culture and Political Development*, Princeton University Press, 1965.

৬০. Schumpeter, J.S;(1951), *Capitalism Socialism and Democracy.*

৬১. Samar, A South Asian Magazine for Action and Reflection; 8th March 2012, *The pitfalls of Language Politics in Bangladesh*

৬২. The Daily Star, June 3, 2012, editorial : *The Parliament of Bangladesh: Challenges and way forward.*

৬৩. editorial: *Struggle for Democracy: Bangladesh and Pakistan perspectives.*

৬৪. The Daily Star, 9th December 2014, *The abuse or misuse of language in Politics*"

৬৫. Jhon Benjamins, *Journal of Language & Politics*(JLP).

৬৬. *Language & Politics*, https://english.wise.edu.

৬৭. Syed Fattahul Alim, *Using abusive words at JS",* The Daily Star, 28 March 2011.

৬৮. Springer, *The Language of Politics*, Retrieved From Link. Springer, .com >book.

৬৯. *"Dirty war of words",* The Daily Star, April 14, 2014.

৭০. Nizamuddin Ahmed, "*Politics of, for and by The Non-Politician"* Retrieved March 12, 2013 From http://www.Wikipedia.org/wiki/bangla/

৭১. http://www.politics of Bangladesh.com:14.03.2013

৭২. www.bd-pratidin.com/home/printnews/15960/2013-09-13.

৭৩. *বাংলাদেশের রাজনীতিতে নোংরা ভাষা ও নোংরা কাজ। রাঙামাটি পার্বত্য* Retrieved From www.rhdal.com,

৭৪. *রাজনীতির ভাষা ও বাংলাদেশ*, Retrieved From wordPress.com>humannewspaper,

৭৫. www.chintasutra, com 2015/11

৭৬. হায়দার আকবর খান রনো, *গণতান্ত্রিক রাজনীতির ভাষা ও ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি*, Retrieved September 13, 2013 From www.bd-pratidin.com/editorial/2013/09/13/15960 September 13, 2013.

২. দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ গবেষণার পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়সূচি পৃষ্ঠা নং

২.১ গবেষণার পদ্ধতি ৪১
২.২. গবেষণার রূপরেখা ৪১
২.২.১ গুণগত পদ্ধতি ৪১
২.২.২ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ৪১
২.২.৩ নথি বিচার ৪১
২.২.৪ ইন্টারনেট ব্যবহার ৪২
২.২.৫ দেশী-বিদেশী বই পুস্তক ও সাহিত্য পর্যালোচনা ৪২
২.২.৬ পত্র-পত্রিকা ব্যবহার ৪২
২.৩ বিষয় নির্বাচন ৪২
২.৪ গবেষণার সময়কাল ৪২
২.৫ প্রস্তুতিপর্ব ও পর্যালোচনা ৪৪
২.৬ উপাত্ত সংগ্রহ ৪৪
২.৭ উপাত্ত বিন্যাস ৪৪
২.৮ তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া ৪৪
২.৯ সিদ্ধান্ত ৪৪
গ্রন্থপঞ্জি ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

২.১ গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণা কাজকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধতির প্রয়োজন। "বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষা (১৯৭১ সাল থেকে ২০১০)" শীর্ষক গবেষণাটি বাস্তব ভিত্তিক গুণগত গবেষণা। উল্লিখিত গবেষণায় তথ্যবিশ্ব হিসেবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ১৯৭১ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সক্রিয় প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদগণের রাজনীতির ভাষাকে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। প্রধান রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের ইতিহাসের পট পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

২.২. গবেষণার রূপরেখা

গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনায় অনুসৃত পদ্ধতি এই অধ্যয়ে উপস্থাপন করা হল।

২.২.১ গুণগত পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণাটি একটি বর্ণনামূলক গবেষণা। গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সম্পূর্ণ গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়েছে মূলত দ্বৈয়তিক উৎসের উপর ভিত্তি করে। এখানে সরাসরি সাক্ষাৎকারের কিংবা প্রশ্নাবলি তৈরির মাধ্যমে কোন উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়নি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, সংসদ অধিবেশন, বই-পুস্তক ও ইন্টারনেট থেকে শুধুমাত্র প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ও ছাত্র সংগঠনগুলোর রাজনীতির ভাষা সংগ্রহ করা হয়েছে। যেহেতু গবেষণাকর্মটি গুণগত গবেষণা সেহেতু কোথাও কোন পরিসংখ্যানিক তথ্যচিত্র উপস্থাপন করা হয়নি।

২.২.২ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

গবেষণা সংশ্লিষ্ট উপাত্ত সংগ্রহে ও বিশ্লেষণে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কিছু স্লোগান, ভাষণ ও বক্তব্যের ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে উপাত্তগুলোকে একাধিকবার পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। পোস্টার, দেয়াল ও শরীর লিখনের চিত্র পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

২.২.৩ নথি বিচার

গবেষণার বিষয়বস্তু ১৯৭১-২০১০ সময়ের মাঝে বিভিন্ন শাসনকালে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের রাজনীতির ভাষার বিশ্লেষণ। গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রচুর নথি রয়েছে। তন্মাধ্যে রয়েছে আত্মজীবনীগ্রন্থ, রাজনীতিকগণ রচিত প্রবন্ধাবলি ও বিভিন্ন ধরনের স্মৃতিচারণমূলক লেখা। স্মৃতিচারণমূলক লেখায় রয়েছে 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' লেখক আবুল মনসুর আহমদ, 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' লেখক শেখ মুজিবুর রহমান, 'তাজউদ্দিন আহমদ নেতা ও পিতা'–লেখক শারমিন আহমদ, 'তাজউদ্দিন আহমদ আলোকের অনন্ত ধারা'-লেখক সিমিন হোসেন রিমি, 'একই মেরুর দুই নক্ষত্র জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়া'-লেখক রামকান্ত সিংহ, 'বাংলাদেশের সফল রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা'- লেখক মফিদা আকবর ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন ভাষণের উপর নথি রয়েছে যেমন, বঙ্গবন্ধুর ভাষিক বিশিষ্টতাপূর্ণ ৭ই মার্চের ভাষণসহ নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ ১০ টি ভাষণ এবং তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মাওলানা ভাসানী, জিয়াউর রহমান, হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ, শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ প্রমুখ রাজনীতিবিদদের ভাষণ। ইন্টারনেট, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি ও ডাকসু স্মৃতি সংগ্রহশালা, জাতীয় সংসদের লাইব্রেরি, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর ইত্যাদি স্থান থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.২.৪ ইন্টারনেট ব্যবহার

গবেষণা সংশ্লিষ্ট উপাত্ত প্রাপ্তিতে ইন্টারনেট সহায়ক মাধ্যম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৭১ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতাদের সরাসরি ভাষণ ও সাক্ষাৎকার এবং রাজনৈতিক স্লোগান পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে ইউটিউব এর সহায়তা নেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক স্লোগান ও ঘটনাপঞ্জি, রাজনীতিবিদদের জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে অধ্যয়নের জন্য ব্লগ ও ওয়েবসাইট ব্যবহার করা হয়েছে। পোস্টার, দেয়াল ও শরীর লিখনের চিত্র ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.২.৫ দেশী-বিদেশী বই পুস্তক ও সাহিত্য পর্যালোচনা

গবেষণা বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় শব্দের আভিধানিক অর্থ, সংজ্ঞায়ন ও তত্ত্বীয় বিশ্লেষণ, যেমন রাজনীতির ভাষা ও ভাষার রাজনীতি, গণতন্ত্র, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাজনীতির ভাষার প্রবণতা ও স্বরূপ, রাজনীতির ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক ও বাগর্থিক বিশ্লেষণ, বিভিন্ন উদাহরণ ও তথ্য সমূহের ক্ষেত্রে দেশী বিদেশী পুস্তক ও সাহিত্য পর্যালোচনা বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক কিছু বই গবেষককে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণে সহায়তা করেছে।

২.২.৬ পত্র-পত্রিকা ব্যবহার

অতীত ও বর্তমান সময়ে বিশ্লেষণের জন্য পত্র-পত্রিকা একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। গবেষণার বিষয়টি যেহেতু বাংলাদেশের অতীতকালের (১৯৭১ সাল থেকে ২০১০) রাজনীতির ভাষার বিশ্লেষণ সেহেতু গবেষণাকার্য সম্পাদনে পত্র-পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

২.৩ বিষয় নির্বাচন

ভাষা মানুষের ভাবনা-চিন্তার বাহন। রাজনীতির নিজস্ব একটা ভাষা আছে, যে ভাষার মাধ্যমে রাজনৈতিক সংস্কৃতি তথা রাজনীতিবিদদের ব্যক্তিত্ব, আচার–আচরণ, চিন্তা-ভাবনা, দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি প্রকাশ পায়। কেবল রাজনৈতিক দলের ভিতরেই নয়, জনগণের মাঝেও ঐক্য ও চেতনা গড়ে তোলার পেছনে রাজনীতির ভাষার অবদান অনস্বীকার্য। রাজনীতির ভাষার প্রথমেই আসে রাজনৈতিক ভাষণ, ঘোষণা, বক্তব্য ও স্লোগানের বিশ্লেষণ। “বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষা (১৯৭১ সাল থেকে ২০১০)” বিষয় সংশ্লিষ্ট ইতঃপূর্বে কোন গবেষণাকর্ম পরিচালিত না হওয়ায় বর্তমানে গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের যৌক্তিকতা রয়েছে।

২.৪ গবেষণার সময়কাল

গবেষণার সময়কাল ১৯৭১ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধকালীন ১০ এপ্রিল ১৯৭১ গঠিত অস্থায়ী বা প্রবাসী সরকার ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। ২৩ মার্চ ১৯৭২ গঠিত গণপরিষদ স্থায়ী ছিল

Dhaka University Institutional Repository

১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২ পর্যন্ত। ৭ মার্চ ১৯৭৩ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এ সংসদ বিলুপ্ত হয় ৬ নভেম্বর ১৯৭৫।

১৯৭৫ সালে ২৪ জানুয়ারি বাকশাল প্রতিষ্ঠা ও ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে হত্যার পর খন্দকার মোশতাক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মোশতাক সরকারকে উৎখাত করেন। খালেদ মোশাররফ তার ক্ষণস্থায়ী সেনাঅভ্যুত্থানের সময় রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি এ এস এম সায়েমকে নিয়োগ করেন। ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ একটা পাল্টা সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খালেদ মোশাররফকে হত্যা করে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করা হয়। সেনাপ্রধান হিসেবে সকল ক্ষমতা জিয়াউর রহমানের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। তিনি এ এস এম সায়েমকে রাষ্ট্রপতি পদে বহাল রাখেন। ২৯ মে ১৯৮১ চট্টগ্রামে সামরিক অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমান নিহত হন। অতঃপর উপরাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি হন। ২৪ মার্চ ১৯৮২ রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আব্দুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতায় আসেন।

১৫ আগস্ট এবং ৩ ও ৭ নভেম্বর ১৯৭৫, ২৯ মে ১৯৮১, ২৪ মার্চ ১৯৮২ এই মোট পাঁচবার সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ সামরিক সরকার ক্ষমতায় আসে যা ১৯৯০ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। সামরিক সরকারের সময় তিনটি (দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ) জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ জাতীয় সংসদের মেয়াদ ছিল যথাক্রমে ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ –২৪ মার্চ ১৯৮২, ৭ মে ১৯৮৬ – ৭ ডিসেম্বর ১৯৮৭, ৩ মার্চ ১৯৮৮ – ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০।

১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের অধীনে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ফিরে আসে। পঞ্চম জাতীয় সংসদ ২৪ নভেম্বর ১৯৯৫ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ অনুষ্ঠিত হয় ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। যা স্থায়ী ছিল ৩০ মার্চ ১৯৯৬ পর্যন্ত। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী জাতীয় সংসদ।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারে অধীনে অনুষ্ঠিত হয় তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ১২ জুন ১৯৯৬ নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারে অধীনে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হয় সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এ সংসদ স্থায়ী ছিল ১৩ জুলাই ২০০১ পর্যন্ত। ১ অক্টোবর ২০০১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারে অধীনে দ্বিতীয়বারের মত অনুষ্ঠিত হয় অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ২০০৬ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর স্বয়ং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ, লগি-বৈঠার রাজনীতি, সবশেষে সেনাসমর্থিত ফখরুদ্দিন সরকারের দুই বছরর অগণতান্ত্রিক শাসন বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি তৈরি করে। পরবর্তীতে ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল আওয়ামীলীগ ক্ষমতাসীন হয়।

সংক্ষেপে বলা যায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ১৯৭১ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত একটি অস্থায়ী বা প্রবাসী সরকার, একটি গণপরিষদ, নয়টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে তিনটি নির্বাচন সামরিক সরকার (১৯৭৫-১৯৯০) এবং দু'টি নির্বাচন নির্দলীয় (১৯৯৬, ২০০১) ও একটি সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের (২০০৮) অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। বাকী তিনটি নির্বাচনের মধ্যে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংবিধানের মাধ্যমে, পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন রাষ্ট্রপতির ও ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতাত্তোর ১৯৭২ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের শাসনকালকে নয়টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৭২-১৯৭৫), খন্দকার মোশতাক (৩-৭ নভেম্বর ১৯৭৫), জিয়াউর রহমান (১৯৭৫-১৯৮১), হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ (১৯৮২-১৯৯০), বিএনপি ও খালেদা জিয়া (১৯৯১-১৯৯৬), আওয়ামীলীগ ও শেখ হাসিনা (১৯৯৬-২০০১), চারদলীয় ঐক্যজোট ও খালেদা জিয়া (২০০১-২০০৬), তত্ত্বাবধায়ক সরকার (২০০৬-২০০৯), চৌদ্দদলীয় মহাজোট ও শেখ হাসিনা (২০০৯-২০১০ চলমান)

২.৫ প্রস্তুতিপর্ব ও পর্যালোচনা

গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচনের পর এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত পত্রিকা, জার্নাল, বই-পুস্তক, পুস্তিকা সংগ্রহ করে ঐ গুলোর পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া গবেষণাকার্য পরিচালনার নিয়মবিধি সংক্রান্ত বই-পুস্তিকাদির সহায়তা নেওয়া হয়। এরপর গবেষণার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা প্রস্তুত করে উপদেষ্টা ও গবেষণা পরীক্ষণ কমিটির সদস্যদের অনুমোদন নেওয়া হয়।

২.৬ উপাত্ত সংগ্রহ

বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও অন্যান্য লেখকের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি সম্পর্কিত বই-পুস্তক ও প্রবন্ধ, বিখ্যাত রাজনীতিকের আত্মজীবনীগ্রন্থ, প্রধান প্রধান রাজনীতিবিদদের জীবনী নিয়ে লিখিত বই-পুস্তক, ইতিহাস গ্রন্থ, উইকিপিডিয়া, বিশ্বকোষ, বাংলাদেশের বিভিন্ন শাসনামলের পত্রিকাদি, পুস্তিকাদি, জার্নাল অধ্যয়ন ও সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা করে এবং সংসদ অধিবেশন শুনে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া ইন্টারনেট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন গুলোর প্রদত্ত স্লোগান ও সম্মেলন, বিভিন্ন আলোচনা সভা, বিভিন্ন রাজনৈতিক অঙ্গন যেমন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন ও টিএসসিতে প্রদর্শিত প্রামাণ্য চিত্র এবং ডাকসু সংগ্রহশালা, পুরাতন পত্রিকা বিভাগ, লাইব্রেরির এমফিল ও পিএইচডি সেকশান এবং জাতীয় সংদের গবেষণা শাখা ও লাইব্রেরি থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৭ উপাত্ত বিন্যাস

অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত সমূহকে সংগঠন বর্ণনা সহকারে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেহেতু আলোচ্য গবেষণাটি গুণগত গবেষণা তাই তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের গ্রাফ বা পরিসংখ্যানিক কার্যক্রম ব্যবহৃত হয় নি। গবেষণার উপাত্ত সমূহের বস্তুনিষ্ঠতার প্রশ্নে কিছু চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

২.৮ তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া

এখানে উপাত্ত সমূহের গুণগত পদ্ধতিতে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অর্থ্যাৎ উপাত্ত সমূহের ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক ও বাগর্থিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.৯ সিদ্ধান্ত

প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. আলম, মোঃ ছামছুল। (২০০৩)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি বিশ্লেষণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত পি, এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ; এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২. আলাউদ্দিন, ড.মোহাম্মদ। (২০০৯)। *সামাজিক গবেষণা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অন্বেষণ পদ্ধতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

৩. রহমান, এ এস এম আতীকুর। (২০০৬)। *সমাজ গবেষণা পদ্ধতি*। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স।

৪. হোসেন, মো: জাকির। (২০০৯)। *শিক্ষামূলক গবেষণা*। ঢাকা: মেট্রো পাবলিকেশন্স।

৫. Neuman, W..Lawrence. *Social Research Methods Qualitative And Quantitative Approaches.* Third Edition, University of Wasington.

৬. SOCIAL RESEARCH METHODS QUALITATIVE AND QUANTITAVE APPROACHES, THIRD EDITION, W..LAWRENCE NEUMAN, University of Wasington.

৭. আলম, মোঃ ছামছুল। (২০০৩)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি বিশ্লেষণ*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত পি, এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৮. আলম, মুহাম্মদ খোরশেদ। (২০১৫)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিকাশ প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলের ভূমিকা।* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৯. খাতুন, নাসিমা। (১৯৯৫)। *বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৮২-১৯৯০)*। এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১০. সরকার, পপি। (১৯৯৮)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি*। এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা -১০০০।

১১. নাহার, নাজনীন। (২০০৯)। *এরশাদ শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১২. ইয়াসমিন, দিলরুবা। (২০১০) *বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল-আওয়ামীলীগ ও বি.এন.পির উদীয়মান নেতৃতের আর্থ-সামাজিক পটভূমি ও একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৩. রহমান, মো: এখলাছুর, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্র একটি বিশ্লেষণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৪. দাউদ, মো: আবু, *বি.এন.পির শাসনামলে (১৯৯১-৯৫) বিরোধী দল হিসাবে আওয়ামীলীগের ভূমিকার মূল্যায়ন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৫.নাথ, স্বপন কুমার। (২০০৬)। *বাংলাদেশের ক্ষুদ্রজাতিসত্ত্বা মণিপুরি সম্প্রদায় এবং তাদের ভাষিক পরিস্থিতি*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৬. Hossain, Mohammad Sohrab. (2010) . Role of Opposition in Democratic Politics: A Study With Special Refference to Bangladesh Jatiya Sangsad (1991-2006), Phd Thesis, Department of Political Science, University of Dhaka.

১৭. আলম, মোঃ ছামছুল। (২০০৩)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি বিশ্লেষণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত পি, এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ; এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৮. ইসলাম, মোহাম্মদ নূরুল। (২০০৮)। বাংলাদেশের রাজনীতি এবং সামরিক শাসন (১৯৭৫-১৯৯০) একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত পি, এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ; এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯. ইসলাম, সৈয়দ আতিকুর। (২০১১)। *বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রম ১৯৯৫ এবং ২০০১: একটি বিশ্লেষণ*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত পি, এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ; এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২০.আহমদ, মওদুদ। (২০০০)। গণতন্ত্র ও উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ প্রক্ষাপট: বাংলাদেশের রাজনীতি ও সামরিক শাসন। ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

২১. সামরিক শাসন, Retrieved March19, 2015 from bn.banglapedia.org/index.php?title

২২. সামরিক শাসন, Retrieved from https://bn.wikipedia.org/wiki/

৩. তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ সংশ্লিষ্ট পুস্তক পর্যালোচনা

সূচিপত্র

বিষয়সূচি পৃষ্ঠা নং

৩.১ সংশ্লিষ্ট পুস্তক পর্যালোচনা ৪৯

৩.২ গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় ৪৯

গ্রন্থপঞ্জি..... ৫২

Dhaka University Institutional Repository

৩.১ সংশ্লিষ্ট পুস্তক পর্যালোচনা

"বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষা (১৯৭১ সাল থেকে ২০১০)" এই বিষয়ে কোন গবেষণা হয়েছে কিনা আর হয়ে থাকলে কি ধরনের কাজ হয়েছে সে সম্পর্কে ভালভাবে জানার জন্য বিষয় সংশ্লিষ্ট বই-পুস্তক, গবেষণাপত্র, রির্পোট , জার্নাল, প্রবন্ধ পর্যালোচনা করা পয়োজন। বিভিন্ন বই-পুস্তক, জার্নাল, পত্রিকা ইত্যাদি পর্যালোচনার পর গবেষক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, "বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষা (১৯৭১সাল থেকে ২০১০)" শীর্ষক কোন পূর্ণাঙ্গ গবেষণাকর্ম ইতোপূর্বে পরিচালিত হয় নি। গবেষণার ক্ষেত্রে এটি প্রথম প্রয়াস। বর্তমান গবেষণা শীর্ষক কোন প্রত্যক্ষ গবেষণাপত্র ও সাহিত্যের সন্ধান গবেষক খুজে পান নি। তবে বর্তমান গবেষণার সাথে পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত যে কয়টি বই-পুস্তক, পত্রিকা, জার্নাল ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া গেছে এ অধ্যয়ে তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১৯৭১ সাল থেকে রাজনীতির ভাষা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত বা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হচ্ছে। স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ বপনে যেমন ভাষা আন্দোলন তথা ভাষার রাজনীতির ভূমিকা অপরিসীম তেমনি ১৯৭১ সালে সৃষ্টিশীল কালোত্তীর্ণ ভাষিক বিশিষ্টতাপূর্ণ ৭ই মার্চ ভাষণ তথা রাজনীতির ভাষার ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ৭ই মার্চ এর রাজনীতির ভাষার মাধ্যমে জনগণকে মুক্তি পাগল স্বাধীনতাকামী জাতিতে পরিণত করতে পেরেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে রাজনীতির ভাষার ভূমিকা অগ্রগণ্য। বাংলাদেশের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে (১৯৭১-২০১০) পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষা কিরূপ তা জানার কৌতূহল থেকে গবেষক গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বই-পুস্তক, পত্রিকা, ওয়েবসাইট পর্যালোচনার চেষ্টা করেছেন।

৩.২ গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়

গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রধানতম বিষয় হল রাজনীতির ভাষা। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে রাজনীতির ভাষা, ভাষার রাজনীতি, রাজনীতির ভাষার বিভিন্ন দিক, রাজনীতির ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও বৈচিত্র্য ইত্যাদি এসব বিষয়।

মুহাম্মদ আবদুল হাই *'তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা'* শীর্ষক বইতে ভাষা ব্যবহারের উপর রাজনীতি যে অন্যতম প্রভাবক শক্তি হিসেবে কাজ করে সে বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এমনকি রাষ্ট্র তার স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ভাষা ব্যবহাররের সব রকম মাধ্যমকে কাজে লাগায়। ভাষা রাজনীতিকদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়।

সৌরভ শিকদার *'ভাষার রাজনীতি, রাজনীতির ভাষা'*, শীর্ষক সম্পাদকীয়তে মানুষের জন্মগত অধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভাষা যে রাজনৈতিক প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত অথবা বাঁধার সম্মুখীনহয় সে বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তবে রাজনৈতিক শক্তি ভাষার স্বাধীনতাকে হরণ করলেও ভাষাও রাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। আর ভাষা ও রাজনীতির এ ধরনের দ্বান্দিক সম্পর্কে ভাষারই জয়লাভ ঘটে। আলোচ্য সম্পাদকীয়তে ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষের আবেগ ও অস্তিত্বের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

কাবেদুল ইসলাম এর 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা' শীর্ষক বইটিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের উপর আংশিক ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে তা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটির পরিপূর্ণ শ্রুতিলেখা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে পরিপূর্ণ সন্নিবেশিত হয়নি। এমনকি অষ্টম শ্রেণীর বোর্ড বইতেও ভাষণটির পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া যায় নি। লেখক তাঁর বইটিতে এ বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পপি সরকার 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি' শীর্ষক অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে তৃতীয় বিশ্বের ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করেছেন।

জি.এম.শাহীদুল আলম এর '*পলিটিক্যালকমুনিকেশন ইন বাংলাদেশ : দি ইউজ অব ভাইল ল্যাঙ্গুয়েজ*' শীর্ষক গবেষণাধর্মী লেখায় রাজনীতির ভাষার শৈলীগত দিক ফুটে উঠেছে। যেমন, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ তাদের ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থের জন্য জনগণকে উদ্দেশ্য করে আবেগময় ভাষা ব্যবহার করেন। বাংলাদেশের রাজনীতি, আবেগ ও ভাবাবেগ, যুক্তিহীনতা, আত্মস্বার্থ, অদরদূর্শিতা এবং পেশী শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। আর এগুলোর কারণে রাজনীতির ভাষা অশোভন হয়ে থাকে। আলোচ্য লেখাটিতে ১৯৪৭ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত রাজনীতির ভাষার কালানুক্রমিক বৈচিত্র্যময় দিকটি বর্ণিত হয়েছে। আগের দিনগুলোতে (১৯৪৭-১৯৭১) কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনায় ও বিতর্কে বুদ্ধির ব্যবহার হত। সেই সময় শাসনতান্ত্রিক পরিষদ, জাতীয় ও প্রাদেশিক সংসদে অশোভন ভাষার ব্যবহার খুব একটা হতো না। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলার মানুষ রাজনৈতিক নেতাদের সম্মোহনী বক্তব্য দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল কারণ তাঁরা তাঁদের আদর্শ এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো জনগণের মনে দারূণভাবে গেঁথে দিতে পেরেছিলেন। রাজনীতির ভাষাও এক প্রকার শব্দ যুদ্ধ। কৌতূহলের বিষয় হচ্ছে একনায়কতান্ত্রিক রাজনীতিবিদের চেয়ে একনিষ্ঠ গণতান্ত্রিক রাজনীতিবিদের জন্য আবেগ ও ভাবাবেগ থাকাটা পূর্ব শর্ত কারণ গণতন্ত্রীরা বিশেষ করে তাদের আবেগ ও ভাবাবেগকে ব্যবহার করে ভোটারদের কাছে নিজেদেরকে জনপ্রিয় করে তুলতে পারেন। বাগ্মী নেতারা তাদের রাজনৈতিক দলের নির্বাচনে সব সময় জয়লাভ করতে না পারলেও তাদের বক্তব্য দিয়ে গণমানুষকে প্রভাবিত করার সামর্থ রাখেন। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এবং এক নির্বাচন থেকে আর এক নির্বাচনে তাদের বাচনভঙ্গির প্রকাশ ভিন্ন হয়ে থাকে। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বক্তব্য ও বিবৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ কৌশলের ব্যবহার এবং তাঁর প্রতি জনগণের সাড়ার মধ্যে একটা ইতিবাচক আন্তঃসম্পর্ক থাকে।

হায়দার আকবর খান রনো এর '*গণতান্ত্রিক রাজনীতির ভাষা ও ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি*' শীর্ষক প্রবন্ধে রাজনীতির ভাষার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং রাজনীতির ভাষার শৈলীগত দিকটিও প্রতিফলিত হয়েছে। রাজনীতির নিজস্ব একটা ভাষা আছে। সত্যিকারের সংগ্রামী রাজনৈতিক নেতারা অন্যপক্ষকে তীব্র সমালোচনা করার সময় অথবা সংগ্রাম, বিদ্রোহ, বিপ্লবের ডাক দেওয়ার সময়ও শালীনতার সীমা অতিক্রম করেন না। যেমন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অথবা মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী ।

বদরুল আলম খান এর '*রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব, বাংলাদেশে গণতন্ত্র: এলিট বনাম জনগণ*' শীর্ষক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে আক্রমণাত্মক রাজনীতির ভাষার সূত্রপাত ও ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, নির্বাচনী প্রতিযোগিতার ফল হিসেবে জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে। সেখান থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্থানান্তরিত হয় সংসদে, যেখানে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশের উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে নীতি বা আইনের ওপর বিতর্কে অবতীর্ণ হন। কিন্তু এই প্রতিযোগিতা অনেক সময় অতিমাত্রায় তীব্র রূপ ধারণ করে। সেই তীব্রতা নানা ইস্যুকে কেন্দ্র করে ঘটতে পারে। সংসদ অধিবেশনে গণপ্রতিনিধিরা উত্তেজিত হয়ে একে অপরের বিরূদ্ধে আক্রমণাত্মক অবস্থান গ্রহণ করতে পারেন।

আবুল বাশার খান তাঁর '*রাজনীতির ভাষা: শোভন ও অশোভন*' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে রাজনীতির ভাষার মাধ্যমে যে একজন রাজনীতিবিদের ব্যক্তিত্ব বা শৈলীগত পরিচয় প্রকাশিত হয় সে বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যে ভাষায় কথা বলেন, তা রাষ্ট্রিক ও আর্থিক ধারণার একটি পাটাতনে দঁড়িয়ে স্বকীয়তার সীমানায় থেকেই বলেন। এই সীমাবন্ধনই তাকে পরিচিত করে, সুনর্দিষ্ট ইতি-নেতিবাচক ভাবধারা তৈরি করে। মনীষার অভাবহেতু অনেক সময় রাজনীতিবিদদের ভাষায় বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, মুহাম্মদ আবদুল হাই এর '*তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা*', সৌরভ শিকদার এর '*ভাষার রাজনীতি, রাজনীতির ভাষা*; কাবেদুল ইসলাম এর '*বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা*', জি.এম শহীদুল আলম এর '*পলিটিক্যালকমুনিকেশন ইন বাংলাদেশ: দি ইউজ অব ভাইল ল্যাঙ্গুয়েজ*'; বদরূল আলম খান, '*রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব, বাংলাদেশে গণতন্ত্র: এলিট বনাম জনগণ*'; হায়দার আকবর খান রনো '*গণতান্ত্রিক রাজনীতির ভাষা ও ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি*' প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ মাসুম, 'জাতীয় ঐকমত্য ও উন্নয়ন সংকট'; মোঃ ছামছুল আলম এর '*বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি বিশ্লেষণ ' শীর্ষক* লেখা গুলো গবেষককে গবেষণা উপাত্ত বিশ্লেষণে কিছুটা সহায়তা করেছে। তবে এ বিষয়ে প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, "বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষা (১৯৭১ সাল থেকে ২০১০)" শীর্ষক বিষয়টি নিয়ে ইতোপূর্বে কোন গবেষণা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. হাই, মুহাম্মদ আবদুল। (১৯৬৯)। *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা*। ঢাকা: বাংলা বাজার।

২. ইসলাম, কাবেদুল। (২০১৭)। *বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

৩. সানী, আসলাম। (২০১২)। *ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ*। ঢাকা: কথা প্রকাশ।

৪. Bhuyan, M. Sayefullah, `*Political culture in Bangladesh"*, Dhaka university Journal.

৫. Journal of the Asiatic Society of Bangladesh(Hum.)vol.59(2), 2014, pp.305-321, G.M. Shahidul Alam, "*Political Commnication In Bangladesh: The Use Of Vile Language*.

৬. হায়দার আকবর খান রনো, *গণতান্ত্রিক রাজনীতির ভাষা ও ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি* www.bd-pratidin.com/editorial/2013/09/13/15960 September 13, 2013

৭. আবুল বাশার খান, *রাজনীতির ভাষা : শোভনও অশোভন*, দৈনিক ইত্তেফাক, ২১জানুয়ারি ২০১৩।

৮. সৌরভ শিকদার, *ভাষার রাজনীতি, রাজনীতির ভাষা*, দৈনিক প্রথম আলো, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১০।

৯. সম্পাদকীয়, *রাজনীতির ভাষা*, দৈনিক যুগান্তর, ৩০ নভেম্বর ২০১৫।

১০. আলম, মোঃ ছামছুল। (২০০৩)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি বিশ্লেষণ*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত পি, এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১১. আলম, মুহাম্মদ খোরশেদ। (২০১৫)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিকাশ প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলের ভূমিকা।* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১২. খাতুন, নাসিমা। (১৯৯৫)। *বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৮২-১৯৯০)*। এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৩. সরকার, পপি। (১৯৯৮)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি*। এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা -১০০০।

১৪. নাহার, নাজনীন। (২০০৯)। *এরশাদ শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৫. ইয়াসমিন, দিলরুবা। (২০১০) *বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল-আওয়ামীলীগ ও বি.এন.পির উদীয়মান নেতৃতের আর্থ-সামাজিক পটভূমি ও একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৬. রহমান, মো: এখলাছুর, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্র একটি বিশ্লেষণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৭. দাউদ, মো: আবু, *বি.এন.পির শাসনামলে (১৯৯১-৯৫) বিরোধী দল হিসাবে আওয়ামীলীগের ভূমিকার মূল্যায়ন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. Karim, S.A. (2005). *Sheikh Mujib : Triumph and Tragedy*, (Dhaka:The University Press Limited)

১৯. Ahmed, Moudud. (1991). *Bangladesh : Era of Sheikh Mujibur Rahman*. Dhaka: Dhaka University Press Limited,.

২০. Pye, Lucian w. and Verba, (1965), *Political Culture and Political Development.* Sydney: Princeton University Press,.

২১. Maniruzzaman, Talukder, (2003), *The Bangladesh Revolution and Its Aftermath*, Dhaka: UPL.

২২. Rahman, Md.Ataur, *Challenges of Governance in Bangladesh,* BIISS.Journal, Vol.14, No.4, 1993.

২৩. Bhuyan, M. Sayefullah, `*Political culture in Bangladesh",* Dhaka university Journal.

২৪.সম্পাদকীয়, *রাজনীতির ভাষা*, দৈনিক যুগান্তর, ৩০ নভেম্বর ২০১৫।

২৫.রহমান, এ এস এম আতীকুর, *সমাজ গবেষণা পদ্ধতি*, এপ্রিল ২০০৬, নিউ এজ পাবলিকেশন্স।

৪. চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ রাজনীতির ভাষার পটভূমি ও স্বরূপ

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়সূচি পৃষ্ঠা নং

৪.১ রাজনীতির ভাষার পটভূমি ও স্বরূপ..... ৫৬

৪.১.১ অস্থিরতা..... ৫৬

৪.১.২ অসহিষ্ণুতা..... ৫৭

৪.১.৩ আক্রমণাত্মক ভাষা ও অরাজকতা..... ৫৭

৪.১.৪ দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ..... ৫৭

৪.১.৫ ভাবাদর্শের সংঘর্ষ..... ৫৮

৪.১.৬ জাতীয় সংকট..... ৫৮

৪.১.৭ ধর্মীয় প্রভাব..... ৫৯

৪.১.৮ উত্তরাধিকারের রাজনীতি..... ৬০

৪.১.৯ ব্যক্তি প্রাধান্য..... ৬০

৪.১.১০ মৌল সমস্যার অনুপস্থিত..... ৬১

৪.১.১১ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি..... ৬১

৪.১.১২ স্ববিরোধিতা..... ৬১

৪.১.১৩. বিরোধিতা..... ৬২

গ্রন্থপঞ্জি..... ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

৪.১ রাজনীতির ভাষার পটভূমি ও স্বরূপ

যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে রাজনীতির ভাষা হিসেবে স্লোগান, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ একটি অতি সাধারণ ব্যাপার। রাজনীতির মাঠে, রাজপথে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, রাজনৈতিক দলের মধ্যে কোনো দাবি আদায় বা কোন সমস্যা দেখা দিলেই নানা স্লোগান প্রতিবাদ প্রতিরোধ উত্থাপিত হতে থাকে। কখনো সরকার, কখনো কখনো কোনো প্রতিষ্ঠান, কিংবা কোনো রাজনৈতিক দল ও দলের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে তা উচ্চারিত হতে শোনা যায়।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি এখনো গড়ে ওঠেনি। এর ফলে রাজনীতির ভাষা আক্রমণাত্মক ও অশোভন হয়ে থাকে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক জনগোষ্ঠির একটা বদনাম আছে যে, 'হুজুগে বাঙালি'। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, 'সম্রাট বাবর তার আত্মজীবনী 'তুযুক এ বাবরে' লিখেছেন, 'বাঙ্গাল' মুল্‌ক আছে যেখানে, রাস্তার পাগল যদি সিংহাসনের দাবি করে তারও সমর্থক পাওয়া যায়' (মাসুম, ২০০২:২৮)। তবে বাঙালিরা হুজুগে হলেও স্বাধীনচেতা ও প্রতিবাদমুখর আত্মপ্রত্যয়ী জাতি। প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। ১৯৫২, ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৯০ সবই ছিল প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের বছর। উল্লেখ্য যে, "প্রাচীনকালে বাংলা'র আর এক নাম ছিল 'বুলঘকপুর' অর্থ্যাৎ বিদ্রোহের দেশ (প্রাগুক্ত, পৃ-৩০)। এ কথা অনস্বীকার্য যে, ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অতীত বাংলাদেশের জনচরিত্রের ধারাকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করেছে। রাজনীতির ভাষায় যেহেতু জনচরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক রূপটি প্রতিফলিত হয় তাই উপযুক্ত প্রত্যয় আর প্রবণতার প্রেক্ষিতেই নির্ণীত হবে বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষার স্বরূপ। উচ্চারিত স্লোগান, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, পোস্টার, সন্নিবেশিত দেয়াল ও শরীর লিখন, এবং প্রকাশিত বক্তব্য প্রমাণ করেছে রাজনীতির ভাষার স্বরূপ। রাজনৈতিক ভাষা কোনো অদৃশ্য ব্যাপার নয় তার রয়েছে কাঠামোগত দিক। বাঙালি মানস প্রবণতা এতে বিবৃত। এসবের স্বরূপ সন্ধানেই প্রস্ফুটিত হবে রাজনীতির ভাষার স্বরূপ। তাই এখন বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষায় প্রচলিত বিভিন্ন রাজনৈতিক স্লোগান, দেয়াল লিখন, পোস্টার, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষার বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হল।

৪.১.১ অস্থিরতা

বাংলাদেশের মানুষের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্যে হচ্ছে এরা অস্থির প্রকৃতির। সামান্য একটু কিছুতেই এরা ভাঙচুর, হরতাল, অগ্নি সংযোগ ও জ্বালাও পোড়াও করে। মিছিল মিটিংয়ে উচ্চারিত 'জ্বালো, জ্বালো, আগুন জ্বালো' অথবা 'অ্যাকশন, অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন'[১], স্লোগানের মাধ্যমে সামাজিক অস্থিরতাই প্রতিফলিত হয়। রাজনীতির অঙ্গনে সরকারি দল বিরোধী দলের বিরুদ্ধে, বিরোধী দল সরকারী দলের বিরুদ্ধে, ডানপন্থি দল বামপন্থি দল, বামপন্থি দল ডানপন্থি দলের বিরুদ্ধে এই স্লোগান প্রতিনিয়ত ব্যবহার করছে। এমনকি ব্যক্তি এবং ব্যক্তিগত কারণেও এই অ্যাকশন অ্যাকশন স্লোগান ব্যবহার করছে। এছাড়া পেশাজীবী, শ্রমজীবীরাও হরহামেশাই এই স্লোগান ব্যবহার করে চলেছে। তবে সবচেয়ে মারাত্মক শঙ্কাজনক বিষয় হলো এই অ্যাকশন, জ্বালাও পোড়াও স্লোগান কেবল স্লোগানেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, তা বাস্তব সংঘর্ষে রূপ নিচ্ছে। এছাড়া দেয়ালে, পোস্টারে এই স্লোগান প্রায়শই লেখা হচ্ছে।

[১] ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে আন্দোলনে আওয়ামীলীগের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম Torun Projonmo, published on March 18,2015

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.২ অসহিষ্ণুতা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরাজমান অসহিষ্ণুতা বিভিন্ন সময় প্রকাশ পায় রাজনীতির ভাষাতে। স্লোগান, দেয়াল লিখন ও বিবৃতি বা বাণী যেখানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায়, দেখা যাবে এক দল অপর দলকে কোনক্রমে সহ্য করতে পারছে না। রাজনীতির ভাষাতে উৎখাত এবং নির্মুলের স্লোগান বহুবার উচ্চারিত হয়েছে এবং হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ,

'এরশাদের চামড়া, তুলে নেব আমরা', 'চশমা পরা বুবুজান, নৌকা করে ভারত যান'[২]

'শেখ হাসিনা আসছে জিয়ার গদি কাঁপছে, গদি ধরে দিব টান, জিয়া হবে খান খান' (আহমেদ, ২০০০:১৩৮)

৪.১.৩ আক্রমণাত্মক ভাষা ও অরাজকতা

রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরাজমান অস্থিরতা ও অসহিষ্ণুতা থেকে সৃষ্টি হয় অরাজক অবস্থার। আর এ অরাজক অবস্থার প্রভাব পড়ে রাজনীতির ভাষার ওপর যেমন, বক্তৃতায়, মিছিলে ও বিবৃতিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এমনকি দেয়ালে স্লোগান ওঠে-

১. 'বুবুজান বা ভাবীজান, বাংলা ছেড়ে চলে যান', (আলম, ২০০৩:১৬৮)
২. " 'একটা দুটো শিবির ধরো, সকাল বিকাল নাশতা কর'
৩. 'একটা দুটো রক্ষী ধরো, সকাল বিকাল নাশতা কর'
৪. 'আর নয় প্রতিরোধ, এবার হবে প্রতিশোধ'
৫. 'আমরা সবাই তালেবান, বাংলা হবে আফগান'
৬. 'নিজামীর গালে গালে, জুতা মারো তালে তালে'
৭. 'খালেদা জিয়ার গদিতে আগুন জ্বালাও একসাথে'
৮. 'গোলাম আযমের চামড়া তুলে নেব আমরা'
৯. 'সোনার বাংলা, সোনার ধান, নৌকা যাবে হিন্দুস্তান'
১০. 'আর দিব না, নৌকায় ভোট, নৌকা যাবে ভারত'
১১. 'মাথায় হাত পেটে বিষ, আর নয় ধানের শীষ'।"[৩]

৪.১.৪ দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ

রাজনৈতিক অঙ্গনে দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষের ফলস্বরূপ সহিংসতা একটা নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার। আর সহিংসতার চিত্র দেয়ালেও প্রতিফলিত হয়। রাজনৈতিক স্লোগানেও সর্বদা প্রত্যুত্তর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। দেয়াল লিখনে দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ রীতিমতো চোখে পড়ার ব্যাপার। রাজনীতিতে প্রতিপক্ষের দেয়াল লিখন সময়ে আক্রমণ অথবা মুছে ফেলা, অথবা বিকৃত করে দেয়া কিংবা নিজ বক্তেব্যের স্বপক্ষে পরিবর্তন করে দেওয়া একটা মামুলি

[২] আমার ব্লগ.কম; রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ। মে ৭, ২০০৯।

[৩] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এমনকি এক দল অন্য দলের স্লোগানকে নকল করে। উদাহরণস্বরূপ, 'যতদিন রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান, ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান' আলোচ্য স্লোগানের কিছু অংশ পরিবর্তন করে অন্যদল লিখেছে, 'যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা যমুনা বহমান, ততদিন রবে কীর্তি তোমার শহীদ জিয়াউর রহমান।'[৪]

ছাত্র ইউনিয়নের মিত্র মুজিববাদী ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে জাসদ ও পিকিংপন্থী কমিউনিস্টদের স্লোগান ছিল-

'ইন্দিরা পেড়েছে ডিম
কোসিগিন দিয়েছে তা
তা থেকে বেরিয়ে এলো মুজিববাদের ছা'

স্বাধীনতাত্তোর ছাত্রলীগের সরকার সমর্থক অংশের পাল্টা স্লোগান ছিল পূর্বোক্ত স্লোগানের আংশিক নকল। যেমন-

"নিক্সন পেড়েছে ডিম,

'মাও দিয়েছে তা,
তা থেকে বের হলো বৈজ্ঞানিকের ছা' [৫]

৪.১.৫ ভাবাদর্শের সংঘর্ষ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভাবাদর্শের তীব্র সংঘাত চলছে। ১৯৭৫ সাল হচ্ছে ভাবাদর্শের পালাবদলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ শিরোনামে চারটি মূলনীতি গৃহীত হয় ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হওয়ার মাধ্যমে ১৯৭৯ সালে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে আল্লাহর প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস, সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র' ও বাঙালী জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রতিস্থাপিত হয়, যা পরবর্তী সময়ে বিতর্কিত বিষয়ে রূপ নেয় এবং বর্তমানেও দেখা যায়। দেয়াল লিখন ও স্লোগানে এসব বিতর্ক বিভিন্ন সময় উপস্থাপন করা হয়। যেমন, ইসলাম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা, জয় বাংলা বনাম বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, বাঙালি বনাম বাংলাদেশী, সমাজতন্ত্র বনাম অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার, মুক্তিযোদ্ধা বনাম রাজাকার, স্বাধীনতার স্বপক্ষ বনাম স্বাধীনতার বিপক্ষ ইত্যাদি।

৪.১.৬ জাতীয় সংকট

১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থান ও এর পূর্ববর্তী এবং তৎপরবর্তী দুই দশকে রাজনীতির অঙ্গনে একটির পর একটি সংকট ঘনীভূত হয়েছে। তাই ঐসব সমস্যা ও সংকট উক্ত সময়ের স্লোগান, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ এবং দেয়াল ও শরীর

[৪] প্রাগুক্ত
[৫] Somewhereinblog.net, শ্লোগানের রাজনীতি- রাজনীতির শ্লোগান। ২৪ শে ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

Dhaka University Institutional Repository

লিখনে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৯০ সালে এরশাদ স্বৈরাচারবিরোধী গণতন্ত্র প্রত্যাশী স্লোগান, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, দেয়াল ও শরীর লিখন বিরাজমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মিছিলে অংশ নেওয়া নূর হোসেনের বুক ও পিঠে লেখা ছিল- 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' (রহমান, ২০১৬:৭৪)

'হৈ হৈ রই রই স্বৈরাচার গেলো কই'[৬]

১৯৯২-এর ইস্যু ছিল গোলাম আযম, ১৯৯৪-এ তসলিমা নাসরিন, '৯৫-এ বিএনপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার আন্দোলন। ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রত্যাশী বিএনপি সরকার বিরোধী অন্য দলগুলোর প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে স্লোগান ছিল-

'লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই', 'একাত্তরের হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার', 'চলছে লড়াই চলবে, শেখ হাসিনা লড়বে'[৭]

'৯৭- এ উপআঞ্চলিক জোট,' ৯৮-এ পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু, '৯৯-এ ট্রানজিট, ২০০০ সালে জননিরাপত্তা আইন তথা আওয়ামী সরকার হটাও এর এক দফা আন্দোলন, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর লগি-বৈঠা আন্দোলন।

৪.১.৭ ধর্মীয় প্রভাব

বাংলাদেশে রাজনীতির ভাষার বক্তব্যে ধর্ম একটি অনিবার্য বিষয়। রাজনৈতিক স্লোগানে, দেয়াল লিখনে, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাজনৈতিক দল সমূহের পোস্টার ও লিফলেটে ধর্মের ব্যবহার ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। তবে এর বিভিন্ন রূপ চোখে পড়ে। ডান ধারার দলগুলো 'নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবর'[৮] ব্যবহার করে উদ্বোধনী স্লোগানে ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বিভিন্ন পত্র লিখনের প্রথমে। আওয়ামীলীগসহ বামধারার দলসমূহ উদ্বোধনী 'স্লোগান হিসেবে কখনো 'নারায়ে তাকবির' ব্যবহার করেনি। তবে তাদের পোস্টার ও লিফলেটে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহু আকবার এর বাংলা প্রতিশব্দ আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া আওয়ামীলীগের নির্বাচনী প্রচারণার স্লোগানে 'লাইলাহা ইল্লালাহ' নৌকার মালিক তুই আল্লাহ্' এবং জামায়াতে ইসলামীর স্লোগানে 'মার্কা মোদের দাঁড়িপাল্লা, পাশ করাইয়া দে তুই আল্লা(হ্)'[৯] ঐ রকম শব্দের উচ্চারণ ছিল বহুল। নির্বাচনী সভাগুলোতে ইসলামী সম্বোধন এবং আসসালামু আলাইকুম', 'খোদা হাফেজ' এবং ইসলামী পরিভাষা (ইনশাল্লাহ্, মাশাল্লাহ্ ইত্যাদি) এর ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মকেই তাদের অবেদনের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে। যেমন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ দলের নেতা-কর্মীরা সর্বত্র 'আল্লাহর আইন' আল্ কোরআনের পার্লামেন্ট, ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহার করেছে। এমনকি মধ্যপন্থি

[৬] আমার ব্লগ.কম ; রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ। ১৭ মে, ২০০৯।
[৭] ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে আন্দোলনে আওয়ামীলীগের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম Torun Projonmo, published on March 18,2015
[৮] আমার ব্লগ.কম ; রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ।১ ৭ মে, ২০০৯।
[৯] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' এবং জাতীয় পার্টি 'আল্লাহর প্রতি আস্থা' এবং ইসলামী মূল্যবোধের কথা বলেছে সংবিধানে।

৪.১.৮ উত্তরাধিকারের রাজনীতি

বাংলাদেশের বড় দু'টি রাজনৈতিক দলের একটির আদর্শ শেখ মুজিবুর রহমান, অন্যটির আদর্শ জিয়াউর রহমান। দুটি রাজনৈতিক দলের পোস্টার, দেয়াল লিখন, স্লোগান ও বক্তব্যে ঐ প্রয়াত দুই নেতার অনিবার্য উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। জাতির পিতা, স্বাধীনতার ঘোষক ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান, এবং রাষ্ট্রনায়ক ও আধুনিক বাংলার রূপকার হিসেবে জিয়াউর রহমান দু'জন নেতার নাম ও প্রতিকৃতি প্রতিটি মিছিলে, প্রতিটি পোস্টারে এবং প্রতিটি আলোচনায় ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন,

১. 'যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বহমান; ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।'[১০]
২. " 'মহান দেশের মহান নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব'
৩. 'জয় বাংলার পতাকায় মুজিবের প্রতিচ্ছবি'
৪. 'কে বলেছে মুজিব নাই, মুজিব আছে সারা বাংলায়'
৫. 'এক নেতার এক দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'
৬. 'আমার নেতা তোমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব'
৭. 'বঙ্গবন্ধুর স্মরণে, ভয় করি না মরণে'
৮. 'আমরা সবাই মুজিব সেনা, ভয় করি না বুলেট বোমা'
৯. 'এক জিয়া লোকান্তরে, লক্ষ জিয়া ঘরে ঘরে ।"[১১]
১০. 'সারা বাংলার ধানের শীষে, জিয়া তুমি আছ মিশে' (মাসুম,২০০২:৩৪)

এরকম হাজারও স্লোগান প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হচ্ছে দেশ জুড়ে।

৪.১.৯ ব্যক্তি প্রাধান্য

সম্মোহনী নেতৃত্বের বাইরের রাজনৈতিক নেতারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তি ইমেজ প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত। তাদের স্লোগান, পোস্টার ও লিফলেট ও দেয়াল লিখনে প্রতিফলিত হয় নানা রকমের খেতাব। যেমন, 'কিংবদন্তীর মহানায়ক', 'সময়ের সারথী সন্তান', 'সূর্য সারণী', 'রাজপথ কাঁপানো অবিসংবাদিত নেতা', 'অকুতোভয় রণতুর্য', 'জনদরদী',

[১০] একটি কবিতার শুদ্ধ পাঠ-prothomAlo, archive.prothom-alo.com/2011-09-29
[১১] রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ। Retrieved May 17, 2009 From আমার ব্লগ.কম

'অগ্নিকন্যা' ইত্যাদি অভিধায় অভিষিক্ত হচ্ছে। গ্রেফতার, হুলিয়া, জেলখাটা ইত্যাদি ইতিবাচক বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এমনও চোখে পড়ে যে, রাজনীতিতে, সমাজে, প্রতিষ্ঠানে ও জনাকীর্ণ স্থানে বড় বড় অক্ষরে দেয়ালে পোস্টারে তাদের নাম মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য শোভাবর্ধন করছে। এভাবে ব্যক্তি ইমেজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় ভাষার অপপ্রয়োগ চালানো হচ্ছে।

৪.১.১০ মৌল সমস্যার অনুপস্থিত

হাজারও মৌলিক সমস্যার বাংলাদেশে স্লোগান, পোস্টার, দেয়াল লিখনে জাতীয় মৌল সমস্যা তেমনটি চোখে পড়ে না। যেমন ক্ষুধা, দারিদ্র, দুর্নীতি, বেকারত্ব, গুম, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ইত্যাদি বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সুষ্ঠু কোন বক্তব্য নেই। তাদের বক্তব্যের গভীরতা কম, হালকা ধরনের; যেমন, " 'এ সমাজ ভাঙতে হবে নতুন সমাজ গড়তে হবে' অথবা 'ভাত, কাপড়, বাসস্থান, ইসলাম দেবে সমাধান' "(আলম, ২০০৩: ১৭২)-এ ধরনের বক্তব্য সমস্যার গভীরতায় প্রবেশ করে না।

৪.১.১১ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি

বাংলাদেশের ১৯৯১ সাল পরবর্তী রাজনীতির ভাষা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ইতিবাচকের চেয়ে নেতিবাচক স্লোগান, পোস্টার, লিফলেট বেশি প্রতীয়মান হয়। যেমন,

১. " 'লড়াই লড়াই, লড়াই হবে, এই লড়াইয়ে জিততে হবে'
২. 'একটা দুটো শিবির, ধরো, সকাল বিকাল নাশতা কর'
৩. 'একটা দুটো রক্ষী ধরো, সকাল বিকাল নাশতা কর'
৪. 'আর নয় প্রতিরোধ, এবার হবে প্রতিশোধ'
৫. 'আমরা সবাই তালেবান, বাংলা হবে আফগান'
৬. 'খালেদা জিয়ার গোদিতে আগুন জ্বালাও একসাথে"[১২]
৭. 'মানিনা মানব না'; লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই' (আলম, ২০০৩:১৭২)
৮. 'এ লড়াইয়ে জিতবে কারা শেখ হাসিনা / খালেদা জিয়ার সৈনিকেরা'
৯. 'দিয়েছিতো রক্ত, আরও দেব রক্ত।" [১৩]

আলোচ্য স্লোগানের মতো চরম যুদ্ধাংদেহী স্লোগান প্রতিনিয়ত আবৃত্ত হচ্ছে রাজনৈতিক ভাষায়।

৪.১.১২ স্ববিরোধিতা

রাজনীতির ভাষায় স্ববিরোধিতামূলক স্লোগান একটি অন্যতম কার্যফলাফলগত বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক নেতা, রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলো প্রতিনিয়ত যে সমস্ত বক্তব্য বা নীতি-আদর্শ প্রচার করে, বাস্তবে কাজ করে তার পুরো উল্টো। যেমন বাংলাদেশের এমন কোন ছাত্র সংগঠন নেই, যারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিচ্ছে না। উদাহরণস্বরূপ,

[১২] রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ। Retrieved May 17, 2009 From আমার ব্লগ.কম
[১৩] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

১. " শিক্ষা শান্তি প্রগতি ছাত্রলীগের মূলনীতি।- ছাত্রলীগ
২. ছাত্রলীগ দিচ্ছে ডাক, সন্ত্রাসবাদ নিপাত যাক।- ছাত্রলীগ
৩. সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়াই ছাত্রলীগের মূল লক্ষ্য।- ছাত্রলীগ
৪. শিক্ষা ঐক্য প্রগতি ছাত্রদলের মূলনীতি।-ছাত্রদল[১৪]
৫. সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, লড়তে হবে একসাথে।-ছাত্রদল
৬. সন্ত্রাসীদের কালো হাত ভেঙ্গে দাও গুড়িয়ে দাও।- ছাত্রদল
৭. রক্তস্নাত গণতন্ত্র সংহত করে মাস্তান রুখবই।-ছাত্র ইউনিয়ন
৮. অস্ত্র ছাড়ো কলম ধরো, শিক্ষাজীবন রক্ষা কর।-ছাত্রফ্রন্ট
৯. সন্ত্রাসীদের সামাজিকভাবে বয়কট করুন।–ছাত্র সমিতি
১০. চাই সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গনে জ্ঞানের সম্মেলন।-ইসলামী ছাত্রশিবির
১১. সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষক সংগঠনসমূহ বর্জন করুন।-ছাত্র ফেডারেশন
১২. সন্ত্রাসের কবল থেকে শিক্ষা জীবন রক্ষা করো।-সমাজবাদী ছাত্রজোট
১৩. সন্ত্রসী ও মাস্তানদের রাজনৈতিক ও প্রসাশনিক আশ্রয়স্থল বন্ধ কর।-ছাত্রদল
১৪. হল থেকে দল থেকে সন্ত্রাসীদের বহিষ্কার করুন।-সংগ্রামী ছাত্রফ্রন্ট " (মাসুম, ২০০২:৩৭)

৪.১.১৩. বিরোধিতা

বিরোধী স্লোগান রাজনীতির ভাষার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। নিম্নে এ ধরনের কিছু স্লোগান ও দেয়াল লিখনের নমুনা নিম্নে প্রদান করা হল:

১. 'রুশ ভারতের দালালেরা হুঁশিয়ার সাবধান।'
২. 'ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক, নিপাত যাক।'
৩. 'রুশ, ভারত, মার্কিন ফুরিয়ে গেছে তোদের দিন।'
৪. 'মরণ ফাঁদ ফারাক্কা বাধ ভেঙ্গে দাও, গুড়িয়ে দাও।'
৫. 'হটাও জঙ্গি বাঁচাও দেশ, শেখ হাসিনার নির্দেশ।'
৬. 'হটাও ভারত বাঁচাও দেশ।'
৭. 'রুশ যাদের মামাবাড়ি, বাংলা ছাড় তাড়াতাড়ি।'
৮. 'বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাটি, বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।'
৯. 'নাস্তিক রাশিয়া কিংবা বির্ধমী ভারত নয়, এ দেশ আমার বাংলাদেশ।'
১০. 'গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা চাই।'
১১. 'ভারতের দালালেরা হুঁশিয়ার সাবধান'।
১২. 'সীমান্তের ওপারে আমাদের বন্ধু আছে। " (আলম, ২০০৩:১৭৪)

[১৪] শ্লোগানের রাজনীতি- রাজনীতির শ্লোগান। Retrieved February 24 From Somewhereinblog.net

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১) হাই, মুহাম্মদ আবদুল। (১৯৬৯)। *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা*। ঢাকা: বাংলা বাজার।

২) হক, আবুল ফজল। *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

৩) হক, ড.আবুল ফজল। (২০১৪)। *বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

৪) রশীদ, হারূন অর। (২০০১)। *বাংলাদেশের রাজনীতি, সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০)*। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন।

৫) ভুঁইয়া, আবদুল ওয়াদুদ। (১৯৮৯)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*। ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো।

৬) আহমদ, মওদুদ। (২০০০)। গণতন্ত্র ও উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ প্রক্ষাপট: বাংলাদেশের রাজনীতি ও সামরিক শাসন। ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

৭) আহমদ, ড. এমাজউদ্দিন। (১৯৭৮)। *তুলনামূলক রাজনীতি : রাজনৈতিক বিশ্লেষণ*। ঢাকা: বাংলাদেশ বকু করপোরেশন লিঃ।

৮) আহমদ, আবুল মনসুর। (১৯৯৫)। *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*। ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল।

৯) মামুন, মুনতাসীর। (২০১৪)। *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ(প্রথম খন্ড)*। ঢাকা: সময় প্রকাশন।

১০)মামুন, মুনতাসীর। (২০১৪)। *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ(দ্বিতীয় খন্ড)*। ঢাকা: সময় প্রকাশন।

১১)রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর। (২০১৬)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি* (১৯৭১-২০১১)। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

১২)রহমান, শেখ মুজিবুর। (২০১৭)। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

১৩)সম্পাদনায়: ড.এ এইচ খান। (২০১১)। *জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ, চতুর্থ খন্ড*। ঢাকা: বাংলাদেশ কালচারাল ফোরাম।

১৪)দে, তপন কুমার। (১৯৯৮)। *জাতির পিতা ও স্বাধীনতার ঘোষণা একটি পর্যালোচনা*। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স।

১৫)ইসলাম, কাবেদুল। (২০১৭)। *বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

১৬)সানী, আসলাম। (২০১২)। *ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ*। ঢাকা: কথা প্রকাশ।

১৭) *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত, এপ্রিল, ২০১৬; *The Constitution of the People's Republic of Bangladesh*, printed with latest amendment. Aprill, 2016.

১৮) চৌধুরী, অধ্যাপক ড. আব্দুল মান্নান। (২০১১)। *শেখ মুজিব থেকে জাতির পিতা*। ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স।

১৯) ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ। (২০১২)। *৭১ এর দশমাস*। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী।

২০) সম্পাদনায়: ড.এ এইচ খান। (২০১১)। *জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ, চতুর্থ খন্ড*। ঢাকা: বাংলাদেশ কালচারাল ফোরাম।

২১)রশীদ, হারুনুর। (২০১৩)। *রাজনীতি কোষ*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

২২) আহমদ, ড. এমাজ উদ্দিন। (২০০৩)। *রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কথা*। ঢাকা: বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ ।

২৩) উমর, বদরুদ্দীন। (১৯৭০)। *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খন্ড। ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

২৪) রহিম ডঃ মুহম্মদ আব্দুর, ডঃ আবদুল মোমেন চৌধুরী, ডঃ.এ.বি.এম.মাহমুদ, ডঃ সিরাজুল ইসলাম। (২০১১)। *বাংলাদেশের ইতিহাস*। ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান।

২৫) মাসুদ, হাসানুজ্জামান আল। *বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গর্ভন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ : ২০০৯।

২৬) রহমান, মতিউর। (২০১৪)। *মুক্তগণতন্ত্র রুদ্ধ রাজনীতি, বাংলাদেশ ১৯৯২-২০১২*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

২৭) রেহমান, তারেক শামসুর, সম্পাদিত। (২০০৯)। *বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, প্রথম খন্ড*। ঢাকা: শোভা প্রকাশ।

২৮) আলী, কর্ণেল শওকত। (২০১৬)। *গণপরিষদ থেকে নবম জাতীয় সংসদ*। আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলা বাজার, ঢাকা।

২৯) আহমদ, শারমিন। ২০১৪)। *তাজউদ্দিন আহমদ নেতা ও পিতা*। ঢাকা: ঐতিহ্য।

৩০) রিমি, সিমিন হোসেন। (২০১২)। *তাজউদ্দিন আহমদ আলেকের অনন্তধারা*। ঢাকা: প্রতিভাস।

৩১) সিংহ, রামকান্ত। (২০০২)। *একই মেরুর দুই নক্ষত্র জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়া*। ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ।

৩২) মাসকারেণ, হাস অ্যান্থনী। (২০১৪)। *বাংলাদেশ রক্তের ঋণ*। হ্ক্কানী পাবলিশার্স।

৩৩) সম্পাদনায় : নুন, এ.কে.এ. ফিরোজ। (১৯৯৬)। *জিয়া কেন জনপ্রিয়*। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী।

৩৪) সম্পাদনায় : নুন, এ.কে.এ. ফিরোজ। (২০০২)। *জিয়া কেন জনপ্রিয়*। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী।

৩৫) আলী, কর্ণেল শওকত। (২০১৬)। *গণপরিষদ থেকে নবম জাতীয় সংসদ*। আগামী প্রকাশনী।

৩৬) শিকদার, আব্দুর রব। (২০১২)। *বাংলাদেশ নবম জাতীয় সংসদ* (২০০৯-২০১৪)। ঢাকা: আগন্তুক।

৩৭) আহমেদ, সিরাজ উদদীন। (২০০০)। *জন নেত্রী শেখ হাসিনা*। ঢাকা: ভাস্কর প্রকাশনী।

৩৮) পারভেজ, রাজীব। (২০১৫)। নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু। ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী।

৩৯) কুদ্দুস, গোলাম। (২০১৫)। *ভাষার লড়াই ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: নালন্দা।

৪০) আকবর, মফিদা। (২০১৫)। *বাংলাদেশের সফল রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা*। ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য ভবন।

৪১) আকবর, মফিদা। (২০১১)। *বাংলাদেশের রাজনীতি এবং শেখ হাসিনা*। ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য ভবন।

৪২) জসীম, প্রত্যয়। (২০১২)। *তাজউদ্দিন আহমদ*। ঢাকা: কথা প্রকাশ।

৪৩) দে, তপন কুমার। (২০১২)। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে তাজউদ্দিন আহমদ*। ঢাকা: বুকস ফেয়ার।

৪৪) সম্পাদনায় : হুমায়ুন, আবীর আহাদ রফিকুজ্জামান। (২০১০)। *মহাকালের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*। ঢাকা: জনতা প্রকাশ ।

৪৫) মাসুম, প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ। (২০০২)। *জাতীয় ঐকমত্য ও উন্নয়ন সংকট*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী ।

৪৬) পারভেজ, রাজীব। (২০১৫)। *নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু*। ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী ।

৪৭) কামরুজ্জামান লিটন সম্পাদিত। (২০০৯)। *বঙ্গবন্ধু স্মারকগ্রন্থ*। ঢাকা: রূপ প্রকাশন।

৪৮) হোসেন, আল হাজ্ব সৈয়দ আবুল। (১৯৯৬)। *শেখ হাসিনা সংগ্রামী জননেত্রীর প্রতিকৃতি*।

৪৯) এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান, এস আর মীর্জা। (২০০৯)। *মুক্তিযুদ্ধেও পূর্বাপর কথোপকথন*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

৫০) সাহা, পরেশ,। (১৯৯৬)। *বাংলাদেশ : ষড়যন্ত্রের রাজনীতি জিয়া পর্ব*। ঢাকা: জ্যোৎস্না পাবলিশার্স।

Dhaka University Institutional Repository

৫১) মতিন, মেজর জেনারেল (অব.)এম.এ.মতিন.বীর প্রতীক, পি এস সি, । (২০০১)। *আমার দেখা ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান'৯৬*। ঢাকা: বাংলা বাজার ।

৫২) হালিম, ব্যারিষ্টার আব্দুল। (২০১৪)। *বাংলাদেশ গণপরিষদ বিতর্ক*। ঢাকা: সিসিবি ফাউন্ডেশন : আধারে আলো।

৫৩) সিকদার আবুল বাশার সম্পাদিত। (১৯৯৭)। *বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ*। ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ।

৫৪) শেখ হাসিনা, নির্বাচিত প্রবন্ধ। (২০১৭)। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

৫৫) আকবর, মোঃ আলী, *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ওয়াকআউট ও বয়কট (প্রকৃতি ও ধরন সম্পর্কিত একটি গবেষণা)*। ঢাকা: জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৫৬) খান, আরিফ। (২০১৬)। *সহজ ভাষায় বাংলাদেশের সংবিধান*। ঢাকা: কথা প্রকাশ ।

৫৭) সম্পাদনা, সরকার, ইমরান এইচ। (২০১৫)। *শাহবাগ : গণজাগরণ ও ইতিহাসের দায়*। ঢাকা: *গণজাগরণ* মঞ্চ ।

৫৮) অনুবাদ: ইসলাম, শফিকুল। (২০১২)। *নির্যাতিত ও অভিশপ্ত*। ঢাকা: সংঘ প্রকাশন।

৫৯) মূল সংগ্রহ ও সম্পাদনা : দাউদ ফজলুল কাদের কাদেরী, বাংলা অনুবাদ সম্পাদনা : হোসেন, দাউদ। (২০১৩)। *বাংলাদেশ জেনোসাইড অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস*। ঢাকা: সংঘ প্রকাশন।

৬০) সরকার, যতীন। (২০১৫)। *ভাষা বিষয়ক নির্বচিত প্রবন্ধ*। ঢাকা: চর্চা গ্রন্থ প্রকাশ।

৬১) খান, ডা.মোঃ জামিল। (২০১৭)। *ডা. জামিল'স ভাইভা সহায়িকা (মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা)*, ঢাকা: কথামেলা প্রকাশন।

৬২) হক, ড.আবুল ফজলুল। (২০০৩)। *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*। রংপুর: টাউন স্টোস।

৬৩) খান, ঈসরাইল। (১৯৮৭)। *বাংলাদেশের রাজনীতি ও ভাষা পরিস্থিতি*। ঢাকা: নিউ বুক সোসাইটি।

৬৪) বাশার, রফিকুল সম্পাদিত। (২০১২)। *ভাষা ভাবনা*। ঢাকা: সাম্প্রতিক প্রকাশনী।

৬৫) সরকার, জে.এম.বেলাল হোসেন, *উচ্চ মাধ্যমিক ইতিহাস, ঐচ্ছিক ১*।

৬৬) সরকার, জে.এম.বেলাল হোসেন, *উচ্চ মাধ্যমিক ইতিহাস, ঐচ্ছিক ২*।

৬৭) হক, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি ও সুশাসন* প্রথম পত্র একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি।

৬৮) হক, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল, *পৌরনীতি ও সুশাসন*, দ্বিতীয় পত্র একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি।

৬৯) শাহরিয়ার ইকবাল সম্পাদিত। শেখ মুজিব ইন পার্লামেন্ট (১৯৫৫-১৯৫৮)। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

৭০) জামিল'স, ডাঃ । (২০১৭)। ভাইভা গাইড। ঢাকা: কথামেলা প্রকাশন।

৭১)ফিরোজ, জালাল। (১৯৯৮)। পার্লামেন্টারি শব্দকোষ। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

৭২) Karim, S.A., *Sheikh Mujib : Triumph and Tragedy,* (Dhaka:The University Press Limited, 2005)

৭৩) Ahmed, Moudud, Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman, Dhaka University Press Limited, 1991.

৭৪) আলম, মোঃ ছামছুল। (২০০৩)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি বিশ্লেষণ*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত পি, এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

৭৫) আলম, মুহাম্মদ খোরশেদ। (২০১৫)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিকাশ প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলের ভূমিকা।* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৭৬) খাতুন, নাসিমা। (১৯৯৫)। *বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৮২-১৯৯০)*। এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৭৭) সরকার, পপি। (১৯৯৮)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি*। এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা -১০০০।

৭৮) নাহার, নাজনীন। (২০০৯)। *এরশাদ শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৭৯) ইয়াসমিন, দিলরুবা। (২০১০) *বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল-আওয়ামীলীগ ও বি.এন.পির উদীয়মান নেতৃতের আর্থ-সামাজিক পটভূমি ও একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৮০) রহমান, মো: এখলাছুর, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্র একটি বিশ্লেষণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৮১) দাউদ, মো: আবু, *বি.এন.পির শাসনামলে (১৯৯১-৯৫) বিরোধী দল হিসাবে আওয়ামীলীগের ভূমিকার মূল্যায়ন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৮২) Rahman, Md.Ataur, *Challenges of Governance in Bangladesh*, BIISS.Journal, Vol.14, No.4, 1993.

৮৩) Bhuyan, M. Sayefullah, *Political culture in Bangladesh*, Dhaka university Journal.

৮৪) Journal of the Asiatic Society of Bangladesh(Hum.)vol.59(2), 2014, pp.305-321, G.M. Shahidul Alam, "*Political Commnication In Bangladesh: The Use Of Vile Language*.

৮৫) রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ। Retrieved May 17, 2009 From আমার ব্লগ.কম;

৮৬) শ্লোগানের রাজনীতি- রাজনীতির শ্লোগান। Retrieved February 24 From Somewhereinblog.net

৮৭) বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীদের তালিকা–উইকিপিডিয়া- Wikipedia (Bn), Retrieved February 2, 2018.From https://bn.wikipedia.org.

৮৮) বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিদের তালিকা–উইকিপিডিয়া- Wikipedia (Bn), Retrieved February 2, 2018. From https://bn.wikipedia.org.

৮৯) ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে আন্দোলনে আওয়ামীলীগের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম, Retrieved March 18,2015 From Torun Projonmo. youtube

৯০) Bangladesh Protest Against PM Khaleda Zia. Retrieved July. 21,2015. From youtube

৯১) Caretaker Dilemma-02. Bodoruddoza Babu.. Retrieved Nov.8,2013. From মাছরাঙা সংবাদ

৯২) Caretaker Dilemma-02. Bodoruddoza Babu. Retrieved Nov.11,2013. From মাছরাঙা সংবাদ

৯৩) একটি কবিতার শুদ্ধ পাঠ-prothomAlo, archive.prothom-alo.com/2011-09-29

৯৪) www.sangsadgallery24.com

৫. পঞ্চম অধ্যায়: উপাত্ত বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়সূচি	পৃষ্ঠা নং
৫.১ ভূমিকা	৬৯
৫.২ প্রথম পরিচ্ছেদ: ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	৭০-৯৮
৫.৩ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	৯৯-১৪১
৫.৪ তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	১৪২-১৫৯
৫.৫ চতুর্থ পরিচ্ছেদ: বাগর্থিক বিশ্লেষণ	১৬০-১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

৫.১ ভূমিকা

যেকোন গবেষণাকর্মের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের মাধ্যমে গৃহীত ফলাফলের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সে লক্ষ্যে "বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষা (১৯৭১ থেকে ২০১০) শীর্ষক শিরোনামে গবেষণাকর্ম পরিচালনার সময় প্রাপ্ত উপাত্ত সমূহের ভাষাতাত্ত্বিক ও অনুসন্ধানমূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণের সুবিধার্তে উপাত্ত সমূহকে পঞ্চম অধ্যায়ের চারটি পরিচ্ছদে পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরিচ্ছদসমূহ যথাক্রমে ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক ও বাগর্থিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫.২ পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়সূচি পৃষ্ঠা নং

৫.২ পঞ্চম অধ্যায়: প্রথম পরিচ্ছেদ ৭২

৫.২.১ ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনা: ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ৭২
৫.২.১.১ অতিরিক্ত ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্য (Suprasegmental pohneme) ৭২
৫.২.১.১.১ শ্বাসাঘাত (Stress) ৭২
৫.২.১.১.১.১ শব্দ শ্বাসাঘাত ৭২
৫.২.১.১.১.১.১ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭২
৫.১.১.১.১.২ রাষ্ট্রনায়ক ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ৭৪
৫.২.১.১.১.১.৩ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭৪
৫.২.১.১.১.১.৪ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ৭৪
৫.২.১.১.১.১.৫ জহুরুল হক ভূইয়া মোহন এমপি, নবম সংসদ ৭৫
৫.২.১.১.১.২ বাক্যস্থিত শ্বাসাঘাত ৭৫
৫.২.১.১.১.২.১ স্লোগান ৭৫
৫.২.১.১.১.২.২ ভাষণ ৭৫
৫.২.১.১.১.২.২.১ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭৫
৫.২.১.১.১.২.২.২ মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ৭৬
৫.২.১.১.১.২.২.৩ রাষ্ট্রনায়ক ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ৭৭
৫.২.১.১.১.২.২.৪ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ ৭৭
৫.২.১.১.১.২.২.৫ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ৭৭
৫.২.১.১.১.২.২.৬ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭৭
৫.২.১.১.১.২.২.৭ অন্যান্য উদাহরণ ৭৮
৫.২.১.১.২ মীড় (Pitch) ও স্বর (Tone) ৭৮
৫.২.১.১.২.১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭৮
৫.২.১.১.৩ স্বরতরঙ্গ (Intonation) ৮০
৫.২.১.১.৩.১ শেখ মুজিবুর রহমান ৮১
৫.২.১.১.৩.২ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ৮৩
৫.২.১.১.৩.৩ জিয়াউর রহমান ৮৬
৫.২.১.২ বৈশিষ্ট্য ৮৮
৫.২.১.২.১ ধ্বনি পরিবর্তন ৮৮
৫.২.১.৩ স্লোগানের ভাষা ৮৯
৫.২.১.৩.১ ছন্দময় স্লোগান ৮৯
৫.২.১.৩.১.১ মৌখিক স্লোগান ৮৯
৫.২.১.৩.১.২ শরীর লিখন ৯১
৫.২.১.৩.১.৩ দেয়াল লিখন ৯২
৫.২.১.৩.১.৪ ক্যাসেট সংগীত ৯৫
৫.২.১.৩.২ ছন্দহীন স্লোগান ৯৫

গ্রন্থপঞ্জি ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

৫.২ পঞ্চম অধ্যায়: প্রথম পরিচ্ছেদ

৫.২.১ ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনা: ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ভাষার মূল উপাদান হল ধ্বনিমূল বা স্বনিম। ধ্বনিমূল ছাড়া শব্দ গঠিত হতে পারে না। রাজনীতির ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রথমেই আসে ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। নিম্নে রাজনৈতিক ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হল।

৫.২.১.১ অতিরিক্ত ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্য (Suprasegmental pohneme)

রাজনীতির ভাষায় অধিকাংশ সময়েই রূপমূলে অর্ন্তভূক্ত বিশেষ কোন ধ্বনি, অক্ষর অথবা রূপমূল ব্যবহারের সময় শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাত, মীড় বা অন্যান্য উচ্চারণীয় প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিশেষ জোর দিয়ে উচ্চারণ করা হয়। বাক্যের সব ধ্বনি বা শব্দে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় না এবং সবগুলিকে সমান জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করা হয় না, কোন কোন বিশেষ ধ্বনি বা শব্দের উপরে বেশি গুরুত্ব এবং জোর দিয়ে উচ্চারণ করা হয়। রাজনীতির ভাষায় এই জোর দেবার উচ্চারণীয় প্রক্রিয়াগুলোকে অতিরক্তি ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে অভিহিত করা যায়। রাজনৈতিক ভাষার অতিরক্তি ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্যগুলো অধ্যাপক আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ এর '*আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*' ও মুহম্মদ আব্দুল হাইয়ের '*ধ্বনিবজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*' বইয়ে বর্ণিত নিয়মানুসারে নিম্নে বিশ্লেষণ করা হল।

৫.২.১.১.১ শ্বাসাঘাত (Stress)

রাজনৈতিক বক্তব্য ও স্লোগানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্বাসাঘাতের পরিমাণ অনেক বেশী। কখনও রূপমূলের প্রথমে, কখনও মাঝে, কখনও আবার শেষাংশে শ্বাসাঘাত পড়ে। অধ্যাপক আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ এর '*আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*' বইয়ে বর্ণিত নিয়মানুসারে শ্বাসাঘাতের ধরন অনুযায়ী নিম্নে রাজনীতির ভাষার শব্দ শ্বাসাঘাত ও বাক্যস্থিত শ্বাসাঘাত উল্লেখ করা হল।

৫.২.১.১.১.১ শব্দ শ্বাসাঘাত

১৯৭১ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে বিভিন্ন রাজনীতিবিদদের গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ ও বক্তব্য থেকে শব্দ শ্বাসাঘাত নির্ণয় করা হয়েছে। নিম্নে শব্দ শ্বাসাঘাতের ক্ষেত্রে ধ্বনির উপরে (ˊ) চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে শ্বাসাঘাত দেখানো হল।

৫.২.১.১.১.১.১ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ মুজিবুর রহমানের (ঢাকার রেসকোর্স ময়দান বা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ৩রা জানুয়ারি ১৯৭১; ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ-১৯৭১, ১০জানুয়ারি ১৯৭২; বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে, ২৩ মার্চ ১৯৭১) ভাষণের শব্দ শ্বাসাঘাত নিম্নে প্রদত্ত হল।

রূপমূলস্থিত শ্বাসাঘাত	রূপমূলস্থিত শ্বাসাঘাত
বাংলাদেশ (বআর্ঙলআদএশ)	বাংলাদেশ (বআঙলআর্দএশ)
বাঁচতে (বঁআচর্তএ)	জাগরণ (জআর্গওরঅণ)
মানবীয় (মআর্নবঈয়)	দুখী (র্দউখ্ঈ)

Dhaka University Institutional Repository

জানি (র্জআনই)	ভুলতে (ভউর্লতএ)
মিল (মইর্ল)	সেকুলারিজম (র্সএকউলআরইজমঅ)
গণতন্ত্র (গঅর্ণওতনতরও)	সমাজতন্ত্র (র্সঅমআজতনতরও)
স্বাধীন (র্সবআধঈনঅ)	দেয় (র্দএয়)
ধর্মনিরপেক্ষ (ধঅরমওনইরপএকর্খ)	রাষ্ট্র (রআষর্টরও)
বিশ্বাস (বইশবআর্স)	পারবে (পআর্রবএ)
আমরা (আর্মরআ)	বাঙালী (বআর্ঙআলঈ)
কনফারেন্স (কঅর্নফআরএনস)	মুক্ত (মউকর্তও)
সংগ্রাম (সংর্গরআম)	মুসলমান (মউসর্লমআন)
আশা (আর্শআ)	দমাতে (র্দমআতএ)
দেশ (র্দএশ)	মুজিববাদ (মউজইববআর্দ)
বঙ্গবন্ধু (বর্ঙগওবওনধউ)	দেখবো (র্দএখবও)
জিন্দাবাদ (জইনর্দআবআদ)	জয় (র্জঅয়)
বাংলা (বআর্ংলআ)	দাবায়ে (র্দআবআয়এ)
লেখা (র্লএখআ)	জাতি (র্জআতই)
প্রাণ (র্পরআণ)	ধৈর্য্য (র্ধঐরযও)
জনসাধারণ (জঅর্নওসআধআরণ)	ভালবাসে (ভআর্লবআসএ)
সত্তর (সওর্ততর)	বাঙ্গালী (র্বআঙগআলঈ)
দেখে (র্দএখএ)	পারবে (পআর্রঅবএ)
জানিনা (র্জআনইনা)	পাগল (র্পআগওলঅ)
নির্মুল (র্নইরমউলঅ)	মুক্তির (র্মউকতইর)
সংগ্রাম (র্সংগরআম)	মানুষ (মআনউর্ষ)
বাংলার (বআর্ংলআর)	পার্থক্য (পআর্থওককও)
জন্ম (র্জঅনমও)	জানা (র্জআনআ)
ভুলতে (ভউর্লতএ)	মহাযুদ্ধে (মঅহআযউদর্ধএ)
রাস্তা (রআর্সতআ)	নয় (নর্অয়)
ক্ষমা (র্খঅমআ)	চাইব (র্চআইবও)
করব (কঅর্রবও)	যায় (যর্আয়)
কর্মচারীরা (কঅরমওচর্আরঈরআ)	লক্ষ (লক্র্খও)
করব (কঅর্রবও)	দোষ (র্দওষ)
পাশবিক (পআর্শওবইক)	অত্যাচার (অত্র্তাচআর)
শেষ (শএর্ষ)	নাই (নআর্ই)
আমরা (আর্মরআ)	মুসলমান (মউসর্লমআন)
থাক (র্থআকও)	কারও (র্কআরও)

শুনো (শউনও)	ইনশাল্লাহ (ইনশআর্লআহ)
স্বাধীন (র্সবআধঈন)	ধর (র্ধঅরও)
দেখুন (র্দএখউন)	বিচার (র্বইচআর)
আমার (র্আমআর)	সাথে (র্সআথএ)

৫.১.১.১.১.২ রাষ্ট্রনায়ক ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তব্য থেকে নির্ণেয় শব্দ শ্বাসাঘাত।

রূপমূলস্থিত শ্বাসাঘাত		রূপমূলস্থিত শ্বাসাঘাত
স্বাধীনতা (র্সবআধঈনঅতআ)		সার্বভৌমত্ব (সআরর্বভ্ঔমঅতব)
শক্তিশালী (শঅকর্তইশাআলঈ)		ভাষা (র্ভআষআ)
স্বনির্ভর (র্সবনইরভর)		পাথর (র্পআথঅর)

৫.২.১.১.১.১.৩ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রীশেখ হাসিনার ১১ জুন ২০০৮ সালে জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তব্য ও ২৯ এপ্রিল ২০০৭ সালে এন.টিভি তে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে নির্ণেয় শব্দ শ্বাসাঘাত ।

রূপমূলস্থিত শ্বাসাঘাত	রূপমূলস্থিত শ্বাসাঘাত
পাগলেও (পআর্গলএ)	ভুল (র্ভউল)
শান্তিময় (র্শআনতইমঅয়)	

৫.২.১.১.১.১.৪ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া

২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির প্রধান নেত্রী ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখান সংক্রান্ত বক্তব্য থেকে নির্ণেয় শব্দ শ্বাসাঘাত।

রূপমূলস্থিত শ্বাসাঘাত	রূপমূলস্থিত শ্বাসাঘাত
বিশ্বাস (বইর্শবআস)	নীলনকশা (নঈর্লনর্কশআ)
নির্বাচন (নইর্রবআচন)	কেন্দ্র (কএর্নদরও)
দুঃখের (দউর্খএর)	বার বার (বআর্রবআর্র)
তাই (র্তআই)	থাকবে (র্থআকবএ)
আদায় (আর্দআয়)	ধন্যবাদ (ধর্ননওবআদ)

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.১.১.১.১.৫ জহুরুল হক ভূইয়া মোহন এমপি, নবম সংসদ

নবম সংসদের চতুর্থ অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদ জ্ঞাপক বক্তব্য থেকে নির্ণেয় শব্দ শ্বাসাঘাত।[১]

রূপমূলস্থিত শ্বাসাঘাত	রূপমূলস্থিত শ্বাসাঘাত
জাতি (র্জআতই)	জাতি (জআর্তই)
জানে (র্জআনএ)	জানে (জআর্নএ)
হত্যা (হঅর্ততআ)	হাট (র্হআট)
চলতে (চওর্লতএ)	ব্যাখ্যা (বঅ্যার্খখআ)
বিশেষ (বইশএর্ষ)	

৫.২.১.১.১.২ বাক্যস্থিত শ্বাসাঘাত

বাক্যস্থিত শ্বাসাঘাতের ক্ষেত্রে শ্বাসাঘাতযুক্ত শব্দগুলোকে বোল্ড করে বাক্যস্থিত শ্বাসাঘাত বোঝানো হল।

৫.২.১.১.১.২.১ স্লোগান

কতিপয় স্লোগানের বাক্যস্থিত শ্বাসাঘাত নিম্নে নিরূপিত হল।

১) আমার **দেশ** তোমার **দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ**
২) মুজিব**বাদ** মুজিব**বাদ** / জিন্দা**বাদ** জিন্দা**বাদ**
৩) **বঙ্গবন্ধু** বঙ্গ**বন্ধু** / জিন্দা**বাদ** জিন্দা**বাদ**
৪) **জাগো জাগো** / বাঙালি জাগো
৫) **সংগ্রাম সংগ্রাম** / **চলবে চলবে**
৬) বীর বাঙালি অস্ত্র **ধর–বাঙলাদেশ স্বাধীন** কর
৭) মুজিবরের পথ **ধর - বাঙলাদেশ স্বাধীন** কর
৮) **জ্বালোরে** জ্বালো / **আগুন** জ্বালো

নিম্নে সাল ও তারিখের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর আলোচিত কতিপয় ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষের বাক্যস্থিত শ্বাসাঘাত বর্ণিত হলো।

৫.২.১.১.১.২.২ ভাষণ

৫.২.১.১.১.২.২.১ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কয়েকটি আলোচিত ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশের নির্ণেয় বাক্যস্থিত শ্বাসাঘাত নিম্নে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হলো।[২]

১) *৩রা জানুয়ারি, ১৯৭১, রেসকোর্স ময়দান, ঢাকা*

[১] দুঃসময়ের বন্ধু, Retrieved Jul 10, 2015, From মুক্তিযুদ্ধ ই- আর্কাইভ, you tube.

২. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচিত ১০টি ভাষণ ও গানের ভিডিও চিত্র, Retrieved June 28, 2015 From মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ you tube.

Dhaka University Institutional Repository

কর্মচারী **ভাইদের** বলি। বাংলাদেশের মানুষ **বাস্তু** হারা হয়েছে। ২৫ বছরের **শাসন, শোষণ** আপনাদের **জানা** আছে। **অনেক** আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আপনাদের **জন্ম**। **আইয়ুব খান** এর আমলে খাস জমি বড় বড় ভুড়িওয়ালাদের দেওয়া হয়েছে। আমি **জানি** । আমি সরকারকে **বলি**। মুসলমানদের যে অধিকার **হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টানের** সে অধিকার। কোটি কোটি মানুষ আজ না **খাওয়া**। ১৯৫২ সালের বাঙালি আর ১৯৭১ সালের বাঙালির মধ্যে **পার্থক্য** আছে। কাপড় **পায়** না। আমিও **বাঙালি,** মানুষের অধিকার চাই। ষড়যন্ত্রকারীরা **থামে** নাই। জীবনে মানুষ পয়দা হয় **মৃত্যুর** জন্য। আমি **বাঙালি**, আমি **মানুষ,** আমার স্বাধিকার আছে, **অধিকার** আছে। কেউ যদি অন্যায় করে যতদিন পর্যন্ত বাংলার আকাশ বাংলার **মাটি** থাকবে আমার একুশের শহীদের কথা কেউ **ভুলতে** পারবে না, আমি জড়িত **ছিলাম**, শহীদের রক্তের সাথে যেন **বেঈমানী** না করি, **জয় বাংলা**। **কারণ** ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে এই ইতিহাস খুজে পাওয়া যায় না। আমার **বাংলার মাটিতে** ছাড়া। আমি **জেলের** মধ্যে **অনশন** ধর্মঘট করি।

২) ঢাকায় ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ-১৯৭১

আপনারা সবই **জানেন** এবং **বোঝেন**। **আমরা** জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় –আজ **ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুরে** আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। **আজ** বাংলার মানুষ **মুক্তি** চায়, বাংলার মানুষ **বাঁচতে** চায়, বাংলার মানুষ তার **অধিকার** চায়। আপনি পাকিস্তানের **প্রেসিডেন্ট**, **দেখে** যান কীভাবে আমার গরীবের উপর আমার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল **খালি** করা **হয়েছে**, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আপনি **আসুন**, **দেখুন**, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল **কনফারেন্স** হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের **মুক্তি** না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো –কেউ দেবে না। মনে **রাখবা** রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এবারের **সংগ্রাম** আমাদের **মুক্তির সংগ্রাম**, এবারের **সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম**।

৩) ২৩ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে

নীতির সঙ্গে **আপোষ** হয় না। **সাত কোটি মানুষ মুক্ত** না হওয়া পর্যন্ত **আমাদের সংগ্রাম** চলবে। শহীদের রক্ত আমরা **বৃথা** যেতে **দেবো** না। বাংলার মানুষকে আর আমরা পরাধীন থাকতে **দেবো** না। সাত কোটি **মানুষকে** মুক্ত করতে হবে।

৪) ১০জানুয়ারি ১৯৭২-বাংলাদেশের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

দ্বিতীয় **মহাযুদ্ধেও** এবং প্রথম **মহাযুদ্ধেও** এত লোক এত সাধারণ নাগরিক মৃত্যুবরণ করে নাই। আমার **রাস্তা** নাই। প্রেসিডেন্ট হিসাবে **নয়**। **যারা** দালালী করেছে। বাংলা **স্বাধীন** সরকারের হাতে ছেড়ে দেন। একজনকেও **ক্ষমা** করা হবে না। **আমি,** আমি **চাই**। তোমাদের কাছে **ক্ষমা চাইব** না। যাবার সময় বলে যাব জয় **বাংলা, স্বাধীন** বাংলা **আমি জানি ষড়যন্ত্র** শেষ হয় **নাই, সাবধান** বাঙালিরা, ষড়যন্ত্র **শেষ** হয় **নাই,** একদিন বলেছিলাম ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, **বলেছিলাম?** যার যা আছে তাই নিয়ে যুদ্ধ কর, **বলেছিলাম?**

৫.২.১.১.১.২.২.২ মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ২ এপ্রিল ১৯৭২ তারিখে স্বাধীনতা-উত্তর পল্টনের জনসভায় প্রদত্ত ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশের নির্ণেয় বাক্যস্থিত শ্বাসাঘাত নিম্নে বর্ণিত হলো।

পাকিস্তান আর কোন দিন **বাংলাদেশের** মাটিতে পা দিতে পারবে না। **স্বাধীনতা** অর্জন করা খুব **সহজ**। স্বাধীনতা **রক্ষা** করা খুব **কঠিন**। **রক্ষার** দায়িত্ব আমাদের। **শেখ মুজিবর** তুমি নিজ হাতে ওদের ঠিক কর ঠিক কর। যদি

Dhaka University Institutional Repository

জনমতের চাবুক **মানুষের** হাতে না **থাকে** সে **সরকার** ঠিকমত পরিচালিত হবে না। জনমতের **চাবুক** মজবুত করে ধরো। আমরা **সত্যিকার গণতন্ত্র** প্রতিষ্ঠা করব।[৩]

৫.২.১.১.১.২.২.৩ রাষ্ট্রনায়ক ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৩০ মে **১৯৭৭** দলীয় কর্মীদের ও জনগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অন্য একটি ঐতিহাসিক ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশের নির্ণেয় বাক্যস্থিত শ্বাসাঘাত নিম্নে বর্ণিত হলো।

এটাই হল বাংলাদেশী **জাতীয়তাবাদ**।[৪]

কিন্তু আমি জানি। কিন্তু, আমি **জানতে** পেরেছি পার্টিতে কে **কী** রকমের। কে **গুন্ডা** রয়েছে, কে **পান্ডা** রয়েছে। সকল **আইনভঙ্গকারীদের** আগে ধরা হবে। আমাদের কিছু **ঘাত-প্রতিঘাত** খেতে হতে পারে। সবার সর্বদা **প্রস্তুত** থাকতে হবে। আমি **খোজ** নিয়েছি। **আপনাদেরকে** মনে রাখতে হবে **বাংলাদেশ** পরিচালনা করা এত **সোজা** কাজ নয়। **আমরা** যদি এত বড় কথা বলি। তাই **আমি** আশা করব আপনারা কেউ এই জালের মধ্যে থাকবেন না। **আমরা** যদি এত বড় বড় কথা বলি। আর একটা কথা রয়েছে সেটা হলো **দুর্নীতি**।[৫]

৫.২.১.১.১.২.২.৪ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ

৩১ জুলাই **১৯৮৫** তারিখে হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশের বাক্য শ্বাসাঘাত নিম্নে বর্ণিত হল।

প্রয়োজন অনুভত হয়ে থাকলেও **অতীতে** সম্ভব হয়নি এমন **অনেক পদক্ষেপ** আমরা **গ্রহণ** করেছি। **শুধুমাত্র** আপামর জনগোষ্ঠীর **কল্যাণ** সাধনে।[৬]

৫.২.১.১.১.২.২.৫ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া

২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পরই ঐদিনে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশের বাক্য শ্বাসাঘাত নিম্নে বর্ণিত হল।

আমার আলাপ-আলোচনায় **বিশ্বাস** করি। সেজন্য **সংলাপ** করব। বিএনপি **সংলাপ** করবে। বিএনপি **গণতান্ত্রিক** দল। **নির্বাচনে** যেতে চায় এবং বিএনপি নির্বাচনে **বিশ্বাস** করে। নির্বাচনের **মাধ্যমেই** ক্ষমতায় এসেছে। **জাতীয়** নির্বাচনের জন্য যে অনুকূল পরিবেশ দরকার, সুষ্ঠু পরিবেশ দরকার। সে অনুকূল **সুষ্ঠু** পরিবেশ তৈরী করার দায়িত্ব সরকারের। জুরুরী অবস্থা **প্রত্যাহার** করতে হবে। জুরুরী অবস্থার মধ্যে কোন **গ্রহণযোগ্য** নির্বাচন হতে পারে না। জাতীয় নির্বাচনের জন্য **দাবী** জানাচ্ছি।[৭]

৫.২.১.১.১.২.২.৬ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

একবার আমাকে আসতে বাঁধা দিয়ে যে **ভুল** তারা করেছে আবার যদি ঐরকম কিছু করতে যায়।[৮]

---

৩. Bhashani Speech 2 April 1972, স্বাধীনতা-উত্তর পল্টনের জনসভায় ভাষণদানরত : ২ এপ্রিল'৭২ Retrieved Nov.17, 2017 From SJ Alam. youtube

৪.

৫. Documentary about President Ziaur Rahman. Rastronayok Ziaur rahman, Foridi Numan. Published on Jun 9, 2012.

৬. শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ দেখুন, President Ziaur Rahman, Bongo TV, you tube

৭. SYND 31 7 85 LEADER OF BANGLADESH, GENERAL ERSHAD, RESTORES LIMITED POLITICAL ACTIVITY IN DHAKA, Published on Jul 30 2015, AP Archive

৮. Bangladesh politics 2006-2009, Shafiqur rahmabn, published on July, 2017

৯. প্রাগুক্ত

সাউথ এশিয়ায় **বাংলাদেশকে** একটি **শান্তিময়** দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। [৯]

৫.২.১.১.১.২.২.৭ অন্যান্য উদাহরণ

অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করার আবেদন রাখতে চাই। **জাতি** প্রথমে আশা করে সরকারী দলের পক্ষ থেকে। বিরোধীদলের ভূমিকা **গঠনমূলক** হওয়া উচিত।[১০]

৫.২.১.১.২ *মীড় (Pitch) ও স্বর (Tone)*

রূপমূলে মীড়ের পরিবর্তন জনিত কারণে স্বরের আগাম স্বভাবতই পরিলক্ষিত হয়। ভাষায় রূপমূল উচ্চারণের সময় অক্ষরের উচ্চতার পরিমাণের উপর স্বরের মাত্রা নির্ভর করে। ভাষাবিজ্ঞানে মীড়ের চারটি পর্যায় নিদেশিত হয়। এই চারটি পর্যায় /১২৩৪/ এভাবে দেখানো হয়ে থাকে। অধ্যাপক আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ এর **আধুনিক ভাষাতত্ত্ব** বইয়ে বর্ণিত নিয়মানুসারে রাজনীতির ভাষায় বিদ্যমান মীড় ও স্বর নির্ণয় করা হয়েছে।

নিম্নে রূপমূলের মীড়ের সর্বোচ্চ অবস্থাকে /১/, সর্বনিম্ন গুরুত্বকে /৪/, /৩/ এর সাহায্যে সর্বনিম্ন মীড়ের সামান্য উচু অবস্থা এবং /২/ এর সাহায্যে সর্বোচ্চ মীড়ের অব্যবিহিত নিম্নস্থান দেখানো হল। [১১]

৫.২.১.১.২.১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

নিম্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নির্বাচিত দশটি ভাষণ থেকে মীড় ও স্বর নির্ণীত হল।[১২]

রূপমূল/ ধ্বনি	মীড় ও স্বর	রূপমূল/ ধ্বনি	মীড় ও স্বর
মুজিবরের	মউজইবঅরএর	বাঙালি	বআঙআলই
	২ ৩ ২ ২ ২		৪৩২২২১
আমার	আমআর	মানুষ	মআনউষ
	১২২২		৪২৩১২
তোমার	তওমআর	মরে	মঅরএ
	১২১২২		৩৪২১
দেশ	দএশ	ক্ষমা	খঅমআ
	১২২		১ ১
জানেন	জআনএন	চাইব	চআইবও
	১২২২২		১২৩২
ঢাকা	ঢআকআ	বাংলা	বআঙলআ
	১২১২		১২১২১
বাঁচতে	উঁআচতএ	স্বাধীন	সবআধঈন
	২২৩১২		২২১২১৩
বসবো	বঅসবও	ঘুষ	ঘউষ

১০. Hasina Press Conference in London Bangla TV News, khaled Patwary, Published on 23, 2008

১১. Parliament 06. 04. 1991, Published On Jun 11, 2013

১২. মোরশেদ, আবুল কালাম মঞ্জুর, (২০০৭), *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স।

১৩. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচিত ১০টি ভাষণ ও গানের ভিডিও চিত্র,মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ।

	৩২৩৪৩		১২১
করবো	কঅরবও	মনে	মঅনএ
	৩২৩৪৩		১২১২
ন্যায্য	নঅ্যাযয	রাখবেন	রআখবএন
	১ ১		১২১২৩২
কী	কঈ	যায়	যআয়
	১১		২১২
পেলাম	পএলআম	মাথা	মআথআ
	১২২২২		২৩১২
আমরা	আমরআ	আমি	আমই
	১২২২		২২১
ঝাপিয়ে	ঝআপইয়ে	আর	আর
	১২২১২২		২১
বন্ধ	বঅনধও	বন্ধু	বঅনধউ
	২২৩১২		৪৩২১২
দেখুন	দএখউন	সমান	সঅমআন
	১২১২২২		১২২১২
বিচার	বইচআর	গ্রাম	গইরআম
	১২৩৩২		৩২২১২
আমার	আমআর	কোন	কওনও
	১২২২		২২১১
সাথে	সআথএ	কাপুরুষ	কআপউরউষ
	১২২৩		২২৩৩২১১
পাঁচ	পআচ	কর্মচারীরা	কঅরমওচআরঈরআ
	১১২		৩৪৪৩৩২১২২১
পূর্বে	পঊরবএ	জান	জআন
	১২৩২১		১২২
দেয়	দএয়	চার	চআর
	১ ২		২১২
মুক্ত	মউকতও	আমরা	আমরআ
	৪৩২২১২		৪৩৩৪
মহাযুদ্ধে	মঅহআযউদধএ	মুসলমান	মউসওলমআন
	৪৩২২২২২১২২		৪৩৩৪৩৪৩
প্রধানমন্ত্রী	পরধআনমনতরঈ	থাক	থআক
	৪১২৩৩২২১২২		১২২

শ্রীমতি	করঈমঅতই	কারও	কআরও
	১২১৪৩২৩		২২২১
ইন্দিরা	ইনদইরআ	শুনো	শউনও
	৪২১২২৩		২১২১
গান্ধীকে	গআনধঈকএ	ধর	ধঅরও
	৩৪২১২৩২		১ ২
বাঙালি	বআঙআলই	আর	আর
	৪৩২২১১		১১
ও	ও	দাবি	দআবই
	১		১২১২
রাস্তা	ওআসতআ	কল	কল
	৪৩১২১		১১
নয়	ইঅয়	বলেছিলাম	বঅলএছইলআম
	২১২		৩৪৩২১২৩২২
রক্ষা	ওঅখখআ	যারা	যআরআ
	২৪২১২২		২১২১
আজ	আজ	তবে	তঅবএ
	১২		২৩১২

৫.২.১.১.৩ স্বরতরঙ্গ (Intonation)

রাজনীতির ভাষায় মীড়ের পরিবর্তন জনিত বৈশিষ্ট্য তথা স্বরতরঙ্গ প্রতীয়মান হয়। রাজনৈতিক ভাষণ ও স্লোগান অলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আর এ অলঙ্কারপূর্ণ হওয়ার করণে স্বরতরঙ্গ বিশেষ বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হয়। স্বরতরঙ্গ নিরূপণের সময় সুরের উঠানামা তিন ভাবে লক্ষ্য করা হয়: সাধারণ, উঁচু ও নিচু। বাংলাবাক্যের ধ্বনিতরঙ্গ মূলত অতিরিক্ত মূলধ্বনিমূলক রেখভঙ্গিকে অবলম্বন করেই প্রতীয়মান হয়। যথা-

১) উদাত্ত [উচ্চ ঃ আপেক্ষিকভাবে সর্বোচ্চ]
২) নিম্ন উদাত্ত [উচ্চ নিম্ন ঃ সর্বোচ্চের তুলনায় কিছু নিচু]} মধ্য বা স্বরিত
৩) উচ্চ অনুদাত্ত [অর্থ্যাৎ সর্বনিম্নের তুলনায় আপেক্ষিক উচ্চ] } মধ্য বা স্বরিত
৪) অনুদাত্ত [সর্বনিম্ন ঃ আপেক্ষিকভাবে সর্বনিম্নে] (হাই, ২০১৭ : ২৬৬)

মুহম্মদ আব্দুল হাইয়ের **ধ্বনিবজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব** বইয়ে বর্ণিত নিয়মানুসারে রাজনীতির ভাষায় বিদ্যমান স্বরতরঙ্গ নিম্নে বিশ্লেষণ করা হল।

শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ শুরু করার পূর্বে প্রদেয় নিম্নোক্ত স্লোগানের স্বরতরঙ্গ রেখভঙ্গির সাহায্যে নির্ণয় করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

১) "মুজিবরের পথ ধর

২ ৩ ১

২) বাঙলাদেশ স্বাধীন কর"

১ ৩ ২

৩) 'বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর

২ ৩ ১

৪) বাংলাদেশ স্বাধীন কর'

১ ৩ ২

৫.২.১.১.৩.১ শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ-১৯৭১ এর আলোড়িত অংশগুলোর স্বরতরঙ্গ নিম্নোক্ত রেখভঙ্গির সাহায্যে নির্নয় করা হল।

৫) আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।

৩ ২ ৪

৬) আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়,

২ ৩ ১

৭) বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়,

১ ৩ ২

৮) বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়

২ ৩ ১

৯) আমি প্রধানমন্ত্রিত চাই না।

৩ ২ ১

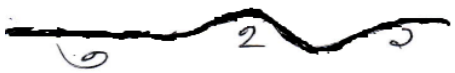

১০)আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই।

২ ১ ৩

১১)প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল

২ ১ ৩

১২) তোমাদের যা কিছু আছে

২ ১

১৩)তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে

১ ৩ ২

১৫) তোমাদের যা কিছু আছে

২ ১

তাই নিয়ে

১ ২

প্রস্তুত থাকো।

২ ১

১৬) মনে রাখবা

২ ১

রক্ত যখন দিয়েছি

২ ১

Dhaka University Institutional Repository

রক্ত আরও দেবো।

২ ১

১৭) এই দেশের মানুষকে

২ ১

মুক্ত করে ছাড়বো

১ ২

ইন্ শাল্লাহ্।

১ ২

১৮) এবারের সংগ্রাম

২ ১

আমাদের মুক্তির সংগ্রাম

২ ১

১৯) স্বাধীনতার সংগ্রাম।

২ ১

২০) জয় বাংলা

৩ ২

৫.২.১.১.৩.২ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

মাওলানা ভাসানীর ৯ মার্চ ১৯৭১ এ পল্টনের জনসভায় প্রদেয় নিম্নোক্ত স্লোগানের স্বরতরঙ্গ রেখভঙ্গির সাহায্যে নির্ণয় করা হল।[১৩]

১৪. (৯ মার্চ ১৯৭১, মাওলানা ভাসানী, S. Hasan, Published on Apr 24,2016, you tube)

১) ঐক্যফ্রন্ট গঠন কর,

২ ৩

২) বাংলাদেশ স্বধীন কর।

১ ২

৩) ফ্রন্টকারীর একি কথা

২ ৩

৪) স্বাধীনতা স্বাধীনতা

২ ৩

উক্ত ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষের স্বরতরঙ্গ রেখভঙ্গির সাহায্যে নির্ণয় করা হল।

৫) ইতি হাস (ইতিহাস)

২ ১

৬) পাঠ করতে অনুরোধ জানায়

২ ১ ৩

৭) মুসলিম লীগ সরকার

২ ১

৮) স্বাধীনতা অর্জন করা খুব সহজ

১ ৩ ২

৯) স্বাধীনতা রক্ষা করা খুব কঠিন

২ ১

১০) পাকি স্তান (পাকিস্তান)

১ ২

আর কোন দিন বাংলাদেশের মাটিতে পাও দিতে পারে না।

১ ৩ ২

‘এই সভা

২ ১

১১) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ

২ ১

১৯৭৪ সালে মাওলানা ভাসানী প্রদত্ত একটি ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষের স্বরতরঙ্গ রেখভঙ্গির সাহায্যে নির্ণয় করা হল।[১৪]

১২)আমরা বাঙালি জাতি

৩ ২ ১

১৩)স্বাধীনতা অর্জন করতে জানি.

২ ১ ৩

১৪) স্বাধীনতা রক্ষা করতে জানি

২ ১ ৩

১৫)আমরা চীনের গোলাম হব না

৩ ২ ১

[১৪]. (Bhasani 1974, SJ Alam, published on Aug 15,2016, you tube)

Dhaka University Institutional Repository

১৬)ভারতের গোলাম হব না

৩ ২ ১

১৭)এ্যামেরিকার গোলাম হব না

২ ৩ ১

রুখে দাঁড়ান

২ ১

১৮) আশি টাকা মণ চাউলের দাম হলো কেন?

২ ৩ ১

৫.২.১.১.৩.৩ জিয়াউর রহমান

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর ২৬ মার্চ ১৯৭১ এর ঘোষণার প্রথম বাক্যটির স্বরতরঙ্গ রেখভঙ্গির সাহায্যে নির্ণয় করা হল।[১৫]

১) আই মেজর জিয়াউর রহমান টু হিয়ারবাই ডিকলেয়ার দ্যা ইনডিপেন্ডন্ট অব বাংলাদেশ।

২ ৩

১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতির অধীনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরই জিয়াউর রহমান প্রদত্ত একটি ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষের স্বরতরঙ্গ রেখভঙ্গির সাহায্যে নির্ণয় করা হল।[১৬]

২) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের চেতনাকে জনগণের মনে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে

৩ ১ ২

১৬. you tube.com / Bangladesh Affairs, দ্যা লিজেন্ড..শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে নিয়ে ডকুমেন্টারী।

১৭. প্রাগুক্ত

৩) এটাই হল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ।

২ ১ ৩

৪) এই স্বনির্ভর গ্রাম সরকারকে খুব শক্তিশালী করে।

২ ৩ ১

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের আলোচিত অংশের বিশেষের স্বরতরঙ্গ রেখভঙ্গির সাহায্যে নির্ণয় করা হল।[১৭]

৫) আমি জানি

২ ১

৬) আমি আপনাদেরকে পরিষ্কারভাবে কথা দিতে পারি

২ ৩ ১

৭) হয় পালিয়ে যাবে অনতিবিলম্বে নয় তাদেরকে হবে।

৩ ২ ৪

৮) সকল আইনভঙ্গকারীদের আগে ধরা হবে।

৩ ২ ৪

৯) ইন্ শাল্লাহ।

২ ৩

সেই দেশ পরিচালনা করা এত সোজা দেশ নয়।

৩ ২ ১

১০)সমগ্র স্বাধীনতা দিয়েছেন, সমগ্র গণতন্ত্র দিয়েছেন ।

২ ৩

তার দাম দিবেন না।

৩ ৪

১৮. শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ দেখুন, President Ziaur Rahman, Bongo TV, you tube

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু অন্যদিকে,

৩ ২

৫.২.১.২ বৈশিষ্ট্য

৫.২.১.২.১ ধ্বনি পরিবর্তন

রাজনীতির ভাষায় কোন কোন শব্দের ক্ষেত্রে ধ্বনি পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। যে সকল শব্দগুলোতে ধ্বনি পরিবর্তন প্রতীয়মান হয়েছে সে সকল শব্দগুলো ধ্বনি পরিবর্তনের ধরন অনুযায়ী উল্লেখ করা হল।

১. **আদি স্বরাগমঃ** রাজনীতির ভাষায় ঔপভাষিক বিচ্যুতির কারণে উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির আগে কোনও স্বরধ্বনির আগমন ঘটে থাকে। যেমন, প্রত্যেক > প্রেত্যেক, জন্য > জেন্য

২. **ধ্বনি বিকারঃ** পদের অর্ন্তগত কোনও বর্ণ নতুন রূপ ধারণ করলে তাকে ধ্বনি বিকার বা বর্ণ বিকৃতি বলে। রাজনীতির ভাষায় ধ্বনি বিকার বা বর্ণ বিকৃতি লক্ষ্যণীয়। যেমন–রাজা-ফাজা (খান, ২০১১:৩৫, ৩৪); কিন্তু-টিন্তু (খান, ২০১১:৭৭); ছাগল-টাগল (খান, ২০১১:১৫৩); সরকার-ফরকার (খান, ২০১১:৩৩); গোছল-টোসল, শিক্ষক > টিক্ষক।[১৮]

৩. **ধ্বনি আগমন :** উচ্চারণের সময় কখনও শব্দের আদিতে যথাক্রমে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন ঘটে। যেমন, স্ট্রাইক-ফিস্ট্রাইক-(খান, ২০১১:৩৫, ৩৪)'

৪. **মহাপ্রাণতা লোপঃ** রাজনীতিতে মহাপ্রাণ ধ্বনিও অল্পপ্রাণ ধ্বনির মত উচ্চারিত হয়। যেমন, কথা > কতা, মধ্যে > মদ্যে, বাধ্যবাধকতা > বাদ্যবাদকতা, ভাগ > বাগ, ভাষণ > বাষণ, বন্ধু > বন্দু, মধ্য > মদ্য, প্রথমে > প্রতমে, মাধ্যমে > মাদ্যমে, ভুলতে> বুলতে, ভাইয়েরা > বাইয়েরা

৫. **ধ্বনিলোপঃ** মাঝে ব্যঞ্জন ধ্বনিলোপ
জায়গা > জাগা, জায়গায় > জাগায়

৬. **অনোন্য সমীভবনঃ** বক্তব্য প্রদানের সময় কখনো কখনো কোন ব্যঞ্জন ধ্বনি অন্য ব্যঞ্জনধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যতদূর > যদ্দূর

৭. **অপনিহিতিঃ** হলো > হইলো

[১৮] Our Voice or Amader Kotha (3rd episode and part -1), UNICEF Bangladesh, Retrieved June 6,2011, From you tube.

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.১.৩ স্লোগানের ভাষা

রাজনীতির ভাষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো স্লোগানের ভাষা। স্লোগানের ভাষার যদি আমরা ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব যে স্লোগানের ভাষার ছন্দ, মাত্রা, পর্ব মিলিয়ে বাক্য তৈরী করা হয়। স্লোগানের ভাষা বেশির ভাগ সময় চরণ দ্বৈত হয়। যেমন,

শহীদ স্মৃতি / অমর হোক
জাগো জাগো / বাঙালি জাগো
সংগ্রাম সংগ্রাম / চলবে চলবে
জ্বালোরে জ্বালো / আগুন জ্বালো
মুজিববাদ মুজিববাদ / জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ
বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু / জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ

৫.২.১.৩.১ ছন্দময় স্লোগান

রাজনীতির ভাষার ছন্দময় স্লোগান গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল-

৫.২.১.৩.১.১ মৌখিক স্লোগান

'মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন, মানুষ হইতে হবে মানুষ যখন।' (খান, ২০১১:১৭৩)

৪ জানুয়ারি ১৯৭১ রমনার বটমূলে ছাত্রলীগের ২৩ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর বিশাল ছাত্র জনসভায় ছাত্রলীগের ভিন্ন বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী দু'টি গ্রুপের এক অংশের স্লোগান ছিল-

'মুক্তির একই পথ সশস্ত্র বিপ্লব'
'মুক্তি যদি পেতে চাও, হাতিয়ার তুলে নাও'
অপর অংশের স্লোগান ছিল –
'ছয় দফা মানতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে'
'শেখ মুজিবের মতবাদ, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ' (পারভেজ, ২০১৫: ২০৪)

'স্বাধীন কর স্বাধীন কর- বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর- বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'মুক্তি যদি পেতে চাও বাঙ্গালীরা এক হও।' (ত্রিবেদী, ২০১২:২৮)

'তোমার দেশ আমার দেশ- বাংলাদেশ বাংলাদেশ', 'ভুট্টোর মুখে লাথি মারো- বাংলাদেশ স্বাধীন করো' 'হুলিয়ার ঘোষণা- মানিনা মানিনা।' (প্রাগুক্ত,পৃ-৩৮)

'মরি হায়রে হায় দুঃখে পরান যায়, সোনার বাংলা শ্মশান হইল পরান কাইন্দা যায়।' ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের জনসভায় এক মহিলা নিজের রচনায় উপর্যুক্ত গানটি গেয়েছেন। (প্রাগুক্ত)

মাওলানা ভাসানীর ৯ মার্চ ১৯৭১ এর জনসভা নিম্নোক্ত স্লোগানে মুখরিত ছিল-

" 'ঐক্যফ্রন্ট গঠন কর, বাংলাদেশ স্বধীন কর।'

Dhaka University Institutional Repository

‘ফ্রন্টকারীর একি কথা, স্বাধীনতা স্বাধীনতা।’ ”[১৯]

‘আপোষ না সংগ্রাম–সংগ্রাম সংগ্রাম’

‘আমার দেশ তোমার দেশ –বাঙলাদেশ, বাঙলাদেশ।’

‘পরিষদ না রাজপথ – রাজপথ রাজপথ’

“ ‘বীর বাঙালী অস্ত্র ধর–বাঙলা দেশ স্বাধীন কর’

‘ঘরে ঘরে দুর্গ গড়–বাঙলাদেশ স্বাধীন কর” (ত্রিবেদী, ২০১২: ৪১)

‘মুজিবরের পথ ধর - বাঙলাদেশ স্বাধীন কর’[২০]

৮ নভেম্বর ১৯৭১ ইং তারিখে বদর দিবসে জামাতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ‘ইসলামী ছাত্র সংঘের’ বায়তুল মোকারমে আয়োযিত সভা শেষে মিছিলের শ্লোগান ছিল-

“ ‘ বীর মোজাহিদ অস্ত্র ধর, ভারতকে খতম কর ’,

‘মুজাহিদ এগিয়ে চল, কলিকাতা দখল কর’,

‘আমাদের রক্তে পাকিস্তান টিকবে’ ” (প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৩২)

২৯ নভেম্বর ১৯৭১ ইং তারিখে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি গঠন কারী খাজা খয়েরুদ্দিন, ব্যারিষ্টার আখতার উদ্দিন, অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার, মওলানা আশরাপ আলী, মেজর আফসার উদ্দিন, নূরুজ্জামান প্রমুখ নেতাদের নেতৃত্বে ঢাকা শহরে যে গণমিছিল বের করেন সেই মিছিলে নিম্নোক্ত শ্লোগান দেওয়া হয়-

“ ‘হাতে লও মেশিনগান’ দখল কর হিন্দুস্থান,

’বীর মোজাহিদ অস্ত্র ধর, আসাম বাংলা দখল কর,

‘পাক ফৌজ অস্ত্র ধর, হিন্দুস্থান দখল কর’। (প্রাগুক্ত)

১৯৮১ সালের ১৭ই মে শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের দিনে তাঁর আগমনকে স্বাগত জানিয়ে জনতার কণ্ঠে ছিল নিম্নোক্ত গগনবিদারী শ্লোগান–‘শেখ হাসিনা তোমায় কথা দিলাম, মুজিব হত্যার বদলা নেব, জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনার আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম’

‘শেখ হাসিনা আসছে জিয়ার গদি কাঁপছে, গদি ধরে দিব টান, জিয়া হবে খান খান” (আহমেদ, ২০০০:১৩৯)

“মাগো তোমায় কথা দিলাম মুজিব হত্যার বদলা নেব’ (প্রাগুক্ত)

১৯. ৯ মার্চ ১৯৭১, মাওলানা ভাসানী, S. Hasan, Published on Apr 24,2016, you tube

২০ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচিত ১০টি ভাষণ ও গানের ভিডিও চিত্র,মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ। you tube

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৯ সালের ৬ নভেম্বর শেখ হাসিনার পান্থপথের জনসভায় শ্লোগান ছিল-'চলছে লড়াই চলবে, শেখ হাসিনা লড়বে', 'হাসিনা তুমি এগিয়ে চলো আমরা আছি তোমার সাথে' (প্রাগুক্ত,পৃ-২২১)

১৯৯০ সালের ২রা নভেম্বর জনতার বিক্ষোভ মিছিলে শ্লোগান ছিল, 'হাসিনা তুমি এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে','হাসিনা তোমার ভয় নাই, আমরা আছি লাখো ভাই', 'জেলের তালা ভাঙব, হাসিনাকে আনব' (প্রাগুক্ত,পৃ-২২৬)

১৯৯০ সালে এরশাদ বিরোধী অর্থ্যাৎ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মিছিলে নিম্নোক্ত স্লোগান ছিল-

' স্বৈরাচার নিপাত যাক গণতন্ত্র মুক্তি পাক'
'দেশ গড়েছে জনগণ গণসংহতি আন্দোলন'

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর বিএনপির সংবাদ সম্মেলনে জনতার স্লোগান ছিল-

'খালেদা জিয়া ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই'

বাংলাদেশে রাজনীতির ভাষায় ইংরেজি স্লোগানও পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

'এ্যাকশান এ্যাকশান, ডাইরেক্ট এ্যাকশান'[২১]

৫.২.১.৩.১.২ শরীর লিখন

১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মিছিলে অংশ নেওয়া নূর হোসেনের বুক ও পিঠে লেখা ছিল- 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক'(রহমান, ২০১৬:৭৪)

চিত্র: শরীর লিখন

২১. Bangladesh politics 2006-2009, Shafiqur rahmabn, published on July, 2017

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.১.৩.১.৩ দেয়াল লিখন

দেয়ালে লিখিত স্লোগানে অন্ত্যমিল থাকে। যেমন-

১. 'বুবুজান বা ভাবীজান, বাংলা ছেড়ে চলে যান' (আলম,২০০৩:১৬৮)
২. 'একটা দুটো .....ধরো, সকাল বিকাল নাশতা কর' (প্রাগুক্ত, পৃ-১৭২)
৩. 'জ্বালোরে জ্বালো আগুন জ্বালো'
৪. 'লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই'
৫. 'মুজিব দিয়েছে রক্ত, আমরা মুজিব ভক্ত'
৬. 'সারা বাংলার ধানের শীষে, জিয়া তুমি আছো মিশে'
৭. 'দুনিয়ার মজদুর, এক হও লড়াই কর।
৮. 'রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়'
৯. 'নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবর" (মাসুম, ২০০২:৩৪)
১০." 'লা ইলাহা ইল্লালাহ, নৌকার মালিক তুই আল্লাহ'
১১. 'জামাত শিবির রাজাকার, এই মুহূর্তে বাংলা ছাড়'
১২. 'রুশ, ভারত, মার্কিন ফুরিয়ে গেছে তোদের দিন।'
১৩. 'রুশ যাদের মামাবাড়ি, বাংলা ছাড় তাড়াতাড়ি।'
১৪. 'হটাও জঙ্গি বাঁচাও দেশ, শেখ হাসিনার নির্দেশ'
১৫. 'ঘাতকের ফাঁসি চাই, দালালের ক্ষমা নাই'
১৬. 'জ্বালোরে জ্বালো আগুন জ্বালো'
১৭." 'মুজিব দিয়েছে রক্ত, আমরা মুজিব ভক্ত'
১৮. 'সারা বাংলার ধানের শীষে, জিয়া তুমি আছো মিশে'
১৯. 'দুনিয়ার মজদুর, এক হও লড়াই কর'
২০. 'রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়' "[২২]
২১." 'নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবর'
২২. 'লাইলাহা ইল্লালাহ, নৌকার মালিক তুই আল্লাহ' " (মাসুম, ২০০২:৩৪)
২৩. 'জামাত শিবির রাজাকার, এই মুহূর্তে বাংলা ছাড়'[২৩]
২৪. 'দেশ গড়েছেন শহীদ জিয়া, নেত্রী মোদের খালেদা জিয়া'

[২২] রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ। Retrieved May 17, 2009 From আমার ব্লগ.কম

[২৩] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র: দেয়াল লিখন

চিত্র: দেয়াল লিখন

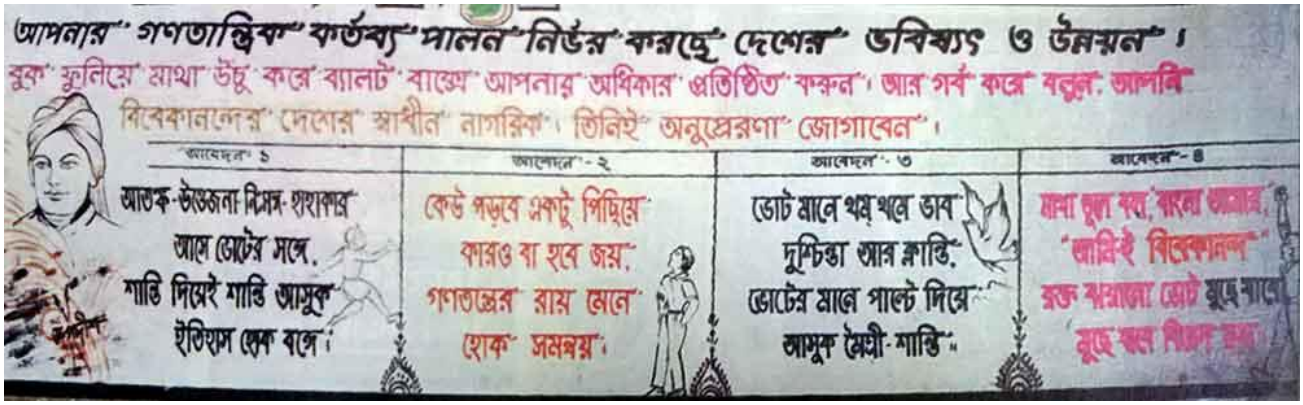

চিত্র: দেয়াল লিখন

২৫. 'আতঙ্ক-উত্তেজনা-নিঃসঙ্গ হাহাকার
আসে ভোটের সঙ্গে,
শান্তি দিয়েই শান্তি আসুক

ইতিহাস হোক বঙ্গে।'

২৬. 'কেউ পড়বে একটু পিছিয়ে
কারও বা হবে জয়,

গণতন্ত্রের রায় মেনে

হোক সমন্বয়।'

২৭. 'ভোট মানে থমে থমে ভাব
দুশ্চিন্তা আর ক্লান্তি,

ভোটের মানে পাল্টে দিয়ে

আসুক মৈত্রী-শান্তি।'

২৮. 'মাথা তুলে বল'বাংলা ভাষায়
'আমিই বিবেকানন্দ'

রক্ত ঝরানো ভোট মুছে যাবে

মুছে যাবে বিভেদ দন্দ্ব।'

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.১.৩.১.৪ ক্যাসেট সংগীত

ক্যাসেট সংগীতে ছন্দময় স্লোগান ব্যবহৃত হয়। ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ছন্দময় ক্যাসেট সংগীত বাজিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো হয়। যেমন-

আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে তুলে ধরে- 'কিসের ঐক্য কিসের জোট, আবার দিব নৌকায় ভোট' (সিংহ, ২০০২: ৪৬৫)

বি.এন.পি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে তুলে ধরে- 'দেশ গড়েছেন শহীদ জিয়া, নেত্রী মোদের খালেদা জিয়া' (প্রাগুক্ত)

আবার আওয়ামীলীগ ও বি.এন.পিবি রোধী পুরুষ নেতৃত্বাধীন অন্য কোন দল থেকে বলা হয়- 'নারীর শাসন মানি না, নারীর শাসন মানায় না' (প্রাগুক্ত)

৫.২.১.৩.২ ছন্দহীন স্লোগান

রাজনীতির ভাষায় স্লোগান সব সময় ছন্দময় হয় তা নয় এর ব্যতিক্রমও ঘটে। যেমন, মাওলানা ভাসানীর ৯ মার্চ ১৯৭১ এ পল্টনের জনসভায় লাল বাহিনীর নিম্নোক্ত ছন্দহীন স্লোগান ছিল-

'আমাদের বাংলার জাতির পিতা, মাওলানা ভাসানী'[২৪]

রাজনীতির ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতিরিক্ত ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্য (শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাত, মীড়, স্বরতরঙ্গ) ব্যবহারের বৈচিত্র্যময়তা ফুটে উঠেছে। রাজনীতির ভাষায় কোন কোন শব্দের ক্ষেত্রে ধ্বনি পরিবর্তনের লক্ষ্যণীয় দিক যেমন, আদি স্বরাগম, ধ্বনি বিকার, ধ্বনি আগমন, মহাপ্রাণতা লোপ, ধ্বনিলোপ, অনোন্য সমীভবন, অপনিহিতি ইত্যাদি বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। রাজনীতিবিদদের বক্তব্যে ব্যবহৃত ধ্বনাত্মক শব্দ বা দিরুক্ত শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। একই সাথে ছন্দময় স্লোগানের বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ ও ছন্দহীন স্লোগান উল্লেখ করা হয়েছে।

২৪. ৯ মার্চ ১৯৭১, মাওলানা ভাসানী, S. Hasan, Published on Apr 24,2016, you tube

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. মোরশেদ, আবুল কালাম মঞ্জুর। (২০০৭)। *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

২. হাই, মুহম্মদ আবদুল। (২০১৭ ইং)। *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*। ঢাকা: মল্লিক ব্রাদার্স,

৩. শ' ড., রামেশ্বর। (১৪০৩ বাংলা)। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*। কলকাতা: পুস্তকবিপণি ।

৪. আলী, জীনাত ইমতিয়াজ। (২০০১)। *ধ্বনিবিজ্ঞানের ভূমিকা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

৫. রশীদ, হারুনুর, (২০১৩)। *রাজনীতি কোষ*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

৬. সম্পাদনায়: ড.এ এইচ খান। (২০১১)। *জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ, চতুর্থ খন্ড*। ঢাকা: বাংলাদেশ কালচারাল ফোরাম।

৭. ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ। (২০১২)। *৭১ এর দশমাস*। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী।

৮. সম্পাদনায়: খান, ড. এ এইচ। (২০১১)। *জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ, চতুর্থ খন্ড*। ঢাকা: বাংলাদেশ কালচারাল ফোরাম।

৯. রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর। (২০১৬)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি* (১৯৭১-২০১১)। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

১০. আহমেদ, সিরাজ উদদীন। (২০০০)। *জন নেত্রী শেখ হাসিনা*। ঢাকা: ভাস্কর প্রকাশনী।

১১. পারভেজ, রাজীব। (২০১৫)। নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু। ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী।

১২. আলম, প্রফেসর মাহবুবুল। (২০০৮)। *মাধ্যমিক বাংলা ভাষার ব্যকরণ; নবম-দশম শ্রেণী, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত*। ঢাকা: পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লিমিটেড।

১৩. দি ডেইলী স্টার, ৪ ডিসেম্বর ২০১৬, পৃষ্ঠা-৭।

১৪. দুঃসময়ের বন্ধু, Retrieved Jul 10, 2015, From মুক্তিযুদ্ধ ই- আর্কাইভ, you tube.

১৫. SYND 25-12-71, INTERVIEW WITH NEW BANGLADESH PREMIERS, AP Archive, Retrieved Jul 21, 2015, you tube.

১৬. 5 Speech Shaking World, History Of World, Retrieved Feb 7,2017, you tube

১৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও প্রথম সরকার গঠন, Retrieved ST Rumy, এস আই রুমী, you tube.

১৮. ৭ ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণের রঙ্গিন ভিডিও। Retrieved youtube.com roytushar2002.

১৯. চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু প্রামাণ্যচিত্র. Retrieved dcbogra ictsection.

২০. জাতিসংঘে *বঙ্গবন্ধুর* ভাষণ। Retrieved July 23, 2014. From Bangladesh Awami League .youtube

২১. ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশের রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ। From Archive of Saifur. R. Mishu

২২. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচিত ১০টি ভাষণ ও গানের ভিডিও চিত্র, Retrieved June 28, 2015 From মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ you tube.

২৩. জাতিসংঘে *বঙ্গবন্ধুর* ভাষণ। Retrieved July 23, 2014. From Bangladesh Awami League .youtube

Dhaka University Institutional Repository

২৪.১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশের রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ। From Archive of Saifur. R. Mishu

২৫. *(বঙ্গবন্ধুর ভাষণ) ঢাকা স্টেডিয়ামে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রসমর্পণ*, Retrieved June 15,2016 From বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, তথ্য মন্ত্রালয়।

২৬.*বঙ্গবন্ধুর ভাষণ* ও ঢাকা স্টেডিয়ামে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণ। Retrieved December 20, 2016 From মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ।

২৭.*জাতীয় সংসদে বক্তৃতারত জননেতা তোফায়েল আহমেদ, এমপি*। Retrieved September 16, 2104 From Abul Khaer you tube.

২৮.*বঙ্গবন্ধুর ভাষণ,সেনাবাহিনীর ক্যাডেট ভাইদের উদ্দেশ্যে*। Retrieved May 16,2016 From বঙ্গবন্ধু সৈনিক প্লাটুন you tube.

২৯.সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমদের সাক্ষাৎকার- Retrieved May 15, 2016 From বঙ্গবন্ধু সৈনিক প্লাটুন you tube

৩০.you tube.com / Bangladesh Affairs, দ্যা লিজেন্ড..শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে নিয়ে ডকুমেন্টারী। Retrieved January 20, 2016. From you tube.com / Bangladesh Affairs.

৩১.৯ মার্চ ১৯৭১, মাওলানা ভাসানী, Retrieved April 24,2016, From S. Hasan. you tube.

৩২.Bhashani 1974, Retrieved August 15,2016.From SJ Alam youtube.

৩৩.Bhashani Speech 2 April 1972, স্বাধীনতা-উত্তর পল্টনের জনসভায় ভাষণদানরত : ২ এপ্রিল '৭২ Retrieved Nov.17,2017 From SJ Alam. youtube

৩৪.https://bn.wikipedia

৩৫.১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ভারতের পালাম বন্দরে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ। Retrieved From Archive of Saifur. R. Mishu . you tube.

৩৬.you tube- বঙ্গবন্ধু তথ্য গবেষণা কেন্দ্র।

৩৭.BD NEWS, বাংলাদেশের জন্য মাওলানা ভাসানীর অবদান. 7 Star Power, Retrieved. March 17,2017, From 7 Star Power you tube.

৩৮.Speech Of Maolana Abdul Hamidkhan Vashani, Retrieved December 25, 2016, From Minhaj Uddin Miran, you tube.

৩৯.Maolana Abdul Hamidkhan Vashani.wmv ShaktiBidyalaya,. Retrieved December 11, 2010, wmv ShaktiBidyalaya .you tube.

৪০.maulana abdul hamidkhan bhashani, part-2, Retrieved From Green Bangladesh, you tube.

৪১.maulana abdul hamidkhan bhashani, part-3, Retrieved From Green Bangladesh, you tube.

৪২. দ্যা লিজেন্ড..শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে নিয়ে ডকুমেন্টারী। Retrieved From you tube.com / Bangladesh Affairs

৪৩.SYND 8. 6. 78 PRESIDENT ZIA PRESSCONFERENCE ON HIS ELECTION VICTORY, Retrieved July 24, 2015, From AP Archive you tube.

৪৪.শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ দেখুন, President Ziaur Rahman, Retrieved From Bongo TV, you tube.

৪৫.জাতিসংঘে জিয়ার ঐতিহাসিক ভাষণ, Retrieved. Jan 2. 2009, From mizanjcd. you tube.

৪৬. Documentary about President Ziaur Rahman. Rastronayok Ziaur rahman, Retrieved June 9, 2012. From Foridi Numan. you tube.

৪৭.Declaration 0f Independence 0f Bangladesh-Original Speech By Ziaur Rahman, Retrieved From Sazzad Hossain, you tube.

৪৮.President Ziaur Rahman's Speech, Retrieved From Md Atikur Rahman Atik .you tube.

৪৯.Interview Of Ziaur Rahman-Rare Footage Retrieved March 31,2012. From BDTimes you tube.

৫০.Honorary President Ziaur Rahman Way-Zahid .F Sarder Saddi, Retrieved From Zahid F Sarder-Saddi .you tube.

৫১.Parliament 06. 04. 1991, Retrieved June 11, 2013, From you tube.

৫২.Political Crisis 2006 Of Bangladesh Report Retrieved Sep 30,2016, From On Air Date: February 2006 Channel, you tube.

৫৩.Bangladesh politics 2006-2009, Retrieved July, 2017, From Shafiqur rahmabn, you tube.

৫৪.Sheikh Hasina's Interview by Bulbul Hasan, Retrieved Apr 29, 2007, From rehnumaahmed, you tube.

৫৫.Hasina Press Conference in London Bangla TV News, Retrieved 23, 2008, From khaled Patwary, you tube.

৫৬.HASINA- Post Election Conference at BCFCC, Dhaka 2008 (wednesday)-05 of 05, From you tube ..

৫৭.Sk Hasina Interview at British Parliament 2007. Fazlul hoque, From Surmatv.net, you tube.

৫৮.NTV 1st News 3 july 2003, From you tube.

৫৯.মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আলোচনা, ০৪-০৩-২০১০, ৯ম সংসদ, চতুর্থ অধিবেশন।, Retrieved January 16, 2018, From Zahirul Haque Mohon you tube.

৬০.স্পিকারের রসবোধ- Speaker's fun-fall, Retrieved December 19,2010, From noTV bangla, you tube.

৬১.Our Voice or Amader Kotha (1st episode and part -1), UNICEF Bangladesh, Retrieved June 5, 2011, From you tube.

৬২.Our Voice or Amader Kotha (3rd episode and part -1), UNICEF Bangladesh, Retrieved June 6,2011, From you tube.

৬৩.নির্বাচনে কারচুপি হয়নি: এলজিআরডি মন্ত্রী, Retrieved January 2, 2016 From ntv.online.

৬৪. রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ। Retrieved May 17, 2009 From আমার ব্লগ.কম

৬৫.শ্লোগানের রাজনীতি- রাজনীতির শ্লোগান। Retrieved February 24 From Somewhereinblog.net

৫.৩ পঞ্চম অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়সূচি পৃষ্ঠা নং

৫.৩.১ ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনা: রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ১০১
৫.৩.১.১ রাজনৈতিক শব্দের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ১০১
৫.৩.১.১.১ রাজনৈতিক শব্দের উৎস, প্রকৃতি, অর্থ ও ব্যাখ্যা ১০২
৫.৩.১.১.২ নতুন শব্দ ১১৯
৫.৩.১.১.৩ রাজনৈতিক খেতাব/উপাধির শাব্দিক বিশ্লেষণ ১১৯
৫.৩.১.১.৪ ভিন্নার্থে শব্দের প্রয়োগ ১২০
৫.৩.১.১.৫ রাজনীতিতে ব্যবহৃত ভিন্নার্থক শব্দ ১২১
৫.৩.১.১.৬ বাংলা ও ইংরেজি শব্দের মিশ্রণ ১২৩
৫.৩.১.১.৭ উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ ১২৩
৫.৩.১.১.৮ সমাসঘটিত শব্দ ১২৩
৫.৩.১.১.৯ বিভক্তিযোগে শব্দ গঠন ১২৪
৫.৩.১.১.১০ সংখ্যাযোগে শব্দ গঠন ১২৪
৫.৩.১.১.১১ ইংরেজি শব্দ ১২৪
৫.৩.১.১.১২ ইংরেজি শব্দের স্লোগান ১২৬
৫.৩.১.১.১৩ যৌগিক শব্দ ১২৬
৫.৩.১.১.১৪ সন্ধিযোগে গঠিত শব্দ ১২৮
৫.৩.১.১.১৫ ঔপভাষিক বিচ্যুতি ১২৮
৫.৩.১.১.১৬ অতীত নির্দেশক শব্দের ভবিষ্যৎবাচক অর্থে ব্যবহার ১২৯
৫.৩.১.১.১৭ তুচ্ছার্থক সম্বোধন এর ব্যবহার ১২৯
৫.৩.১.১.১৮ নতুন শব্দের ব্যবহার ১৩০
৫.৩.১.১.১৯ ভিন্নার্থে প্রয়োগ: বিদ্যমান শব্দের প্রচলিত অর্থের বিপরীতার্থে ব্যবহার ১৩১
৫.৩.১.১.২০ স্লোগানে মূল নামশব্দের পরিবতে নতুন শব্দ ১৩১
৫.৩.১.১.২১ রূপক অর্থে শব্দের ব্যবহার ১৩২
৫.৩.১.১.২২ বাক্যাংশ (Phrase) ১৩৩

গ্রন্থপঞ্জি ১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩.১ ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনা: রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে হলে শব্দগঠন বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য। বাংলাভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে এমন কিছু শব্দ আছে যে শব্দগুলো বলা মাত্র রাজনীতি, রাজনৈতিক বিভিন্ন পটভূমি, রাজনৈতিক সংঘাত এসকল বিষয়গুলো আমাদের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। যেমন, ধর্মঘট, সরকার, জনমত, নেতৃত্ব, ভোট, রাজপথ ইত্যাদি। অর্থ্যাৎ যে শব্দগুলো রাজনৈতিক কর্মকান্ডের (মিছিল, সভা-সমাবেশ, আন্দোলন, সংসদ অধিবেশন, মানববন্ধন ইত্যাদি) সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে সে শব্দগুলো রাজনৈতিক শব্দ হিসেবে বিবেচিত।

পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক শব্দের ধরন ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অন্যান্য শব্দ থেকে বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। এমনকি সাথে সাথে ফুটে উঠেছে শব্দগুলোর চিত্ররূপ অর্থ্যাৎ এর বাহ্যরূপ এবং আন্তররূপ।

৫.৩.১.১ রাজনৈতিক শব্দের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

একই শব্দ ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে। উদাহরণস্বরূপ, রাজনৈতিক অঙ্গনে এমন কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয় যেগুলো আবার জীবন যাত্রার অন্যান্য ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন, চালচিত্র, বানচাল, সংঘাত, কোন্দল, সংলাপ, এজেন্ডা ইত্যাদি শব্দ। কিন্তু এ শব্দগুলো রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশেষ অর্থ বহন করে, রাজনৈতিক ভাষণে বা বক্তৃতায় এই শব্দগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক চিত্র বা অভিজ্ঞতাকে মূর্ত করে তোলে। আবার কিছু শব্দ শুধুমাত্র রাজনৈতিক পরিমন্ডলেই সীমাবদ্ধ। যেমন-ধর্মঘট, সরকার, জনমত, নেতৃত্ব, ভোট ও রাজপথ ইত্যাদি। নিম্নে রাজনৈতিক শব্দের উৎস, প্রকৃতি, অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩.১.১.১ রাজনৈতিক শব্দের উৎস, প্রকৃতি, অর্থ ও ব্যাখ্যা

কব্দ	শব্দ প্রকৃতি	উৎস	অর্থ	ব্যাখ্যা
অনাস্থা প্রস্তাব	বিশেষ্য বাচক শব্দ	ইংরেজি Vote of No-confidence	কোন আইন পরিষদের সদস্য কর্তৃক সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা জানিয়ে উত্থাপিত প্রস্তাব	বাংলাদেশে সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব এর পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পড়লে সরকারের পতন ঘটাই নিয়ম।
অধিকার	বিশেষ্য বাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স.অধি+√কৃ+অ (ভা)]	যোগ্যতা, দাবি	রাজনীতিতে অধিকার অতি পরিচিত শব্দ। নাগরিক অধিকার, ভোটারদের অধিকার, নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার, রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার, সভা-সমাবেশ করার অধিকার ইত্যাদি রাজনৈতিক অধিকার। রাজনৈতিক অধিকারসমূহ রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত।
অধ্যাদেশ	বিশেষ্য বাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স.অধি+আদেশ)]	বিশেষ হুকুম বা আইন	রাজনৈতিক ভাষায় বিশেষ ক্ষমতাবলে প্রদত্ত নির্দেশ, আদেশ বা ভিত্তিকে অধ্যাদেশ বলে। রাষ্ট্রপতিকে অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। অধ্যাদেশ জারি হবার পর তা আইনের মতো কার্যকর হয়।
অন্তবর্তী কালীন সরকার	বিশেষ্য বাচক শব্দ	সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষা থেকে আগত [স.অন্ত+বৃৎ+ইন্+ কলীন এবং ফ.সরকার سركر]	মধ্যবর্তী সরকার	রাজনীতিতে অন্তবর্তীকালীন সরকার শব্দটি বর্তমানে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে অন্তবর্তীকালীন সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন আগে যে সরকার থাকবে তাকে অন্তবর্তীকালীন সরকার বলা হয়।
অরাজকতা	বিশেষ্য বাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স. ন+রাজন্ +ক + তা]	শাসনবিহীন অবস্থা বা বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি	রাজনীতিতে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় বিশৃঙ্খলতা, সহিংসতা ও অসন্তোষজনিত প্রেক্ষাপটে। সাধারণত ক্ষমতাসীন দল বা সরকারি দল কঠোর হাতে দেশ চালাতে ব্যর্থ হলে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো দেশে

Dhaka University Institutional Repository

কব্দ	শব্দ প্রকৃতি	উৎস	অর্থ	ব্যাখ্যা
				বিশৃঙ্খলা তৈরি করে অরাজকতা সৃষ্টি করে।
অবস্থান ধর্মঘট	বিশেষ্য বাচক শব্দ	এটি একটি যৌগিক শব্দ।	দাবিপূরণের উদ্দেশ্যে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মস্থলে আন্দোলনরত অবস্থায় অবস্থান করা	রাজনীতিতে কোন দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে আন্দোলনরত অবস্থায় অবস্থান করা।
আমলা তন্ত্র	বিশেষ্যবাচক শব্দ	আরবী ভাষা থেকে আগত [আ. আমলাহ্ عملة + তন্ত্র	যে শাসনব্যবস্থায় সরকারি কর্মচারিমন্ডলিই সর্বেসর্বা।	আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে রাজনীতির ভাষায় আমলাতন্ত্র শব্দটির ব্যবহার প্রচুর । আমলাতন্ত্র হচ্ছে স্থায়ী বেতনভূক্ত, দক্ষ ও পেশাদার কর্মচারীদের সংগঠন, যারা রাজনীতি নিরপেক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করেন। আমলাতন্ত্র মূলত সরকারের সিদ্ধান্ত ও নীতি বাস্তবায়ন করে থাকে।
আলটিমেটাম	বিশেষ্য বাচক শব্দ	ইংরেজি ভাষা থেকে আগত	চূড়ান্ত দাবি, শেষ প্রস্তাব	রাজনৈতিক অঙ্গনে আলটিমেটাম শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। কোন প্রস্তাব বা দাবি মেনে নেওয়ার জন্য শেষ সময় বেধেঁ দেয়া অর্থে রাজনীতিতে আলটিমেটাম শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বিরোধী দল বা কোনো বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠী সরকারের প্রতি চূড়ান্ত সময় এর মধ্যে দাবি না মানা হলে চরম ব্যবস্থা বা চূড়ান্ত কর্মসূচি নেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে থাকে।
ইশ্তেহার	বিশেষ্যবাচক শব্দ	আরবী ভাষা থেকে আগত [আ. ইশতিহার اشتهار]	বিজ্ঞাপন	রাজনৈতিক অঙ্গনে ইশ্তেহার একটি বহুলব্যবহৃত শব্দ । নির্বাচনের পূর্বে দলগুলোর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে কী কী পদক্ষেপ নিবে সে সকল প্রতিশ্রুতি ইশতেহারের মাধ্যমে জনগণের নিকট উপস্থাপন করে।
ইস্যু	বিশেষ্যবাচ	ইংরেজি ভাষা	কারণ বা উদ্দেশ্য	বর্তমানে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিভিন্ন ধরনের

Dhaka University Institutional Repository

কব্দ	শব্দ প্রকৃতি	উৎস	অর্থ	ব্যাখ্যা
	ক শব্দ	থেকে আগত [ই. Issue >ইস্যু]		ঘটনা ঘটে। যেমন, আন্দোলন, সমাবেশ, হরতাল, ধর্মঘট ইত্যাদি রাজনৈতিক কর্মকান্ডের পিছনে বিভিন্ন কারণ থাকে যেগুলোকে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।
ইতিহাসের রায়	বিশেষ্য বাচক শব্দ	এটি একটি যৌগিক শব্দ। সংস্কৃত ও আরবী ভাষা থেকে আগত। [স. ইতিহাস + আ. রায়]	সমাজ বিকাশের প্রাকৃতিক নিয়মে প্রতিটি সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কার্যকরণের অমোঘ পরিণতি।	মানবসমাজের বিকাশের নিজস্ব ধারার বিপরীতে যেতে চাইলে ধ্বংস অনিবার্য। জনগণের ইচ্ছা বা কল্যাণকে উপেক্ষা করে, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের স্বৈরাচার জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার পরিণতিতে উক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠির ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী। যে-শাসকগোষ্ঠীর কথা ও কাজে সংগতি নেই, তারা কখনো জনগণের হৃদয় জয় করতে পারে না। এরূপ অসংখ্য বিষয় ইতিহাসে বারংবার প্রমাণিত।
একচ্ছত্র	বিশেষণ বাচক শব্দ	প্রাচীন বাংলা ভাষা থেকে আগত।	ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো- যাতে একের ছত্র রয়েছে। এর ব্যাখ্যামূলক আভিধানিক অর্থ ১. একজন মাত্র রাজা বা শাসকের অধীন; একসাম্রাজ্যভূক্ত। ২. সার্বভৌম	রাজনীতিতে এই শব্দটির সঙ্গে ছত্র বা ছাতা ব্যবহারের প্রাচীন ইতিহাস মিশে আছে। আদিযুগে ছাতা ছিল ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। ছাতা তখন ব্যবহার করতেন শুধু রাজা বা সম্রাটরাই। ফলে রাজশক্তি ও ছাতা তখন সমার্থক শব্দ বলে বিবেচিত হতো। বর্তমান রাজনীতিতে শব্দটির উৎপত্তি ছাতার ঐ ক্ষমতা থেকেই। অর্থ্যাৎ কোনো রাজনৈতিক নেতা বা কর্মীর বা দলের অখন্ড প্রতাপ বা একাধিপত্য অর্থে একচ্ছত্র শব্দটি ব্যবহৃত হয়।
এজেন্ডা	বিশেষ্য বাচক শব্দ	ইংরেজি ভাষা থেকে আগত [ই. Agenda > এজেন্ডা]	আলোচ্যসূচী, কার্যপ্রণালী, কার্যক্রম।	বর্তমান রাজনৈতিক ভাষায় এজেন্ডা শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। রাজনৈতিক দলসমূহের বিভিন্ন কাজের তালিকা, কর্মসূচি অর্থ্যাৎ আলোচ্যবিষয়কে সামনে রেখে দলগুলো সভাসমাবেশ করে থাকে তাকে এজেন্ডা বলে।

কব্দ	শব্দ প্রকৃতি	উৎস	অর্থ	ব্যাখ্যা
ওয়াক আউট	বিশেষ্য বাচক শব্দ	ইংরেজি ভাষা থেকে আগত [ই. Walkout > ওয়াক আউট	বর্জন, ত্যাগ বা পরিহার করা	সাধারণত বিরোধী দলীয় সংসদ নেতা-উপনেতারা সরকারি কোনো সিদ্ধান্ত, স্পিকারের কোন রুলিং এর প্রতিবাদ বা অন্য কোনো কারণে সংসদ বর্জন করে থাকেন এ অর্থে রাজনীতিতে ওয়াক আউট শব্দটি ব্যবহার করা হয়।
কারচুপি	বিশেষ্য বাচক শব্দ	ফারসি ভাষা থেকে আগত [ফা. কারচোব্‌کرچوب]	সূক্ষ্ম চালাকি	কারচুপি আদিতে নির্দোষ হিসেবেই প্রচলিত ছিল। বর্তমানে রাজনীতির জগতে শব্দটি নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। রাজনীতিতে ভোটে কারচুপি হয়ে থাকে অর্থ্যাৎ সূক্ষ্ম চালাকির মাধ্যমে ভোট চুরি করা বা জাল ভোট দেওয়া। নির্বাচনে পরাজিত রাজনৈতিক দল অধিকাংশ সময় জয়ী বা বিপক্ষ দলকে ভোট কারচুপি করার অপরাধে দায়ী করে।
কুচক্রী	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স. কু + চক্র + ঈ]	চক্রান্তকারী, ষড়যন্ত্রকারী	রাজনৈতিক দলের মধ্যেই যখন কিছু কিছু সদস্য দলীয় নীতি ও কর্মসূচির বিশেষ ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে কিংবা সাধারণ স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারে ঐক্যবদ্ধ হয় তখন তাকে রাজনৈতিক ভাষায় কুচক্রী দল বলে।
কুশপুত্তলিকা	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স. কুশ + পুত্তলি, পুত্তলী, পুত্তলিকা]	নকলমূর্তি, কুশ বা খড়ের তৈরি মানুষের প্রতীক মূর্তি।	‘কুশপুত্তলিকা দাহ করা’ কথাটি এখন বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিভাষায় একটি পরিচিত বাক্‌ভঙ্গি। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রতীক মূর্তি জনসমক্ষে আগুনে পুড়িয়ে ঘৃণা প্রকাশের বিষয়টি হলো কুশপুত্তলিকা দাহ।
কোন্দল	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স. কন্দল > কোন্দল]	কলহ, ঝগড়া	বাংলাদেশের রাজনীতিতে দলভেদে বিভিন্ন কোন্দল দেখা যায়, রাজনীতির ভাষায় বিষয়টি দলীয় কোন্দল হিসেবে পরিচিত। রাজনৈতিক দলের মধ্যেই বিদ্যমান কোন্দলের মূল কারণ যতটা না আদর্শকেন্দ্রিক তার থেকে বেশি

কব্দ	শব্দ প্রকৃতি	উৎস	অর্থ	ব্যাখ্যা
				ব্যক্তিকেন্দ্রিক। দলীয় নেতৃত্ব ও কতৃত্ব অর্জনের জন্যই সাধারণত এসব দলীয় কোন্দল লক্ষ্য করা যায়।
চালচিত্র	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স. √চল্ + নিচ + অন (ভ) ও স. √চিত্র + অ (অচ্)]	প্রতিমার পশ্চাৎদিকের পট বা চিত্র।	রাজনীতিতে চালচিত্র শব্দটি কোনো রাজনৈতিক ঘটনার পশ্চাৎপট বা হালচাল বা পটভূমি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। মূলত রাজনৈতিক চালচিত্র শব্দটির অর্থ হচ্ছে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির রূপরেখা।
ছত্রভঙ্গ	বিশেষ্যবাচক শব্দ	আরবী ভাষা থেকে আগত [আ. সত্‌র سطر + ভঙ্গ]	গাড়ি ভাঙ্গা, দলের বিশৃঙ্খলা	রাজনীতির ভাষায় ছত্রভঙ্গ শব্দটির অর্থ- দলের বিশৃঙ্খলা বা এলোমেলো অবস্থা। বিপক্ষ দলের হরতাল বা ধর্মঘটের সময় কোনো সভা, সমাবেশ বা মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ বা টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।
জনগণ	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স. √জন্ + অ (তৃ) + গণ]	সাধারণ ব্যক্তিগণ, কোন দেশের অধিবাসী বা কোন রাষ্ট্রের প্রজাদের সমষ্টি।	রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকল আলোচনা এই শব্দটি কেন্দ্র করে। রাষ্ট্রশাসন বা রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিকে বলা হয় রাজনীতি। তাই রাজনীতি গড়ে উঠে জনগণকে কেন্দ্র করে। কারণ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা রাষ্ট্র বা দেশ শাসন করা হয়।
জনমত	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স. √জন্ + অ (অচ্) ও স. √মন্ + ত (ক্ত)]	জনসাধারণের অভিমত	রাজনীতির ভাষায় জনমত শব্দটির অর্থ বোঝায় প্রভাবশালী অথচ যুক্তিযুক্ত, স্পষ্ট এবং কল্যাণকামী মতামত। জনমত কে অবশ্যই হতে হবে জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট।
জবাবদিহিতা	বিশেষ্যবাচক শব্দ	আরবী ভাষা থেকে আগত [আ. জব্‌য়াব جواب + দিহিতা]	কোনেকাজের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ ও তদসংক্রান্ত প্রশ্নাদির জবাব দিতে প্রস্তুত থাকা।	রাজনীতির ভাষায় জবাবদিহিতা শব্দটি অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে । কারণ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকারকে হতে হবে জবাবদিহিমূলক। সরকার কী করতে চাচ্ছেন, কেন চাচ্ছেন তা জনগণকে বোঝানোর জন্য জনপ্রতিনিধিসভা বা আইনসভায় আলোচনা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

কব্দ	শব্দ প্রকৃতি	উৎস	অর্থ	ব্যাখ্যা
জয়বাংলা	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত + ফার্সি [স. √জ + অ ৯ভা) ও ফা. বঙ্গালহ্ بذكه	বাংলার জয়গান বা বাংলাদেশের জয় হোক।	স্লোগান ছাড়া কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি পূর্ণতা পায় না। বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রধান দু'টি দলের আলাদা আলাদা স্লোগান আছে যা দ্বারা তাদের শ্রেণীচরিত্র নির্ণয় করা হয়ে থাকে। প্রধান দু'টি দলের মধ্যে আওয়ামীলীগ "জয় বাংলা" বলে।
জাতি	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [জাতি + ঈ (ঙীপ্)]	জন্ম ও উৎপত্তি হিসেবে সমলক্ষণ বিচারে শ্রেণীবিভাগ	রাজনৈতিক অঙ্গনে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয় শব্দটি। যেমন- 'আমরা বাঙালি জাতি'জাতি হলো জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমাজ, যারা দৃঢ়, বাস্তব ও সক্রিয় রাজনৈতিক চেতনার অধিকারী এবং তাদের রাজনৈতিক সংগঠন ও স্বাধীনতা বিদ্যমান।
জাতীয়তা	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স. জাতীয় + তা (তল্)	স্বজাতিচেতনা; স্বাজাত্যবোধ	জাতীয়তাবোধ শব্দটি অতি পরিচিত একটি রাজনৈতিক শব্দ। বাঙ্গালি জাতীয়তা বলতে বোঝানো হয় বাঙ্গালি জনসমাজ ও তার রাজনৈতিক চেতনা। জনগণের মধ্যে যখন রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার হয়, তখন তাকে জাতীয়তা বলে। সুতরাং জাতীয়তা হলো " রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন জনসমাজ"
জিন্দাবাদ	অব্যয়বাচক শব্দ	ফারসি শব্দ [ফা. জিন্দাহ্বাদ্ زندبد]	দীর্ঘজীবী হোক বা অমর হোক এই কামনা সূচক ধ্বনি	বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান দল হচ্ছে বি.এন.পি। এ দলের আলাদা স্লোগান আছে যা দ্বারা তাদের শ্রেণী চরিত্র নিরুপণ করা যায়। বিএনপি এর প্রদত্ত স্লোগান হচ্ছে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'
ডানপন্থি	বিশেষণবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স. ডাইন > ডান ও পন্থ + ঈ = পন্থী]	রাজনীতিতে ব্যক্তিমালিকানায় বিশ্বাসী	ডানপন্থি শব্দটি অতি পরিচিত রাজনৈতিক শব্দ। ব্যক্তিমালিকানায় বিশ্বাসীদেরকে ডানপন্থি বলা হয়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ডানপন্থি দলগুলো হচ্ছে বি.এন.পি, জাতীয় পার্টি, মুসলিমলীগ, ডেমোক্রেটিক লীগ ও জাতীয় লীগ প্রভৃতি।
ডিজিটাল	বিশেষণবাচক শব্দ	ইংরেজি ভাষা থেকে আগত [ই.	আঙ্গুলি সম্বন্ধীয়	বর্তমান রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যবহৃত শব্দসমূহের মধ্যে ডিজিটাল উল্লেখযোগ্য।

কব্দ	শব্দ প্রকৃতি	উৎস	অর্থ	ব্যাখ্যা
		Digital > ডিজিটাল]		বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ে তুলতে সংকল্পবদ্ধ। এ উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন খাতে ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যেগ নিয়েছেন। ইতোমধ্যে সাতটি বিভাগকে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ও অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের আওতায় আনার কাজ শুরু করা হয়েছে।
তত্ত্বাবধায়ক	বিশেষণবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স. তত্ত্ব + অবধায়ক]	তত্ত্বাবধান করে যে ব্যক্তি, পরিদর্শক, পরিচালক	পঞ্চদশ সংশোধনীর আগ পর্যন্ত বাংলাদেশে রাজনীতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার পর বা মেয়াদ অবসানের কারণে ভেঙ্গে যাবার পর যে প্রধান উপদেষ্টার কার্যভার গ্রহণ করেন তাকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলে। বর্তমানে বিরোধীদলগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের বিপক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছে। ফলে তত্ত্বাবধায়ক শব্দটি রাজনৈতিক অঙ্গনে বহুলভাবে ব্যবহৃত।
দাবি	বিশেষ্যবাচক শব্দ	আরবী ভাষা থেকে আগত [আ. দা' বা دعوى]	স্বত্ব, অধিকার	দাবি শব্দটি রাজনীতিতে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। রাজনীতির ভাষায় দাবি শব্দের ব্যবহার অনেক আগে থেকেই লক্ষ্য করা যায়। অবিভক্ত ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে জনগণ নানা ধরনের দাবিকে সামনে রেখেই সংগঠিত হতে থাকে। পরবর্তীতে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, ১৯৬৯ সালের ১১ দফা দাবিসমূহ বাঙালি জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।
ধর্মঘট	বিশেষ্যবাচক শব্দ	গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষা থেকে আগত	কোন ন্যায্য দাবিপূরণের সাপেক্ষে কর্মচারীগণ	ধর্মঘট শব্দটি রাজনীতির ভাষায় বহুল ব্যবহৃত শব্দ। যেকোনো রাজনৈতিক দল ধর্মঘটের মাধ্যমে আপন অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জনজীবনে প্রচন্ড আঘাত হেনে

Dhaka University Institutional Repository

কব্দ	শব্দ প্রকৃতি	উৎস	অর্থ	ব্যাখ্যা
			দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে দলবদ্ধভাবে কাজ বন্ধ রাখে। এই অর্থে ধর্মঘট শব্দটি ব্যবহৃত হয়।	সোচ্চার হয়ে উঠে বিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে।
ধর্মনিরপেক্ষতা	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স. ধর্ম + নিরপেক্ষ + তা]	যে মতবাদে ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের বিষয়রূপে গণ্য করা হয় এবং রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না, যে রাজনৈতিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র ধর্মকে ব্যবহার করে না।	ধর্মনিরপেক্ষতা বাংলাদেশের মূল সংবিধানের চারটি মূলনীতির মধ্যে অন্যতম। বহুল আলোচিত পঞ্চদশ সংশোধনীতে রাষ্ট্র পরিচালনার চার মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সমাজ জীবন হতে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটিয়ে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজব্যবস্থা কায়েম করা হবে রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য।
নির্বাচন কমিশন	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ও ইংরেজি শব্দের সংমিশ্রণে গঠিত [স. নির্ + √বাচি + অন (ভা) এবং ই. Commission > কমিশন]	নির্বাচনের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটি	নির্বাচনের পূর্বে রাজনৈতিক অঙ্গনে এই শব্দটির ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে, আইনসভার নির্বাচন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচনও সম্পন্ন করে থাকে।
নেতৃত্ব	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স. √নী + তৃ (তৃচ্) + ত্ব]	নেতার পদ, পরিচালকের কাজ	নেতৃত্ব শব্দটি রাজনীতিতে ব্যবহৃত অতি পরিচিত শব্দ। কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি বা দলের নেতা কতখানি গুণের অধিকারী এবং তা অন্যকে কতখানি প্রভাবিত করতে পারে, রাজনীতিতে তাকেই নেতৃত্ব বলে। রাষ্ট্রকে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত করাই নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য।

কব্দ	শব্দ প্রকৃতি	উৎস	অর্থ	ব্যাখ্যা
পার্লামেন্ট	বিশেষ্যবাচক শব্দ	ইংরেজি ভাষা থেকে আগত [ই. Parliament > পার্লামেন্ট]	সর্বোচ্চ আইনসভা, সংসদ	রাজনীতির ভাষায় পার্লামেন্ট একটি অতি পরিচিত শব্দ। পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পার্লামেন্ট বহুল আলোচিত, পঠিত ও ব্যবহৃত প্রতিষ্ঠান। পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন ছাড়াও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার ও রাষ্ট্র পরিচালনার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান বলে বিবেচিত হয়। পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন, নির্বাহী বিভাগ গঠন ও মৌল নীতিমালা গ্রহণ করে।
পিকেটার	বিশেষ্যবাচক শব্দ	ইংরেজি ভাষা থেকে আগত [ই. Picketer > পিকেটার	ধর্মঘট বা হরতাল পালনের জন্য রাস্তা বা প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে অবস্থানকারী।	কোনো রাজনৈতিক দলের ডাকা ধর্মঘট বা হরতালের সময়ে ঐ দলের সমর্থকবৃন্দ কর্তৃক রাস্তায় যানবাহন চলাচলে বাধাদান অথবা কোনো স্থানে দলবদ্ধ হয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত করে দাবি জানানোর ব্যাপারটিকে পিকেটিং বলা হয়ে থাকে। এই কাজটি যাঁরা করে তাঁরা হলেন পিকেটার। বর্তমানে রাজনৈতিক অঙ্গনে এটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ।
প্রগতিশীল	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স. প্র + গম্ + তি (ক্তিন্) + শীল]	বর্তমানে পরিবর্তন ও উৎকর্ষ সাধনের ইচ্ছা যাঁরা পোষণ করেন।	রাজনীতির অঙ্গনে আমরা শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করে থাকি। রাজনৈতিক দলকে হতে হবে প্রগতিশীল যাতে দলটি সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে দেশের উন্নতি সাধনে অগ্রসর হতে পারে। বাংলাদেশে দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে আওয়ামীলীগ নিজের ইমেজ তৈরি করেছে ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল দল হিসেবে। বিএনপি অবশ্য নিজেকে ইসলামপন্থী জাতীয়তাবাদী দল মনে করে।
প্রজাতন্ত্র	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স. প্র + √জন্ + অ	সাধারণতন্ত্র, জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা	বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রজাতন্ত্র শব্দটির ব্যবহার বহুল, কারণ বাংলাদেশ একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র । প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের

Dhaka University Institutional Repository

কব্দ	শব্দ প্রকৃতি	উৎস	অর্থ	ব্যাখ্যা
		+ অ (তৃ) + আ + তন্ত্র]	রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা বা শাসিত রাষ্ট্র।	নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা রাষ্ট্র বা দেশ শাসন করা হয়।
প্রার্থী	বিশেষণবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স. প্র + √অর্থ + ই (নিচ্)]	প্রার্থনাকারী, যাঞ্চাকারী,যাচক, আবেদক	রাজনীতির অঙ্গনে প্রার্থী বলতে বোঝায় স্থানীয় পরিষদ, জাতীয় আইন পরিষদ বা প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হতে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ব্যক্তি। নির্বাচনে যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাঁদের সকলকে রাজনীতির ভাষায় প্রার্থী বলে।
ফ্রন্টকারী	বিশেষ্যবাচক শব্দ	ইংরেজি ও আরবী ভাষা থেকে আগত [ই. front > ফ্রন্ট + আ. কারী]	যাঁর নেতৃত্বে ফ্রন্ট গঠন করা হয়	১৯৭১ সনের ৯ মার্চ মাওলানা ভাসানীর সভাতে স্লোগানে ফ্রন্টকারী শব্দটি ব্যবহার করা হয়। উক্ত সভাতে ফ্রন্টকারী শব্দটি দ্বারা মাওলানা ভাসানী কে বোঝানো হয়েছিল।
বানচাল	বিশেষণবাচক শব্দ	দেশি শব্দ	বিপর্যস্ত, উলট-পালট,ভেস্তে যাওয়া, ফেঁসে যাওয়া	রাজনৈতিক কোনো পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে গেলে বা বিপর্যস্ত হলে রাজনীতির ভাষায় তাকে বানচাল বলা হয়। সাধারণত সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে বিপক্ষ দল বা বিরোধী ষড়যন্ত্র বানচাল করে থাকে।
বিকেন্দ্রীকরণ	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [বাংলা. নামধাতু √বিকেন্দ্র < সং. বি + কেন্দ্র + ঈ + √কৃ + অন]	কোনো বিষয়কে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন থেকে প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারের হস্তে প্রদান।	বিকেন্দ্রীকরণ শব্দটির ব্যবহার রাজনীতির ভাষাতেই দেখা যায়। রাজনীতির মূল আলোচ্য বিষয়ই হলো দেশ বা রাষ্ট্র পরিচালনা করা। রাষ্ট্রীয় সংগঠনে সরকারের ক্ষমতা বণ্ঠন ও বিভক্তিকরণ নীতিকে বলা হয় বিকেন্দ্রীকরণ নীতি। এই নীতিতে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক সংগঠন বা সংস্থার কাজ শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সংস্থায় নিয়োজিত না রেখে প্রদেশ বা স্থানীয় বা আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়।
বিক্ষোভ	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স. বি + √ক্ষুভ্ + অ (ঘঞ্)	ক্ষোভ, আলোড়ন, চাঞ্চল্য	রাজনীতিতে বিক্ষোভ শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। রাজনীতিতে সরকার বিরোধী আন্দোলনে নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। যেমন, সরকারের প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

কব্দ	শব্দ প্রকৃতি	উৎস	অর্থ	ব্যাখ্যা
				বিরোধিতা বা অসন্তোষের কারণে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে। এর ফলে গাড়ি ভাঙচুর, গাড়িতে আগুন দেয়া ও কুশপুত্তলিকা দাহ এ সকল সহিংসতা লক্ষ্য করা যায়। মূলত গভীর অসন্তোষজনিত আন্দোলন বিক্ষোভে রূপ নেয়।
ব্যারিকেড	বিশেষ্যবাচক শব্দ	ইংরেজি ভাষা থেকে আগত [ইং. Barricade > ব্যারিকেড	পথের ওপরে প্রতিরোধ ব্যবস্থাবিশেষ, বাধা দেয়া	ব্যারিকেড শব্দটি রাজনৈতিক ভাষায় বহুল প্রচলিত শব্দ। রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরোধী দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাকে রাজনৈতিক ভাষায় ব্যারিকেড বলে। বিরোধীদল তাদের কর্মসূচি বা দাবিদাওয়া নিয়ে যাতে সম্মুখে অগ্রসর হতে না পারে সেজন্য ব্যারিকেড দিয়ে প্রতিবন্ধকতা বা বাধা সৃষ্টি করা হয়।
ব্যালট পেপার	বিশেষ্যবাচক শব্দ	ইংরেজি ভাষা থেকে আগত [ইং. Ballot Paper > ব্যালট পেপার	নির্বাচনীপত্র, ভোট প্রদানপত্র	নির্বাচনের সময় রাজনীতিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নির্বাচনে প্রতিনিধি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ভোটারগণ নিজের পছন্দ প্রকাশের জন্য যে পত্র ব্যবহার করে থাকে তাকেই ব্যালট পেপার বলে।
ভাষণ	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স.√ভাষ্ + অ,অন (ভা)]	উক্তি, কথন	রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শব্দটির অধিক ব্যবহারের কারণে উক্ত শব্দটি রাজনৈতিক শব্দ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। রাজনীতিতে কোন বিষয়বস্তুকে জনসমক্ষে শ্রোতার কাছে বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য করে তোলা অথবা কোনো ইস্যু বা পদক্ষেপের পক্ষে-বিপক্ষে জনসমর্থন অর্জন করাই ভাষণের লক্ষ্য।
ভোট	বিশেষ্যবাচক শব্দ	ইংরেজি ভাষা থেকে আগত [ইং. Vote > ভোট	মত প্রকাশ বা মত প্রদান	রাজনীতির ভাষায় ভোট হলো নাগরিকদের প্রতিনিধি বাছাইয়ের অধিকার। নাগরিকরা সংবিধান ও আইনসম্মত উপায়ে নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।
মূলনীতি	বিশেষ্যবাচ	সংস্কৃত ভাষা	প্রধান, প্রকৃত বা	রষ্ট্রীয় মূলনীতি সম্পর্কে রাজনীতির ভাষায়

Dhaka University Institutional Repository

কব্দ	শব্দ প্রকৃতি	উৎস	অর্থ	ব্যাখ্যা
	ক শব্দ	থেকে আগত [স.√মূল্ অ (তৃ) ও স. √নী + তি (ক্তি)]	মৌলিক নীতি	যথেষ্ট আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রপরিচালনার মূলভিত্তি হচ্ছে মূলনীতি। ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতি ছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু পঞ্চম সংশোধনীতে উক্ত মূলনীতি গুলোর নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। তবে পঞ্চদশ সংশোধনীতে ১৯৭২ এর মূলনীতিগুলো পুনরায় প্রতিস্থাপন করা হয়।
ম্যান্ডেট	বিশেষ্যবাচক শব্দ	ইংরেজি ভাষা থেকে আগত [ইং. Mandate > ম্যান্ডেট	জনরায়, জনসমর্থন	রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং কোনো প্রার্থীর প্রতি জনসমর্থনকে রাজনৈতিক ভাষায় ম্যান্ডেট বলা হয়ে থাকে। জনগণ যে দলের কর্মসূচি পছন্দ করে সে দলের মনোনীত প্রার্থীকে তাদের ম্যান্ডেট বা রায় প্রদান করেন।
মাইনাস টু ফর্মুলা	বিশেষ্যবাচক শব্দ	ইংরেজি ভাষা থেকে আগত [ইং. Minus Two Formula > মাইনাস টু ফর্মুলা	দুই নেত্রী (শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া) কে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার কৌশল।	২০০৭-২০০৮ সনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের প্রধান দুইটি দল আওয়ামীলীগ ও বি এন পির প্রধান দুই কারাগারে রেখে ও তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রচার প্রপাগান্ডা ছড়িয়ে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার ষড়যন্ত্রই হচ্ছে মাইনাস টু ফর্মুলা
রাজপথ	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স. রাজন + পথ]	প্রধান সড়ক, সর্বসাধারণের প্রধান রাস্তা	বাংলা ভাষায় রাজপথ শব্দটি রাজনৈতিক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক অসঙ্গতির বিরুদ্ধে, দাবি দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে রাজপথে আন্দোলন করা হয়। কোন বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিবাদ কর্মসূচি যেমন হরতাল, অবরোধ,মানববন্ধন, আমরণ অনশন পালন করা হয় রাজপথে। তাই রাজপথ শব্দটি রাজনীতিতে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে।
রাজবন্দী	বিশেষ্যবাচ		রাজনৈতিক কারণে	রাজবন্দী শব্দটি রাজনীতিতে অতি প্রচলিত

Dhaka University Institutional Repository

কব্দ	শব্দ প্রকৃতি	উৎস	অর্থ	ব্যাখ্যা
	ক শব্দ		কারাগারে আটক ব্যক্তি	শব্দ। রাজনীতিতে ভিন্ন মতালম্বী হিসেবে কারারুদ্ধ ব্যক্তি; সরকার বিরোধিতা বা রাষ্ট্রদ্রোহিতার কারণে আটক রাজনৈতিক নেতা বা কর্মী।
রাজনীতিক	বিশেষণবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত	রাজনীতি বিষয়ক,রাজ্যশাসন ঘটিত, রাজনীতি করে এমন	রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী।
রসাতল	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স. √রস্ + অ (অচ্) + আ + (টাপ্) + তল]	অধঃপাত, অধোগতি, ধ্বংস, বিনাশ	শব্দটি শুধু বাঙালি সমাজ জীবনে সাধারণ কথোপকথোনেই নয় রাজনীতির অঙ্গনেও এ শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিশেষ করে বিরোদী দল রসাতল শব্দটি প্রচুর ব্যবহার করে থাকেন। ক্ষমতাসীন দলের ভুল ত্রুটি ও গঠনমূলক সমালোচনা বা গণবিরোধী পদক্ষেপ উল্লেখ করে দেশ যে রসাতলে যাচ্ছে তা জনগণের সামনে তুলে ধরে। এর মাধ্যমে বিরোধী দলগুলো জনমতের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়। তবে বিরোধী দলের গঠনমূলক সমালোচনার ভয়ে সরকারি দলও জনহিতকর কাজে উদ্যোগী হয়।
লংমার্চ	ক্রিয়াবাচক শব্দ	ইংরেজি ভাষা থেকে আগত [ই. Long March > লংমার্চ	দূরের পথের উদ্দেশ্যে গমন বা যাত্রা।	রাজনীতিতে লংমার্চ শব্দটি বেশ আলোচিত। কখনো রাজনৈতিক দলগুলো রাজনৈতিক প্রচারণা চালানোর উদ্দেশ্যে, আবার কখনো বিরোধী দলগুলো সরকারের জনস্বার্থবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে দূরে কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্যে অনেক লোকের একত্রে অগ্রযাত্রকে লংমার্চ বলে অভিহিত করা হয়।
শোভাযাত্রা	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স.√শুভ + অ (ভা) + আ ও স.	শোভা বা সমারোহ সহকারে বহুলোকের একত্র যাত্রা। শোভাযাত্রার	যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে শোভাযাত্রা অন্যতম। বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনৈতিক দল শোভাযাত্রা বের করে থাকে। মিছিলের প্রতিশব্দ হিসেবে

কব্দ	শব্দ প্রকৃতি	উৎস	অর্থ	ব্যাখ্যা
		√যা + এ (ভা) + আ]	মধ্যে শোভাবর্ধনকারী যাত্রীরা থাকেন। বর্তমানে শোভাযাত্রা শব্দটির অর্থ পাল্টে গেছে। শোভাযাত্রায় এখন শোভার প্রয়োজন নেই বহুলোক থাকলেই হলো।	শোভাযাত্রা শব্দটি ব্যবহার করা হয়।
সংঘাত	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স. সম্ + √হন্ + অ (ঘঞ্)]	পরস্পর আঘাত, সংঘর্ষ	বিভিন্ন কারণে রাজনীতির অঙ্গনে যে অস্থিরতা, যেমন হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করাকে রাজনীতির ভাষায় সংঘাত বলে। রাজনীতিতে কোন ইস্যুকে কেন্দ্র করে দেশে যখন রাজনৈতিক সংঘাত দানা বেঁধে উঠে তখন তার অনিবার্য ফলস্বরূপ শুরু হয় হরতালের রাজনীতি।
সংবিধান	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স. সম + বিধান	নিয়ম, বিধি, শাসনতন্ত্র, রাষ্ট্র গঠনতন্ত্র	সংবিধান ছাড়া একটি রাষ্ট্র পরিচালিত হতে পারে না। এটি একটি রাষ্ট্রের দর্পণস্বরূপ। তাই রাজনৈতিক শব্দ হিসেবে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। কোনো রাষ্ট্রের গঠনকাঠামো ও সরকার কিরূপ হবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা কিভাবে বণ্ঠিত হবে,ব্যক্তি ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ হবে প্রভৃতি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনগুলিকেই শাসনতন্ত্র বা সংবিধান বলা হয়।
সংলাপ	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স. সম্ + √লপ্ + অ (ঘঞ্)	আলাপ, কথোপকথোন	সংলাপ রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যবহৃত অতি পরিচিত শব্দ। কেননা রাজনৈতিক সংঘাতের অবসান ঘটে সংলাপের মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বা ইস্যুকে কেন্দ্র করে সরকারি দল ও বিরোধীদলের মধ্যকার

Dhaka University Institutional Repository

কব্দ	শব্দ প্রকৃতি	উৎস	অর্থ	ব্যাখ্যা
				অনুষ্ঠিত বৈঠক বা আলোচনাকে রাজনীতির ভাষায় সংলাপ বলে।
সমাজতন্ত্র	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স. সম + √অজ্ + অ + তন্ত্র	ব্যক্তি বা শ্রেণীর মালিকানা বিলোপ করে সকলের হিতার্থে উৎপাদনের সহায়ক সকল বস্তু রাষ্ট্রের হাতে ন্যাস্ত হওযা প্রয়োজন। এই মতবাদমূলক দর্শন বা সমাজব্যবস্থা হচ্ছে রাজনীতি।	রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যবহৃত শব্দসমূহের মধ্যে সমাজতন্ত্র সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে সমাজতন্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ‘সামাজিক ও অর্থনৈতিকক্ষেত্রে ন্যায়বিচার’ এই অর্থে।
সমাবেশ	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স. সম্ + আ +√বিশ্ + অ (ঘঞ্)	মিলন, অবস্থান (লোকসমাবেশ)	রাজনৈতিক দলগুলোর একটি নিয়মিত কর্মসূচি হলো সভা ও সমাবেশ করা। রাজনৈতিক দলগুলো কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, দেশের বর্তমানে কী কী সমস্যা এবং সেগুলো সমাধানের পন্থা ইত্যাদি বিষয়াবলী নিয়ে সমাবেশের মাধ্যমে আলোচনা করার প্রয়াস পায় ।
সরকার	বিশেষ্যবাচক শব্দ	ফার্সি ভাষা থেকে আগত [ফা. سرکر সরকার]	রাজা, শাসনকর্তা ,মালিক	রাষ্ট্রের চারটি উপাদানের মধ্যে সরকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। তাই সরকার রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যবহৃত অতি পরিচিত শব্দ। জনগণের সম্মতিক্রমে সরকার গঠিত হয়। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, বিধিনিষেধ সমূহ প্রকাশিত হয়। অর্থ্যাৎ সরকার একটি বাস্তব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের মুখপাত্র।
সাম্প্রদায়িকতা	বিশেষণবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স.সম্প্রদায় + ইক (ঠক্)]	দল, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় সম্পর্কিত	বাংলাদেশের রাজনীতিতে অতি ব্যবহৃত শব্দ। রাজনৈতিক দলগুলোর ভাষণে শোনা যায়, বাঙালি অসাম্প্রদায়িক জাতি। এই দেশে কোনো সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই।

Dhaka University Institutional Repository

কব্দ	শব্দ প্রকৃতি	উৎস	অর্থ	ব্যাখ্যা
				এমনকি সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িকতার বিষয়টি আরও স্পষ্ট করা হয়েছে। এই দেশে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই অর্থ্যাৎ হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সকল ধর্মের মানুষ 'ভাই ভাই'
সিন্ডিকেট	বিশেষ্যবাচক শব্দ	ইংরেজি ভাষা থেকে আগত [ই.Syndicate > সিন্ডিকেট	বিশ্ববিদ্যালয়ের (উচ্চতম) মন্ত্রণা সভা।	রাজনীতির ভাষায় সিন্ডিকেট শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন রাজনৈতিক বিষয়ের কোন সমস্যা উদ্‌ঘাটন, নিরসন বা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে সকল শ্রেণীর নেতা-কর্মী নিয়ে গঠিত কমিটি।
স্বতন্ত্রীকরণ	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স. স্ব +তন্ত্র + √কৃ + অন]	ভিন্ন, পৃথক, স্বাধীন	বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতি খুবই আলোচিত বিষয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনায়নের জন্য ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ অপরিহার্য। সরকারের তিনটি অঙ্গ যথা : আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজের সীমানাকে পৃথক করে দেওয়া হচ্ছে ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতি। জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হলো এই নীতি।
হোতা	বিশেষ্যবাচক শব্দ	সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত [স. √হু + তৃ]	সংস্কৃত এই শব্দটির মূল অর্থ যজ্ঞকারী পুরোহিত বা যজ্ঞকর্তা	বর্তমানে রাজনীতির অঙ্গনে শব্দটির অর্থ বিকৃতি ঘটেছে। হোতা শব্দটির সম্পর্ক এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ষড়যন্ত্র কিংবা অপকর্মের সাথে সম্পর্কিত। রাজনীতিতে কোন অপকর্মের বা ষড়যন্ত্রের নায়ককে বলা হয় হোতা।
হুজুগে রাজনীতি	বিশেষণবাচক শব্দ	এটি একটি যৌগিক শব্দ। আরবী ও সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত। [আ.	বক্তৃতাসর্বস্ব, গলাবাজি বা লোকখ্যাপানো রাজনীতি	হুজুগে রাজনীতিতে নেতা ও দল জনগণের সরলতা,অন্ধ বিশ্বাস, অথনৈতিক দৈন্য বা অপর কোন দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মিথ্যা বা অর্ধসত্য অথচ আবেগপ্রবণ বক্তব্য,ওয়াদা ইত্যাদির মাধ্যমে গণসমর্থন আদায় করেন

Dhaka University Institutional Repository

কব্দ	শব্দ প্রকৃতি	উৎস	অর্থ	ব্যাখ্যা
		হুজুগ + স. রাজনীতি]		এবং রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের প্রয়াস পান।
হরতাল		এটি একটি গুজরাটি শব্দ	কোন দাবি বা প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মবিরতি বা ধর্মঘট	কোনো দাবি বা প্রতিবাদের ভিত্তিতে অফিস-আদালত,দোকানপাট, শিল্পকারখানা ও যানবাহন চলাচল ইত্যাদি বন্ধ করে দেওয়াকেই বলা হয় হরতাল।
এরশাদ ভ্যাকেশন	বিশেষ্যবাচক শব্দ	আরবী ও ইংরেজি ভাষা থেকে আগত [আ. ইরশাদ> এরশাদ ই. Vacation > ভ্যাকেশন]	বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি	এরশাদ সরকারের আমলে ১৯৯০ সালের ২৭ শে নভেম্বর ডাক্তার মিলন যেদিন শহীদ হন সেদিন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এই বন্ধকে শিক্ষার্থীরা বলতো এরশাদ ভ্যাকেশন।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩.১.১.২ নতুন শব্দ

১৯৭১ সাল পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষায় কতিপয় নতুন শব্দ যুক্ত হয়েছে। উদাহরণস্বরুপ-

রাজাকার, রাজাকারবাদ, যুদ্ধঅপরাধী, ফ্রন্টকারী, চার খলিফা, এরশাদ ভ্যাকেশন, মাঠ গরম, মাইনাস টু ফর্মুলা, লগি-বৈঠার রাজনীতি, এক-এগারো, ওয়ান-ইলেভেন, স্লো পয়জনিং, ব্রেইন চাইল্ড, একুশে আগস্টের গণতন্ত্র, সিরিজ বোমা হামলার গণতন্ত্র, মাইনাস ওয়ান ফর্মুলা, ত্রিদলীয় ঐক্যজোট, রং হেডেড, মুঠোফোন-সন্ত্রাস, স্লোপয়জনিং ও নাস্তিক।

৫.৩.১.১.৩ রাজনৈতিক খেতাব/উপাধির শাব্দিক বিশ্লেষণ

রাজনৈতিক নেতাদের যে উপাধি দেওয়া হয় তা জনমানসে ইতিবাচক ও নেতিবাচক এ দুই ধরনের প্রভাব ফেলে। অর্থ্যাৎ প্রভাবক হিসাবে রাজনৈতিক খেতাব বা উপাধির শাব্দিক বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। নিম্নে রাজনৈতিক খেতাব বা উপাধির শাব্দিক বিশ্লেষণ করা হল-

১) রাজনৈতিক নেতাদের যে খেতাব বা উপাধি দেওয়া হয় তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইতিবাচক বিশেষণ অর্থ প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ, 'বঙ্গবন্ধু', 'জাতির জনক', 'জাতির পিতা', 'রাজনীতির কবি', 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র', 'গণতন্ত্রের মানসকন্যা','জননেতা', 'জননেত্রী', 'দেশনেত্রী, 'মানবতার নেত্রী', 'কিংবদন্তীর মহানায়ক', 'সময়ের সারথী সন্তান', 'সূর্য সারথী', 'রাজপথ কাঁপানো অবিসংবাদিত নেতা, 'অকুতোভয় রণতুর্য', 'তরুণ নেতা' ,'যুব নেতা'।

২) রাজনৈতিক নেতাদের যে খেতাব বা উপাধি দেওয়া হয় তা কখনও নেতিবাচক বিশেষণ অর্থ প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ, 'রং হেডেড'।

৩) রাজনীতিতে নেতিবাচক রূপমূল ইতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'হুলিয়া', 'জেলখাটা', 'অগ্নিকন্যা'।

৪) রাজনীতির ভাষায় ব্যবহৃত খেতাব সম্পর্কিত শব্দগুলোর অধিকাংশই সমাস ঘটিত। যেমন,

মূল শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের ধরন
বঙ্গবন্ধু	বঙ্গের বন্ধু	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
জাতির জনক	জাতির জনক	অলুক ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
গণতন্ত্রের মানসপুত্র	গণতন্ত্রের মানসপুত্র	অলুক ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
গণতন্ত্রের মানসকন্যা	গণতন্ত্রের মানসকন্যা	অলুক ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
জননেতা	জনগণের নেতা	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
জননেত্রী	জনগণের নেত্রী	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
কিংবদন্তীর মহানায়ক	কিংবদন্তীর মহানায়ক	অলুক ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
সময়ের সারথী সন্তান	সময়ের সারথী সন্তান	অলুক ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
সূর্য সারথী	সূর্যের সারথী	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
জেলখাটা	জেল খাটে যে	উপপদ তৎপুরুষ

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩.১.১.৪ ভিন্নার্থে শব্দের প্রয়োগ

সমাজে ব্যবহৃত কিছু শব্দ রাজনীতিতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন,

ব্যবহারকারী রাজনীতিকদের নাম	ব্যবহৃত শব্দ	রাজনীতিতে ভিন্নার্থে ব্যবহার
শেখ মুজিবুর রহমান	পাগল	খুব ভালবেসে অস্থির হওয়া
	ফেরাউনের দল	পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা
	বড় বড় ভুড়িওয়ালা	ঘুষ খোর, দুর্নীতিবাজ
	এধুমক্ষি	অবৈধভাবে আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তি
	কেউটে সাপ	গোপন শত্রু
	ঘুঘু	মজুতদার, চোরাকারবারী আর চোরাচালানকারী
	আন	দুর্নীতি
জিয়াউর রহমান	পান্ডা	দুর্বৃত্ত
	দাদারা	বাংলাদেশের আওয়ামীলীগ রাজনৈতিক নেতাদের ঘোর সমর্থনপুষ্ট ভারতীয় রাজনীতিবিদ ও আওয়মীলীগ দলীয় প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনে বেড়ে উঠাকালীন সহযোগী ভারতীয় রাজনৈতিক নেতারা
	বিভেদের জীবাণু	ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনামলে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যকার সৃষ্ট দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ
	বড় বড় ভুড়িওয়ালা	ঘুষ খোর, দুর্নীতিবাজ
শেখ হাসিনা	সাহেব বিবি গোলামের বাক্স	বাংলাদেশ টেলিভিশন (এরশাদ সরকারের আমল)
	বিবি গোলামের বাক্স	বাংলাদেশ টেলিভিশন (খালেদা জিয়া সরকারের আমল)
	জনগণের বাক্স	বাংলাদেশ টেলিভিশন (শেখ হাসিনা সরকারের আমল)
হাসানুল হক ইনু	হালাল	প্রবেশাধিকার
মির্জা ফকরুল ইসলাম আলমগীর	জনগণের সুনামি	আন্দোলনরত জনগণের ব্যাপক সমাবেশ
রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন	ফেরেশতা	নিরপেক্ষ
ড. কামাল হোসেন	রোগমুক্ত	সকল প্রকার অপরাধ ও দুর্নীতিমুক্ত
বেগম মতিয়া চৌধুরী	লাইফগার্ড	কোন দলের রাজনৈতক কর্মকান্ড করার সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা
আব্দুস সালাম	ট্রেন মিস	সুযোগ হারানো
সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত	কালোবিড়াল	বাংলাদেশে রেলওয়ে সেক্টরে বড় ধরনের দুর্নীতিবাজ

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩.১.১.৫ রাজনীতিতে ব্যবহৃত ভিন্নার্থক শব্দ

বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে যে শব্দগুলোর উৎপত্তিগত অর্থের সাথে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। নিম্নে ছক আকারে শব্দগুলো তুলে ধরা হলো-

ব্যবহৃত শব্দ	উৎপত্তিগত অর্থ	যে অর্থে রাজনীতিতে ব্যবহৃত
শোভাযাত্রা	শোভা বা সমারোহ সহকারে বহুলোকের একত্র যাত্রা। শোভাযাত্রার মধ্যে শোভাবর্ধনকারী যাত্রীরা থাকেন।	মিছিলের প্রতিশব্দ হিসেবে শোভাযাত্রা শব্দটি ব্যবহার করা হয়।
কারচুপি	নির্দোষ	বর্তমানে রাজনীতির জগতে শব্দটি নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। রাজনীতিতে ভোটে কারচুপি হয়ে থাকে অর্থ্যাৎ সূক্ষ চালাকির মাধ্যমে ভোট চুরি করা বা জাল ভোট দেওয়া। নির্বাচনে পরাজিত রাজনৈতিক দল অধিকাংশ সময় জয়ী বা বিপক্ষ দলকে ভোট কারচুপি করার অপরাধে দায়ী করে।
সিন্ডিকেট	বিশ্ববিদ্যালয়ের (উচ্চতম) মন্ত্রণা সভা।	সিন্ডিকেট শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন রাজনৈতিক বিষয়ের কোন সমস্যা উদ্‌ঘাটন, নিরসন বা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে সকলশ্রেণীর নেতা-কর্মীদের নিয়ে গঠিত কমিটি।
হোতা	সংস্কৃত এই শব্দটির মূল অর্থ যজ্ঞকারী পুরোহিত বা যজ্ঞকর্তা	হোতা শব্দটির সম্পর্ক এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ষড়যন্ত্র কিংবা অপকর্মের সাথে সম্পর্কিত। রাজনীতিতে কোন অপকর্মের বা ষড়যন্ত্রের নায়ককে বলা হয় হোতা।
গদি	তুলা নারিকেলের ছোবড়া প্রভৃতি দ্বারা তৈরি নরম আসন	রাজনীতিতে শব্দটির অর্থ হচ্ছে ক্ষমতা।
একচ্ছত্র	ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো- যাতে একের ছত্র রয়েছে।	কোনো রাজনৈতিক নেতা বা কর্মীর বা দলের অখন্ড প্রতাপ বা একাধিপত্য অর্থে একচ্ছত্র শব্দটি ব্যবহৃত হয়।
ক্যাডার	শাব্দিক অর্থ কাঠামো	বর্তমানে রাজনীতির অঙ্গনে শব্দটির অর্থ বিকৃতি ঘটেছে। দলের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

		আদর্শগত উন্নত চরিত্রের পরিবর্তে সন্ত্রাসী চরিত্রের কর্মীকে ক্যাডার বলা হয়। কোন ব্যক্তির ক্যাডার পরিচয় জানতে পারলে সাধারণ জনগণের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি হয়।
চার খলিফা	ইসলাম ধর্মের চারজন খলিফা [(হযরত আবু বক্কর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত উসমান (রা)]	বাংলাদেশের রাজনীতিতে চার খলিফা বলতে মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগের চার জন (আ স ম আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজ,নুরে আলম সিদ্দিকী, আব্দুল কুদ্দুস মাখন) সংগঠককে বোঝায়।
স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি	বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে যাদের অবদান রয়েছে	রাজনৈতিক দল আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছে এবং দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে।
আতি নেতা	'আতি' শব্দটি বাংলা অভিধানে নাই, নেতা হচ্ছেন কোন দল বা গোষ্ঠী পরিচালনায় প্রধান ভূমিকায় যিনি থাকেন।	রাজনীতির অঙ্গনে মাঝারি বা মধ্যম সারির নেতা।
পাতি নেতা	পাতি উপসর্গটির অর্থ ছোট , নেতা হচ্ছেন কোন দল বা গোষ্ঠী পরিচালনায় প্রধান ভূমিকায় যিনি থাকেন।	রাজনীতির অঙ্গনে ছোট মাপের বা কম প্রভাব বিস্তারকারী নেতা।
পরগাছা	যে গাছ বা লতা অন্য গাছকে আশ্রয় করে জন্মে ও বাঁচে।	আওয়ামীলীগ থেকে বের হয়ে যাওয়া দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদ।
মোনাফেক	ওয়াদা ভঙ্গকারী	অন্যদলকে সাহায্যকারী আওয়ামীলীগের দলীয়কর্মী।
কালোবিড়াল	কালো রংয়ের বিড়াল	সুরঞ্জিত সেন গুপ্তকে কালোবিড়াল বলা হয়
গরম	উত্তাপ	অস্থিতিশীলতা, উত্তেজনাকর অবস্থা
মাঠ গরম		রাজনীতির অঙ্গনে সৃষ্ট অস্থিরতা

৫.৩.১.১.৬ বাংলা ও ইংরেজি শব্দের মিশ্রণ

রাজনীতির ভাষায় ইংরেজী-বাংলা শব্দের সমন্বয়ে যৌগিক শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরুপ- নন-বাঙালি, নির্বাচনী-ইঞ্জিনিয়ারিং, হাফ-নেতা, এরশাদ-ভ্যাকেশন, ভোট-যুদ্ধ, ভোট জালিয়াতি, ভোট ডাকাতি, স্ট্যান্টবাজি।

৫.৩.১.১.৭ উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ

রাজনীতির অঙ্গনে উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ ব্যবহৃত হয়। নিম্নে রাজনীতিতে উপসর্গযোগে গঠিত শব্দগুলো প্রদত্ত হলো-

বাংলা উপসর্গ	সংস্কৃত / তৎসম উপসর্গ	বিদেশি উপসর্গ
অশুভ শক্তি	অপশক্তি	**ইংরেজি :** হাফ নেতা
কুখ্যাত	অভিভাষণ	
অসাম্প্রদায়িক	অবরোধ	
পাতি নেতা	অবমাননা	
	অপহরণ	
	অতি প্রতিক্রিয়াশীল	
	অতি প্রগতিশীল	
	অধিবেশন	
	অপরাধ	
	অভিযোগ	
	প্রচার	
	সুশাসন	
	উপনেতা	

৫.৩.১.১.৮ সমাসঘটিত শব্দ

বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষায় সমাসঘটিত শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যাসবাক্যসহ সমাসঘটিত শব্দ নিম্নে ছক আকারে উল্লেখ করা হলো-

মূল শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের ধরন
অরাজক	নেই রাজা যে দেশে	নঞ বহুব্রীহি
আল্লাহ্‌র আইন	আল্লাহ্‌র আইন	অলুক ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ

দাঙ্গাকারী	দাঙ্গা করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
দুস্কৃতিকারী	দুস্কৃতি করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
দেশদ্রোহী	দেশ দ্রোহী যে	উপপদ তৎপুরুষ
ধামাচাপা	ধামাকে চাপা	২য়া তৎপুরুষ
ধর্মবিক্রি	ধর্মকে বিক্রি	২য়া তৎপুরুষ

৫.৩.১.১.৯ বিভক্তিযোগে শব্দ গঠন

রাজনীতির ভাষায় ব্যবহৃত কিছু ইংরেজি ভাষার শব্দে বিভক্তি যোগ হতে দেখা যায়। বিভক্তিযুক্ত কতিপয় শব্দের উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হল-

ব্যবহৃত শব্দ	মূল শব্দ	বিভক্তি
এডমিনিস্ট্রেতে	এডমিনিস্টে	তে
পপুলেশনে	পপুলেশন	এ
হেডকোয়ার্টারের	হেডকোয়ার্টার	এর
সেন্টিমেন্টালী	সেন্টিমেন্টাল	ঈ
করাপশনের	করাপশন	এর
ফুডে	ফুড	এ
কনফারেন্সে	কনফারেন্স	এ

৫.৩.১.১.১০ সংখ্যাযোগে শব্দ গঠন

বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষায় ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি মাসের আগে শুধুমাত্র সংখ্য যোগে গঠিত কোন শব্দ ছিল না। সংখ্য যোগে গঠিত শব্দটি নিম্নরূপ-

এক-এগারো (১/১১) = দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রেক্ষিতে ইংরেজি ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি (ইংরেজি সনের প্রথম মাস) নির্বাচনভিত্তিক গণতন্ত্রকে হস্তক্ষেপ করে অবৈধ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আওয়ামীলীগ দাবী করতো যে এক-এগারো তাদের আন্দোলনের ফসল। বিএনপি দিনটিকে কালো দিবস হিসেবে পালন করে। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারির আগে বাংলাভাষাতে নামে কোন এক-এগারো শব্দ ছিল না।

৫.৩.১.১.১১ ইংরেজি শব্দ

বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে রাজনীতির ভাষায় ব্যবহৃত কতিপয় ইংরেজি শব্দ উল্লেখ করা হলো-

Dhaka University Institutional Repository

অ্যাকশন	ডাইরেক্ট অ্যাকশন	মাইনাস টু ফর্মুলা	ভোট অব নো কনফিডেন্স	ডিমোক্রেসি
প্রেসিডেন্ট	প্রাইমমিনিস্টার	মিনিস্টার	পার্লামেন্ট	মেম্বর অব পার্লামেন্ট
গর্ভনমেন্ট	কেয়ারটেকার গর্ভনমেন্ট	ইন্টেরিম গর্ভনমেন্ট	রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স	মাইনাস ওয়ান ফর্মুলা
স্পিকার	পিকেটিং	পিকেটার	ডিসকাস	ক্যারিসম্যাটিক লিডার
ভোট	ব্যালট পেপার	লংমার্চ	ইন্টারএ্যাকশান	
পার্লামেন্টারি ফর্ম অব গর্ভনমেন্ট	প্রেসিডেনসিয়াল ফর্ম অব গর্ভনমেন্ট	ক্যাবিনেট	ন্যাশনালিজম	সেকুলারিজম
ওয়ান-ইলেভেন	ইলেকশন	কনস্টিটিউশন	প্রবেলম	সলভ
ওয়াক আউট	প্রোগ্রেসিভ	টেস্টটিউব বেবী	টাউট	টিয়ারশেল
কাস্টিং ভোট	কারফিউ	ক্যাডার	আলটিমেটাম	লেফট
কমিউনিষ্ট	ব্রেইন চাইল্ড	ফউন্ডার্স	সেন্টিমেন্টালী	এ্যাটাচড
রিলেশন	পপুলেশন	ব্লাক মার্কেটিং	অর্গানাইজ	ইনক্লেশন
গভমেন্ট প্রোডাক্ট	ট্রেনিং	সোসালিজম	ক্যাডার	ডিসিপ্লিন
ডিস্টার্ব	আইডিয়া	এডভান্স	এ্যাটাক	ইকোনমি
এডমিনিস্ট্রি	এক্সপিরিয়েন্স	কনফিউজড	ফিলোসোপার	থিউরিষ্ট
প্রগ্রেসিভ	কমিনিষ্ট	সোসালিষ্ট	পার্টি	প্রেসিডেন্ট
ফরেন	পলিসি	নন এলাইন	ইন্ডিপেনডেন্ট	ইন্টারফেয়ার
কন্টাক	হেড কোয়ার্টার	ফ্যাশন	রিহাবিলিটেট	কনডেম
ইন্টারন্যাশনাল	ক্লিক	ড্রট	ইনফ্লেশান	রিপে
ইঞ্জিনিয়ার	সাইনটিস্ট	প্রফেসর	করাপশন	ম্যাসেজ
ডপপল	ডপপল	কন্ট্রোল	ফ্রি	স্টাইল
প্রোডাকশন	প্রোডাকশন	ডিপোজিট	পপুলেশন	প্লানিং
কনট্রাস্ট	কন্ট্রোল	ডেফিনাইট	স্টেপ	কলোনী
সেলফ	সাফিসিয়েন্ট	র-ম্যাটেরিয়ালস	মেন্টালিটি	চেইঞ্জ
ফ্রি-স্টাইল	পয়েন্ট	রেইস	অপজিশন	লিডার
পার্লামেন্টারি	কনভেনশন	রুলস	গ্রুপ	নট দ্যা পার্টি
পজিশন	জাম্প	অফার	ডবল	সিস্টেম
রেসপনসিবিলিটি	এলাউ	মেমোরি	শর্ট	সামথিং
ম্যানিফেষ্টো	রিভাইব	অর্গানাইজ	সিট	ক্যাপচার

কনফিডেন্স	ম্যান্ডেট	রেসিসট্যান্ট	মুভমেন্ট	অ্যাকটিং
প্রেসিডেন্ট	প্রাইম	মিনিস্টার	নন-কোঅপারেশন	রেসিসট্যান্স
লাইফ	এক্টটেনশন	রিকগনিশন	কন্টেস্ট	পারমিট
টেরোরিজম	ক্লিয়ার	নন-অ্যালাইন্ড	এজেন্ট	লাইফগার্ড
হোর্ডার	মার্কেটিয়ার	ইন্টারন্যাশনাল	স্মাগলিং	গভর্নমেন্ট
ক্যাপচার	কনফিডেন্স	ব্ল্যাকমার্কেটিং	ইনভেস্ট	ইনক্লেশন
আইডিয়া	প্রোডাক্ট	সিস্টেম	ডিসিপ্লিন	ডিস্টার্ব
পালিক	মিটিং	গডফাদার	ইস্যু	এজেন্ডা
ডাবল	স্ট্যান্ডার্ড	আফটার অল	স্পেশাল	অ্যাসাইনমেন্ট
ডিকটেশন	রং	হেডেড	কাউন্সিলর	সিলেকশন
স্লো পয়জনিং	ভোট	ডিজিটাল	লিডার	সিন্ডিকেট

৫.৩.১.১.১২ ইংরেজি শব্দের স্লোগান

বাংলাদেশের রাজনীতিতে চরম উত্তেজনাকর অবস্থা সৃষ্টি করে রাখা হয় ইংরেজি শব্দের সমন্বয়ে সৃষ্ট নিম্নোক্ত স্লোগানের মাধ্যমে-

'এ্যাকশান এ্যাকশান, ডাইরেক্ট এ্যাকশান'[১]

৫.৩.১.১.১৩ যৌগিক শব্দ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে যৌগিক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। নিম্নে রাজনীতির ভাষায় ব্যবহৃত কতিপয় যৌগিক শব্দ উল্লেখ করা হলো-

অশুভ শক্তি	অগ্নিসংযোগ	অগ্নি কন্যা
অনাস্থা প্রস্তাব	অবস্থান ধর্মঘট	ইতিহাসের রায়
তরুণ নেতা	আঞ্চলিকতাবাদের বিষ	ঔপনিবেশিক মানসিকতা
সময়ের সারথী সন্তান	একনায়কতন্ত্র	কর্তৃত্বপরায়ণ
সম্মোহনী নেতৃত্ব	ঐক্যজোট	কর্মসূচী
সম্মোহনী নেতা	ত্রিদলীয় ঐক্যজোট	কায়েমী স্বার্থবাদীরা
আগুন সন্ত্রাস	বামপন্থি	রক্ষীবাহিনী
জনগণের সুনামি	রং হেডেড	জঙ্গি নেত্রী
কালো টাকা	খোদা হাফেজ	গেরিলাযুদ্ধ

[১] রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ। Retrieved May 17, 2009 From আমার ব্লগ.কম

Dhaka University Institutional Repository

গণজোয়ার	গণবাহিনী	গুপ্তহত্যা
চরমপন্থি	ছদ্ম প্রার্থী	জাতীয়তাবাদী
জাতীয়তাবাদী	জেলহাজত	জনতার বিজয়
জাতির জনক	জনসমুদ	জাতির পিতা
জবানবন্দী	জাতীয় বেঈমান	ত্রুটিপূর্ণ
ঝটিকা মিছিল	ঝটিকা তান্ডব	তীব্রনিন্দা
দুর্নীতিবাজ	দ্বিতীয় বিপ্লব	তুখোড় রাজনীতিবিদ
তুখোড় ছাত্রনেতা	ধামাচাপা	ধর্মবিক্রি
ধর্মঘট	ধর্মনিরপেক্ষতা	নগর কন্যা
নোংরা রাজনীতি	হত্যার রাজনীতি	লাশের রাজনীতি
নির্বাচন কমিশন	এরশাদ ভ্যাকেশন	লাশের মিছিল
ন্যায়পরায়ণতা	পাতানো নির্বাচন	পূর্ব পরিকল্পিত
প্রধানমন্ত্রী পতি	পাল্টা ধাওয়া	প্রহসনের নির্বাচন
বিরোধী দল	বিচ্ছিন্ন ঘটনা	ভারতের দালাল
তথ্যসন্ত্রাস	বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র	বিদেশের দালাল
বিদেশী চর	ভারতের চর	ভোট ডাকাতি
ভোট ব্যাংক	ভুখা মিছিল	ভোটযুদ্ধ
মহাসমাবেশ	রাজাকারবাদ	রেল মিশন
রোডশো	অগ্নিপরীক্ষা	স্লো পয়জনিং
মুজিববাদ	যুদ্ধাপরাধী	সরকার দলীয়
মৌলবাদী	সাজানো রায়	স্বৈরাচারী ষড়যন্ত্র
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	সূক্ষ্ম কারচুপি	স্থূলকারচুপি
সোনার বাংলা	সংকট নিরসন	স্বাধীনতা বিরোধী
যুব নেতা	হরতালের রাজনীতি	ভোট জালিয়াতি
মাইনাস টু ফর্মুলা	হুজুগে রাজনীতি	মহাজোট
দেশনেত্রী	চার খলিফা	মাঠ গরম
ফার্মের মুরগি	দেশি মুরগি	আতি নেতা
পাতি নেতা	হাফ নেতা	ডানপন্থি

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩.১.১.১৪ সন্ধিযোগে গঠিত শব্দ

নিম্নে রাজনীতির ভাষায় ব্যবহৃত কতিপয় সন্ধিযোগে গঠিত শব্দ উল্লেখ করা হলো-

যুদ্ধাপরাধী = যুদ্ধ + অপরাধী
ফ্রন্টকারী = ফ্রন্ট + কারী
মুজিববাদ = মুজিব + বাদ
রাজাকারবাদ=রাজাকার+ বাদ
পেটেবিষ = পেটে + বিষ
রাজাকার = রাজা + কার
একএগারো = এক + এগারো
আতিনেতা = আতি + নেতা

৫.৩.১.১.১৫ ঔপভাষিক বিচ্যুতি

বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে ঔপভাষিক বিচ্যুতি ঘটে থাকে। নিম্নে রাজনীতির ভাষায় বিরাজমান ঔপভাষিক বিচ্যুতি উল্লেখ করা হলো-

ব্যবহৃত শব্দ	প্রমিত বাংলা	ব্যবহৃত শব্দ	প্রমিত বাংলা
জাগা	জায়গা	রাইখা	রেখে
দ্যাশ	দেশ	বইলা	বলে
তামাম	সব	নিয়া	নিয়ে
পককের	পক্ষের	হেইডা	এটি
মা-বুন	মা-বোন	লগে	সাথে
কলাম	বললাম	বোন্‌দো	বন্ধ
যদ্দুর	যতদূর	কয়	বলে
একি	একই	বুঝেন	বোঝেন
নেয্য	ন্যায্য	হইয়া	হয়ে
গিয়া	পৌঁছিয়ে	মাইখা	মেখে
গেলাম	পৌঁছলাম	নিয়া	নিয়ে
সমুস্যা	সমস্যা	ক্যামনে	কিভাবে
দিছে	দিয়েছে	নুকার	নৌকার
দ্দনা	শোনা	দিলাম	দিয়েছিলাম
পাচানব্বই	পঁচানব্বই	গেলেন	গিয়েছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

পাইয়া	পেয়ে	নিলাম	নিয়েছিলাম
হাইটা	হেটে	তুমার	তোমার
আইসা	এসে	গুষ্ঠি	গোষ্ঠী
খাইব	খাবে	থাইকাই	থেকে
কুলাইত	কুলাবে	একি	একই
খালি	শুধুমাত্র	বার	বের
দেইখ্যা	দেখে	আইছ	আসছ
কইরা	করে	করতাছে	করিতেছে, করছে
জাগায়	জায়গায়	দেবার	দেওয়ার
নেবার	নিতে	দিছি	দিয়েছি
যাইবার	যাওয়ার	চাইছিল	চেয়েছিল
কইরছে	করছে	কইরবার	করিতে
দিবার	দেওয়ার	ওরে	তাহাকে

৫.৩.১.১.১৬ অতীত নির্দেশক শব্দের ভবিষ্যৎবাচক অর্থে ব্যবহার

চলিতরীতিতে প্রত্যয়ঘটিত অতীত নিদের্শক 'কুলাইত' শব্দটি রাজনীতিতে আঞ্চলিক ভাষায় 'কুলাবে' অর্থে ব্যবহার হয়। সাবেক স্পীকার আব্দুল হামিদের রাজনীতির ভাষায় শব্দটি লক্ষ্য করা যায়।

৫.৩.১.১.১৭ তুচ্ছার্থক সম্বোধন এর ব্যবহার

রাজনৈতিক স্লোগানে ছন্দ মিল রক্ষার্তে কখনো কখনো তুচ্ছার্থক সম্বোধন 'তুই' সর্বনামের এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ,

১) 'এক দফা এক দাবী, এরশাদ তুই কবে যাবি'
২) 'লা ইলাহা ইল্লাহ্, নৌকার মালিক তুই আল্লাহ্'
৩) 'মার্কা মোদের দাড়িপাল্লা, পাশ করাইয়া দে তুই আল্লাহ্'[২]

[২] রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ। Retrieved May 17, 2009 From আমার ব্লগ.কম

৫.৩.১.১.১৮ নতুন শব্দের ব্যবহার

ক) ছন্দের মিল রক্ষা করার জন্য কখনো কখনো রাজনৈতিক স্লোগানে নতুন ও সমাজে অপ্রচলিত শব্দ বা বাক্যের ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ-

১) 'ক্ষুধার জ্বালায় পেটের বিষ, আর নয় ধানের শীষ'

২) 'মাথায় হাত, পেটে বিষ,আর নয় ধানের শীষ'[৩]

আলোচ্য স্লোগানে 'পেটে বিষ' দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর কষাঘাত কে বোঝানো হয়েছে।

স্বাধীনতাত্তোর দুর্ভিক্ষের সময় ছাত্রলীগের বিদ্রোহী অংশের স্লোগান ছিল-

৩) 'মুজিববাদ বস্তায় ভর, চালের দাম সস্তা কর।'

এখানে 'বস্তায় ভর' শব্দটির দ্বারা মুজিববাদ মতবাদকে পরিত্যাগ করার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

খ) রাজনৈতিক অঙ্গনে স্লোগানে ব্যবহৃত রাষ্ট্রপ্রধানের নামের মাধ্যমে তাঁর দেশকে বোঝানো হয়। উদাহরণস্বরূপ,

১) ছাত্র ইউনিয়নের মিত্র মুজিববাদী ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে জাসদ ও পিকিংপন্থী কমিউনিস্টদের স্লোগান ছিল:

"ইন্দিরা পেড়েছে ডিম
কোসিগিন দিয়েছে তা
তা থেকে বেরিয়ে এলো মুজিববাদের ছা"

আলোচ্য স্লোগানের মাধ্যমে ভারত ও রাশিয়ার ইন্ধনে বাংলাদেশে মুজিববাদ মতবাদের জন্ম হয়েছে সে বিষয়টার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। ইন্দিরা ও কোসিগিন নাম শব্দদু'টির মাধ্যমে যথাক্রমে ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন কে বোঝানো হয়েছে।

২) স্বাধীনতাত্তোর ছাত্রলীগের সরকার সমর্থক অংশের পাল্টা স্লোগান ছিল-

'নিক্সন পেড়েছে ডিম,

মাও দিয়েছে তা,
তা থেকে বের হলো বৈজ্ঞানিকের ছা'

উক্ত স্লোগানের মাধ্যমে চীন ও আমেরিকার সমর্থনে জাসদ (জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল) এর জন্ম হয়েছে সে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। নিক্সন (আমেরিকার ৩৭ তম রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন) ও মাও (চীনে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পুরোধা মাও সেতুং) নাম শব্দ দু'টির মাধ্যমে যথাক্রমে আমেরিকা এবং চীন কে বোঝানো হয়েছে।

৩) সেই সময় ছাত্র ইউনিয়ন ও সরকারী ছাত্রলীগের পাল্টা স্লোগান ছিল-

'ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ব
বের করেছি মহাশয়

[৩] রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ। Retrieved May 17, 2009 From আমার ব্লগ.কম

Dhaka University Institutional Repository

মাও-নিক্সনের পাঠশালাতে
রব-সিরাজের শিক্ষা হয়’

আলোচ্য স্লোগানের মাধ্যমে স্বাধীনতাত্তোর আওয়ামীলীগ দল ত্যাগী জাসদ প্রতিষ্ঠাতা শাহজাহান সিরাজ ও সংগঠক আ স ম আবদুর রব চীন ও আমেরিকাপন্থি এবং উক্ত দেশ দু’টির সমর্থনে জাসদের জন্ম হয়েছে এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

৫.৩.১.১.১৯ ভিন্নার্থে প্রয়োগ: বিদ্যমান শব্দের প্রচলিত অর্থের বিপরীতার্থে ব্যবহার

স্বাধীনতাত্তোর সরকারের সমর্থক ছাত্র ইউনিয়নকে সাথে নিয়ে জাসদ ছাত্রলীগের স্লোগান ছিল-

‘শেখ মুজিবের দুই শনি
শেখ মনি আর সিং মনি’[৪]

‘শনি’ শব্দের আলঙ্কারিক অর্থ শত্রু; বৈরি; সর্বনাশকারী কিন্তু আলোচ্য স্লোগানে ছন্দের মিলের জন্য শব্দটি অপকর্মের দোসর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫.৩.১.১.২০ স্লোগানে মূল নামশব্দের পরিবতে নতুন শব্দ

স্লোগানে ছন্দের মিলের জন্য রাজনীতিকদের নামের শেষ শব্দাংশ নিয়ে নতুন শব্দ গঠন করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে গালি অর্থে নামই পরিবর্তন করে দেওয়া হয়। যেমন, ১৯৭৩ সালে দ্বিতীয় ডাকসু নির্বাচনে একটি অতি উচ্চারিত স্লোগান ছিল-

১) ‘লেলিন-গামা
নূরা পাগলা থামা’ [৫]

আলোচ্য স্লোগানে ‘লেলিন’ শব্দটি দ্বারা ঐ সময়ের ছাত্র ইউনিয়নের নূহ উল আলম লেনিন, ‘গামা’ শব্দটি দ্বারা ঐ সময়ের ছাত্রলীগের ইসমাত কাদির গামা আর ‘নূরা পাগলা’ শব্দটি দ্বারা যাকে গালি দেওয়া হচ্ছে তিনি হলেন জাসদ ছাত্রলীগের খুব জনপ্রিয় নেতা আ.ফ.ম মাহবুবুল হক। তাঁর মুখভর্তি দাঁড়ি-গোফ ছিল। ঐ সময় হাইকোর্টের মাজারে ‘নূরু’ নামে একজন লোকপ্রিয় পাগল ছিলেন। সেই সূত্রেই এই তুলনার অবতারণা করা হয়েছে।

২) ‘গোপাল গঞ্জের গোলাপী
আর কতকাল জ্বালাবি’[৬]

উক্ত স্লোগানে ‘গোলাপী’ শব্দটি দ্বারা যাকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে তিনি হলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

৩) ‘ভুরু কাটা পামেলা
আর করিসনে ঝামেলা’[৭]

[৪] Somewhereinblog.net, শ্লোগানের রাজনীতি- রাজনীতির শ্লোগান। ২৪ শে ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

[৫] প্রাগুক্ত

[৬] আমার ব্লগ.কম; রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ। মে ৭, ২০০৯।

আলোচ্য স্লোগানে নেতিবাচক বিশেষণ 'ভুরু কাটা' ও 'পামেলা' শব্দ দুইটি দ্বারা যাকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে তিনি হলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া।

৫.৩.১.১.২১ রূপক অর্থে শব্দের ব্যবহার

অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্লোগানের ভাষায় ও ভাষণে শব্দ ব্যবহৃত হয় রূপক অর্থে। যেমন,

১) 'তোমার আমার ঠিকানা

পদ্মা, মেঘনা, যমুনা' (ত্রিবেদী, ২০১২:২০)

এখানে 'পদ্মা, মেঘনা, যমুনা' রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

৪) 'রক্তের বন্যায়
ভেসে যাবে অন্যায়'

এখানে 'রক্তের' শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'এমন একটা সময় আসে যখন সব স্ট্রিট লেবারার টু দ্যা টপ অব দ্যা কান্ট্রি একই সময়ে একই কথা ভাবে, একই চিন্তা করে ঠিক রেডিও ওয়েভ লেন্থের মতো, তখুনি দেশ মুক্ত হয়।' (আহমদ;২০১৪:২৮৯)। এখানে একই সাথে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে দেশের সমগ্র জনগণের একই চিন্তা-ভাবনাকে রূপক অর্থে তুলনা করা হয়েছে।

১৯৯১ সালের ১৩ অক্টোবর দায়িত্ব ত্যাগের পর প্রথম অনুভূতি প্রকাশ করে প্রাক্তন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেন, 'একজন জ্যান্ত মানুষকে কবর দেওয়ার পর তাকে কবর থেকে তুললে যে অবস্থা হয়, আমারও সে অবস্থা হয়েছে।' (রহমান; ২০১৬:৮৭)। আলোচ্য বাক্যাংশটির 'জ্যান্ত মানুষকে কবর দেওয়ার' মাধ্যমে রূপক অর্থে চরম অস্বস্তিকর অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে।

২০০২ সালের ৪ঠা জানুয়ারি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এক প্রতিবাদ লিপিতে বলেন, 'আওয়ামীলীগকে নির্বাচনে জেতানোর মুচলেকা দিয়ে আমি রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করিনি।...তাদের সব কথা শুনলে আমি ফেরেশতা, নইলে আমি শয়তান। (রহমান; ২০১৬:১৩৩)। আলোচ্য বাক্যটিতে ফেরেশতা ও শয়তান শব্দ দু'টি রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। উক্ত শব্দ দু'টির মাধ্যমে যথাক্রমে নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতদুষ্ট কে বোঝানো হয়েছে।

২০০৭ সালের ৯ই মে প্রথম আলোর মতবিনিময় সভায় ড. কামাল হোসেন বলেন- 'আমি মাইনাস টু বুঝি না' আমাদের রাজনীতি হবে প্লাস ১৪ কোটি' 'শহীদ নুর হোসেনকেও মনে রাখব, আবার 'এরশাদকে পাশে নিয়ে লাফালাফি করব এটা অসম্ভব' (রহমান; ২০১৬:২০২)। আলোচ্য বাক্যে 'শহীদ নুর হোসেনকেও মনে রাখব' বাক্যটি দ্বারা 'গণতন্ত্র' এবং 'এরশাদকে পাশে নিয়ে লাফালাফি করব' বাক্যটি দ্বারা 'স্বৈরতন্ত্রকে' বোঝানো হয়েছে।

[৭] রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ। Retrieved May 17, 2009 From আমার ব্লগ.কম

২০০৭ সালের ৯ই জুন ড.কামাল হোসেন বলেন 'রাজনৈতিক দলগুলোকে রোগমুক্ত করতে হবে' (রহমান; ২০১৬:২০৪)। এখানে 'রোগমুক্ত' শব্দটি দ্বারা সকলপ্রকার অপরাধমূলক কর্মকান্ড থেকে দূরে রাখাকে বোঝানো হয়েছে।

২০০৭ সালের ৭ জুলাই মতিয়া চৌধুরী বলেন- 'সরকার একদলকে হাত-পা বেঁধে সাঁতার কাটতে বলবে আর অন্য দলকে লাইফগার্ড দেবে, এটা হতে পারে না' (রহমান;২০১৬:২০৫)। এখানে 'হাত-পা বেঁধে সাঁতার কাটবে' বাক্যাংশটির মাধ্যমে একদলের রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করার সুযোগ না দেওয়া এবং 'লাইফগার্ড' শব্দটির মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করার সুযোগ দেওয়াকে বোঝানো হয়েছে।

বিচিত্রার সহিত সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেন- 'তারা বিভেদের রাজনীতির সাহায্যে আমাদের ওপর দুশো বছর রাজত্ব করল। দুনিয়াতে এমন দেশের সংখ্যা নিতান্ত কম যে, যারা এত দীর্ঘ সময় পরাধীন ছিল। একারণেই আমরা বিভেদের রাজনীতি ছাড়া কিছুই বুঝি না। পরিবার, বৃহত্তর পরিবার, মহল্লা, গঞ্জ ও সর্বত্র এ বিভেদের রাজনীতি বিরাজ করছে। আর এ বিভেদের পালা বিরাজ করছে। আর এ বিভেদের জীবাণুই আমাদের সর্বনাশের মূল কারণ।'

মূলত 'জীবাণু' রোগ ও স্বাস্থ্য এর সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু এখানে 'বিভেদের জীবাণু' কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনামলেই হিনন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সেটি বোঝানো হয়েছে।

৫.৩.১.১.২২ বাক্যাংশ (Phrase)

রাজপথ কাঁপানো অবিসংবাদিত নেতা, একুশে আগস্টের গণতন্ত্র, সিরিজ বোমা হামলার গণতন্ত্র, পেট্রোল বোমার রাজনীতি, লগি-বৈঠার রাজনীতি, চার দলীয় ঐক্যজোট, স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি, বিশ দলীয় জোট, রাজপথ কাঁপানো অবিসংবাদিত নেতা, বিশ্বাসঘাতকতার রাজনীতি, সংরক্ষিত মহিলা আসন, আমলাতান্ত্রিক মনোভাব ও আল্‌কোরআনের পার্লামেন্ট।

রাজনীতির ভাষার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে শব্দগুলোর উৎস, গঠন-প্রকৃতি, অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে। এরই সাথে সমাজে প্রচলিত কতিপয় শব্দের রাজনীতিতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার তথা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শব্দগুলোর প্রকাশিত অর্থ ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। এমনকি রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ফলে বাংলাভাষায় ব্যবহৃত রাজনৈতিক শব্দের বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা প্রকাশ পেয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ফলে নতুন শব্দ গঠনের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃবর্গের বক্তব্যে ব্যবহৃত ঔপভাষিক বিচ্যুতি উল্লেখিত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. মোরশেদ, আবুল কালাম মঞ্জুর। (২০০৭)। *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

২. শ' ড., রামেশ্বর। (১৪০৩ বাংলা)। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*। কলকাতা: পুস্তকবিপণি।

৩. মান্নান। (২০১১)। *শেখ মুজিব থেকে জাতির পিতা*। ঢাকা: বাংলা বাজার।

৪. হক, মহাম্মদ দানীউল। (২০০২)। *ভাষা বিজ্ঞানের কথা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

৫. মূসা, মনসুর। (১৯৮৯)। *ভাষা চিন্তা: প্রসঙ্গ ও পরিধি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

৬. শেখর, ড. সৌমিত্র। (২০১২)। *ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা*। ঢাকা: অগ্নি পাবলিকেশন্স।

৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৩৯১ বাংলা)। *বাংলা শব্দতত্ত্ব*। কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ ।

৮. হক, ড.আবুল ফজল। (২০১৪)। *বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

৯. আহমদ, আবুল মনসুর। (১৯৯৫)। *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*। ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল।

১০. মামুন, মুনতাসীর। (২০১৪)। *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ (প্রথম খন্ড)*। ঢাকা: সময় প্রকাশন।

১১. মামুন, মুনতাসীর। (২০১৪)। *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ (দ্বিতীয় খন্ড)*। ঢাকা: সময় প্রকাশন।

১২. রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর। (২০১৬)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি* (১৯৭১-২০১১)। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

১৩. রহমান, শেখ মুজিবুর। (২০১৭)। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

১৪. সম্পাদনায়: ড.এ এইচ খান। (২০১১)। *জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ; চতুর্থ খন্ড*। ঢাকা: বাংলাদেশ কালচারাল ফোরাম।

১৫. দে, তপন কুমার। (১৯৯৮)। *জাতির পিতা ও স্বাধীনতার ঘোষণা একটি পর্যালোচনা*। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স।

১৬. ইসলাম, কাবেদুল। (২০১৭)। *বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

১৭. সানী, আসলাম। (২০১২)। *ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ*। ঢাকা: কথা প্রকাশ।

১৮. ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ। (২০১২)। *৭১ এর দশমাস*। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী।

১৯. রশীদ, হারুনুর। (২০১৩)। *রাজনীতি কোষ*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

২০. আহমদ, ড. এমাজ উদ্দিন। (২০০৩)। *রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কথা*। ঢাকা: বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ ।

২১. উমর, বদরুদ্দীন। (১৯৭০)। *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খন্ড। ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

২২. রহিম ডঃ মুহম্মদ আব্দুর, ডঃ আবদুল মোমেন চৌধুরী, ডঃ.এ.বি.এম.মাহমুদ, ডঃ সিরাজুল ইসলাম। (২০১১)। *বাংলাদেশের ইতিহাস*। ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান।

২৩.মাসুদ, হাসানুজ্জামান আল। *বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গর্ভন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ : ২০০৯।

২৪. রহমান, মতিউর। (২০১৪)। *মুক্তগণতন্ত্র রুদ্ধ রাজনীতি, বাংলাদেশ ১৯৯২-২০১২*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

২৫.রেহমান, তারেক শামসুর, সম্পাদিত। (২০০৯)। *বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, প্রথম খন্ড*। ঢাকা: শোভা প্রকাশ।

২৬.আলী, কর্ণেল শওকত। (২০১৬)। *গণপরিষদ থেকে নবম জাতীয় সংসদ*। আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলা বাজার, ঢাকা।

২৭. আহমদ, শারমিন। ২০১৪)। *তাজউদ্দিন আহমদ নেতা ও পিতা*। ঢাকা: ঐতিহ্য।

২৮. রিমি, সিমিন হোসেন। (২০১২)। *তাজউদ্দিন আহমদ আলেকের অনন্তধারা*। ঢাকা: প্রতিভাস।

২৯. সিংহ, রামকান্ত। (২০০২)। *একই মেরুর দুই নক্ষত্র জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়া*। ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ।

৩০. মাসকারেণ, হাস অ্যান্থনী। (২০১৪)। *বাংলাদেশ রক্তের ঋণ*। হ্ক্কানী পাবলিশার্স।

৩১. সম্পাদনায় : নুন, এ.কে.এ. ফিরোজ। (১৯৯৬)। *জিয়া কেন জনপ্রিয়*। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী।

৩২. সম্পাদনায় : নুন, এ.কে.এ. ফিরোজ, (২০০২), *জিয়া কেন জনপ্রিয়*। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী।

৩৩. আলী, কর্ণেল শওকত, (২০১৬), *গণপরিষদ থেকে নবম জাতীয় সংসদ*, আগামী প্রকাশনী।

৩৪.শিকদার, আব্দুর রব। (২০১২)। *বাংলাদেশ নবম জাতীয় সংসদ* (২০০৯-২০১৪)। ঢাকা: আগন্তুক।

৩৫. আহমেদ, সিরাজ উদদীন। (২০০০)। *জন নেত্রী শেখ হাসিনা*। ঢাকা: ভাস্কর প্রকাশনী।

৩৬.পারভেজ, রাজীব। (২০১৫)। নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু। ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী।

৩৭.কুদ্দুস, গোলাম। (২০১৫)। *ভাষার লড়াই ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: নালন্দা।

৩৮. আকবর, মফিদা। (২০১৫)। *বাংলাদেশের সফল রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা*। ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য ভবন।

৩৯. আকবর, মফিদা। (২০১১)। *বাংলাদেশের রাজনীতি এবং শেখ হাসিনা*, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য ভবন।

৪০. জসীম, প্রত্যয়। (২০১২)। *তাজউদ্দিন আহমদ*। ঢাকা: কথা প্রকাশ।

৪১. দে, তপন কুমার। (২০১২)। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে তাজউদ্দিন আহমদ*। ঢাকা: বুকস ফেয়ার।

৪২. সম্পাদনায় : হুমায়ুন, আবীর আহাদ রফিকুজ্জামান। (২০১০)। *মহাকালের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*। ঢাকা: জনতা প্রকাশ ।

৪৩. মাসুম, প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ। (২০০২)। *জাতীয় ঐকমত্য ও উন্নয়ন সংকট*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী ।

৪৪. পারভেজ, রাজীব। (২০১৫)। *নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু*। ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী ।

৪৫. কামরুজ্জামান লিটন সম্পাদিত। (২০০৯)। *বঙ্গবন্ধু স্মারকগ্রন্থ*। ঢাকা: রূপ প্রকাশন।

৪৬.হোসেন, আল হাজ্ব সৈয়দ আবুল; । (১৯৯৬) । *শেখ হাসিনা সংগ্রামী জননেত্রীর প্রতিকৃতি* ।

৪৭. এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান, এস আর মীর্জা। (২০০৯)। *মুক্তিযুদ্ধেও পূর্বাপর কথোপকথন*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

৪৮. সাহা, পরেশ, । (১৯৯৬) । *বাংলাদেশ: ষড়যন্ত্রের রাজনীতি জিয়া পর্ব* । ঢাকা: জ্যোৎস্না পাবলিশার্স।

৪৯. মতিন, মেজর জেনারেল (অব.)এম.এ.মতিন.বীর প্রতীক, পি এস সি, । (২০০১) । *আমার দেখা ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান'৯৬* । ঢাকা: বাংলা বাজার

৫০. হালিম, ব্যারিষ্টার আব্দুল। (২০১৪) । *বাংলাদেশ গণপরিষদ বিতর্ক*। ঢাকা: সিসিবি ফাউন্ডেশন : আধারে আলো।

৫১. সিকদার আবুল বাশার সম্পাদিত। (১৯৯৭) । *বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ* । ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ।

৫২. শেখ হাসিনা, নির্বাচিত প্রবন্ধ। (২০১৭) । ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

৫৩. আকবর, মোঃ আলী, *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ওয়াকআউট ও বয়কট (প্রকৃতি ও ধরন সম্পর্কিত একটি গবেষণা)*। ঢাকা: জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৫৪. খান, আরিফ। (২০১৬) । *সহজ ভাষায় বাংলাদেশের সংবিধান* । ঢাকা: কথা প্রকাশ ।

৫৫. সম্পাদনা, সরকার, ইমরান এইচ। (২০১৫) । *শাহবাগ : গণজাগরণ ও ইতিহাসের দায়* । ঢাকা: *গণজাগরণ* মঞ্চ ।

৫৬. অনুবাদ: ইসলাম, শফিকুল। (২০১২) । *নির্যাতিত ও অভিশপ্ত* । ঢাকা: সংঘ প্রকাশন।

৫৭. মূল সংগ্রহ ও সম্পাদনা : দাউদ ফজলুল কাদের কাদেরী, বাংলা অনুবাদ সম্পাদনা : হোসেন, দাউদ। (২০১৩) । *বাংলাদেশ জেনোসাইড অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস* । ঢাকা: সংঘ প্রকাশন।

৫৮. খান, ডা.মোঃ জামিল। (২০১৭) । *ডা. জামিল'স ভাইভা সহায়িকা (মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা)*, ঢাকা: কথামেলা প্রকাশন।

৫৯. হক, ড.আবুল ফজলুল। (২০০৩) । *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*। রংপুর: টাউন স্টোস।

৬০. খান, ঈসরাইল। (১৯৮৭) । *বাংলাদেশের রাজনীতি ও ভাষা পরিস্থিতি*। ঢাকা: নিউ বুক সোসাইটি।

৬১.শাহরিয়ার ইকবাল সম্পাদিত। শেখ মুজিব ইন পার্লামেন্ট (১৯৫৫-১৯৫৮)। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

৬২.জামিল'স, ডাঃ । (২০১৭) । ভাইভা গাইড। ঢাকা: কথামেলা প্রকাশন।

৬৩.রশীদ, হারুনুর। (২০১৩) । *রাজনীতি কোষ* । ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

৬৪.আহমদ, ড. এমাজ উদ্দিন। (২০০৩) । *রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কথা* । ঢাকা: বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ।

৬৫. রহিম ডঃ মুহম্মদ আব্দুর, ডঃ আবদুল মোমেন চৌধুরী, ডঃ.এ.বি.এম.মাহমুদ, ডঃ সিরাজুল ইসলাম। (২০১১) । *বাংলাদেশের ইতিহাস* । ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান।

Dhaka University Institutional Repository

৬৬.মাসুদ, হাসানুজ্জামান আল। *বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গর্ভন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ২০০৯।

৬৭. রহমান, মতিউর। (২০১৪)। *মুক্তগণতন্ত্র রুদ্ধ রাজনীতি। বাংলাদেশ ১৯৯২-২০১২*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

৬৮.রেহমান, তারেক শামসুর, সম্পাদিত। (২০০৯)। *বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, প্রথম খন্ড*। ঢাকা: শোভা প্রকাশ।

৬৯.আলী, কর্ণেল শওকত। (২০১৬)। *গণপরিষদ থেকে নবম জাতীয় সংসদ*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

৭০. আহমদ, শারমিন। ২০১৪)। *তাজউদ্দিন আহমদ নেতা ও পিতা*। ঢাকা: ঐতিহ্য।

৭১. রিমি, সিমিন হোসেন। (২০১২)। *তাজউদ্দিন আহমদ আলেকের অনন্তধারা*। ঢাকা: প্রতিভাস।

৭২. সিংহ, রামকান্ত। (২০০২)। *একই মেরুর দুই নক্ষত্র জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়া*। ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ।

৭৩. মাসকারেণ, হাস অ্যান্থনী। (২০১৪)। *বাংলাদেশ রক্তের ঋণ*। হ্‌ক্কানী পাবলিশার্স।

৭৪. সম্পাদনায়: নুন, এ.কে.এ. ফিরোজ। (১৯৯৬)। *জিয়া কেন জনপ্রিয়*। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী।

৭৫. সম্পাদনায়: নুন, এ.কে.এ. ফিরোজ। (২০০২)। *জিয়া কেন জনপ্রিয়*। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী।

৭৬. আলী, কর্ণেল শওকত। (২০১৬)। *গণপরিষদ থেকে নবম জাতীয় সংসদ*। আগামী প্রকাশনী।

৭৭.শিকদার, আব্দুর রব। (২০১২)। *বাংলাদেশ নবম জাতীয় সংসদ* (২০০৯-২০১৪)। ঢাকা: আগন্তুক।

৭৮. আহমেদ, সিরাজ উদদীন। (২০০০)। *জন নেত্রী শেখ হাসিনা*। ঢাকা: ভাস্কর প্রকাশনী।

৭৯.পারভেজ, রাজীব। (২০১৫)। নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু। ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী।

৮০.কুদ্দুস, গোলাম। (২০১৫)। *ভাষার লড়াই ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: নালন্দা।

৮১. আকবর, মফিদা। (২০১৫)। *বাংলাদেশের সফল রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা*। ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য ভবন।

৮২. আকবর, মফিদা। (২০১১)। *বাংলাদেশের রাজনীতি এবং শেখ হাসিনা*, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য ভবন।

৮৩. জসীম, প্রত্যয়। (২০১২)। *তাজউদ্দিন আহমদ*। ঢাকা: কথা প্রকাশ।

৮৪. দে, তপন কুমার। (২০১২)। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে তাজউদ্দিন আহমদ*। ঢাকা: বুকস ফেয়ার।

৮৫. সম্পাদনায় : হুমায়ুন, আবীর আহাদ রফিকুজ্জামান। (২০১০)। *মহাকালের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*। ঢাকা: জনতা প্রকাশ ।

৮৬. মাসুম, প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ। (২০০২)। *জাতীয় ঐকমত্য ও উন্নয়ন সংকট*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী ।

৮৭. পারভেজ, রাজীব। (২০১৫)। *নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু*। ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী ।

৮৮. কামরুজ্জামান লিটন সম্পাদিত। (২০০৯)। *বঙ্গবন্ধু স্মারকগ্রন্থ*। ঢাকা: রূপ প্রকাশন।

৮৯.হোসেন, আল হাজ্ব সৈয়দ আবুল। (১৯৯৬)। *শেখ হাসিনা সংগ্রামী জননেত্রীর প্রতিকৃতি*।

৯০. এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান, এস আর মীর্জা। (২০০৯)। *মুক্তিযুদ্ধেও পূর্বাপর কথোপকথন*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

Dhaka University Institutional Repository

৯১. সাহা, পরেশ। (১৯৯৬)। *বাংলাদেশ : ষড়যন্ত্রের রাজনীতি জিয়া পর্ব*। ঢাকা: জ্যোৎস্না পাবলিশার্স।

৯২. মতিন, মেজর জেনারেল (অব.)এম.এ.মতিন.বীর প্রতীক, পি এস সি,। (২০০১)। *আমার দেখা ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান'৯৬*। ঢাকা: বাংলা বাজার

৯৩. হালিম, ব্যারিষ্টার আব্দুল। (২০১৪)। *বাংলাদেশ গণপরিষদ বিতর্ক*। ঢাকা: সিসিবি ফাউন্ডেশন : আধারে আলো।

৯৪. সিকদার আবুল বাশার সম্পাদিত। (১৯৯৭)। *বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ*, ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ।

৯৫. শেখ হাসিনা, নির্বাচিত প্রবন্ধ। (২০১৭)। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

৯৬. আকবর, মোঃ আলী, *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ওয়াকআউট ও বয়কট (প্রকৃতি ও ধরন সম্পর্কিত একটি গবেষণা)*। ঢাকা: জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৯৭. খান, আরিফ। (২০১৬)। *সহজ ভাষায় বাংলাদেশের সংবিধান*। ঢাকা: কথা প্রকাশ ।

৯৮. সম্পাদনা, সরকার, ইমরান এইচ। (২০১৫)। *শাহবাগ : গণজাগরণ ও ইতিহাসের দায়*। ঢাকা: *গণজাগরণ* মঞ্চ ।

৯৯. মূল সংগ্রহ ও সম্পাদনা : দাউদ ফজলুল কাদের কাদেরী, বাংলা অনুবাদ সম্পাদনা : হোসেন, দাউদ। (২০১৩) । *বাংলাদেশ জেনোসাইড অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস*। ঢাকা: সংঘ প্রকাশন।

১০০. সরকার, যতীন। (২০১৫)। *ভাষা বিষয়ক নির্বচিত প্রবন্ধ*। ঢাকা: চর্চা গ্রন্থ প্রকাশ।

১০১. খান, ডা.মোঃ জামিল। (২০১৭)। *ডা. জামিল'স ভাইভা সহায়িকা (মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা)*। ঢাকা: কথামেলা প্রকাশন।

১০২. খান, ঈসরাইল। (১৯৮৭)। *বাংলাদেশের রাজনীতি ও ভাষা পরিস্থিতি*। ঢাকা: নিউ বুক সোসাইটি।

১০৩. বাশার, রফিকুল সম্পাদিত। (২০১২)। *ভাষা ভাবনা*। ঢাকা: সাম্প্রতিক প্রকাশনী।

১০৪. শাহরিয়ার ইকবাল সম্পাদিত। শেখ মুজিব ইন পার্লামেন্ট (১৯৫৫-১৯৫৮)। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

১০৫. জামিল'স, ডাঃ । (২০১৭)। ভাইভা গাইড। ঢাকা: কথামেলা প্রকাশন।

১০৬. হক, ড.এনামুল। (১৯৭৪)। ব্যবহারিক বাংলা অভিধান। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

১০৭. ফিরোজ, জালাল। (১৯৯৮)। পার্লামেন্টারি শব্দকোষ। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

১০৮. খান, ফরহাদ। (২০০০)। বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

১০৯. বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র। (সংকলক)। (১৯৯৬)। *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*। কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ।

১১০. শরীফ, আহমদ, সম্পাদিত। (২০১৫)। *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

১১১. চৌধুরী, অধ্যাপক ড. আব্দুল মান্নান। (২০১১)। *শেখ মুজিব থেকে জাতির পিতা*। ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স।

Dhaka University Institutional Repository

১১২. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত রাজনৈতিক শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, (রিসার্স মনোগ্রাফ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগে দাখিলকৃত।

১১৩. রাজনীতির ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, (রিসার্স মনোগ্রাফ), (২০১৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগে দাখিলকৃত।

১১৪. দৈনিক ইত্তেফাক, এপ্রিল৪, ২০০২; পৃ:১।

১১৫. ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশের রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ। From Archive of Saifur. R. Mishu

১১৬. *(বঙ্গবন্ধুর ভাষণ) ঢাকা স্টেডিয়ামে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রসমর্পণ*, Retrieved June 15,2016 From বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, তথ্য মন্ত্রালয়।

১১৭. *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ* ও ঢাকা স্টেডিয়ামে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণ। Retrieved December 20, 2016 From মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ।

১১৮. you tube.com / Bangladesh Affairs, দ্যা লিজেন্ড..শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে নিয়ে ডকুমেন্টারী। Retrieved January 20, 2016. From you tube.com / Bangladesh Affairs.

১১৯. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচিত ১০টি ভাষণ ও গানের ভিডিও চিত্র, Retrieved June 28, 2015 From মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ you tube.

১২০. ৯ মার্চ ১৯৭১, মাওলানা ভাসানী, Retrieved April 24,2016, From S. Hasan. you tube.

১২১. Bhashani 1974, Retrieved August 15,2016.From SJ Alam youtube.

১২২. Bhashani Speech 2 April 1972, স্বাধীনতা-উত্তর পল্টনের জনসভায় ভাষণদানরত : ২ এপ্রিল '৭২ Retrieved Nov.17,2017 From SJ Alam. youtube

১২৩. Synd 31 7 85 Leader Of Bangladesh, General Ershad, Restores Limited Political Activity In Dhaka, Retrieved July 30, 2015, From AP Archive. youtube.

১২৪. President Reagan Meeting with Lieutenant General Ershad of Bangladesh on October 25,1983, Retrieved July 13,2017. From Reagan Liabrary. youtube.

১২৫. Ex President H M Ershad DURING' 87 Flood, Retrieved January 24,2014. From JPRSW. youtube.

১২৬. Last General (Bangladesh), Retrieved January 24, 2009. From proshikanet

১২৭. Bangladesh politics 2006-2009, Retrieved July, 2017. From Shafiqur rahman, youtube.

১২৮. রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ। Retrieved May 17, 2009 From আমার ব্লগ.কম

১২৯. শ্লোগানের রাজনীতি- রাজনীতির শ্লোগান। Retrieved February 24 From Somewhereinblog.net

১৩০. নির্বাচনে কারচুপি হয়নি: এলজিআরডি মন্ত্রী, Retrieved January 2, 2016 from ntv.online. you tube

১৩১. Prime Minister Sheikh Hasina Speech at Parliament, Retrieved Jun 29. 2013. from cri albd. you tube

১৩২. সামরিক শাসন, Retrieved march19, 2015 from bn.banglapedia.org/index.php?title

Dhaka University Institutional Repository

১৩৩. সামরিক শাসন, Retrieved from https://bn.wikipedia.org/wiki/

১৩৪. মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ: বাংলাদেশের রাজনীতি : ১৯৭২-১৯৭৫- হালিমদাদ খান-আগামী প্রকাশনী www.liberationwarbangladesh.org/2016/12

১৩৫. ১৯৭২-২০১৭ বাংলাদেশের শাসকগণ ও শাসনকাল । উত্তরের আলো 24.কম www.uttareralo24.com/politics.

১৩৬. বাংলাদেশের ইতিহাস ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি। পেন আকাশ https://peneakash.wordpress.com

১৩৭. স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস (১৯৭২-২০১৭ ....) মতামত campustimes.press/...

১৩৮. তত্ত্বাবধায়ক সরকার-বাংলাপিডিয়া bn.banglapedia.org

১৩৯. বাংলাদেশের ইতিহাস-উইকিপিডিয়া-wikipedia.(Bn), https://bn.wikipedia.org

১৪০. বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন, ১৯৮৮- উইকিপিডিয়া wikipedia.(bn), https://bn.wikipedia.org

১৪১. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীদের তালিকা- উইকিপিডিয়া wikipedia.(Bn)

১৪২. বাংলাদেশেরসাধারণ নির্বাচন,ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬- উইকিপিডিয়া https://bn.wikipedia.org

১৪৩. বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন,১৯৯১- উইকিপিডিয়া wikipedia.(Bn)

১৪৪. জাতীয় সংসদ নির্বাচন- উইকিপিডিয়া wikipedia.(Bn)

১৪৫. বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন, ২০০১- উইকিপিডিয়া wikipedia.(Bn)

১৪৬. ১৯৯৬-২০০১ শাসনামল:সফলপ্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেতু বন্ধন Retrieved july,2016 From setubondhon.net

১৪৭. www.newsforbd.net/thisweek detail/339 বিডিটুডে নেট: এরশাদ ভ্যাকাশনে এক স্মরণীয় ভ্রমণ: হল ভ্যাকান্ট, শহরে.....

১৪৮. একটি কবিতার শুদ্ধ পাঠ-prothomAlo, archive.prothom-alo.com/2011-09-29,

১৪৯. বাংলাদেশের রাজনীতিতে নোংরা ভাষা ও নোংরা কাজ jugantor www. jugantor.com/old/sub-editorial

১৫০. বাংলাদেশের নোংরা রাজনীতি Retrieved From Home/Facebook

১৫১. Dirty politics. https://www.facebook.com/bd

১৫২. বাংলাদেশের হত্যার রাজনীতি ও ২১ আগস্ট- Retrieved From Bhorer Kagoj. www.bhorer kagoj.net

১৫৩. হত্যার রাজনীতি, লাশের মিছিল- Retrieved nov.5.2013 From www.prothomalo.com,

১৫৪. আ স ম আব্দুর রব- উইকিপিডিয়া wikipedia.(Bn), https://bn.wikipedia.org/wiki

১৫৫. শাহজাহান সিরাজ সংকটাপন্ন, Retrieved February 15, 2018 From bdnews24.com

১৫৬. নিশ্চুপ শাজাহান সিরাজ, খোজ নেয় না কেউ- poriborton, Retrieved sep.26.2016 From www.poriborton.com,

১৫৭. বিপ্লবী রাষ্ট্রনায়ক, Retrieved jun 12,2016 From www.bd-pratidin.com

১৫৮. মাইনাস ওয়ান, মাইনাস টু। মতামত https://opnion. bdnews24.com/bangla/archives

১৫৯. মাইনাস ওয়ান ফর্মুলা dailynayadiganta www.dailynayadiganta.comdetail/news

১৬০. কামাল হোসেন https://bn.wikipedia.org

১৬১. আবার জোট ও হুজুগে বাঙালি Risingbd, www.risingbd.com

১৬২. বাবর- উইকিপিডিয়া wikipedia.(Bn)

Dhaka University Institutional Repository

১৬৩. লগি-বৈঠার আন্দোলন-৮ বছর- Risingbd, Retrieved oct28,2014 From www.risingbd.com/national-news

১৬৪. অক্টোবর ২০০৬- wikipedia.(Bn). Retrieved October, 2006 From https://bn.wikipedia.org/wiki

১৬৫. Bangla Breaking news [16 march 2018] jamuna tv.live. news update [all bangla news-you tube]

পঞ্চম অধ্যায়: তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৫.৪ ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনা: বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়সূচি পৃষ্ঠা নং

৫.৪ ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনা: বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ১৪৪
৫.৪.১ রাজনীতির ভাষার বাক্যের গঠন ও গঠনগত শ্রেণীবিভাগ ১৪৪
৫.৪.১.১ সরল বাক্য ১৪৪
৫.৪.১.১.১ ভাষণ ১৪৪
৫.৪.১.১.২ নির্বাচনী ইশ্‌তেহার ১৪৬
৫.৪.১.১.৩ দফা ১৪৬
৫.৪.১.২ জটিল / মিশ্র বাক্য ১৪৭
৫.৪.১.২.১ ভাষণ ১৪৭
৫.৪.১.২.২ নির্বাচনী ইশ্‌তেহার ১৪৮
৫.৪.১.৩ যৌগিক বাক্য ১৪৯
৫.৪.১.৩.১ ভাষণ ১৪৯
৫.৪.১.৩.২ দফা ১৫১
৫.৪.১.৩.৩ নির্বাচনী ইশ্‌তেহার ১৫১
৫.৪.১.৪ সংযোজক অব্যয়সূচক শব্দ 'আর' ১৫২
৫.৪.১.৫ রাজনীতির ভাষার বাক্যে পদক্রম ১৫৩
৫.৪.১.৫.১ বাংলা বাক্যের দু'টি মূল উপাদান উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের অবস্থান ১৫৩
৫.৪.১.৫.২ বাংলা বাক্যে পদের স্বভাবিক ক্রম ১৫৩
৫.৪.১.৫.৩ কর্তা অনুসারে ক্রিয়ার পুরুষ ১৫৪
৫.৪.১.৫.৪ সংশয়জ্ঞাপক 'যদি' ও 'যদিও' শর্তজ্ঞাপক অব্যয় ১৫৪
৫.৪.১.৫.৫ নিত্য সম্বন্ধযুক্ত পদযুগ্ম ১৫৫
৫.৪.১.৫.৬ সর্বনাম পদ ১৫৫
৫.৪.১.৫.৭ ক্রিয়া পদ ১৫৫
৫.৪.১.৫.৮ কাব্যিক পদ ১৫৫
৫.৪.১.৫.৯ চলিত ভাষায় ব্যবহৃত 'নাই' ক্রিয়াপদের সাধু বা পূর্ণ রূপ ১৫৫
৫.৪.১.৬ প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার ১৫৬
গ্রন্থপঞ্জি ১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪ ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনা: বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

রাজনীতির ভাষা জনগণকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক এই দুইভাবেই প্রভাবিত করে। ইতিবাচক প্রভাব দেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। যেমন বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিরস্ত্র বাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানি সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়। অর্থ্যাৎ প্রভাবক হিসেবে রাজনীতির ভাষার স্বরূপ নিরূপণের জন্য উক্ত ভাষার বাক্যের গঠন ও গঠনগত শ্রেণীবিভাগ বিশ্লেষণ করা অত্যাবশ্যক।

রাজনীতির ভাষার বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সুবিধার্তে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্ব ঐতিহ্যের মর্যাদা প্রাপ্ত ঐতিহাসিক সৃষ্টিশীল ৭ই মার্চের ভাষণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

৫.৪.১ রাজনীতির ভাষার বাক্যের গঠন ও গঠনগত শ্রেণীবিভাগ

৫.৪.১.১ সরল বাক্য

রাজনৈতিক ভাষায় সরল, জটিল ও যৌগিক এই তিন শ্রেণীর বাক্য ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে সরল বাক্য ব্যবহারের পরিমাণ সব থেকে বেশি। রাজনীতিতে সরল বাক্য জনগণকে অধিক পরিমাণে আন্দোলিত করে। এমনকি প্রভাবিত জনগণ আন্দোলনের মাধ্যমে জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। নিম্নে ভাষণ, নির্বাচনী ইশ্তেহার ও দফায় ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ সরল বাক্য উপস্থাপন করা হলো।

৫.৪.১.১.১ ভাষণ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্ব ঐতিহ্যের মর্যাদা প্রাপ্ত ৭ই মার্চের ভাষণে ব্যবহৃত সরল বাক্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। কি অন্যায় করেছিলাম? রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না। আমরা ভাতে মারবো। আমরা পানিতে মারবো। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্। জয় বাংলা।[১]

অন্যান্য রাজনীতিবিদদের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভাষার সরল বাক্যের উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

২৬ শে মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের কালুরঘাট রেডিও স্টেশনে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা বিষয়ক প্রথম ঘোষণাটিতে বলেন- "আমি মেজর জিয়া বলছি। আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণা করছি। আপনারা দুশমনদের প্রতিহত করুন। দলে দলে এসে যোগ দিন স্বাধীনতা যুদ্ধে। ইনশাল্লাহ্ বিজয় আমাদের অবধারিত।" (সিংহ, ২০০২:৫৫)

সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ইংরেজীতে স্বাধীনতার যে সংশোধিত ঘোষণাটি দিয়েছিলেন সে ঘোষণাটির বাংলা অনুবাদে বলা হয়-"আমাদের মহান নেতা, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। ইতিমধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়েছে।"(ত্রিবেদী, ২০১২:১০৬)

[১] সানী, আসলাম। (২০১২)। *ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ*। ঢাকা: কথা প্রকাশ।

Dhaka University Institutional Repository

৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ইং তারিখে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে বলেছেন- 'বাংলাদেশের দিগন্ত স্বাধীনতার পুণ্য আলোকে উদ্ভাসিত।.... আমাদের বন্ধু প্রতিবেশী, গণতন্ত্রের মহান পাদপীঠ, ভারত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে।...অচিরেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে।'(ত্রিবেদী, ২০১২:৬১২)

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু জাতীয় সংসদে দ্বিতীয় বিপ্লব, জাতীয় ঐক্য গঠন ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ঘোষণা করার সময় বলেন- 'আজকের এই সংশোধন কম দুঃখে করি নাই স্পীকার সাহেব' (খান, ২০১১:১৯৯)

১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর বিকালে জিয়াউর রহমান ঘোষণা দেন, "বাংলাদেশ আজকে সম্পুর্ণ স্বাধীন।"(সিংহ, ২০০২:৭৫-৭৬)

২২ মার্চ ১৯৮০ তারিখে জামালপুর ও সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন জনসভায় ভাষণদানকালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন- 'আমাদের দল দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যার উদ্দেশ্য হল দেশকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী করা'। (নুন, ২০০২:৭৬)

রাজনীতির ভাষায় দোষারোপ ও অভিযোগ প্রকাশক বাক্যগুলোর অধিকাংশই সরল বাক্য হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ-১৯৯০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর জনসভায় শেখ হাসিনা বলেন, "এদেশের মানুষের আন্দোলনের কাছে জেনারেল এরশাদ নতি স্বীকার করেছে। এই আন্দোলনের তোড়ে এরশাদ আজ পদত্যাগ করবার কথা বলতে বাধ্য হয়েছে। তার বক্তব্য অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণ। তার বক্তব্যে ফাঁক রয়ে গেছে। কোন ছল-চাতুরী বাংলার মানুষ মেনে নেবে না।"(আহমদ, ২০০০:১৯৩)

১৯৯১ সালের ১২ই মার্চ মুন্সিগঞ্জে এক সমাবেশে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, 'জনগণের সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেললে মন্ত্রী-এমপিরাও রেহাই পাবেন না' (রহমান, ২০১৬:৮৫)

১৯৯৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি শেখ হাসিনা ঘোষণা দেন, "নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হলে সংসদ হতে পদত্যাগ করব" (প্রাগুক্ত, পৃ-৯১)

প্রথম সংসদীয় প্রতিনিধিদের সভায় সংসদ সদস্যদের উদ্দেশ্য করে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন ভাল কথা। কর্মীদের ভুলে যাবেন না। গ্রামে গিয়ে কর্মীদের মাঝে মিশে কাজ করেন।" (সিংহ, ২০০২:৪৭৫)

বেইজিং আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর ভাষণে বলেন, "অভিন্ন অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ইসলামের শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।" (প্রাগুক্ত, পৃ-৪২৪)

২০০২ সালের ১৫ই জানুয়ারি অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বলেন- "স্বাধীন বাংলাদেশের দাতারা দৈনন্দিন বিষয়ে হাত দিচ্ছে। ৫০ শতাংশ সরকারি কর্মচারী অতিরিক্ত।"(রহমান, ২০১৬:১৩৪)

২০০৭ সালের ১১ই নভেম্বর রাত ১১টায় জাতির উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বলেন- "গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের স্বার্থে পদত্যাগ করছি। "(প্রাগুক্ত, পৃ-১৯৬)

২০০৯ সালের ১১ই জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান সমকালকে দেওয়া এক একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন- "স্বপ্নেও দেখিনি রাষ্ট্রপতি হব। আমি একজন স্বেচ্ছাসেবক থেকে রাষ্ট্রপতি হয়েছি" (প্রাগুক্ত, পৃ-২৩৭)

আহ্বানধর্মী রাজনৈতিক ভাষণে সরলবাক্য ব্যক্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- ২০০৮ সালের ২৭শে ডিসেম্বর শেখ হাসিনা দলীয় নেতা কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, "ভোট ক্রেতা ঠেকাতে পাহারা বসান।" (রহমান, ২০১৬: ২৩৩)

৫.৪.১.১.২ নির্বাচনী ইশ্‌তেহার

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার জন্য প্রত্যেকটি দলই দেশের অধিবাসীদের কাছে তাদের আদর্শ ও কর্মসূচী নিয়ে উপস্থিত হয় আর সাধারণকে তাদের মতে দীক্ষিত করার জন্য ভাষার সাহায্যে জোর প্রচারণা চালায়। ইশ্‌তেহার গণমানুষের অধিকার ও গণতান্ত্রিক মানুষের জীবনকে অর্থবহ করতে তারা এ আহ্বান জানান। তাই সব দেশেই রাজনৈতিক দল জাতীয় নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক ইশ্‌তেহার তৈরি করে। অনেক সময় নির্বাচনের ফলাফলকে এটি প্রভাবিত করে। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে মুদ্রিত আকারে তাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি সমূহ তুলে ধরে এবং সে সবের ভিত্তিতে ভোট চায়। অর্থ্যাৎ নির্বাচনী ইশ্‌তেহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভাষা। নির্বাচনী ইশ্‌তেহারের ভাষায় সরল বাক্য ব্যবহার করা হয়।

নিম্নে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্যবহৃত সরল বাক্যের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের নির্বাচনী ইশ্‌তেহার উল্লেখ করা হল

১) ১৯৮৬ সালের আওয়ামীলীগের নেতৃতে গঠিত ৮ দলীয় জোটের মূল ইশতেহার ছিল, "বাংলার মাটি থেকে সামরিক শাসনের চির অবসান ঘটিয়ে জনগণের শাসন কায়েম করা" (আকবর, ২০১৫:৪২৩)
২) ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল-"বাংলাদেশে একটি প্রতিনিধিত্বশীল জবাবদিহিমূলক সংসদীয় পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা কায়েমসহ সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক জীবনপদ্ধতি প্রবর্তন করা। (প্রাগুক্ত, পৃ-৪২৮)
৩) সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়- 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস', 'দুর্নীতিমুক্ত সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে', 'বহুদলীয় গণতন্ত্র নিশ্চিত করা হবে।'[২]

৪) ২০০৮ সালে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল-"নারীশিক্ষা উৎসাহিত করার লক্ষে উপবৃত্তি অব্যাহত রাখা হবে।' 'শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাশ সেশনজটমুক্ত করা হবে।' [৩] আইসিটি খাতের সম্ভাবনাকে সার্থক করে তোলার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৫) ২০০৮ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহার ছিল- 'জাতীয় সংসদ হবে জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু।'[৪]

৫.৪.১.১.৩ দফা

রাজনৈতিক দল কখনো নিজ দেশের অধিকার আবার কখনো নিজ দলের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে বিভিন্ন ধরনের দফা ঘোষণা করে থাকে। এসব ভাষার দফাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরল বাক্যের হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ,

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ এর চার দফা-

১) প্রথমে সামরিক আইন মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে।
২) সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে।
৩) যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে।
৪) জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালে 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল' গঠন করার পরেই উনিশ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই উনিশ দফা কর্মসূচীর মধ্যে সরল বাক্যের কর্মসূচি নিম্নে বর্ণিত হলো।

[২] www.bnpbangladesh.com/২০১৬/০৫/২৫ নির্বাচনী ইশতেহার-১৯৯১
[৩] Somewhereinblog.net, আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহার-২০০৮, ২৩ শে জুন, ২০১৩।
[৪] সুজন সুশাসনের জন্য নাগরিক, নির্বাচনী ইশতেহার বিএনপি-২০০৮, জানুয়ারি ২৫, ২০০৯।

Dhaka University Institutional Repository

১. সর্বতোভাবে স্বাধীনতা, অখন্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।
২. সর্বউপায়ে নিজেদের আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসাবে গড়ে তোলা।
৩. কোন নাগরিক যেন গৃহহীন না থাকে তাহার ব্যবস্থা করা।
৪. দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।
৫. সকল দেশবাসীর জন্য নূন্যতম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
৬. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতে প্রয়োজনীয় উৎসাহ দান করা।
৭. জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করা।
৮. দুর্নীতিমুক্ত ন্যায় ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা। (নুন, ২০০২:১৯২-১৯৩)

৫.৪.১.২ জটিল / মিশ্র বাক্য

৫.৪.১.২.১ ভাষণ

বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষায় জটিল বাক্য খুব বেশি ব্যবহৃত না হলেও তা জনগণকে প্রভাবিত করে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্ব ঐতিহ্যের মর্যাদা প্রাপ্ত কালোত্তীর্ণ সৃষ্টিশীল ৭ই মার্চের ভাষণে ব্যবহৃত জটিল বাক্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। হঠ্যাৎ আমার সাথে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘন্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো –কেউ দেবে না।[৫]

অন্যান্য রাজনীতিবিদদের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভাষার জটিল বাক্যের উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ইংরেজীতে স্বাধীনতার যে সংশোধিত ঘোষণাটি দিয়েছিলেন সে ঘোষণাটির বাংলা অনুবাদে বলা হয়- 'এ সঙ্গে আমরা আরো ঘোষণা করছি যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের একমাত্র আইন সম্মত সরকার, যা বৈধ এবং সাংবিধানিকভাবে গঠিত হয়েছে।' (ত্রিবেদী, ২০১২: ১০৬)

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ নিম্নোক্ত ভাষণ বলেন- "যতদিন বাংলার আকাশে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা রইবে, যতদিন বাংলার মাটিতে মানুষ থাকবে, ততদিন মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের বীর শহীদদের অমরস্মৃতি বাঙালির মানসপটে চির অম্লান থাকবে।"

১৭ এপ্রিল ১৯৭১ তাজউদ্দিন আহমদ তাঁর সুলিখিত বেতার ভাষণের শুরুতেই বলেন- "বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মুক্তি পাগল গণমানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার সরকারের পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি তাদের যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে তাদের মূল্যবান জীবন আহুতি দিয়েছেন, যতদিন বাংলার মাটিতে মানুষ থাকবে, ততদিন মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের বীর শহীদদের অমর স্মৃতি বাঙালির মানসপটে চির অম্লান থাকবে।"[৬]

[৫] সানী, আসলাম। (২০১২)। *ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ*। ঢাকা: কথা প্রকাশ।

[৬] দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ এপ্রিল ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালের ২২ জুলাই বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ বলেন- "আমাদের মুক্তিযুদ্ধে কেবল ভারতের সরকার নয়, এই মহান বন্ধু রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি মানুষ আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। সেদিন দূরে নয় যেদিন আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি সম্পুর্ণ শত্রুমুক্ত হবে" (ত্রিবেদী, ২০১২:৩৫৯)

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তাঁর ভাষণে বলেন, "এ সঙ্গে আমি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, বাংলাদেশে আগ্রাসনের নীতিতে আদৌ বিশ্বাসী নয়, তবে যদি কেউ আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখন্ডতার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, তবে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী এবং জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে তার মোকাবিলা করার জন্য সদা প্রস্তুত রযেছে।" (সিংহ, ২০০২:২৪৮-২৪৯)

১৯৮৬ সালের ১৯ শে মার্চ চট্টগ্রামে লালদীঘি ময়দানে জনসভায় শেখ হাসিনা বলেন-"আমরা নির্বাচনের বিরোধী নই' বরং আমরা দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সংগ্রাম করছি। তবে এবার অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচনের সুস্পষ্ট আশ্বাস পাওয়ার পরই জনগণ ভোটকেন্দ্রে যাবে।" (রহমান, ২০১৬:৭১)

মাননীয় রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, "সরকারী দল ও বিরোধী দল উভয়ই যদি দেশের ভাল চান, তবে অবান্তর কথাবার্তা, জেদাজেদি বাদ দিয়ে মিলেমিশে কাজ করুন।" (সিংহ, ২০০২:৪৬৯)

রাজনীতির ভাষার সতর্কতামূলক বক্তব্যে জটিল বাক্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- ১৯৯৮ সালের ১৫ এপ্রিল সংসদে উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য ১৪ জন সংসদ সদস্যকে উদ্দেশ্য করে স্পিকার নিম্নোক্ত সতর্কতামূলক বক্তব্য পেশ করেন-

"যেহেতু আমাদের দেশে এখনো সংসদীয় কৃষ্টি সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করেনি এবং যেহেতু সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রাপথ এখনো সুগম হয়নি, সেহেতু চলমান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়ার স্বার্থে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের লক্ষ্যে এ মূহুর্তে বিশৃঙ্খল আচরণে জড়িত সংসদ সদস্যগণের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে না'" (রহমান, ২০১৬:১০৭)

প্রথম সংসদীয় প্রতিনিধিদের সভায় সংসদ সদস্যদের উদ্দেশ্য করে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "একজন কর্মী তার নেতার নিকট ঘরবাড়ী আশা করে না; চায় শুধু নেতার সানিধ্য আর মূল্যায়ন।"(সিংহ, ২০০২:৪৭৫)

২০০২ সালের ১৪ই জানুয়ারি বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন- "সংসদে যাওয়ার পরিবেশ নেই। তাছাড়া আওয়ামীলীগ সংসদে গিয়েই বা কী করবে?" (রহমান, ২০১৬:১৩৪)

রাজনৈতিক নেতাদের অসহমর্মিতা ও অসহনশীল মনোভাবাপন্ন বক্তব্যে জটিল বাক্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- "২০০৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল বলেন- 'যে দল ক্ষমতায় এসে সরকারি দপ্তর থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবি নামিয়ে ফেলে, বিকৃত করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, তারাই যখন বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতা পুরষ্কারে পুরষ্কৃত করতে চায়, তা জাতির সঙ্গে এক নির্মম পরিহাস।" (রহমান, ২০১৬:১৫২)

৫.৪.১.২.২ নির্বাচনী ইশ্তেহার

রাজনীতির ভাষার নির্বাচনী ইশ্তেহারেও জটিল বাক্যের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন- নির্বাচনী ইশ্তেহারের বাক্যেই বিশেষ একটা উদ্দেশ্য থাকে যা জনগণকে প্রভাবিত করে। যেমন-

১) ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়- "দেশের বাইরে আমাদের বন্ধু আছে, কোন প্রভু নাই"[৭]

[৭] www.bnpbangladesh.com/২০১৬/০৫/২৫ নির্বাচনী ইশতেহার-১৯৯১

Dhaka University Institutional Repository

২) কিছু ক্ষেত্রে নির্বাচনী ইশতেহার স্ববিরোধমূলক হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল-"সন্ত্রাশমুক্ত সমাজ চাই, নিরাপদ জীবন চাই" (আকবর, ২০১৫:৮৫)

৩) ২০০৮ সালে আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশ্তেহারের মূল বিষয় ছিল-

'দিন বদলের সনদ
দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও'।[৮]

৪) ২০০৮ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়- 'জনগণকে শাসন করার জন্য নয়-প্রশাসন যাতে জনগণের সেবার জন্য কাজ করে তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'[৯]

'সংবিধানে বর্ণিত চার মূলনীতি যথা: সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার সমুন্নত রাখা হবে এবং সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহত করা হবে।'[১০]

রাজনৈতিক অঙ্গনে জটিল বাক্যের উপর্যুক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে থাকে। উদাহরণস্বরূপ-

১) কখনো কখনো জটিল বাক্যে 'যদি.....তাহলে' এই নিয়মের ক্ষেত্রে 'তাহলে' না বসে 'কমা (, / পাদচ্ছেদ)' বসে। উদাহরণস্বরূপ, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্ব ঐতিহ্যের মর্যাদা প্রাপ্ত ৭ই মার্চের ভাষণে বলেন, "কিন্তু যদি এই দেশের মানুষের ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। যদি টেলিভিশনে আমাদের কোন নিউজ না দেয়, কোন বঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।"

২) কখনো কখনো একের বেশী সরল বা মিশ্র বাক্যকে সংযোজক অব্যয় ('এবং', 'ও', 'আর' প্রভৃতি) বা বিয়োজক অব্যয় ('অথবা', 'বা', 'কিংবা' প্রভৃতি) দিয়ে যুক্ত করার পরিবর্তে 'কমা (,/পাদচ্ছেদ)' বসে। উদাহরণস্বরূপ,

আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। আমি বললাম এ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব-এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদি সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব। আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরূদ্ধে-তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।[১১]

৫.৪.১.৩ যৌগিক বাক্য

রাজনীতির ভাষায় সরল ও জটিল বাক্যের পাশাপাশি যৌগিক বাক্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিম্নে রাজনীতির অঙ্গনে ব্যবহৃত যৌগিক বাক্য সম্পর্কিত উদাহরণসমূহ পেশ করা হলো।

৫.৪.১.৩.১ ভাষণ

রাজনৈতিক ভাষণে কোন বক্তব্যের গুরুত্ব বোঝাতে সংযোজক অব্যয়সূচক শব্দ (এবং, ও, কিন্তু) ব্যবহৃত হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণেই 'এবং' শব্দটি ব্যবহার করেছেন ৭ বার, 'কিন্তু' শব্দটি ব্যবহার করেছেন ৬ বার।

[৮] প্রথম আলো, ১৩ ডিসেম্বর, ২০০৮
[৯] সুজন সুশাসনের জন্য নাগরিক, নির্বাচনী ইশতেহার বিএনপি-২০০৮, জানুয়ারি ২৫, ২০০৯।
[১০] প্রাগুক্ত
[১১] সানী, আসলাম, (২০১২), *ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ*, কথা প্রকাশ, ৩৭/১বাংলাবাজার, পি.কে.রায় রোড, ঢাকা ১১০০।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ্যাৎ রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ বাক্যগুলো যৌগিক বাক্যের হয়ে থাকে। নিম্নে জাতির জনকের ৭ই মার্চের নাতিদীর্ঘ কালোত্তীর্ণ মহাকাব্যিক ভাষণে ব্যবহৃত যৌগিক বাক্য উপস্থাপন করা হলো-

আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি কিন্তু দুঃখের বিষয় –আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামীলীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দঃুখের বিষয়, আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইাতিহাস। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছুই–আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না, ভাল হবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে দেয়া-নেয়া চলবে না। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।[১২]

উপর্যুক্ত ভাষণ ছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক ভাষণেও ব্যবহৃত যৌগিক বাক্যের উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

২৬ শে মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের কালুরঘাট রেডিও স্টেশনে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা বিষয়ক প্রথম ঘোষণাটিতে বলেন- "গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনসহ বিশ্বেও সকল স্বাধীনতাপ্রিয় দেশের উদ্দেশ্যে আমাদের আহ্বান, আমাদের ন্যায় যুদ্ধে সমর্থন দিন এবং স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন।" (সিংহ, ২০০২: ৫৫)

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমেদ তাঁর বেতার ভাষণে বলেন- "পাকিস্তান আজ মৃত এবং অসংখ্য আদম সন্তানের লাশের তলায় তার কবর রচিত হয়েছে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি অজেয় মনোবল ও সাহসের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে এবং প্রতিদিন হাজার হাজার বাঙালি সন্তান রক্ত দিয়ে এই নতুন রাষ্ট্রকে লালিত পালিত করেছেন। একটাই চুক্তি হয়েছে, সেই চুক্তি প্রকাশ্য এবং কিছুটা লিখিত, কিছুটা অলিখিত। সেই নয় মাসে সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং আমি যুক্তভাবে স্বাক্ষর করেছিলাম। সেখানে লেখা ছিল আমাদের স্বীকৃতি দিয়ে সহায়ক বাহিনী (সার্পোটিং ফোর্স) হিসেবে তোমরা বাংলাদেশে প্রবেশ করবে এবং যেদিন আমরা মনে করব আমাদের দেশে আর তোমাদের থাকার দরকার নেই সেদিন তোমরা চলে যাবে। । .....পাকিস্তান আজ মৃত এবং ইয়াহিয়া নিজেই পাকিস্তানের হত্যাকারী।

২৩ নভেম্বর ১৯৭১ ইং তারিখে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন; "বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে যারা সাফল্যের বর্তমান স্তরে নিয়ে এসেছেন, সেই বীর শহীদ, অকুতোভয় যোদ্ধা ও সংগ্রামী জনগণকে আমি সালাম জানাই, জয় বাংলা।"(ত্রিবেদী, ২০১২:৫৫৭)

১৯৭৫ সালের ৭ই জুলাই জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলী বলেন- "বাকশাল হচ্ছে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারনী কমিটি এবং সরকার হলো এ সকল নীতি বাস্তবায়নের একটি মাধ্যম।" (রহমান, ২০১৬:৪০)

১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর বিকেলে জিয়াউর রহমান ঘোষণা দেন, "আমি দেশপ্রেমিক জনগণকে বৃহত্তর স্বার্থের সাথে সর্বান্তকরণে একাত্ম হবার এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর অবিচল আস্থা প্রদর্শনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" (সিংহ, ২০০২:৭৫-৭৬)

১৯৯১ সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলেন, "এবারের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে বাধ্য" (প্রাগুক্ত,পৃ-৮৪)

[১২] সানী, আসলাম, (২০১২), *ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ*, কথা প্রকাশ, ৩৭/১বাংলাবাজার, পি.কে.রায় রোড, ঢাকা ১১০০।

Dhaka University Institutional Repository

২৭ ফেব্রুয়ারি' ১৯৮০ তারিখে বগুড়ায় মেডিকেল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাঁর ভাষণে বলেন- "আমাদের রাজনীতি জনগণের কল্যাণে পরিচালিত এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মহান আদর্শের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত অন্য কোন আদর্শের ওপর নয়" (নুন, ২০০২:৭৬)

বেইজিং আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর ভাষণে বলেন, "পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা জোরদার করতে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরাত্বারোপ করতে হবে।" (সিংহ, ২০০২:৪২৪)

রাজনীতির ভাষায় দোষারোপ ও অভিযোগ প্রকাশক বাক্যগুলোর অধিকাংশই যৌগিক বাক্য হয়ে থাকে। যেমন- ১৯৮৩ সালের ১৪ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত মাদ্রাসা শিক্ষকদের এক সম্মেলনে জেনারেল এরশাদ ঘোষণা করেন, "ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে এবং বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে আমাদের জেহাদ পরিচালিত হবে।"(আহমদ, ২০০০:১৬০)

১৯৮৬ সালের ৭ মে সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ হাসিনা বলেন, " নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। সরকার ও জাতীয় পার্টি এবার শুধু ভোটে কারচুপিই করেনি। ভোট ডাকাতিও করেছে।" (প্রাগুক্ত, পৃ- ১৯৩)

৫.৪.১.৩.২ দফা

যেকোনো আন্দোলনকে ফলপ্রসূ করার পূর্বশর্ত হচ্ছে সুস্পষ্ট দফা ভিত্তিক কর্মসূচী। রাজনীতিতে দফা ভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। কখনো কখনো দফাভিত্তিক কর্মসূচীর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের লক্ষ্যসমূহ জনগণের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থ্যাৎ দফার বাক্য গঠন সম্পর্কিত বিশ্লেষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দফার ভাষায় কেবল সরল বাক্যই নয় যৌগিক বাক্যও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালে 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল' গঠন করার পরেই ঊনিশ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এই ঊনিশ দফা কর্মসূচীর মধ্যে যৌগিক বাক্যের কর্মসূচী নিম্নে বর্ণিত হলো-

১. শাসনতন্ত্রের চারটি মূলনীতি অর্থ্যাৎ শক্তিমান আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের লক্ষে সমাজতন্ত্র জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলিত করা।
২. প্রশাসনের সর্বস্তরে উন্নয়নের কার্যক্রম এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৩. দেশকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করা এবং কেহই যেন অভূক্ত না থাকেন, তাহার ব্যবস্থা করা।
৪. শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে সুস্থ শ্রমিক মালিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলা।
৫. সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব গড়িয়া তোলা এবং মুসলিম দেশগুলির সাথে সম্পর্ক বিশেষ জোরদার করা।
৬. প্রশাসন ও উন্নয়ন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণে এবং স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা।
৭. ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার সংরক্ষিত করা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করা। (নুন, ২০০২:১৯২-১৯৩)

৫.৪.১.৩.৩ নির্বাচনী ইশ্তেহার

নির্বাচনী ইশ্তেহার ভোটাদেরকে প্রভাবিত করে। যে দলের রাজনৈতিক ইশতেহার যত সুস্পষ্ট ও জনগণমুখী সে দল তত বেশি জনসমর্থন পায়। নির্বাচনী ইশ্তেহারে অনেকগুলো প্রতিশ্রুতি যৌগিক বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ-

Dhaka University Institutional Repository

১) ১৯৭০ সালে নির্বাচনে ইশতেহার ছিল-
" ছয় দফা এবং এগার দফা বাস্তবায়ন করা হবে এবং প্রতিষ্ঠা করা হবে গণতন্ত্র।"

২) ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়- 'বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন নিশ্চিত করা হবে।'[১৩]

৩) ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল-
"গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানীকীকরণ, কার্যকর জাতীয় সংসদ এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা" (আকবর, ২০১৫:৪৪৫)

৪) বিএনপি ২০০১ সালে যে নির্বাচনী ইশ্তেহার প্রকাশ করেছিল তাতে এক নম্বর প্রতিশ্রুতি ছিল-
'দলমত নির্বিশেষে সবার সমর্থন ও সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, দুর্নীতি দমন, সকলের জন্য বিদ্যুৎ, রাষ্ট্রীয় প্রসাশন ও বিচার ব্যবস্থাকে দলীয়করণ ও আত্মীয়করণের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে ন্যায় বিচার ও নিরপেক্ষতা নিশিচত করা।'[১৪]

৫) ২০০৮ সালে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল- ' দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ এবং বিশ্বমন্দার মোকাবিলায় সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।' 'তেল ও নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান ও আহরণের কজে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।', 'ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা হবে।' 'শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাশ ও সেশনজটমুক্ত করা হবে।'[১৫]

৬) ২০১৪ সালে আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশ্তেহারের শিরোনাম ছিল, "শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ" (আকবর, ২০১৫:৪৮২)

৭) ২০০৮ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়- নারীর ক্ষমতায়ন, মর্যাদা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক পদে অংশগ্রহণ বৃধ্িধর লক্ষে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'[১৬]

৫.৪.১.৪ সংযোজক অব্যয়সূচক শব্দ 'আর'

রাজনৈতিক ভাষণে অনেক সময় কোন বক্তব্যকে জোর দিয়ে বোঝানোর জন্য বাক্যই অব্যয়সূচক শব্দ 'আর' দিয়ে শুরু হয়। উদাহরণস্বরূপ, বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণেই 'আর' শব্দটি ব্যবহার করেছেন ১০ বার। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্ব ঐতিহ্যের মর্যাদা প্রাপ্ত ৭ই মার্চের ভাষণ এবং ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ এর ভাষণে নিম্নোক্ত কয়েকটি বাক্য 'আর' দিয়ে শুরু করেন।

১. আর যদি একটা গুলি চলে।
২. আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়–তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।
৩. আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না ভাল হবে না।
৪. আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামীলীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করবো।
৫. আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন।

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ভাষণে নিম্নোক্ত বাক্য দু' টি 'আর' দিয়ে শুরু করেন-

১. আর ইন্ডিয়া তৃতীয় স্থান। আর পশ্চিম পাকিস্তানী চতুর্থ স্থান।

[১৩] www.bnpbangladesh.com/২০১৬/০৫/২৫ নির্বাচনী ইশতেহার-১৯৯১
[১৪] প্রথম আলো, ৩০ অক্টোবর ২০০৮
[১৫] Somewhereinblog.net, আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহার-২০০৮, ২৩ শে জুন, ২০১৩।
[১৬] সুজন সুশাসনের জন্য নাগরিক, নির্বাচনী ইশতেহার বিএনপি-২০০৮, জানুয়ারি ২৫, ২০০৯।

Dhaka University Institutional Repository

২. আর আমার যে কর্মচারীরা, যারা পুলিশ, ইপিআর, যাদের উপরে মেশিনগান চালিয়ে দেওয়া হয়েছে, যারা মা-বুন ত্যাগ করে পালিয়ে গেছে, তাদের স্ত্রীদের গ্রেফতার করে কর্মী শালায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

উপর্যুক্ত উদাহরণ ছাড়াও অন্যান্য উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

১৯৭৪ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ভাষণের একটি অংশে বলেন,

"আর রাজনীতি ...যেটা বিশ্বাস করি, সেই পথ অবলম্বন করছি। (খান,২০১১:১৪২)

৫.৪.১.৫ রাজনীতির ভাষার বাক্যে পদক্রম

বাক্যে পদক্রম (word order) আধুনিক বাক্যতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয় (শ, ১৪০৩:৪১১ বাংলা)। অর্থ্যাৎ আধুনিককালে রাজনীতির ভাষার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে উক্ত ভাষার বাক্যে পদক্রম নিরূপণ করা জরুরী। নিম্নে রাজনীতির ভাষার বাক্যে পদক্রম নির্ণয় করা হল-

৫.৪.১.৫.১ বাংলা বাক্যের দু'টি মূল উপাদান উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের অবস্থান

উদ্দেশ্য সাধারণত বিধেয়ের আগে বসে। কিন্তু রাজনীতিতে কখনো কখনো বিশেষ আবেগ প্রকাশ করার জন্যে বা বাক্যের কোন অংশে জোর দেওয়ার জন্যে উদ্দেশ্যটি বিধেয়ের পরে বসে। এমনকি রাজনৈতিক স্লোগানেও ছন্দের প্রয়োজনে উদ্দেশ্যটি বিধেয়ের পরে বসে। উদাহরণ স্বরূপ-

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণে বলেন-

"কি পেলাম আমরা? তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি।"

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে রেসকোর্স ময়দানে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে মর্মস্পর্শী ভাষায় ভাষণদানকালে বলেন; "তাঁকে আমি জানাই আমার শ্রদ্ধা"(ত্রিবেদী, ২০১২:৭৭০)

এরশাদ ও স্বৈরাচার বিরোধী স্লোগান ছিল-"এরশাদের চামড়া তুলে নেব আমরা" [১৭]

৫.৪.১.৫.২ বাংলা বাক্যে পদের স্বভাবিক ক্রম

সংক্ষেপে বাংলা বাক্যে পদের স্বভাবিক ক্রম হল- কর্তা+কর্ম+ক্রিয়া। এই ক্রম বিশেষ শব্দের উপরে জোর দেওয়ার জন্যে নানা ভাবে পরিবর্তিত করা যেতে পারে (শ, ১৪০৩:৪১২ বাংলা)। রাজনীতির ভাষায় বিশেষ শব্দের উপরে জোর দেবার প্রয়োজনে যথাক্রমে কর্ম, ক্রিয়া ও কর্তার রূপটি প্রতিফলিত হতে দেখা যায় যেমন, কি পেলাম আমরা? আলোচ্য বাক্যের গঠন হচ্ছে কর্ম+ক্রিয়া+কর্তা। এটি একটি প্রশ্নবোধক বাক্য। উল্লেখ্য যে, বাংলায় বাক্যে প্রশ্নের বোধিটি জাগে পদক্রমের পরিবর্তন থেকে নয়, সুরতরঙ্গের (Intonation) পরিবর্তন থেকে

[১৭] রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ। Retrieved May 17, 2009 From আমার ব্লগ.কম

Dhaka University Institutional Repository

(শ, ১৪০৩:৪১২ বাংলা)। রাজনীতির ভাষায় সুরতরঙ্গের উঠা-নামা হয় অনেক বেশি। কি অন্যায় করেছিলাম? আলোচ্য বাক্যের গঠন হচ্ছে কর্ম+ক্রিয়া+কর্তা। তবে এখানে কর্তা উহ্য রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের ভাষণে বলেছিলেন, "আমার সোনার বাংলা, তোমায় আমি বড় ভালবাসি" এখানে লক্ষ্যণীয় যে, 'তোমায় আমি বড় ভালবাসি' বাক্যটিতে প্রথমে কর্ম তৎপরবর্তীতে কর্তা শেষে যথাক্রমে ক্রিয়া বিশেষণ ও ক্রিয়া পদ বসেছে। 'আমার সোনার বাংলা' অংশটি বিধেয়ের প্রসারক।

৫.৪.১.৫.৩ কর্তা অনুসারে ক্রিয়ার পুরুষ

বাংলা বাক্যে কর্তার যে পুরুষ হয়, ক্রিয়ারও সেই পুরুষ হয়ে থাকে (শ, ১৪০৩:৪১২ বাংলা)। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের অলিখিত সৃষ্টিশীল ভাষণেও উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। উদাহরণস্বরূপ-

১) তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন-গণতন্ত্র দেবেন।- প্রথম পুরুষের কর্তা ও ক্রিয়া।
২) আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি। -উত্তম পুরুষের কর্তা ও ক্রিয়া।
৩) আমি বললাম, ঠিক আছে আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো।- উত্তম পুরুষের কর্তা ও ক্রিয়া।
৪) ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যসেম্বলি ডেকেছিলেন। -প্রথম পুরুষের কর্তা ও ক্রিয়া
৫) আমি বললাম, আমি যাবো। -উত্তম পুরুষের কর্তা ও ক্রিয়া
৬) আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন।- প্রথম পুরুষের কর্তা ও ক্রিয়া

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণের সৃষ্টিশীল রচনায় স্থান ও পাত্রভেদে যথোপযুক্ত ভাষার অর্থ্যাৎ সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার করে ভাষিক বিশিষ্টতার প্রমাণ দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ,

১) সৈন্যদের উদ্দেশে বা প্রতি-"তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না, ভাল হবে না।"
২) (রেডিও ও টেলিভিশনের কর্মরতরা-সহ) সরকারি কর্মচারীদের প্রতি বা উদ্দেশে- "সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো –কেউ দেবে না।"
"মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের কোন নিউজ না দেয়, কোন বঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।"

৩) শ্রমিকদের কল্যাণে মালিকদের প্রতি বা উদ্দেশে- "আর এই ৭ দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, অন্য যারা যোগদান করতে পারে নাই, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়া দেবেন, মনে রাখবেন।" (ইসলাম, ২০১৭:৩৫)

৫.৪.১.৫.৪ সংশয়জ্ঞাপক 'যদি' ও 'যদিও' শর্তজ্ঞাপক অব্যয়

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষিক বিশিষ্টতাপূর্ণ ভাষণে সংশয়জ্ঞাপক 'যদি' অব্যয় এবং এর সঙ্গে 'ও' অব্যয় অর্থ্যাৎ অতিরিক্ত প্রস্বর যোগে গঠিত শর্তযুক্ত স্বতন্ত্র শব্দ 'যদিও' অব্যয়ের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। তিনি তাঁর নির্গলিত চিত্তের উদাত্ত আহ্বানে বলেন, "আমি বললাম এ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব-এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদি সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।" এছাড়া আলোচ্য ভাষণে 'যদি'র বহুমাত্রিক ব্যবহার হয়েছে ১৮-বার এবং 'যদিও' মাত্র একবার, তবে তা শর্তযুক্ত বলে তাৎপর্যবহ।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪.১.৫.৫ নিত্য সম্বন্ধযুক্ত পদযুগ্ম

বাংলায় বাক্য-সম্পর্কসূচক নিত্য সম্বন্ধযুক্ত পদযুগ্মের (Correlatives) মধ্যে একটি ব্যবহৃত হলে অন্যটিও সাধারণত ব্যবহার করতে হয়, নয়তো বাক্য অপূর্ণ থাকে। যেমন, যে-সে, যিনি-তিনি, যখন-তখন, যেমন-তেমন, ইত্যাদি (শ, ১৪০৩:৪১৮ বাংলা)। নিম্নে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ থেকে উদাহরণ দেওয়া হলো- "আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।"

৫.৪.১.৫.৬ সর্বনাম পদ

বঙ্গবন্ধু তাঁর কালোত্তীর্ণ মহাকব্যিক ৭ই মার্চের ভাষণে মোট ৩২টি সর্বনাম ('এ', 'এই'-এ দুটো পদকে সর্বনামরূপে গণ্য করে) ব্যবহার করেছেন। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক উচ্চারিত হয়েছে 'আমার' (৪০-বার), অতপর 'আমি' (৩৬-বার),'আমরা' (২৭-বার) ও 'আমাদের' (২৪-বার)।

প্রভাবশালী ও ওজস্বী নেতৃবর্গ স্বভাষী-স্বজাতির উদ্দেশে প্রদত্ত রাজনৈতিক ভাষণে 'আমি' ও 'আমরা' সর্বনাম দু'টিকে পরস্পরের পরিপূরক রূপে ব্যবহার করে থাকেন। (যেমন, 'আমরা এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি', 'আমাদের সরকার এটা করেছে, 'আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি' ইত্যাদি)। এক্ষেত্রে ব্যক্তি একক স্বত্তা হলেও তাঁর বা তাঁদের প্রযুক্ত, 'আমরা'ও 'আমাদের' আসলে 'আমি' ও 'আমার' দ্যোতক হয়ে দাঁড়ায়।

৫.৪.১.৫.৭ ক্রিয়া পদ

বাংলা গদ্যে অসমাপিকা ক্রিয়া 'যেয়ে' সচরাচার ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু জাতির জনক তাঁর অলঙ্কারিক ৭ই মার্চের ভাষণে এর যথাপ্রয়োগ দেখিয়েছেন- "২৮ তারিখে কর্মচারীরা **যেয়ে** বেতন নিয়ে আসবেন"। উল্লেখ্য সংস্কৃত তথা তৎসম 'গমন' (গম্ ধাতু নিষ্পন্ন) থেকে তদ্ভব 'গিয়ে' হতে পারে, তাহলে 'যাওয়া' ক্রিয়া থেকে 'যেয়ে' হতে পারে।

৫.৪.১.৫.৮ কাব্যিক পদ

বঙ্গবন্ধু তাঁর আলোচ্য ভাষণে নিতান্ত কাব্যিক ও পদগন্ধি 'তরে' অব্যয় পদটি ব্যবহার করেছেন। উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট কবি ও ভাষাবিদ পবিত্র সরকারের মতে, " বাংলা কবিতার ভাষায় বিশেষভাবে 'কাব্যিক' শব্দই কিছু লক্ষ করা যাবে। এগুলির গদ্যে বা মুখের ভাষার (ভাষায়?) ব্যবহার নেই, অন্তত প্রমিত ও স্ট্যান্ডার্ড ভাষায় নেই বলেই এটা 'কাব্যিক'।"[১৮] উদাহরণস্বরূপ, "তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছুই–আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।"

৫.৪.১.৫.৯ চলিত ভাষায় ব্যবহৃত 'নাই' ক্রিয়াপদের সাধু বা পূর্ণ রূপ

আলোচ্য ভাষণের দু-একটি ক্ষেত্রে নঞর্থক 'নাই' ক্রিয়াপদের সাধু বা পূর্ণ রূপ চলিত ভাষায় অর্থ্যাৎ কথ্যরূপের ব্যবহার বাংলাভাষার প্রয়োগ বিশিষ্টতার স্বরূপ প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ, "১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই।" "ভাইয়েরা আমার, ২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই।"

[১৮] প্রমিত বাংলাভাষার ব্যাকরণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৬৯-২৭০

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪.১.৬ প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার

১) "শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে" (খান, ২০১১:১৭২)
এটি একটি প্রবাদ বাক্য। উক্ত বাক্যটির সম্প্রসারিত অর্থ হচ্ছে যে ভালবাসতে পারে সে শাসনও করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান দেশের জনগণের প্রতি তার অধিকার কে ব্যক্ত করেছেন।

২) "মার চাইয়া মাসির পুড়ে সে হলো ডাইনী" (প্রাগুক্ত, পৃ-৪২,৩৫)

এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'মা' শব্দটি দ্বারা নিজেকে বুঝিয়েছেন আর মাসি শব্দটি দ্বারা হাংগার স্টাইক কারীকে বুঝিয়েছেন এবং তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন।

৩) "চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী" (প্রাগুক্ত, পৃ-৪২)
'চোরা' বলতে দেশের মধ্যে চোর ও ঘুষ খোরদের কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। উক্ত বাক্যটি দ্বারা চোর ঘুষখোরদের নিয়ম না মানার প্রবণতাকে বোঝানো হয়েছে।

৪) "বেশী বাড়লে ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ে" (প্রাগুক্ত, পৃ-১৫৯)
এটি একটি প্রবাদ বাক্য। অতিরিক্ত কোন কিছু যে ভাল নয়, সীমালংঘন করলে তার ফল ভাল হয় না এ অর্থে আলোচ্য প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়।

৫) "সেজন্য সকলের মনে করা উচিত যে মার চাইয়া মাসির পুড়ে সে হলো ডাইনী আমার চেয়ে যদি বাংলার মানুষের জন্য বেশী কারো পুড়ে সে ডাইনী ছাড়া আর কিছুই না, আমি বলতে বাধ্য হলাম আজ।" (প্রাগুক্ত, পৃ-৩৫)
কৈশর থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের জন্য রাজনীতি করে আসছেন। তাই তিনি মনে করেন, জনগণের প্রতি সব থেকে বেশী দরদ উনার। আর অন্যদের যদি থেকেও থাকে সেটা লোক দেখানো কিন্তু প্রকৃত না এ কথা বোঝাতেই উনি আলোচ্য বাক্যের অবতারণা করেছেন।

৬) "চোরের মার বড় গলা" এটি একটি প্রবাদ বাক্য। এখানে 'চোরের মা' বলতে সরকারী দলের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বিরোধী দলের নেত্রীকে উদ্দেশ্য করে এই প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহার করেছেন। যার মূল অর্থে রয়েছে দুর্নীতির টাকা দিয়ে লংমার্চ করাকে বোঝানো হয়েছে।

রাজনীতির ভাষার বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সরল, জটিল ও যৌগিক এই তিন শ্রেণীর বাক্য ব্যবহারের বৈচিত্র্য দেখানো হয়েছে। একই সাথে রাজনৈতিক ভাষায় ব্যবহৃত পদক্রমের বিভিন্ন দিক ও বহুল পরিমাণে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহারের বিষয়টিও ফুটে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১) শ' ড., রামেশ্বর। (১৪০৩ বাংলা)। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*। কলকাতা: পুস্তকবিপণি ।

২) মোরশেদ, আবুল কালাম মঞ্জুর। (২০০৭)। *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

৩) আজাদ, হুমায়ুন। (১৯৮৪)। *বাক্যতত্ত্ব*। বাংলা একাডেমি।

৪) হক, মহাম্মদ দানীউল। (২০০২)। *ভাষা বিজ্ঞানের কথা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

৫) আজাদ, হুমায়ূন। (১৯৯৮)। *বাঙলা ভাষা ১ম ও ২য় খন্ড*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

৬) আজাদ, হুমায়ুন। (২০০৯)। *অর্থবিজ্ঞান*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

৭) স্টিফেন উলম্যান। (১৯৯৩)। *শব্দার্থবিজ্ঞানের মূলসূত্র*। অনুবাদ : জাহাঙ্গীর তারেক, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

৮) হাই, মুহাম্মদ আবদুল। (১৯৬৯)। *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা*। ঢাকা: বাংলা বাজার।

৯) মামুন, মুনতাসীর। (২০১৪)। *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ(প্রথম খন্ড)*। ঢাকা: সময় প্রকাশন।

১০) মামুন, মুনতাসীর। (২০১৪)। *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ(দ্বিতীয় খন্ড)*। ঢাকা: সময় প্রকাশন।

১১) রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর। (২০১৬)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি* (১৯৭১-২০১১)। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

১২) রহমান, শেখ মুজিবুর। (২০১৭)। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

১৩) সম্পাদনায়: ড.এ এইচ খান। (২০১১)। *জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ; চতুর্থ খন্ড*। ঢাকা: বাংলাদেশ কালচারাল ফোরাম।

১৪) দে, তপন কুমার। (১৯৯৮)। *জাতির পিতা ও স্বাধীনতার ঘোষণা একটি পর্যালোচনা*। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স।

১৫) ইসলাম, কাবেদুল। (২০১৭)। *বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

১৬) সানী, আসলাম। (২০১২)। *ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ*। ঢাকা: কথা প্রকাশ।

১৭) ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ। (২০১২)। *৭১ এর দশমাস*। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী।

১৮) সম্পাদনায়: ড.এ এইচ খান। (২০১১)। *জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ, চতুর্থ খন্ড*। ঢাকা: বাংলাদেশ কালচারাল ফোরাম।

১৯) সিংহ, রামকান্ত। (২০০২)। *একই মেরুর দুই নক্ষত্র জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়া*। ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ।

২০) সম্পাদনায়: নুন, এ.কে.এ. ফিরোজ। (১৯৯৬)। *জিয়া কেন জনপ্রিয়*। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী।

২১) সম্পাদনায়: নুন, এ.কে.এ. ফিরোজ, (২০০২), *জিয়া কেন জনপ্রিয়*। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী।

২২) ইসলাম, কাবেদুল, (২০১৭), বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯/১ বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

২৩) ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ, (২০১২), *৭১ এর দশমাস*, কাকলী প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার , ঢাকা-১১০০।

Dhaka University Institutional Repository

২৪) আকবর, মফিদা। (২০১৫)। *বাংলাদেশের সফল রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা*। ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য ভবন।

২৫) আকবর, মফিদা। (২০১১)। *বাংলাদেশের রাজনীতি এবং শেখ হাসিনা*, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য ভবন।

২৬) হোসেন, আল হাজ্ব সৈয়দ আবুল;। (১৯৯৬)। *শেখ হাসিনা সংগ্রামী জননেত্রীর প্রতিকৃতি*।

২৭) সিকদার আবুল বাশার সম্পাদিত। (১৯৯৭)। *বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ*, ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ।

২৮) শেখ হাসিনা, নির্বাচিত প্রবন্ধ। (২০১৭)। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

২৯) আকবর, মোঃ আলী, *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ওয়াকআউট ও বয়কট (প্রকৃতি ও ধরন সম্পর্কিত একটি গবেষণা)*। ঢাকা: জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৩০) দৈনিক প্রথম আলো, ৩০ অক্টোবর ২০০৮, *নির্বাচনী ইশতেহার* ।

৩১) দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৮, *নির্বাচনী ইশতেহার* ।

৩২) দৈনিক প্রথম আলো, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৮, *নির্বাচনী ইশতেহার*।

৩৩) নির্বাচনী ইশতেহার-১৯৯১, Retrieved May 25, 2016 www.bnpbangladesh.com

৩৪) আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা : দৈনিক ইত্তেফাক। Retrieved Dec 29. 2013. from archive.ittefaq.com.bd./index.

৩৫) আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহার-২০০৮, June 23, 2013 From Somewhereinblog.net

৩৬) সুজন সুশাসনের জন্য নাগরিক, নির্বাচনী ইশতেহার বিএনপি-২০০৮, জানুয়ারি ২৫, ২০০৯।

৩৭) ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশের রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ। From Archive of Saifur. R. Mishu

৩৮) *(বঙ্গবন্ধুর ভাষণ) ঢাকা স্টেডিয়ামে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রসমর্পণ*, Retrieved June 15,2016 From বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, তথ্য মন্ত্রালয়।

৩৯) *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ* ও ঢাকা স্টেডিয়ামে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণ। Retrieved December 20, 2016 From মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ।

৪০) *জাতীয় সংসদে বক্তৃতারত জননেতা তোফায়েল আহমেদ, এমপি*। Retrieved September 16, 2104 From Abul Khaer you tube.

৪১) *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ,সেনাবাহিনীর ক্যাডেট ভাইদের উদ্দেশ্যে*। Retrieved May 16,2016 From বঙ্গবন্ধু সৈনিক প্লাটুন you tube.

৪২) সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমদের সাক্ষাৎকার- Retrieved May 15, 2016 From বঙ্গবন্ধু সৈনিক প্লাটুন you tube

৪৩) you tube.com / Bangladesh Affairs, দ্যা লিজেন্ড..শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে নিয়ে ডকুমেন্টারী। Retrieved January 20, 2016. From you tube.com / Bangladesh Affairs.

৪৪) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচিত ১০টি ভাষণ ও গানের ভিডিও চিত্র, Retrieved June 28, 2015 From মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ you tube.

৪৫) ৯ মার্চ ১৯৭১, মাওলানা ভাসানী, Retrieved April 24,2016, From S. Hasan. you tube.

৪৬) Bhashani 1974, Retrieved August 15,2016.From SJ Alam youtube.

Dhaka University Institutional Repository

৪৭) Bhashani Speech 2 April 1972, স্বাধীনতা-উত্তর পল্টনের জনসভায় ভাষণদানরত : ২ এপ্রিল '৭২ Retrieved Nov.17,2017 From SJ Alam. youtube

৪৮) Bangladesh politics 2006-2009, Retrieved July, 2017. From Shafiqur rahman, youtube.

৪৯) রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ। Retrieved May 17, 2009 From আমার ব্লগ.কম

৫০) শ্লোগানের রাজনীতি- রাজনীতির শ্লোগান। Retrieved February 24 From Somewhereinblog.net

৫১) দৈনিক প্রথম আলো, ৩০ অক্টোবর, ২০০৮, নির্বাচনী ইশতেহার ।

৫২) দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ ডিসেম্বর, ২০০৮, নির্বাচনী ইশতেহার ।

৫৩) দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ ডিসেম্বর, ২০০৮।

৫৪) দৈনিক প্রথম আলো, ৩০ অক্টোবর, ২০০৮।

৫৫) উপসম্পাদকীয়, দৈনিক যুগান্তর, ২৩ মার্চ ২০১৭,পৃষ্ঠা ৪।

৫৬) সুজন সুশাসনের জন্য নাগরিক, নির্বাচনী ইশতেহার বিএনপি-২০০৮, জানুয়ারি ২৫, ২০০৯।

৫৭) www.bnpbangladesh.com/২০১৬/০৫/২৫ নির্বাচনী ইশতেহার-১৯৯১

৫৮) আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা:দৈনিক ইত্তেফাক Retrieved Dec 29.2013 From archive.ittefaq.com.bd/index,.

পঞ্চম অধ্যায়: চতুর্থ পরিচ্ছেদ

৫.৫ ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনা: বাগর্থিক বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয় সমূহ পৃষ্ঠা নং

৫.৫ ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনা: বাগর্থিক বিশ্লেষণ ১৬২
৫.৫.১ অর্থবিস্তার ১৬২
৫.৫.১.১ অলঙ্কার ১৬২
৫.৫.১.১.১ স্লোগান ১৬২
৫.৫.১.১.২ ভাষণ ১৬২
৫.৫.১.২ আক্ষেপ অলঙ্কার ১৬৪
৫.৫.১.৩ রূপক ১৬৫
৫.৫.১.৩.১ স্লোগান ১৬৫
৫.৫.১.৩.২ ভাষণ ১৬৬
৫.৫.১.৪ উপমা ১৬৮
৫.৫.১.৪.১ ভাষণ ১৬৮
৫.৫.১.৫ বাগধারা ১৬৯
৫.৫.২ অর্থসংক্রম ১৬৯
৫.৫.২.১ অর্থাবনতি ১৭০

গ্রন্থপঞ্জি ১৭১

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫ ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনা: বাগর্থিক বিশ্লেষণ

শব্দার্থ হল ভাষার প্রাণ। ভাষার অর্থ সংক্রান্ত আলোচনা বাগর্থবিজ্ঞান নামে পরিচিত। রাজনীতির ভাষার স্বরূপ ও উপযোগিতা অনুসন্ধানে উক্ত ভাষার শব্দার্থতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য। রাজনৈতিক ভাষার অর্থ সংক্রান্ত আলোচনা ধ্বনি, শব্দ বা বাক্যের আলোচনার মত বিচ্ছিন্নভাবে করা সম্ভব নয়। রাজনীতির ভাষায় অর্থবিস্তার, অর্থসংকোচ, অর্থসংক্রম, অর্থোন্নতি ও অর্থাবনতি ঘটে থাকে। এছাড়া রূপক, উপমা, বাগধারা, অলঙ্কার, আক্ষেপ অলঙ্কার বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় রাজনীতির ভাষাতে। এমনকি আক্রমণাত্মক রাজনীতির ভাষার বার্গথিক বৈশিষ্ট্যের উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান তা হচ্ছে আক্রমণাত্মক ভাষায় বিশেষ্য, বিশেষণ, অলঙ্কার, প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা এবং কটূক্তি শব্দ ব্যবহার করে যা নিন্দার্থে ব্যবহৃত হয়।

নিম্নে রাজনীতির ভাষার বাগর্থিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হল-

৫.৫.১ অর্থবিস্তার

রাজনীতির ভাষায় উপমা, রূপক, বাগধারা, অলঙ্কার, আক্ষেপ অলঙ্কার বা অতিশয়োক্তির জন্য অর্থবিস্তার ঘটে থাকে। নিম্নে উদাহরণসহ বিস্তারিত তুলে ধরা হল-

৫.৫.১.১ অলঙ্কার

৫.৫.১.১.১ স্লোগান

১. "জ্বালোরে জ্বালো, আগুন জ্বালো"

এখানে 'জ্বালারে জ্বালো, আগুন জ্বালো' এর মূল অর্থ হচ্ছে 'প্রতিবাদ কর'। আলোচ্য স্লোগানটি মূলত বিভিন্ন সময়ে ঘটমান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উত্তাপ সৃষ্টির জন্য দেওয়া হয়। এখানে 'ধরাও ধরাও, আগুন ধরাও' লিখলে শব্দের অলঙ্কার ক্ষুন্ন হবে।

২. 'শেখ মুজিবের দুই শনি
শেখ মনি আর সিং মনি'[১]

'শনি' শব্দের আলঙ্কারিক অর্থ শত্রু; বৈরি; কিন্তু আলোচ্য স্লোগানে ছন্দের মিলের জন্য শব্দটি 'অপকর্মের দোসর' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এখানে 'শনি'এর স্থলে 'অপকর্মের দোসর' লিখলে অর্থ ঠিক থাকলেও শব্দালঙ্কার বজায় থাকবে না।

৫.৫.১.১.২ ভাষণ

১) "তখনই কমিনিষ্ট পার্টি সূর্যের আনন্দ দেখেছিল" (খান, ২০১১১:১৩৯)

এখানে 'সূর্যের আনন্দ' বলতে কোন প্রকার ঝামেলা ছাড়াই সফলতার বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে। ১৯৪৭ সালে কিছু দিনের জন্য আওয়ামীলীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে কমিউনিস্ট পার্টির নির্বিঘ্নে

[১] শ্লোগানের রাজনীতি- রাজনীতির শ্লোগান। Retrieved February 24 From Somewhereinblog.net

সফলতার বিষয়টিকে বোঝাতে আলোচ্য উক্তিটি ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য বাক্যটিতে 'সূর্যের আনন্দ' শব্দ ব্যবহারের ফলে বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষা করা হয়েছে।

২) বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের ভাষণের মাঝে ছন্দময় পঙ্‌তি ব্যবহার করে বলেন-

"নম নম সুন্দরী নম
জননী জন্মভূমি,
নর-নারীর রিক্তভূমি"[২]

এখানে প্রথম চরণে 'নম' ধ্বনির গুচ্ছানুপ্রাস ঘটেছে এবং পরবর্তী ছত্রে 'ভূমি' এর ছেকানুপ্রাস ঘটেছে। আলোচ্য পঙতিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের কারণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির দরুণ বাংলাদেশ এখন নিঃস্ব, সে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

৩) "তোমরা সুখে থাক, তোমাদের সঙ্গে আর না" আলোচ্য বাক্যে শৈথিল্যের (Laxity) বশে 'পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের এক সাথে থাকা সম্ভব না' শব্দগুচ্ছের সম্পূর্ণটা ব্যবহার না করে তার অংশবিশেষ 'আর না' ব্যববহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে,"ভাষা ব্যবহারের শৈথিল্যের (Laxity) বশে অনেক সময় একটা শব্দগুচ্ছের সবটা ব্যবহার না করে তার অংশবিশেষ দিয়ে আমরা কাজ চালাই। এতে শব্দটির নতুন অর্থ দাঁড়িয়ে যায়। যেমন- 'সন্ধ্যার সময় প্রদীপ দেওয়া' এই অর্থে 'সন্ধ্যা দেওয়া।"(শ,১৪০৩:৫২৬ বাংলা)

এখানে 'তোমরা সুখে থাক' বাক্যাংশটি ব্যবহার না করলেও বাক্যের অর্থ ক্ষুণ্ন হতো না। তবে বাক্যাংশটি ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থালঙ্কার ফুটে উঠেছে।

৪) "হাওয়া-কথায় চলে না" (খান, ২০১১:৭৭)
নিঃস্বার্থ কর্মী ছাড়া ও কর্ম ছাড়া শুধু মাত্র কথার মাধ্যমে যে দেশের মঙ্গল করা সম্ভব নয়, এটি বোঝাতে আলোচ্য বাক্যের অবতারণা করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এখানে 'হাওয়া' এর স্থলে 'শুধু' বা 'কেবল' শব্দ লিখলে অর্থ ঠিক থাকলেও শব্দালঙ্কার ফুটে উঠবে না'

৫) "তাতে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠবে" (প্রাগুক্ত, পৃ-১৮২)
আলোচ্য বাক্যটি, বেআইনী বা অন্যায় কিছু করলে আল্লাহ্ চরম অসন্তুষ্ট হবেন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

৬) "ছেলেখেলা নয়, রাষ্ট্র চালানো এতো সোজা নয়।"(প্রাগুক্ত, পৃ-৭৬)
এখানে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামীলীগ কর্মীদের উদ্দেশ্যে কথাটি বলেছেন। 'ছেলেখেলা নয়' বলতে বিষয়টি যে সহজসাধ্য নয় সেই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। 'ছেলেখেলা নয়' শব্দ দু'টি ব্যবহারের ফলে অর্থের সম্প্রসারণ ঘটেছে।

৭) "বারে বারে ঘুঘু ধান খেয়ে যাও। আর ঘুঘু ধান খাওয়ার চেষ্টা করো না, আমি পেটের মধ্য হতে ধান বের করে ফেলব।" মজুতদার, চোরাকারবারী আর চোরাচালানকারীদের ক্রমাগত দুর্নীতি সম্পর্কে হুশিয়ার করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান আলোচ্য কথাগুলো বলেন। উপর্যুক্ত বাক্যটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে 'দুর্নীতিবাজরা রক্ষা পাবে না।"

[২] জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচিত ১০টি ভাষণ ও গানের ভিডিও চিত্র, Retrieved June 28, 2015 From মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ you tube.

Dhaka University Institutional Repository

৮) "আইয়ুব খানের আসন নড়ে উঠলো।" (প্রাগুক্ত, পৃ-৭১)। এখানে' আসন নড়ে উঠা' বলতে বসার আসন নড়ে উঠাকে বুঝানো হয়নি। বরং ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও অন্যান্য সব প্রগতিশীল ছাত্র প্রতিষ্ঠানের ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের প্রভাবে স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের রাজনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। (প্রাগুক্ত, পৃ-৭১)

৯) "কিন্তু কিছু কিছু লোক যখন মধুমক্ষির গন্ধ পায়, তখন তারা এসে আওয়ামীলীগ ভীড় জমায়"(প্রাগুক্ত, পৃ-৭৮)। এখানে 'মধু মক্ষি' বলতে আর্থিক ফায়দা লুটা বা আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তির কথা বোঝানো হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কথাটি বলেছিলেন যারা আওয়ামীলীগের নামে লুটতরাজ করে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নতুন করে আওয়ামীলীগে যোগদান করে তাদের উদ্দেশ্যে।

১০)"পেটের মধ্যে যাদের বুদ্ধি বেশী আছে, তারাই ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার"(প্রাগুক্ত, পৃ-৮৭)। এখানে 'পেটের মধ্যে যাদের বুদ্ধি বেশী আছে' কথাটি শেখ মুজিবুর রহমান ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারদের উদ্দেশ্যে নিন্দার্থে ব্যবহার করেছেন।

১১)"আমি বলি, হীরা যত কাটে তত তার দ্যুতি বের হয়।" (রহমান;২০১৬:১১৭)। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন সময়ে আওয়ামীলীগ থেকে অনেকের বেরিয়ে যাওয়া সম্পর্কে আলোচ্য উক্তিটির অবতারণা করেন।

১২)"আমাদের রক্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ থাকবে, না কোরআন থাকবে?" (প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৫)। ২০০২ সালের ৬ ই ফেব্রুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ইসলামী মহাসমাবেশে ইসলামী ঐক্যজোটের এমপি মুফতি ফজলুল হক আমিনী আলোচ্য কথাটি বলেন। তিনি এখানে 'রবীন্দ্রনাথ' বলতে অনইসলামিক মতাদর্শ এবং 'কোরআন' বলতে ইসলামিক মতাদর্শকে বুঝিয়েছেন।

১৩)"রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো যেন হাজী মুহম্মদ মুহসীন ব্যাংক" (প্রাগুক্ত, পৃ-১৬৯)। ২০০৫ সালের ৩১ শে জুলাই অর্থমন্ত্রী রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর উদার নীতি সম্পর্কে উক্ত কথাটি বলেন। এখানে হাজী মুহমম্মদ মুহসীন বলতে উদারতাকেই বোঝানো হয়েছে। কারণ হাজী মুহম্মদ মুহসীন ছিলেন খুবই উদার ও দানশীল।

১৪)'দশটা গুণ্ডা, বিশটা হুণ্ডা, নির্বাচন ঠাণ্ডা।'[৩] প্রধানমন্ত্রী শেখহাসিনা জাতীয় সংসদে ১৯৯৬ সালে বিএনপির অধীনে নির্বাচন সম্পর্কে উপর্যুক্ত উক্তিটির অবতারণা করে বলেন 'এই ছিল বিএনপির নির্বাচনী মডেল।' আলোচ্য উক্তিতে শব্দালঙ্কারের মধ্যে 'ণ্ড' ধ্বনির গুচ্ছানুপ্রাস ঘটেছে।

৫.৫.১.২ আক্ষেপ অলঙ্কার

রাজনীতির ভাষায় রাজনীতিবিদগণ আক্ষেপ অলঙ্কার ব্যবহার করে ভাষা চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, "বলতে ইচ্ছুক বিষয়ে সৌন্দর্যারোপ করার জন্য বক্তা যখন ঐ বিষয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তখন তাকে আক্ষেপ অলঙ্কার বলে।" (শেখর, ২০১২:১৩২)

নিম্নে রাজনীতির ভাষায় ব্যবহৃত আক্ষেপ অলঙ্কারসূচক বাক্য তুলে ধরা হলো-

এইচ.এম. এরশাদের শাসনামলে জাতীয় সংসদে একজন সংসদ সদস্য স্পিকারের কাছে প্রশ্ন করে জানতে চান-"মাননীয় স্পিকার, আমি কি মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীকে চিনি চোর বলতে পারি?" এর উত্তরে স্পিকার হয়ত

[৩] Prime Minister Sheikh Hasina Speech at Parliament, cri albd. Published on Jun 29. 2013.

Dhaka University Institutional Repository

বলবেন: 'না, পারেন না। কারণ তিনি দেশের সম্মানিত মন্ত্রী।' তাহলেও কিন্তু প্রকারান্তরে বাণিজ্যমন্ত্রীকে চিনি চোর বলাই হলো। (প্রাগুক্ত, পৃ-১৩২)

৫.৫.১.৩ রূপক

৫.৫.১.৩.১ স্লোগান

১) 'মুজিব দিয়েছে রক্ত, আমরা মুজিব ভক্ত'
এখানে 'রক্ত' ও 'মুজিব' শব্দ দু'টি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'রক্ত' ও 'মুজিব' শব্দ দু'টি দ্বারা যথাক্রমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'রাজনৈতিক সংগ্রাম' এবং 'আদর্শ'কে বোঝানো হয়েছে।

২) 'সারা বাংলার ধানের শীষে, জিয়া তুমি আছ মিশে'
আলোচ্য স্লোগান থেকে সহজে অনুধাবন করা যায় যে, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান এবং নির্বাচনী প্রতীক 'ধানের শীষ' এখানে 'জিয়া তুমি আছ মিশে' এর মূল অর্থে রয়েছে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অবদান।

৩) 'লেলিন-গামা
নূরা পাগলা থামা' [৪]

আলোচ্য স্লোগানে 'লেলিন' শব্দটি দ্বারা ঐ সময়ের ছাত্র ইউনিয়নের নূহ উল আলম লেনিন, 'গামা' শব্দটি দ্বারা ঐ সময়ের ছাত্রলীগের ইসমাত কাদির গামা আর 'নূরা পাগলা' শব্দটি দ্বারা যাকে গালি দেওয়া হচ্ছে তিনি হলেন জাসদ ছাত্রলীগের খুব জনপ্রিয় নেতা আ.ফ.ম মাহবুবুল হক। তাঁর মুখভর্তি দাঁড়ি-গোফ ছিল। ঐ সময় হাইকোর্টের মাজারে 'নূরু' নামে একজন লোকপ্রিয় পাগল ছিলেন। সেই সূত্রেই এই তুলনার অবতারণা।

৪)'গোপাল গঞ্জের গোলাপী
আর কতকাল জ্বালাবি'[৫]

উক্ত স্লোগানে 'গোলাপী' শব্দটি দ্বারা যাকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে তিনি হলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

৫) 'ভুরু কাটা পামেলা
আর করিসনে ঝামেলা'[৬]

আলোচ্য স্লোগানে নেতিবাচক বিশেষণ 'ভুরু কাটা' ও 'পামেলা' শব্দ দুইটি দ্বারা যাকে হচ্ছে ইঙ্গিত করা হয়েছে তিনি হলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া।

৬) 'তোমার আমার ঠিকানা,

[৪] শ্লোগানের রাজনীতি- রাজনীতির শ্লোগান। Retrieved February 24 From Somewhereinblog.net

[৫] রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ। Retrieved May 17, 2009 From আমার ব্লগ.কম

[৬] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পদ্মা, মেঘনা, যমুনা' (ত্রিবেদী, ২০১২:২০)

এখানে "পদ্মা, মেঘনা, যমুনা" রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

৭)'রক্তের বন্যায়
ভেসে যাবে অন্যায়'

এখানে "রক্তের" শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। 'রক্তের বন্যায়' শব্দ দু'টি দ্বারা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে বোঝানো হয়েছে।

৮)'মাথায় হাত, পেটে বিষ,আর নয় ধানের শীষ'[৭]

আলোচ্য স্লোগানে 'পেটে বিষ' দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর কষাঘাত কে বোঝানো হয়েছে।

৫.৫.১.৩.২ ভাষণ

১) "আমার কাছে মাথার মধ্যে, আপনারা বড় বড় ফিলোসোপার আছেন।" (খান, ২০১১:১৪৬)। এখানে 'মাথার মধ্যে' বলতে ঘনিষ্ঠতা বা একান্ত সান্নিধ্য বোঝানো হয়েছে।

২) "আমি বলেছিলাম ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমরা ঘরে দুর্গ গড়ে তুলে সে সংগ্রাম করেছো।"[৮] আলোচ্য বাক্যে 'দুর্গ' শব্দটি দ্বারা 'কেল্লা' না বুঝিয়ে বোঝানো হয়েছে 'পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ' গড়ে তোল।

৩) স্বাধীনতাত্তোর পল্টনের জনসভায় ভাষণে মাওলানা ভাসানী বলেন-"জনমতের চাবুক মানুষের হাতে না থাকে সে সরকার ঠিকমত পরিচালিত হবে না। জনমতের চাবুক মজবুত করে ধরো।"[৯]। আলোচ্য বাক্যে 'জনমতের চাবুক' শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে 'জনমতের চাবুক' বলতে 'সকল জনগণের কল্যাণকামী মতামতকে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমকে বোঝানো হয়েছে।

৪) 'আমার হারানোর কিছু নাই। আমি বাঙালি জাতির হারানো অধিকার পুনরুদ্ধার করতে চাই' (হোসেন, ১৯৯৬:১৫)

আলোচ্য বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'হারানোর কিছু' বলতে বোঝাতে চেয়েছেন তিনি তো ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্টে এক নির্মম হত্যাকান্ডের মাধ্যমে মা-বাবা ও তিন ভাইসহ পরিবারের অন্যান্যদেরকে হারিয়েছেন। আর 'হারানো অধিকার' বলতে গণতন্ত্রকে বোঝানো হয়েছে।

৫) 'ফ্রি স্টাইল মানে গণতন্ত্র নয়' (খান, ২০১১:১৯৭)। এখানে ফ্রি স্টাইল বলতে যা ইচ্ছা খুশি তাই করে বেড়ানোকে বোঝানো হয়েছে।

"তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে মোনাফেক, তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে কেউটে সাপ আর পানির তালের কুমির।"[১০]। এখানে "মোনাফেক, কেউটে সাপ, পানির তলে কুমির" কে গোপন শত্রু বোঝাতে শেখ মুজিবুর রহমান উক্ত কথাগুলো বলেছেন।

৬) "কিন্তু আজকে একদল লোক হয়েছে তাদের স্লোগান হলো যে, "আমরা কারো পকেটে চলে গেছি, আমরা ভারতের পকেটে চলে গেছি। যে দেশ ত্রিশ লক্ষ লোকের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, সে দেশ

[৭] প্রাগুক্ত

[৮] জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচিত ১০টি ভাষণ ও গানের ভিডিও চিত্র,মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ।

[৯] Bhashani Speech 2 April 1972, SJ Alam, Published on Nov.17,2017 স্বাধীনতা-উত্তর পল্টনের জনসভায় ভাষণদানরত : ২ এপ্রিল '৭২

[১০] শিকদার আবুল বাশার সম্পাদিত, (১৯৯৭), বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ।

Dhaka University Institutional Repository

কারও পকেটে যেতে পারে না, এটা মনে রাখা দরকার।"(খান, ২০১১:১৪৮)। এখানে 'পকেট' শব্দটি দ্বারা অধীনস্ত হওয়া কে বোঝানো হয়েছে।

৭) "সে কথা তাদের শিরায় অতটুকু পৌঁছেছে কিনা আমি জানি না" (প্রাগুক্ত, পৃ-১৪৩)। কথা কখনও শিরায় পৌঁছে না, কথা কানে পৌঁছে। কিন্তু গুরুত্ব বোঝাতে 'শিরা' শব্দটি বোঝানো হয়েছে।

৮) 'জনগণের সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেললে মন্ত্রী এমপিরাও রেহাই পাবেন না' (রহমান;২০১৬:৮৫)। আলোচ্য বাক্যে 'জনগণের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি অর্থ সংসদ সদস্যরা দুর্নীতি করে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে, এ বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

'শুধু চেহারা দেখাতে থাকতে পারিনা।' (প্রাগুক্ত, পৃ-১৪৫)। ২০০২ সালের ৫ই জুলাই আওয়ামীলীগের সংসদ আবদুল হামিদ আলোচ্য কথাটি দ্বারা সংসদের মূল কর্মকাণ্ডে কার্যকর উপস্থিত না থাকাকে বুঝিয়েছেন।

৯) "মাননীয় আদালত, আমি জানি, আপনার উপায় নেই। কারণ, আপনার ওপর বিশেষ স্থান থেকে ওহি নাজিল হয়। আপনি সেই ওহির বিরুদ্ধে যেতে পারবেন না।" (প্রাগুক্ত, পৃ-২১২)। ২০০৮ সালের ১৩ই জানুয়ারি শেখ হাসিনা আদালতকে আলোচ্য কথা গুলো বলেছেন। ওহি তো শুধুমাত্র আল্লাহ কর্তৃক নবী-রাসূলদের উপর নাজিল হয়। কিন্তু এখানে ওহি নাযিল হওয়া বলতে আদালতের উপর যে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটা চাপ আছে সে বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

১০)"সেক্টর কমান্ডার জামায়াতকে দেশ থেকে বের করে দিতে চেয়েছিল। আমরা কী কচুরিপানা?"(প্রাগুক্ত, পৃ-২২৫)। ২০০৮ সালের ৯ই অক্টোবর জামায়াত নেতা মকবুল আহমদ রাজধানীর এক অনুষ্ঠানে জামায়াত দেশের মধ্যে 'অবাঞ্চিত কিনা' একথা জানতে 'কচুরিপানা' শব্দটি ব্যবহার করেন।

১১)"এখন লক্ষ্মী সোনার মতো আমার সঙ্গে এসো" (নুন, ২০০২:১৮)। মেজর জিয়াউর রহমান ২৬ শে মার্চ যে কর্নেল তাঁকে মারতে চেয়েছিল সেই কর্ণেল কে গ্রেফতার করে তিনি তাকে সহিংস পদক্ষেপ গ্রহণ না করে আটক হয়ে জিয়াউর রহমানের সাথে অনুগত হয়ে যাওয়ার জন্য যেতে বলেছেন।

১২)"এখন প্রিয় মাতৃভূমিকে কে কি দিতে পারি দেশকে স্বর্ণপ্রসূ করার জন্য কে কতটা আত্মত্যাগ করতে পারি সেটাই হচ্ছে আজকে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।" (রহমান, ২০১৬:৬৭)। ১৯৮০ সালের ১লা জানুয়ারি জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু ও ত্বরান্বিত করা বোঝাতে 'দেশকে স্বর্ণপ্রসূ' করা এ বিষয়টির প্রতি গুরুরত্বারোপ করেছে। এখানে 'স্বর্ণপ্রসূ' শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ দেশ কখনো স্বর্ণ প্রসব করতে পারে না।

১৩)"আর কোন পঙ্গপালকে আমার বাংলার সম্পদ নষ্ট করতে দেব না। সে পঙ্গপাল বিনাশের জন্যেই আমার জন্ম"। (ত্রিবেদী, ২০১২:৭০)। ১৯৭১ সনের ২২ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক শোষকগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে উপর্যুক্ত কথাটি বলেন। উক্ত বাক্যটিতে 'পঙ্গপাল' বলতে বিদেশী শত্রুকে বুঝিয়েছেন, যারা বাংলার সম্পদ লুটপাট করে তাদের দেশ গড়ে তুলেছে।

১৪)"মুক্তি সংগ্রামের অন্ধকার অধ্যায় কাটিয়ে আমরা শুভ প্রভাতের দিকে এগিয়ে চলছি। ইতিমধ্যে আমি পূর্ব দিগন্তে ঊষার আলো দেখতে পাচ্ছি।"(প্রাগুক্ত, পৃ-২২৪)। ১৯৭১ সনের ১৮ মে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে জাতির উদ্দেশ্যে উপর্যুক্ত কথাটি বলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে "পূর্ব দিগন্তে ঊষার আলো" দেখতে পাচ্ছি বাক্যটি দ্বারা তিনি বাংলাদেশ যে স্বাধীন হতে চলেছে সেই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫.১.৪ উপমা

৫.৫.১.৪.১ ভাষণ

১) "সোনার মানুষ পয়দা কর ভাই, সোনার মানুষ পয়দা কর" (ত্রিবেদী, ২০১২:৪২)

২) "সোনার বাংলা গড়তে হবে। এটা বাংলার জনগণের কাছে আওয়ামীলীগের প্রতিজ্ঞা। আমার আওয়ামীলীগের কর্মীরা, যখন বাংলার মানুষকে বলি তোমরা সোনার মানুষ হও; তখন তোমাদের প্রথম সোনার মানুষ হতে হবে তাহলেই সোনার বাংলা গড়তে পারবা।"(প্রাগুক্ত, পৃ-৮৯)
আলোচ্য বাক্য গুলোতে বঙ্গবন্ধু সোনার মানুষ বলতে দেশের প্রকৃত মানুষ বা দেশপ্রেমিক সুনাগরিক কে বুঝিয়েছেন।

৩) "সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হলে সোনার মানুষ দেও যদি সোনার বাংলা গড়তে পারি। আর না হলে পারব না" (প্রাগুক্ত, পৃ-৩১)এখানে 'সোনার বাংলা' বলতে সার্বভৌম, সুখী সমৃদ্ধ ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশের কথা বলা হয়েছে। আবার 'সোনার মানুষ' বলতে সৎ, সুনাগরিক, দেশপ্রেমিক হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

৪) "বাংলার সম্পদ আছে, ভয় নাই। বাংলার সম্পদ আছে, বাংলার সম্পদ বাংলার মানুষ, বাংলার সোনার মাটি" (প্রাগুক্ত, পৃ-৯৮)। উক্ত ভাষণে 'সোনার মাটি' বলতে উর্বর মাটিকেই বোঝানো হয়েছে।

৫) "আপনাদের বার বার মোকাবেলা করতে হয়েছে একদল মীরজাফরকে"[১১]। 'মীরজাফর' মূলত একজন ব্যক্তির নাম কিন্তু এখানে 'বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিদের' বোঝানো হচ্ছে।

৬) "যদি আমরা সোনার ছেলে তৈরী করতে পারি, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমার স্বপ্নের সোনার বাংলা একদিন অবশ্যই হবে" (খান, ২০১১:১৭২) । এখানে 'সোনার ছেলে' বলতে দেশপ্রেমিক সুনাগরিককে বোঝানো হয়েছে। তেমনি 'সোনার বাংলা' বলতে অর্থনৈতিকভাবে সুখী-সমৃদ্ধ সার্বভৌম বাংলাদেশকেই বোঝানো হয়েছে।

৭) "আমারতো ছোট চাদরের অবস্থা। মাথায় দিলে পা খালি, পায়ে দিলে বুক খালি।" (বাশার, ১৯৯৭:২৪-২৫)। আলোচ্য বাক্যে শেখ মুজিবুর রহমান সীমিত সম্পদ দিয়ে অসীম অভাব পূরণ সম্পর্কে আলোচ্য কথাগুলো তিনি তার বক্তব্যে তুলে ধরেছেন।

৮) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ এ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেই স্বাধীন বাংলাদেশের রেসকোর্স ময়দানে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত চরণগুলো উল্লেখ করে বলেন-"কবি গুরু, কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'সাত কোটি বাঙালীর হে মুগ্ধ জননী রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করো নি' কবি গুরুর কথা আজ মিথ্যা হয়ে গেছে। আমার বাঙালি আজ দেখিয়ে দিয়েছে দুনিয়ার ইতিহাসে স্বাধীনতার সংগ্রামে এত লোক আত্মহুতি, এত লোক জান দেয় নাই।"[১২]

আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান পরোক্ষভাবে বোঝাতে চেয়েছেন- বাঙালিরা আজ মানুষ হয়েছে। এখানে 'মানুষ' শব্দটির অর্থ সম্প্রসারণ ঘটেছে। কারণ 'মানুষ' শব্দটি সামগ্রিক ধারণা।

[১১] জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচিত ১০টি ভাষণ ও গানের ভিডিও চিত্র,মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ।
[১২] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫.১.৫ বাগধারা

১) "আওয়ামীলীগের সহকর্মীরা, এই খানেই তোমাদের পরীক্ষা, অগ্নি পরীক্ষা"(খান, ২০১১:৭৫)
আলোচ্য বাক্যে 'অগ্নি পরীক্ষা' এটি বাগধারা। উক্ত বাক্যটি দ্বারা স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভের পর অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করা যে খুব কঠিন সেটি বুঝানো হয়েছে।

২) "তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে বিএনপি বসে আঙ্গুল চুষবে না।" (প্রাগুক্ত, পৃ-১৮৩)
কুমিল্লার বরুড়ার জনসভায় প্রধানমন্ত্রী 'বিএনপি যে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবে না' একথা বোঝাতে 'আঙ্গুল চুষবে না' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন।

৩) "তা না হলে ঝোলার বিড়াল যে বেরিয়ে পড়বে" (প্রাগুক্ত, পৃ-১২৭)
জিয়াউর রহমান মো: সানাউল্লা নূরী'র সাথে সাক্ষাৎকারে স্বাধীনতাযুদ্ধের রোমান্থন করার সময় স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশ না পাওয়া প্রসঙ্গে উপযুক্ত বাক্যের অবতারণা করেন।

৪) "এখন আর এক ছাদের নিচে আমাদের অবস্থান সম্ভব নয়, তাছাড়া যেখানে ভুট্টো রয়েছে।" (ত্রিবেদী, ২০১২:৩১-৩২)

১৯৭১ সনের ৪ মার্চ তাজউদ্দীন আহমদ রাত ১১টায় বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে রাও ফরমান আলীর সাথে আলাপচারিতার মাঝে তাজউদ্দীন আহমদ উপযুর্ক্ত কথাটি দৃঢ়তার সাথে বলেন। এক ছাদের নিচে থাকা বলতে তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের এক সাথে থাকাকে বুঝিয়েছেন।

৫.৫.২ অর্থসংক্রম

রাজনীতির ভাষায় এমন কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয় যে শব্দগুলোর মূল অর্থের সাথে বর্তমান অর্থের যোগসূত্র সহজে খুজে পাওয়া যায় না। উল্লেখ্য যে, "শব্দের অর্থপরিবর্তন কতকগুলি ধাপের মধ্যে দিয়ে হয়। অনেক সময় অর্থপরিবর্তন হতে-হতে শেষ ধাপে এসে শব্দের এমন নতুন অর্থ দাঁড়িয়ে যায় যে মূল অর্থের সঙ্গে তার যোগ সহজে খুজে পাওয়া যায় না তখন মনে হয় শব্দটির অর্থ এক বস্তু থেকে একেবারে অন্যবস্তুতে সরে এসেছে; এই ধরনের পরিবর্তনকে বলে অর্থসংশ্লেষ বা অর্থসংক্রম।" (শ,১৪০৩:৫২৮ বাংলা)

১) "তোমরা আমার মুখ কালো করে না, দেশের মুখ কালো করো না, সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুখ কালো করো না" (খান, ২০১১:১৭৩) । আলোচ্য বাক্যে 'মুখ কালো করা' শব্দ দ্বারা সম্মান হানিকর বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে।
২) "তাদের দুঃখ দেখলে আমি পাগল হয়ে যাই" (প্রাগুক্ত)। এখানে পাগল বলতে প্রকৃত পাগল বা বাতুল হওয়া নয় বরং জনগণের দুঃখে খুব বেশি দুঃখিত, ব্যথিত ও দিশেহারা হওয়াকে বোঝানো হয়েছে।
৩) "দেশবাসী ভাই ও বোনেরা, একটি কথা আজ আমি পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই, জনগণের দুর্দশাকে মূলধন করে যারা মুনাফা লুটে সেই ঘুষখোর, দূর্নীতিবাজ, চোরাকারবারী মজুতদার ব্যবসায়ীদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে।" (খান, ২০১১:১২০) । মূলধন বলতে মূলত টাকা পয়সাকে পুঁজি করা কে বোঝায়। কিন্তু এখানে মূলধন বলতে জনগণের দুর্দশাকে ব্যবহার করে অসৎ উদ্দেশ্য সাধন করাকে বোঝানো হয়েছে।

৪) "কিন্তু মিছা মিছা ধাক্কাইয়া ধাক্কাইয়া ঘাঁ করতে চাই না কারো সঙ্গে" (প্রাগুক্ত, পৃ-৩০)। সাধারণত 'ঘাঁ করা' শব্দটির অর্থ ক্ষত করা। কিন্তু আলোচ্য বাক্যে 'ঘাঁ করা' বলতে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বৈরি সম্পর্ক সৃষ্টি করাকে বোঝানো হয়েছে।

৫.৫.২.১ অর্থাবনতি

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি) মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, "পৌর নির্বাচনে কারচুপি হয়নি।" কারচুপি শব্দটি রাজনৈতিক অঙ্গনে অতি পরিচিত। রাজনীতির ভাষায় শব্দটির অর্থাবনতি ঘটেছে। কারণ 'কারচুপি' আদিতে 'নির্দোষ' হিসেবেই প্রচলিত ছিল। বর্তমানে রাজনীতির জগতে শব্দটি নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। রাজনীতিতে ভোটে কারচুপি হয়ে থাকে অর্থ্যাৎ সূক্ষ চালাকির মাধ্যমে ভোট চুরি করা বা জাল ভোট দেওয়া। নির্বাচনে পরাজিত রাজনৈতিক দল অধিকাংশ সময় জয়ী বা বিপক্ষ দলকে ভোট কারচুপি করার অপরাধে দায়ী করে।

রাজনৈতিক ভাষণের উপর্যুক্ত বাক্যাংশগুলোর বাগর্থিক বিশ্লেষণ ছাড়াও আরও কিছু বাক্যাংশ আছে যেগুলোর অর্থ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে রাজনীতির ভাষায় অর্থ পরিবর্তন ঘটেছে এমন কিছু বাক্যাংশ তুলে ধরা হলো-

১) "সরকারকে ল্যাংড়া, লুলা করে দেওয়া হবে" এখানে'ল্যাংড়া, লুলা' বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে যার মূল অর্থে রয়েছে সরকারকে অচল করে দেওয়া হবে।
২) "সাপকে বিশ্বাস করা যায় কিন্তু আওয়ামীলীগকে বিশ্বাস করা যায় না।" এখানে 'সাপ' বিশেষ্য শব্দটির মূল অর্থে রয়েছে শত্রুকে বিশ্বাস করা যায় কিন্তু আওয়ামীলীগকে না।
৩) "সরকার টপ টু বটম চোর"। এখানে 'টপ টু বটম' এর অর্থ আগা-গোড়া। অর্থ্যাৎ এখানে বোঝানো হয়েছে সরকার দলের সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত।
৪) "আমরা হীরক রাজার দেশে বাস করছি।" এখানে 'হীরক রাজা' বলতে বোঝানো হয়েছে সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা 'হীরক রাজা' যেমন স্বৈরাচারী ছিলেন তেমনি সরকার স্বৈরাচারী । এবং দেশে স্বৈরতন্ত্র বিরাজ করছে।
৫) "তিনি তেল মারতেই ভারতে গিয়েছিলেন।" এখানে 'তলে মারতে' এর মূল অর্থে তোষামোদ করা বোঝানো হয়েছে।
৬) "কালো টাকা ছড়িয়ে একটি মহল সব ভোট কিনে নিতে চাইছে।" এখানে 'কালো টাকা' এর মূল অর্থে রয়েছে অবৈধ উপায়ে অর্জিত টাকা।
৭) "তিনি সেনাবাহিনীকে উসকে দিচ্ছেন।" এখানে 'উসকে দেওয়া' এর মূল অর্থে বোঝানো হয়েছে বিরোধী দল সেনাবাহিনীকে ক্ষমতা গ্রহণ করার ইন্ধন দিচ্ছেন।
৮) 'সরকার কটুক্তিকারীদের জামাই আদর করছে"। এখানে 'জামাই আদর' এর মূল অর্থে রয়েছে 'প্রশয় দেওয়া বা বিচার না করা'।

রাজনীতির ভাষার বাগর্থিক বিশ্লেষণের সাহায্যে রূপক, উপমা, বাগধারা, অলঙ্কার, আক্ষেপ অলঙ্কার ইত্যাদির বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থবিস্তার, অর্থসংক্রম, অর্থোন্নতি ও অর্থাবনতি ঘটে থাকে সে বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এরই সাথে রাজনৈতিক অঙ্গনে আক্রমণাত্মক ভাষায় নিন্দার্থে বিশেষ্য, বিশেষণ, অলঙ্কার, প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা এবং কটূক্তিমূলক শব্দ ব্যবহারের দিকটি উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১) মোরশেদ, আবুল কালাম মঞ্জুর। (২০০৭)। *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

২) শ' ড., রামেশ্বর। (১৪০৩ বাংলা)। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*। কলকাতা: পুস্তকবিপণি।

৩) আজাদ, হুমায়ুন। (২০০৯)। *অর্থবিজ্ঞান*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

৪) স্টিফেন উলম্যান। (১৯৯৩)। *শব্দার্থবিজ্ঞানের মূলসূত্র*, অনুবাদ: জাহাঙ্গীর তারেক, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

৫) শেখর, ড. সৌমিত্র। (২০১২)। *ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা*। ঢাকা: অগ্নি পাবলিকেশন্স।

৬) মামুন, মুনতাসীর। (২০১৪)। *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ (প্রথম খন্ড)*। ঢাকা: সময় প্রকাশন।

৭) মামুন, মুনতাসীর। (২০১৪)। *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ (দ্বিতীয় খন্ড)*। ঢাকা: সময় প্রকাশন।

৮) রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর। (২০১৬)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি* (১৯৭১-২০১১)। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

৯) সম্পাদনায়: ড.এ এইচ খান। (২০১১)। *জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ; চতুর্থ খন্ড*। ঢাকা: বাংলাদেশ কালচারাল ফোরাম।

১০)দে, তপন কুমার। (১৯৯৮)। *জাতির পিতা ও স্বাধীনতার ঘোষণা একটি পর্যালোচনা*। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স।

১১)ইসলাম, কাবেদুল। (২০১৭)। *বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

১২)সানী, আসলাম। (২০১২)। *ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ*। ঢাকা: কথা প্রকাশ।

১৩)ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ। (২০১২)। *৭১ এর দশমাস*। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী।

১৪)সিংহ, রামকান্ত। (২০০২)। *একই মেরুর দুই নক্ষত্র জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়া*। ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ।

১৫)সম্পাদনায় : নুন, এ.কে.এ. ফিরোজ। (১৯৯৬)। *জিয়া কেন জনপ্রিয়*। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী।

১৬) সম্পাদনায় : নুন, এ.কে.এ. ফিরোজ। (২০০২)। *জিয়া কেন জনপ্রিয়*। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী।

১৭)আহমেদ, সিরাজ উদদীন। (২০০০)। *জন নেত্রী শেখ হাসিনা*। ঢাকা: ভাস্কর প্রকাশনী।

১৮) পারভেজ, রাজীব। (২০১৫)। নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু। ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী।

১৯) আকবর, মফিদা। (২০১৫)। *বাংলাদেশের সফল রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা*। ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য ভবন।

২০) আকবর, মফিদা। (২০১১)। *বাংলাদেশের রাজনীতি এবং শেখ হাসিনা*। ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য ভবন।

২১)খান, ঈসরাইল। (১৯৮৭)। *বাংলাদেশের রাজনীতি ও ভাষা পরিস্থিতি*। ঢাকা: নিউ বুক সোসাইটি।

২২) খাতুন, নাসিমা। (১৯৯৫)। *বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৮২-১৯৯০)*। এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২৩) সরকার, পপি। (১৯৯৮)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি*। এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা -১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

২৪) পারভেজ, রাজীব। (২০১৫)। *নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু*। ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী ।

২৫) হোসেন, আল হাজ্ব সৈয়দ আবুল। (১৯৯৬)। *শেখ হাসিনা সংগ্রামী জননেত্রীর প্রতিকৃতি*।

২৬) জসীম, প্রত্যয়। (২০১২)। *তাজউদ্দিন আহমদ*। ঢাকা: কথা প্রকাশ।

২৭) দে, তপন কুমার। (২০১২)। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে তাজউদ্দিন আহমদ*। ঢাকা: বুকস ফেয়ার।

২৮) জাতিসংঘে *বঙ্গবন্ধুর* ভাষণ। Retrieved From July 23, 2014. From Bangladesh Awami League. you tube

২৯) ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশের রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ। Archive of Saifur. R. Mishu. you tube

৩০) *(বঙ্গবন্ধুর ভাষণ) ঢাকা স্টেডিয়ামে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রসমর্পণ*, Retrieved June 15,2016 From বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, তথ্য মন্ত্রালয় you tube

৩১)*বঙ্গবন্ধুর ভাষণ* ও ঢাকা স্টেডিয়ামে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণ। Retrieved December 20, 2016 From মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ you tube

৩২) *জাতীয় সংসদে বক্তৃতারত জননেতা তোফায়েল আহমেদ, এমপি*। Retrieved September 16, 2104 From Abul Khaer you tube.

৩৩) *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ,সেনাবাহিনীর ক্যাডেট ভাইদের উদ্দেশ্যে*। Retrieved May 16,2016 From বঙ্গবন্ধু সৈনিক প্লাটুন you tube.

৩৪) সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমদের সাক্ষাৎকার- Retrieved May 15, 2016 From বঙ্গবন্ধু সৈনিক প্লাটুন you tube

৩৫) you tube.com / Bangladesh Affairs, দ্যা লিজেন্ড..শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে নিয়ে ডকুমেন্টারী। Retrieved January 20, 2016. From you tube.com / Bangladesh Affairs.

৩৬) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচিত ১০টি ভাষণ ও গানের ভিডিও চিত্র, Retrieved June 28, 2015 From মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ you tube.

৩৭) ৯ মার্চ ১৯৭১, মাওলানা ভাসানী, Retrieved April 24,2016, From S. Hasan. you tube.

৩৮) Bhashani 1974, Retrieved August 15,2016.From SJ Alam youtube.

৩৯) Synd 31 7 85 Leader Of Bangladesh, General Ershad, Restores Limited Political Activity In Dhaka, Retrieved July 30, 2015, From AP Archive. youtube.

৪০) President Reagan Meeting with Lieutenant General Ershad of Bangladesh on October 25,1983, Retrieved July 13,2017. From Reagan Liabrary. youtube.

৪১) Ex President H M Ershad DURING' 87 Flood, Retrieved January 24,2014. From JPRSW. youtube.

৪২) Last General (Bangladesh), Retrieved January 24, 2009. From proshikanet

৪৩) Bangladesh politics 2006-2009, Retrieved July, 2017. From Shafiqur rahman, youtube.

৪৪) Prime Minister Sheikh Hasina Speech at Parliament, Retrieved Jun 29. 2013. from cri albd.

৪৫) রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ। Retrieved May 17, 2009 From আমার ব্লগ.কম

৪৬) শ্লোগানের রাজনীতি- রাজনীতির শ্লোগান। Retrieved February 24 From Somewhereinblog.net

Dhaka University Institutional Repository

৪৭) ৯ মার্চ ১৯৭১, মাওলানা ভাসানী, S. Hasan, Published on Retrieved April 24,2016, From you tube.

৪৮) Bhashani 1974 SJ Alam, Retrieved August 15,2016. From youtube.

৪৯) Bhashani Speech 2 April 1972, স্বাধীনতা-উত্তর পল্টনের জনসভায় ভাষণদানরত: ২ এপ্রিল'৭২ Retrieved Nov.17,2017 From SJ Alam. youtube

ষষ্ঠ অধ্যায়

সূচিপত্র

বিষয়সূচি পৃষ্ঠা নং

৬.১ গবেষণার ফলাফল ১৭৫

৬.২ গবেষণার সিদ্ধান্ত ১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

৬.১ গবেষণার ফলাফল

বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষায় দেশটির জনচরিত্রের সাধরণ প্রবণতা ও মনস্তাত্ত্বিক মাত্রাবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কেননা এ ভাষায় অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতা, দ্বন্দ্ব- বিদ্বেষ, ভাবাদর্শের সংঘর্ষ, প্রতিহিংসা, ধর্মীয় প্রভাব, ব্যক্তি প্রাধান্য, স্ববিরোধিতা, বিরোধিতা ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়।

রাজনীতির ভাষা দেশের মানুষের ও স্বীয় রাজনৈতিক দলের মাঝে ঐক্য ও চেতনা গড়ে তোলে। প্রোৎসাহমূলক ভাষণ যেমন কালজ ও কালোত্তর হয়ে থাকে তেমনি রাজনীতির ভাষা শালীনতার সীমা অতিক্রম করলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গুলোর মধ্যে আন্তঃদলীয় সংঘাত সৃষ্টি হয়, আবার প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য রাজনীতিবিদেরা অস্ত্রের ভাষা তথা আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করেন।

অধিকাংশ সময়েই রূপমূলে অর্ন্তভূক্ত বিশেষ কোন ধ্বনি, অক্ষর অথবা রূপমূল ব্যবহারের সময় শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাত, মীড়, স্বরতরঙ্গ (অতিরিক্ত ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্য) বা অন্যান্য উচ্চারণীয় প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিশেষ জোর দিয়ে উচ্চারণ করা হয়। রূপমূলের সকল ধ্বনি বা অক্ষরের ওপর একই ধরনের জোর দেওয়া হয় না। কোনো রূপমূল উচ্চারণ করা হয় কতকগুলো ধ্বনির ওপর সেগুলোর পার্শ্ববর্তী ধ্বনির তুলনায় অধিকতর বেশি গুরুত্ব দিয়ে। যে ধ্বনির ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়, সেগুলো অন্য ধ্বনির তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। একই রূপমূলে শ্বাসাঘাতযুক্ত ও শ্বাসাঘাতহীন ধ্বনি পরিলক্ষিত হয়। শব্দ শ্বাসাঘাতের ক্ষেত্রে রূপমূলের প্রথমে সবচেয়ে বেশি শ্বাসাঘাত পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক ভাষণের বাক্যের শেষ শব্দে শ্বাসাঘাতের পরিমাণ বেশি। অন্যান্য রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রে বাক্যের মাঝের শব্দে শ্বাসাঘাতের পরিমাণ বেশি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক ভাষায় উদাত্ত [উচ্চ ঃ আপেক্ষিকভাবে সর্বোচ্চ] স্বরতরঙ্গ অধিকহারে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যান্য রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রে [উচ্চ নিম্ন ঃ সর্বোচ্চের তুলনায় কিছু নিচু]} স্বরতরঙ্গ অধিকহারে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাক্যস্থিত শ্বাসাঘাতের ক্ষেত্রে বাক্যের শেষ শব্দে শ্বাসাঘাত পড়ে সবচেয়ে বেশি। রূপমূলে সর্বোচ্চ মীড়ের অব্যবিহিত নিম্ন অবস্থার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। ধ্বনিতরঙ্গের চারটি বিভাজনের মধ্যে ব্যবহারের দিক থেকে প্রথম স্থানে নিম্ন উদাত্ত [উচ্চ নিম্ন ঃ সর্বোচ্চের তুলনায় কিছু নিচু]} মধ্য বা স্বরিত, দ্বিতীয় স্থানে উদাত্ত [উচ্চ ঃ আপেক্ষিকভাবে সর্বোচ্চ] এবং তৃতীয় স্থানে উচ্চ অনুদাত্ত [অর্থ্যাৎ সর্বনিম্নের তুলনায় আপেক্ষিক উচ্চ] } মধ্য বা স্বরিত স্বরতরঙ্গ রয়েছে। অনুদাত্ত [সর্বনিম্ন ঃ আপেক্ষিকভাবে সর্বনিম্নে] স্বরতরঙ্গ ব্যবহারের মাত্রা খুবই কম।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক ভাষায় উদাত্ত [উচ্চ ঃ আপেক্ষিকভাবে সর্বোচ্চ] স্বরতরঙ্গ অধিকহারে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যান্য রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রে নিম্ন উদাত্ত [উচ্চ নিম্ন ঃ সর্বোচ্চের তুলনায় কিছু নিচু]} স্বরতরঙ্গ অধিকহারে ব্যবহৃত হয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক ভাষায় অতিরিক্ত ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্য অনেক বেশি। ১৯৭১ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষায় অতিরিক্ত ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্য ব্যবহারের দিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছেন রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, দ্বিতীয় স্থানে মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং তৃতীয় স্থানে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। এ ভাষায় কোন কোন শব্দের ক্ষেত্রে ধ্বনি পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় যেমন, আদি স্বরাগম, ধ্বনি বিকার, ধ্বনি আগমন, মহাপ্রাণতা লোপ, ধ্বনিলোপ, অনোন্য সমীভবন ও অপনিহিতি। রাজনীতিবিদদের বক্তব্যে কখনো কখনো ধ্বনাত্মক শব্দ বা দিরুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্বরূপ স্লোগানের ভাষায় ছন্দ, মাত্রা, পর্ব মিলিয়ে বাক্য তৈরী করা হয়। তবে এর ব্যতিক্রম হিসাবে দুই একটা ছন্দহীন স্লোগানও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অধিকাংশ সময় স্লোগানের ভাষা চরণ দ্বৈত হয়। অপরদিকে শরীর ও দেয়ালে লিখিত স্লোগানে অন্ত্যমিল পরিলক্ষিত হয়। স্লোগানে ব্যবহৃত নামশব্দের মাধ্যমে পরোক্ষ অর্থ প্রকাশ করা হয় যেমন, রাষ্ট্রপ্রধানের নামের মাধ্যমে তাঁর দেশকে বোঝানো হয়।

পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক শব্দের ধরন ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অন্যান্য শব্দ থেকে বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। রাজনীতির ভাষায় ব্যবহৃত খেতাব সম্পর্কিত শব্দগুলোর অধিকাংশই সমাস ঘটিত। রাজনৈতিক নেতাদের যে খেতাব বা উপাধি দেওয়া হয় তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইতিবাচক বিশেষণ অর্থ প্রকাশ করে। তবে এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্যণীয়। কারণ কিছু রাজনৈতিক খেতাব বা উপাধি নেতিবাচক বিশেষণ অর্থ প্রকাশ করে। আবার রাজনীতিতে নেতিবাচক রূপমূল ইতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সমাজে ব্যবহৃত কিছু শব্দ রাজনীতিতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। রাজনীতির ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে যে শব্দগুলোর উৎপত্তিগত অর্থের সাথে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান এবং ভিন্নার্থক ও মিশ্র শব্দ ব্যবহৃত হয়। উপসর্গ, সন্ধি ও সংখ্যা যোগে গঠিত শব্দ ও সমাসঘটিত শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ইংরেজি শব্দের বাংলা বিভক্তিযোগে গঠিত শব্দ ব্যবহৃত হয়। ১৯৭১ সাল পরবর্তী রাজনীতির ভাষায় যোগ হয়েছে বেশ কিছু নতুন ও কৃতঋণ শব্দ। যে শব্দগুলোর অধিকাংশই সন্ধি ও সমাসযোগে গঠিত। ১৯৯০ সাল পরবর্তী বাক্যাংশ (Phrase) এর অধিক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। রাজনৈতিক অঙ্গনে অধিক পরিমাণে যৌগিক ও ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়। রাজনীতিতে ঔপভাষিক বিচ্যুতি ঘটে থাকে। কিছু অতীত নির্দেশক শব্দ ভবিষ্যৎবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে চরম উত্তেজনাকর অবস্থা সৃষ্টি করে রাখা হয় স্লোগানের মাধ্যমে। ছন্দের মিল রক্ষা করার জন্য কখনো কখনো রাজনৈতিক স্লোগানে নতুন ও সমাজে অপ্রচলিত শব্দ বা বাক্যের ব্যবহার করা হয়। রাজনৈতিক অঙ্গনে স্লোগানে ব্যবহৃত রাষ্ট্রপ্রধানের নামের মাধ্যমে তাঁর দেশকে বোঝানো হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্লোগানের ভাষায় ও ভাষণে শব্দ ব্যবহৃত হয় রূপক অর্থে।

রাজনৈতিক ভাষায় সরল, জটিল ও যৌগিক এই তিন শ্রেণীর বাক্য ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে সরল বাক্য ব্যবহারের পরিমাণ সব থেকে বেশি। রাজনীতিতে সরল বাক্য জনগণকে অধিক পরিমাণে আন্দোলিত করে। নির্বাচনী ইশ্তেহারের ভাষায় সরল ও যৌগিক বাক্য ব্যবহার করা হয়। রাজনৈতিক দলের ঘোষিত দফাগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরল বাক্যের হয়ে থাকে। বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষায় জটিল বাক্য খুব বেশি ব্যবহৃত হয় না। কখনো কখনো জটিল বাক্যে 'যদি.....তাহলে' এই নিয়মের ক্ষেত্রে 'তাহলে' না বসে 'কমা (, / পাদচ্ছেদ)' বসে। কখনো কখনো একের বেশী সরল বা মিশ্র বাক্যকে সংযোজক অব্যয় ('এবং', 'ও', 'আর' প্রভৃতি) বা বিয়োজক অব্যয় ('অথবা', 'বা', 'কিংবা' প্রভৃতি) দিয়ে যুক্ত করার পরিবর্তে 'কমা (,/পাদচ্ছেদ)' বসে। গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য যৌগিক বাক্যের হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য সাধারণত বিধেয়ের আগে বসে। কিন্তু রাজনীতিতে কখনো কখনো বিশেষ আবেগ প্রকাশ করার জন্যে বা বাক্যের কোন অংশে জোর দেওয়ার জন্যে উদ্দেশ্যটি বিধেয়ের পরে বসে। বাংলা ব্যাকরণের নিয়মানুসারে রাজনীতির ভাষায়ও কর্তা অনুসারে ক্রিয়ার পুরুষ হয়। কোন বক্তব্যের গুরুত্ব বোঝাতে বাক্যের গঠন পরিবর্তন করা হয়ে থাকে। তখন বাক্যের গঠন কর্ম+ক্রিয়া+কর্তা এ রূপটি অনুসরণ করে। রাজনীতির ভাষায় সুরতরঙ্গের উঠা-নামা হয় অনেক বেশি। সুরতরঙ্গের উঠা-নামা থেকেই প্রশ্নবোধক বাক্যের সৃষ্টি হয়।

সংশয় ও শর্তজ্ঞাপক অব্যয় 'যদি' ও 'যদিও' এর বহুমাত্রিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কোন বক্তব্যের গুরুত্ব বোঝাতে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত পদযুগ্মের (Correlatives) ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। জনগণকে একান্ত আপন

Dhaka University Institutional Repository

করে নেওয়ার ক্ষেত্রে পরম আত্মীয়তাজ্ঞাপক সম্বোধন স্বরূপ 'আমার' সর্বনাম পদটির বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। প্রভাবশালী ও ওজস্বী নেতৃবর্গের স্বভাষী-স্বজাতির উদ্দেশে প্রদত্ত রাজনৈতিক ভাষণে 'আমি' ও 'আমরা' সর্বনাম দু'টি পরস্পরের পরিপূরক রূপে ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তি একক দ্যোতক হয়ে দাঁড়ায়। কোন কোন রাজনৈতিক ভাষণে কাব্যিক পদ ব্যবহৃত হয়। এ ভাষায় প্রবাদ-প্রবচনের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

রূপক, উপমা, বাগধারা, অলঙ্কার, আক্ষেপ অলঙ্কার ইত্যাদির বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থবিস্তার, অর্থসংক্রম, অর্থোন্নতি ও অর্থাবনতি ঘটে থাকে। রাজনৈতিক অঙ্গনে আক্রমণাত্মক ভাষায় নিন্দার্থে বিশেষ্য, বিশেষণ, অলঙ্কার, প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা এবং কটূক্তিমূলক শব্দ ব্যবহৃত হয়।

স্লোগানে আলঙ্কারিক ও রূপক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থবিস্তার ঘটে। তবে এ দু'টির মধ্যে রূপক শব্দ ব্যবহারের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। রাজনৈতিক ভাষণে আলঙ্কারিক, রূপক, উপমা ও বাগধারা ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থবিস্তার ঘটে। তবে এক্ষেত্রে উপমা ব্যবহারের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। উপমা ও রূপক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থসংক্রম ঘটে থাকে।

রাজনীতির ভাষা স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এর বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্যই এটিকে অন্য ভাষা থেকে সহজে পৃথক করা যায়। রাজনীতিবিদদের ভাষা প্রয়োগে দেখা যায় আবেগ, উচ্চকিত ভাষা, আক্রমণাত্মক ভাষা, নতুন শব্দ, ভিন্নার্থক শব্দ, বিশেষ শব্দ ও ধ্বনি ভাষ্যের প্রয়োগ এবং ব্যাকরণগত বিপর্যয়। স্লোগানের ভাষায় ব্যপক ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও বাগর্থিক বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বিভিন্ন দফা ও নির্বাচনী ইশতেহারে বাক্যতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। স্লোগান ও বক্তব্যে প্রশংসামূলক, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা ব্যবহৃত হয়। ভাষণে ভাষাতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি। ভাষণ, ঘোষণা/বাণী, নির্বাচনী প্রচারণা, রাজনৈতিক জয়ধ্বনি, আক্রমণাত্মক রাজনীতির ভাষা- এ ভাষাগুলোতে ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক ও বাগর্থিক বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয়।

৬.২ গবেষণার সিদ্ধান্ত

১) স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক ও বাগর্থিক বৈচিত্র্যের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভাষণগুলোতে অতিরিক্ত ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
২) বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ফলে নতুন শব্দ যুক্ত হয়।
৩) রাজনীতির ভাষার বাক্যে ব্যাপকভাবে বাংলা ও ইংরেজি শব্দের মিশ্র ব্যবহার হয়ে থাকে।
৪) স্লোগানের ভাষায় ছন্দ, মাত্রা, পর্ব মিলিয়ে বাক্য তৈরী করা হয়।
৫) স্লোগানের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতিতে চরম উত্তেজনাকর অবস্থা সৃষ্টি করে রাখা হয়।
৬) বেশিরভাগ স্লোগানের ভাষায় ও ভাষণে শব্দ ব্যবহৃত হয় রূপক অর্থে।
৭) এমন কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয় যে শব্দসমূহ সমাজে প্রচলিত অর্থের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে।
৮) সরল, জটিল ও যৌগিক এই তিন শ্রেণীর বাক্য ব্যবহৃত হয়।
৯) ব্যাপক পরিমাণে বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।
১০)রূপক, উপমা, বাগধারা, অলঙ্কার, আক্ষেপ অলঙ্কার ইত্যাদির বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থবিস্তার, অর্থসংক্রম, অর্থোন্নতি ও অর্থাবনতি ঘটে থাকে।
১১)প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে রাজনীতির ভাষা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অশোভন ও আক্রমণাত্মক হয়ে থাকে।
১২)আক্রমণাত্মক ভাষায় বিশেষ্য, বিশেষণ, অলঙ্কার, প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা এবং কটূক্তিমূলক শব্দ ব্যবহৃত হয় যা নিন্দার্থ প্রকাশ করে।
১৩) রাজনীতিতে উচ্চকিত ভাষা, ভিন্নার্থক শব্দ, বিশেষ শব্দ ও ধ্বনি ভাষ্যের প্রয়োগ এবং ব্যাকরণগত বিপর্যয় প্রতীয়মান।

সপ্তম অধ্যায়

৭.০ উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

৭.০ উপসংহার

নিয়ত পরিবর্তনশীল মানবজীবন ধারায় যোগাযোগের মাধ্যম হেতু ভাষাও পরিবর্তনশীল। মানবসমাজের রাজনৈতিক পরিবর্তনের চিত্র ভাষাতে স্পষ্টতই লক্ষ্যণীয়। রাজনীতিতে ব্যবহৃত শব্দ অনেক সময় যেমন পরিবেশের প্রভাবে সৃষ্টি হয় তেমনই অনেক সময় সমাজও এসব শব্দ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

১৯৭১ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষায় ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক ও বাগর্থিক বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রাজনৈতিক ভাষা ও মানুষের অন্যান্য ভাষার মধ্যে বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। স্বাভাবিক কথাবার্তায় অতিরিক্ত ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্যের পরিমাণ খুবই কম হলেও রাজনীতির ভাষায় অনেক বেশি। অধিকাংশ সময়েই রূপমূলে অর্ন্তভূক্ত বিশেষ কোন ধ্বনি, অক্ষর অথবা রূপমূল ব্যবহারের সময় শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাত, মীড়, স্বরতরঙ্গ বা অন্যান্য উচ্চারণীয় প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিশেষ জোর দিয়ে উচ্চারণ করার প্রবণতা রয়েছে। রাজনীতিতে যুক্তিমূলক ও আবেগপ্রধান বাক্যে শ্বাসাঘাত পড়ে সবচেয়ে বেশি। গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভাষণে স্বরতঙ্গের নিম্ন উদাত্ত [উচ্চ নিম্ন ঃ সর্বোচ্চের তুলনায় কিছু নিচু]} মধ্য বা স্বরিত, উদাত্ত [উচ্চ ঃ আপেক্ষিকভাবে সর্বোচ্চ] স্বর সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। ভাষার অন্যান্য রূপের মত রাজনীতির ভাষায়ও ধ্বনি পরিবর্তনের মধ্যে আদি স্বরাগম, ধ্বনি বিকার, ধ্বনি আগমন, মহাপ্রাণতা লোপ, ধ্বনিলোপ, অনোন্য সমীভবন ও অপনিহিতি পরিলক্ষিত হয়। রাজনীতিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্বরূপ স্লোগানের ভাষায় ছন্দ, মাত্রা ও পর্ব মিলিয়ে বাক্য তৈরী করা হয়। এ ভাষায় রয়েছে ভাষাতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের সমাহার। রাজনীতিতে দুই একটা ছন্দহীন স্লোগানও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অধিকাংশ সময় স্লোগানের ভাষা দুইটি চরণের হয়। অপরদিকে শরীর ও দেয়ালে লিখিত স্লোগানে অন্ত্যমিল পরিলক্ষিত হয়।

বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ফলে রাজনীতির ভাষায় যুক্ত হয়েছে নতুন ও কৃতঋণ শব্দ। রাজনৈতিক শব্দের ধরন ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অন্যান্য শব্দ থেকে বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। কখনো কখনো উৎপত্তিগত অর্থের সাথে বর্তমানে ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। রাজনীতির ভাষায় ব্যবহৃত অধিকাংশ খেতাব বা উপাধি ইতিবাচক বিশেষণ অর্থ প্রকাশ করে। নেতিবাচক খেতাবও রাজনীতিতে বিদ্যমান। কখনো কখনো নেতিবাচক খেতাব বা উপাধি বিষয়ক রূপমূল ইতিবাচক বিশেষণ অর্থ প্রকাশ করে। রাজনীতির অঙ্গনে উপসর্গ, সন্ধি ও সংখ্যা যোগে গঠিত শব্দ ও সমাসঘটিত শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ব্যপক হারে যৌগিক ও ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ ভাষায় রয়েছে ইংরেজি শব্দের সাথে বাংলা বিভক্তিযোগে গঠিত শব্দ। ১৯৭১ সাল পরবর্তী রাজনীতির ভাষায় যোগ হয়েছে বেশ কিছু নতুন শব্দ। যে শব্দগুলোর অধিকাংশই সন্ধি ও সমাসযোগে গঠিত। ১৯৯০ সাল পরবর্তী বাক্যাংশ (Phrase) এর অধিক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এ ভাষাতে ঔপভাষিক বিচ্যুতি ঘটে থাকে।

রাজনৈতিক ভাষণ, নির্বাচনী ইশতেহার ও দফায় রয়েছে বাক্যতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য। সরল, জটিল ও যৌগিক এই তিন শ্রেণীর বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে বক্তব্য স্পষ্ট করা হয়ে থাকে। তবে সরল বাক্য ব্যবহারের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। রাজনীতিতে কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেওয়া হয় বাক্যের গঠন পরিবর্তন করে। তখন বাক্যের গঠন কর্ম+ক্রিয়া+কর্তা এ রূপটি অনুসরণ করে। রাজনৈতিক ভাষণে সংশয় ও শর্তজ্ঞাপক অব্যয় 'যদি' ও 'যদিও' এর বহুমাত্রিক ব্যবহার স্পষ্টতই লক্ষ্যণীয়। কোন বক্তব্যের গুরুত্ব বোঝাতে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত পদযুগ্মের (Correlatives) ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পরম আত্মীয়তাজ্ঞাপক সম্বোধন স্বরূপ 'আমার' সর্বনাম পদটির বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও রাজনৈতিক বক্তব্যে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে রূপক, উপমা, বাগধারা, অলঙ্কার ও আক্ষেপ অলঙ্কারের বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থবিস্তার, অর্থসংক্রম, অর্থোন্নতি ও অর্থাবনতি ঘটে থাকে। আক্রমণাত্মক ভাষায় কটূক্তি প্রকাশে নিন্দার্থে বিশেষ্য, বিশেষণ, অলঙ্কার, প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারা ব্যবহৃত হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ বপনে রাজনীতির ভাষা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ৭ই মার্চ এর রাজনীতির ভাষার মাধ্যমে জনগণকে মুক্তি পাগল স্বাধীনতাকামী জাতিতে পরিণত করতে পেরেছিলেন। একথা অনস্বীকার্য যে, স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে রাজনীতির ভাষার ভূমিকা অগ্রগণ্য।

"বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষা (১৯৭১-২০১০)" শীর্ষক গবেষণাকর্মটির পরিসর খুবই বিস্তৃত। সময় স্বল্পতা ও যথার্থ উপাত্তের অভাবে ভাষাতাত্ত্বিক বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় নি। ভাষাতাত্ত্বিক বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রশ্নে বিষয়টির সময়কালকে খণ্ডিত আকারে গ্রহণ করে গবেষণা করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা বই

১. মোরশেদ, আবুল কালাম মঞ্জুর। (২০০৭)। *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

২. হাই, মুহম্মদ আবদুল। (২০১৭ ইং)। *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*। ঢাকা: মল্লিক ব্রাদার্স।

৩. শ' ড., রামেশ্বর। (১৪০৩ বাংলা)। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*। কলকাতা: পুস্তকবিপণি ।

৪. আলী, জীনাত ইমতিয়াজ। (২০০১)। *ধ্বনিবিজ্ঞানের ভূমিকা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

৫. আলম, প্রফেসর মাহবুবুল। (২০০৮)। *মাধ্যমিক বাংলা ভাষার ব্যকরণ; নবম-দশম শ্রেণী, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত*। ঢাকা: পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লিমিটেড।

৬. নাথ, মৃণাল। (১৯৯৯)। *ভাষা ও সমাজ*। কলকাতা: নয়া উদ্যোগ।

৭. আজাদ, হুমায়ুন। (১৯৮৪)। *বাক্যতত্ত্ব*। বাংলা একাডেমি।

৮. হক, মহাম্মদ দানীউল। (২০০২)। *ভাষা বিজ্ঞানের কথা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

৯. আজাদ, হুমায়ূন। (১৯৯৮)। *বাঙলা ভাষা ১ম ও ২য় খন্ড*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

১০. আজাদ, হুমায়ুন। (২০০৯)। *অর্থবিজ্ঞান*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

১১. স্টিফেন উলম্যান। (১৯৯৩)। *শব্দার্থবিজ্ঞানের মূলসূত্র*। অনুবাদ : জাহাঙ্গীর তারেক, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

১২. রায়, অপূর্বকুমার। (২০০৬)। *শৈলীবিজ্ঞান*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

১৩. মূসা, মনসুর। (১৯৮৯)। *ভাষা চিন্তা : প্রসঙ্গ ও পরিধি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

১৪. আলী, জীনাত ইমতিয়াজ। (২০০১)। *ধ্বনিবিজ্ঞানের ভূমিকা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

১৫. শেখর, ড. সৌমিত্র। (২০১২)। *ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা*। ঢাকা:অগ্নি পাবলিকেশন্স।

১৬. হুমায়ুন, রাজীব। (২০০১)। *সমাজ ভাষাবিজ্ঞান*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

১৭. হাই, মুহাম্মদ আবদুল। (১৯৬৯)। *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা*। ঢাকা: বাংলা বাজার।

১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৩৯১ বাংলা)। *বাংলা শব্দতত্ত্ব*। কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ ।

১৯. আলাউদ্দিন, ড.মোহাম্মদ। (২০০৯)। *সামাজিক গবেষণা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অন্বেষণ পদ্ধতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

২০. রহমান, এ এস এম আতীকুর। (২০০৬)। *সমাজ গবেষণা পদ্ধতি*। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স।

২১. হোসেন, মো: জাকির। (২০০৯)। *শিক্ষামূলক গবেষণা*। ঢাকা: মেট্রো পাবলিকেশন্স।

২২. করিম, সরদার ফজলুল। (২০১১)। *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*। ঢাকা: কথা প্রকাশ।

২৩. হক, আবুল ফজল। *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

২৪. হক, ড.আবুল ফজল। (২০১৪)। *বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

২৫. রশীদ, হারুন অর। (২০০১)। *বাংলাদেশের রাজনীতি, সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০)*। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন।

২৬. ভুঁইয়া, আবদুল ওয়াদুদ। (১৯৮৯)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*। ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো।

২৭. আহমদ, মওদুদ। (২০০০)। গণতন্ত্র ও উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ প্রক্ষাপট: বাংলাদেশের রাজনীতি ও সামরিক শাসন। ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

Dhaka University Institutional Repository

২৮.আহমদ, ড. এমাজউদ্দিন। (১৯৭৮)। *তুলনামূলক রাজনীতি : রাজনৈতিক বিশ্লেষণ*। ঢাকা: বাংলাদেশ বকু করপোরেশন লি।

২৯.আহমদ, আবুল মনসুর। (১৯৯৫)। *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*। ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল।

৩০.মামুন, মুনতাসীর। (২০১৪)। *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ(প্রথম খন্ড)*। ঢাকা: সময় প্রকাশন।

৩১.মামুন, মুনতাসীর। (২০১৪*)*। *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ(দ্বিতীয় খন্ড)*। ঢাকা: সময় প্রকাশন।

৩২.রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর। (২০১৬)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি* (১৯৭১-২০১১)। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

৩৩.রহমান, শেখ মুজিবুর। (২০১৭)। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

৩৪.সম্পাদনায়: ড.এ এইচ খান। (২০১১)। *জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ, চতুর্থ খন্ড*। ঢাকা: বাংলাদেশ কালচারাল ফোরাম।

৩৫.দে, তপন কুমার। (১৯৯৮)। *জাতির পিতা ও স্বাধীনতার ঘোষণা একটি পর্যালোচনা*। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স।

৩৬.ইসলাম, কাবেদুল। (২০১৭)। *বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

৩৭. সানী, আসলাম। (২০১২)। *ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ*। ঢাকা: কথা প্রকাশ।

৩৮. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত, এপ্রিল, ২০১৬; *The Constitution of the People's Republic of Bangladesh*, printed with latest amendment. Aprill, 2016.

৩৯. চৌধুরী, অধ্যাপক ড. আব্দুল মান্নান। (২০১১)। *শেখ মুজিব থেকে জাতির পিতা*। ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স।

৪০. ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ। (২০১২)। *৭১ এর দশমাস*। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী।

৪১. সম্পাদনায়: ড.এ এইচ খান। (২০১১)। *জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ, চতুর্থ খন্ড*। ঢাকা: বাংলাদেশ কালচারাল ফোরাম।

৪২. রশীদ, হারুনুর। (২০১৩)। *রাজনীতি কোষ*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

৪৩.আহমদ, ড. এমাজ উদ্দিন। (২০০৩)। *রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কথা*। ঢাকা: বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ ।

৪৪. উমর, বদরুদ্দীন। (১৯৭০)। *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খন্ড। ঢাকা।

৪৫. রহিম ডঃ মুহম্মদ আব্দুর, ডঃ আবদুল মোমেন চৌধুরী, ডঃ.এ.বি.এম.মাহমুদ, ডঃ সিরাজুল ইসলাম। (২০১১)। *বাংলাদেশের ইতিহাস*। ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান।

৪৬.মাসুদ, হাসানুজ্জামান আল। *বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গর্ভন্যান্স* ১৯৯১-২০০৭, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ : ২০০৯।

৪৭. রহমান, মতিউর। (২০১৪)। *মুক্তগণতন্ত্র রুদ্ধ রাজনীতি, বাংলাদেশ* ১৯৯২-২০১২। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

৪৮.রেহমান, তারেক শামসুর, সম্পাদিত। (২০০৯)। *বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, প্রথম খন্ড*। ঢাকা: শোভা প্রকাশ।

৪৯.আলী, কর্ণেল শওকত। (২০১৬)। *গণপরিষদ থেকে নবম জাতীয় সংসদ*। আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলা বাজার, ঢাকা।

৫০. আহমদ, শারমিন। ২০১৪)। *তাজউদ্দিন আহমদ নেতা ও পিতা*। ঢাকা: ঐতিহ্য।

৫১. রিমি, সিমিন হোসেন। (২০১২)। *তাজউদ্দিন আহমদ আলেকের অনন্তধারা*। ঢাকা: প্রতিভাস।

Dhaka University Institutional Repository

৫২. সিংহ, রামকান্ত। (২০০২)। *একই মেরুর দুই নক্ষত্র জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়া*। ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ।

৫৩. মাসকারেণ, হাস অ্যান্থনী। (২০১৪)। *বাংলাদেশ রক্তের ঋণ*। হ্‌ক্কানী পাবলিশার্স।

৫৪. সম্পাদনায় : নুন, এ.কে.এ. ফিরোজ। (১৯৯৬)। *জিয়া কেন জনপ্রিয়*। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী।

৫৫. সম্পাদনায় : নুন, এ.কে.এ. ফিরোজ। (২০০২)। *জিয়া কেন জনপ্রিয়*। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী।

৫৬. আলী, কর্ণেল শওকত। (২০১৬)। *গণপরিষদ থেকে নবম জাতীয় সংসদ*। আগামী প্রকাশনী।

৫৭.শিকদার, আব্দুর রব। (২০১২)। *বাংলাদেশ নবম জাতীয় সংসদ* (২০০৯-২০১৪)। ঢাকা: আগন্তুক।

৫৮. আহমেদ, সিরাজ উদদীন। (২০০০)। *জন নেত্রী শেখ হাসিনা*। ঢাকা: ভাস্কর প্রকাশনী।

৫৯.পারভেজ, রাজীব। (২০১৫)। নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু। ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী।

৬০.কুদ্দুস, গোলাম। (২০১৫)। *ভাষার লড়াই ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: নালন্দা।

৬১. আকবর, মফিদা। (২০১৫)। *বাংলাদেশের সফল রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা*। ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য ভবন।

৬২. আকবর, মফিদা। (২০১১)। *বাংলাদেশের রাজনীতি এবং শেখ হাসিনা*। ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য ভবন।

৬৩. জসীম, প্রত্যয়। (২০১২)। *তাজউদ্দিন আহমদ*। ঢাকা: কথা প্রকাশ।

৬৪. দে, তপন কুমার। (২০১২)। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে তাজউদ্দিন আহমদ*। ঢাকা: বুকস ফেয়ার।

৬৫. সম্পাদনায় : হুমায়ুন, আবীর আহাদ রফিকুজ্জামান। (২০১০)। *মহাকালের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*। ঢাকা: জনতা প্রকাশ ।

৬৬. মাসুম, প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ। (২০০২)। *জাতীয় ঐকমত্য ও উন্নয়ন সংকট*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী ।

৬৭. পারভেজ, রাজীব। (২০১৫)। *নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু*। ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী ।

৬৮. কামরুজ্জামান লিটন সম্পাদিত। (২০০৯)। *বঙ্গবন্ধু স্মারকগ্রন্থ*। ঢাকা: রূপ প্রকাশন।

৬৯.হোসেন, আল হাজ্ব সৈয়দ আবুল। (১৯৯৬)। *শেখ হাসিনা সংগ্রামী জননেত্রীর প্রতিকৃতি*।

৭০. এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান, এস আর মীর্জা। (২০০৯)। *মুক্তিযুদ্ধেও পূর্বাপর কথোপকথন*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

৭১. সাহা, পরেশ, । (১৯৯৬)। *বাংলাদেশ : ষড়যন্ত্রের রাজনীতি জিয়া পর্ব*। ঢাকা: জ্যোৎস্না পাবলিশার্স।

৭২. মতিন, মেজর জেনারেল (অব.)এম.এ.মতিন.বীর প্রতীক, পি এস সি, । (২০০১)। *আমার দেখা ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান'৯৬*। ঢাকা: বাংলা বাজার ।

৭৩. হালিম, ব্যারিষ্টার আব্দুল। (২০১৪)। *বাংলাদেশ গণপরিষদ বিতর্ক*। ঢাকা: সিসিবি ফাউন্ডেশন : আধারে আলো।

৭৪. সিকদার আবুল বাশার সম্পাদিত। (১৯৯৭)। *বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ*। ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ।

৭৫. শেখ হাসিনা, নির্বাচিত প্রবন্ধ। (২০১৭)। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

৭৬. আকবর, মোঃ আলী, *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ওয়াকআউট ও বয়কট (প্রকৃতি ও ধরন সম্পর্কিত একটি গবেষণা)*। ঢাকা: জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৭৭. খান, আরিফ। (২০১৬)। *সহজ ভাষায় বাংলাদেশের সংবিধান*। ঢাকা: কথা প্রকাশ ।

৭৮. সম্পাদনা, সরকার, ইমরান এইচ। (২০১৫)। *শাহবাগ : গণজাগরণ ও ইতিহাসের দায়*। ঢাকা: গণজাগরণ মঞ্চ ।

Dhaka University Institutional Repository

৭৯. অনুবাদ: ইসলাম, শফিকুল। (২০১২)। *নির্যাতিত ও অভিশপ্ত*। ঢাকা: সংঘ প্রকাশন।

৮০. মূল সংগ্রহ ও সম্পাদনা: দাউদ ফজলুল কাদের কাদেরী, বাংলা অনুবাদ সম্পাদনা : হোসেন, দাউদ। (২০১৩)। *বাংলাদেশ জেনোসাইড অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস*। ঢাকা: সংঘ প্রকাশন।

৮১. সরকার, যতীন। (২০১৫)। *ভাষা বিষয়ক নির্বাচিত প্রবন্ধ*। ঢাকা: চর্চা গ্রন্থ প্রকাশ।

৮২. খান, ডা.মোঃ জামিল। (২০১৭)। *ডা. জামিল'স ভাইভা সহায়িকা (মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা)*, ঢাকা: কথামেলা প্রকাশন।

৮৩. হক, ড.আবুল ফজলুল। (২০০৩)। *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*। রংপুর: টাউন স্টোস।

৮৪. খান, ঈসরাইল। (১৯৮৭)। *বাংলাদেশের রাজনীতি ও ভাষা পরিস্থিতি*। ঢাকা: নিউ বুক সোসাইটি।

৮৫. বাশার, রফিকুল সম্পাদিত। (২০১২)। *ভাষা ভাবনা*। ঢাকা: সাম্প্রতিক প্রকাশনী।

৮৬.সরকার, জে.এম.বেলাল হোসেন, *উচ্চ মাধ্যমিক ইতিহাস, ঐচ্ছিক ১*।

৮৭.সরকার, জে.এম.বেলাল হোসেন, *উচ্চ মাধ্যমিক ইতিহাস, ঐচ্ছিক ২*।

৮৮.হক, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক, *পৌরনীতি ও সুশাসন* প্রথম পত্র একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি।

৮৯.হক, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল, *পৌরনীতি ও সুশাসন*, দ্বিতীয় পত্র একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি।

৯০.শাহরিয়ার ইকবাল সম্পাদিত। শেখ মুজিব ইন পার্লামেন্ট (১৯৫৫-১৯৫৮)। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

৯১.জামিল'স, ডাঃ । (২০১৭)। ভাইভা গাইড। ঢাকা: কথামেলা প্রকাশন।

অভিধান

৯২.হক ড.এনামুল। (১৯৭৪)। ব্যবহারিক বাংলা অভিধান। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

৯৩.ফিরোজ, জালাল। (১৯৯৮)। পার্লামেন্টারি শব্দকোষ। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

৯৪.খান, ফরহাদ। (২০০০)। বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

৯৫.বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র। (সংকলক)। (১৯৯৬)। *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*। কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ।

৯৬.শরীফ, আহমদ, সম্পাদিত। (২০১৫)। *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

ইংরেজি বই

৯৭. Neuman, W..Lawrence. *Social Research Methods Qualitative And Quantitative Approaches.* Third Edition, University of Wasington.

৯৮. Karim, S.A. (2005) . *Sheikh Mujib : Triumph and Tragedy,* (Dhaka:The University Press Limited,

৯৯. Ahmed, Moudud. (1991) . *Bangladesh : Era of Sheikh Mujibur Rahman*. Dhaka: Dhaka University Press Limited,.

১০০. Finer, Herman. (1962) . *Theory and Practice of Modern Government*. London:Methuen and Co.,.

১০১. Huntington, S.P.,(1968) *Political Order in Changing Societies* New Haven: Yale University Press,.

১০২. Jahan, Rounaq, (1972) *Pakistan Failure in National Integration*, New York:Columbia University press,.

Dhaka University Institutional Repository

১০৩. ……., (1987) *Bangladesh Politics: Problems and Issues*, Dhaka University Press Limited,.

১০৪. Pye, Lucian w. and Verba, (1965), *Political Culture and Political Development.* Sydney: Princeton University Press,.

১০৫. Sabine, George.H., (1968) A History of Political Theory (3rd Ed.), London : George G.Harrap and Co.Ltd.,.

১০৬. Maniruzzaman, Talukder, (2003), *The Bangladesh Revolution and Its Aftermath*, Dhaka: UPL.

১০৭. Agarwall, R.C., (2007-2008), *Political Theory : Principles of Political Science, New Delhi:* S.Chand & Company .Ltd ।

জার্নাল

১০৮. Rahman, Md.Ataur, *Challenges of Governance in Bangladesh*, BIISS.Journal, Vol.14, No.4, 1993.

১০৯. Bhuyan, M. Sayefullah, `*Political culture in Bangladesh"*, Dhaka university Journal.

১১০. Journal of the Asiatic Society of Bangladesh(Hum.)vol.59(2), 2014, pp.305-321, G.M. Shahidul Alam, "*Political Commnication In Bangladesh: The Use Of Vile Language*.

এমফিল অভিসন্দর্ভ

১১১. আলম, মোঃ ছামছুল। (২০০৩)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি বিশ্লেষণ*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত পি, এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১১২. আলম, মুহাম্মদ খোরশেদ। (২০১৫)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিকাশ প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলের ভূমিকা।* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১১৩. খাতুন, নাসিমা। (১৯৯৫)। *বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৮২-১৯৯০)*। এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১১৪. সরকার, পপি। (১৯৯৮)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি*। এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা -১০০০।

১১৫. নাহার, নাজনীন। (২০০৯)। *এরশাদ শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১১৬. ইয়াসমিন, দিলরুবা। (২০১০) *বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল-আওয়ামীলীগ ও বি.এন.পির উদীয়মান নেতৃতের আর্থ-সামাজিক পটভূমি ও একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

১১৭. রহমান, মো: এখলাছুর, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্র একটি বিশ্লেষণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১১৮. দাউদ, মো: আবু, *বি.এন.পির শাসনামলে (১৯৯১-৯৫) বিরোধী দল হিসাবে আওয়ামীলীগের ভূমিকার মূল্যায়ন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১১৯. নাথ, স্বপন কুমার। (২০০৬)। *বাংলাদেশের ক্ষুদ্রজাতিসত্ত্বা মণিপুরি সম্প্রদায় এবং তাদের ভাষিক পরিস্থিতি*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পি, এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ

১২০. Hossain, Mohammad Sohrab. (2010) . Role of Opposition in Democratic Politics: A Study With Special Refference to Bangladesh Jatiya Sangsad (1991-2006), Phd Thesis, Department of Political Science, University of Dhaka.

১২১. আলম, মোঃ ছামছুল। (২০০৩)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি বিশ্লেষণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত পি, এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ; এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১২২. ইসলাম, মোহাম্মদ নূরুল। (২০০৮)। বাংলাদেশের রাজনীতি এবং সামরিক শাসন (১৯৭৫-১৯৯০) একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত পি, এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ; এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১২৩. ইসলাম, সৈয়দ আতিকুর। (২০১১)। *বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রম ১৯৯৫ এবং ২০০১: একটি বিশ্লেষণ*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত পি, এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ; এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নির্বাচনী ইশতেহার

১২৪. দৈনিক প্রথম আলো, ৩০ অক্টোবর ২০০৮, *নির্বাচনী ইশতেহার* ।

১২৫. দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৮, *নির্বাচনী ইশতেহার* ।

১২৬. দৈনিক প্রথম আলো, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৮, *নির্বাচনী ইশতেহার*।

১২৭. নির্বাচনী ইশতেহার-১৯৯১, Retrieved May 25, 2016 www.bnpbangladesh.com

১২৮. আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা : দৈনিক ইত্তেফাক। Retrieved Dec 29. 2013. from archive.ittefaq.com.bd./index.

১২৯. আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহার-২০০৮, June 23, 2013 From Somewhereinblog.net

১৩০. সুজন সুশাসনের জন্য নাগরিক, নির্বাচনী ইশতেহার বিএনপি-২০০৮, জানুয়ারি ২৫, ২০০৯।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা পত্রিকা

১৩১. দৈনিক প্রথম আলো, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১০। সৌরভ শিকদার, *ভাষার রাজনীতি, রাজনীতির ভাষা*।

১৩২. সম্পাদকীয়, *রাজনীতির ভাষা*, দৈনিক যুগান্তর, ৩০ নভেম্বর ২০১৫।

১৩৩. দৈনিক প্রথম আলো, সোমবার, ২৬ মার্চ ২০১২, *স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা* ২০১২।

১৩৪. দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১১, সোহরাব হাসান রচিত সম্পাদকীয়; *গণতন্ত্র, বাংলাদেশি স্টাইল*!

১৩৫. দৈনিক প্রথম আলো, শুক্রবার, ৬ ই জানুয়ারি ২০১২, জনমত জরিপ ২০১১; *দুই দলের জন্যই সতর্কবার্তা*।

১৩৬. দৈনিক প্রথম আলো, শুক্রবার, ৬ ই জানুয়ারি ২০১২, জনমত জরিপ ২০১১; *দেশ ঠিক পথে চলছে না; বিরোধী দলের ভূমিকায় মানুষ সন্তুষ্ট নয়; দলের চেয়ে ব্যক্তি বড়*।

১৩৭. দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ এপ্রিল ২০১৭, সৈয়দ আবুল মকসুদ রচিত সম্পাদকীয়, '*অতীতের চাইতে ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই সুখকর*'।

১৩৮. দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ২০১১; আব্দুল কাইয়ুম রচিত সম্পাদকীয়: *বিএনপির তিন বছর, নেতিবাচক রাজনীতির বাইরে যেতে পারেনি*।

১৩৯. দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১১, হরতাল নয় উন্নয়ন অনুকূল কর্মসূচী চাই।

১৪০. দৈনিক প্রথম আলো, শনিবার ২৬ মে ২০১২সম্পাদকীয়: মুহম্মদ জাফর ইকবাল, *রাজনীতি নিয়ে আমার ভাবনা-২, আওয়ামী লীগ সেই দায়িত্বটি নিতে রাজি আছে কি না?*

১৪১. দৈনিক প্রথম আলো, বৃহস্পতিবার, ৬ নভেম্বর ২০১৪, ২২ কার্তিক ১৪২১,

১৪২. *প্রথম আলোর ১৬ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর বিশেষ সংখ্যা*, পর্ব ১, সম্পাদকীয়, সোহরাব হাসান,

১৪৩. দৈনিক প্রথম আলো, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১১; *হাসিনা–খালেদা:কেউ কথা রাখেননি* ।

১৪৪. দৈনিক প্রথম আলো, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১; প্রধানমন্ত্রী, *দেশের জন্যও একটা শান্তির মডেল চাই*।

১৪৫. দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ ই জানুয়ারি ২০১২, সম্পাদকীয়, সোহরাব হাসান, বিএনপির না কে হ্যাঁ করাবে কে?

১৪৬. দৈনিক প্রথম আলো, শুক্রবার, ১৬ ডিসেম্বর ২০১১; *বিজয় দিবস সংখ্যা*, পৃ-৭।

১৪৭. দৈনিক প্রথম আলো, শুক্রবার, ১৬ ডিসেম্বর ২০১১;*বিজয় দিবস বিশেষ সংখ্যা*, পৃ-১।

১৪৮. দৈনিক প্রথম আলো, সোমবার, ৯ই জানুয়ারি ২০১৭, সম্পাদকীয়: *লোকরঞ্জনবাদের পথেই চলছে বাংলাদেশ*।

১৪৯. দৈনিক প্রথম আলো, *বিশেষ সাক্ষাৎকার*। রাশেদ খান মেনন।

১৫০. খবরের কাগজ, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, *শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার*।

১৫১. *স্বাধীনতার ঘোষণা*" স্বরাজ পত্রিকা, (১৩ই মার্চ১৯৭২)।

১৫২. দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ ডিসেম্বর ২০০৮।

১৫৩. দৈনিক প্রথম আলো, ৩০ অক্টোবর ২০০৮।

১৫৪. দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ মার্চ ২০০২, মতিউর রহমান, কলাম, *খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার এই পারস্পারিক দোষারোপ আর কত দিন*।

১৫৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ মার্চ ২০০২ , *ছাত্রলীগের বর্ণাঢ্য সম্মেলনে শেখ হাসিনা*।

১৫৬. দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ মে ২০০১। আবু ইউসুফ, *হরতালকারী রাজনৈতিক দলকে আসুন নির্বাচনে বয়কট করি*,

১৫৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ অক্টোবর ২০০১, পৃ: ৫।

১৫৮. দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ডিসেম্বর ২০০১। শেখ হাসিনা, 'হরতাল করব হরতাল করব না'।

১৫৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ এপ্রিল ২০০২, আনোয়ার আলদীন, *হানিফ ও খোকার মধ্যে চলছে বাগযুদ্ধ*।

১৬০. দৈনিক ইত্তেফাক, ২০০২, কে এম সোবহান, নষ্ট রাজনীতির শিকার।

১৬১. দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ জানুয়ারি ২০১৩, আবুল বাশার খান, *রাজনীতির ভাষা : শোভন ও অশোভন*।

১৬২. দৈনিক ভোরের কাগজ, শনিবার, ১৬ জানুয়ারি ২০১০, *সৈয়দ মাহবুবুর রশিদ রচিত সম্পাদকীয় ১/১১ অপরাজনীতির নেমেসিস, যাহা বলিব সত্য বলিব*।

১৬৩. ভোরের কাগজ, ৯ মার্চ, ১৯৯৫।

১৬৪. দৈনিক যুগান্তর, ২৩ মার্চ ২০১৭, উপসম্পাদকীয়, পৃষ্ঠা ৪।

ইংরেজি পত্রিকা

১৬৫. Samar, A South Asian Magazine for Action and Reflection; 8th March 2012, *The pitfalls of Language Politics in Bangladesh*

১৬৬. A Weekly Publication of The Daily Star, the STAR, 7 October 2011.

১৬৭. The Daily Star, Aprill 2012.vol.6:issue 4, FORUM a monthly publication.

১৬৮. The Daily Star, Friday, January 6, 2012; *Opinion Survey*
Govt's Three-Year Performance Rating. A Special Suppelement, PAGE-3, 5, 10, 13, 14.

১৬৯. The Daily Star, Friday, January 13, 2012, Editorial: *Democracy has shouted back.*

১৭০. The Daily Star, Friday, January 6, 2012, Editorial : *Why choose the road to confrontation?*

১৭১. The Daily Star, Friday, January 13, 2012, page-13.

১৭২. The Daily Star, June 3, 2012, editorial : *The Parliament of Bangladesh: Challenges and way forward.*

১৭৩. The Daily Star, Monday June 4, 2012

১৭৪. editorial : *Struggle for Democracy: Bangladesh and Pakistan perspectives.*

১৭৫. Dhaka Sunday, November 9, 2014; *Liberal democracy in Tunisia and Bangladesh.*

১৭৬. The Daily Star, Monday, June 4, 2012 editorial : *Politics gets more cynical.*

১৭৭. The Daily Star, 9th December 2014, *The abuse or misuse of language in Politics*"

১৭৮. The Daily Star, Sunday December 4, 2016.

১৭৯. Jhon Benjamins, *Journal of Language & Politics*(JLP).

১৮০. *Language & Politics*, https://english.wise.edu.

১৮১. Syed Fattahul Alim, *Using abusive words at JS",* The Daily Star, 28 March 2011.

Dhaka University Institutional Repository

১৮২. Springer, *The Language of Politics*, Link. Springer, .com >book.
১৮৩. The Daily Star, June 24, 2013.
১৮৪. *"Dirty war of words"*, The Daily Star, April 14, 2014.

ইন্টারনেট/ওয়েবসাইট

১৮৫. Nizamuddin Ahmed, "*Politics of, for and by The Non-Politician"* Retrieved March 12, 2013 From http://www.Wikipedia.org/wiki/bangla/
১৮৬. http://www.politics of Bangladesh.com:14.03.2013
১৮৭. www.bd-pratidin.com/home/printnews/15960/2013-09-13.
১৮৮. *বাংলাদেশের রাজনীতিতে নোংরা ভাষা ও নোংরা কাজ। রাঙামাটি পার্বত্য* Retrieved From www.rhdal.com,
১৮৯. *রাজনীতির ভাষা ও বাংলাদেশ*, Retrieved From wordPress.com>humannewspaper,
১৯০. www.chintasutra, com 2015/11
১৯১. হায়দার আকবর খান রনো, *গণতান্ত্রিক রাজনীতির ভাষা ও ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি*, Retrieved September 13, 2013 From www.bd-pratidin.com/editorial/2013/09/13/15960 September 13, 2013
১৯২. জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। Retrieved July 23, 2014. From Bangladesh Awami League .youtube
১৯৩. ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশের রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ। Retrieved From Archive of Saifur. R. Mishu
১৯৪. (বঙ্গবন্ধুর ভাষণ) ঢাকা স্টেডিয়ামে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রসমর্পণ, Retrieved June 15,2016 From বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, তথ্য মন্ত্রালয়।
১৯৫. বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও ঢাকা স্টেডিয়ামে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণ। Retrieved December 20, 2016 From মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ।
১৯৬. জাতীয় সংসদে বক্তৃতারত জননেতা তোফায়েল আহমেদ, এমপি। Retrieved September 16, 2104 From Abul Khaer you tube.
১৯৭. বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, সেনাবাহিনীর ক্যাডেট ভাইদের উদ্দেশ্যে। Retrieved May 16,2016 From বঙ্গবন্ধু সৈনিক প্লাটুন you tube.
১৯৮. সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমদের সাক্ষাৎকার- Retrieved May 15, 2016 From বঙ্গবন্ধু সৈনিক প্লাটুন you tube
১৯৯. দ্যা লিজেন্ড..শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে নিয়ে ডকুমেন্টারী। Retrieved January 20, 2016. From you tube.com / Bangladesh Affairs.
২০০. ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ভারতের পালাম বন্দরে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ। Retrieved From Archive of Saifur. R. Mishu . you tube.
২০১. you tube- বঙ্গবন্ধু তথ্য গবেষণা কেন্দ্র।

২০২. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচিত ১০টি ভাষণ ও গানের ভিডিও চিত্র, Retrieved June 28, 2015 From মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ you tube.

২০৩. ৯ মার্চ ১৯৭১, মাওলানা ভাসানী, Retrieved April 24,2016, From S. Hasan. you tube.

২০৪. Bhashani 1974, Retrieved August 15,2016.From SJ Alam youtube.

২০৫. Bhashani Speech 2 April 1972, স্বাধীনতা-উত্তর পল্টনের জনসভায় ভাষণদানরত : ২ এপ্রিল'৭২ Retrieved Nov.17, 2017 From SJ Alam. youtube

২০৬. Synd 31 7 85 Leader Of Bangladesh, General Ershad, Restores Limited Political Activity In Dhaka, Retrieved July 30, 2015, From AP Archive. youtube.

২০৭. President Reagan Meeting with Lieutenant General Ershad of Bangladesh on October 25,1983, Retrieved July 13,2017. From Reagan Liabrary. youtube.

২০৮. Ex President H M Ershad DURING' 87 Flood, Retrieved January 24,2014. From JPRSW. youtube.

২০৯. Last General (Bangladesh), Retrieved January 24, 2009. From proshikanet

২১০. Bangladesh politics 2006-2009, Retrieved July, 2017. From Shafiqur rahman, youtube.

২১১. রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ। Retrieved May 17, 2009 From আমার ব্লগ.কম

২১২. শ্লোগানের রাজনীতি- রাজনীতির শ্লোগান। Retrieved February 24 From Somewhereinblog.net

২১৩. LawyersClub. Bangladesh.com, জানুয়ারি ১, ২০১৮।

২১৪. Bangla Breaking news, Retrieved March16, 2018 From jamuna tv.live. news update [all bangla news-you tube

২১৫. নির্বাচনে কারচুপি হয়নি: এলজিআরডি মন্ত্রী, Retrieved January 2, 2016 from ntv.online. you tube

২১৬. Prime Minister Sheikh Hasina Speech at Parliament, Retrieved Jun 29. 2013. from cri albd. you tube

২১৭. সামরিক শাসন, Retrieved march19, 2015 from bn.banglapedia.org/index.php?title

২১৮. সামরিক শাসন, Retrieved from https://bn.wikipedia.org/wiki/

২১৯. বাংলাদেশের রাজনীতি : ১৯৭২-১৯৭৫। Retrieved from মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ; হালিমদাদ খান-আগামী প্রকাশনী www.liberationwarbangladesh.org/2016/12

২২০. ১৯৭২-২০১৭ বাংলাদেশের শাসকগণ ও শাসনকাল । Retrieved from উত্তরের আলো 24.কম www.uttareralo24.com/politics.

২২১. বাংলাদেশের ইতিহাস ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি। Retrieved from পেন আকাশ https://peneakash.wordpress.com

২২২. স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস (১৯৭২-২০১৭ ....) । Retrieved from মতামত campustimes.press/...

২২৩. তত্ত্বাবধায়ক সরকার-বাংলাপিডিয়া Retrieved from bn.banglapedia.org

২২৪. বাংলাদেশের ইতিহাস-উইকিপিডিয়া- Retrieved from wikipedia.(Bn), https://bn.wikipedia.org

২২৫. বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন, ১৯৮৮- উইকিপিডিয়া । Retrieved from wikipedia.(bn), https://bn.wikipedia.org

২২৬. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীদের তালিকা- উইকিপিডিয়া Retrieved from wikipedia.(Bn)

Dhaka University Institutional Repository

২২৭. বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন,ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬- উইকিপিডিয়া Retrieved from https://bn.wikipedia.org

২২৮. বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন,১৯৯১- উইকিপিডিয়া Retrieved from wikipedia.(Bn)

২২৯. জাতীয় সংসদ নির্বাচন- উইকিপিডিয়া Retrieved from wikipedia.(Bn)

২৩০. বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন, ২০০১- উইকিপিডিয়া Retrieved from wikipedia.(Bn)

২৩১. ১৯৯৬-২০০১ শাসনামল:সফলপ্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। Retrieved july,2016 From সেতু বন্ধন setubondhon.net

২৩২. এরশাদ ভ্যাকাশনে এক স্মরণীয় ভ্রমণ: হল ভ্যাকান্ট, শহরে.....। Retrieved from www.newsforbd.net/thisweek detail/339 বিডিটুডে নেট

২৩৩. একটি কবিতার শুদ্ধ পাঠ- Retrieved from prothomAlo, archive.prothom-alo.com/2011-09-29,

২৩৪. বাংলাদেশের রাজনীতিতে নোংরা ভাষা ও নোংরা কাজ Retrieved from jugantor www. jugantor.com/old/sub-editorial

২৩৫. বাংলাদেশের নোংরা রাজনীতি Retrieved from Home/Facebook

২৩৬. Dirty politics. Retrieved from https://www.facebook.com/bd

২৩৭. বাংলাদেশের হত্যার রাজনীতি ও ২১ আগস্ট। Retrieved from -Bhorer Kagoj. www.bhorer kagoj.net

২৩৮. হত্যার রাজনীতি, লাশের মিছিল- Retrieved nov.5.2013 From www. prothomAlo. com

২৩৯. আ স ম আব্দুর রব- উইকিপিডিয়া wikipedia.(Bn), https://bn.wikipedia.org/wiki

২৪০. শাহজাহান সিরাজ সংকটাপন্ন, Retrieved February 15, 2018 From bdnews24.com

২৪১. নিশ্চুপ শাজাহান সিরাজ, খোজ নেয় না কেউ- poriborton, Retrieved sep.26.2016 From www.poriborton.com,

২৪২. বিপ্লবী রাষ্ট্রনায়ক, Retrieved jun 12,2016 From www.bd-pratidin.com

২৪৩. মাইনাস ওয়ান, মাইনাস টু। মতামত Retrieved from https://opnion. bdnews24.com/bangla/archives

২৪৪. মাইনাস ওয়ান ফর্মুলা Retrieved from dailynayadiganta www.dailynayadiganta.comdetail/news

২৪৫. কামাল হোসেন Retrieved from https://bn.wikipedia.org

২৪৬. আবার জোট ও হুজুগে বাঙালি Retrieved from Risingbd, www.risingbd.com

২৪৭. বাবর- উইকিপিডিয়া Retrieved from wikipedia.(Bn)

২৪৮. লগি-বৈঠার আন্দোলন-৮ বছর- Risingbd, Retrieved oct28,2014 From www.risingbd.com/national-news

২৪৯. অক্টোবর ২০০৬- wikipedia.(Bn). Retrieved October, 2006 From https://bn.wikipedia.org/wiki

২৫০. Bangla Breaking news [16 march 2018] jamuna tv.live. news update [all bangla news-you tube]

২৫১. ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ভারতের পালাম বন্দরে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ। Retrieved From Archive of Saifur. R. Mishu . you tube.

Dhaka University Institutional Repository

২৫২. you tube- বঙ্গবন্ধু তথ্য গবেষণা কেন্দ্র।

২৫৩. BD NEWS, বাংলাদেশের জন্য মাওলানা ভাসানীর অবদান. 7 Star Power, Retrieved. March 17,2017, From 7 Star Power you tube.

২৫৪. Speech Of Maolana Abdul Hamidkhan Vashani, Retrieved December 25, 2016, From Minhaj Uddin Miran, you tube.

২৫৫. Maolana Abdul Hamidkhan Vashani.wmv ShaktiBidyalaya,. Retrieved December 11, 2010, wmv ShaktiBidyalaya .you tube.

২৫৬. maulana abdul hamidkhan bhashani, part-2, Retrieved From Green Bangladesh, you tube.

২৫৭. maulana abdul hamidkhan bhashani, part-3, Retrieved From Green Bangladesh, you tube.

২৫৮.

২৫৯. https://bn.wikipedia

২৬০. ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ভারতের পালাম বন্দরে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ। Retrieved From Archive of Saifur. R. Mishu . you tube.

২৬১. you tube- বঙ্গবন্ধু তথ্য গবেষণা কেন্দ্র।

২৬২. BD NEWS, বাংলাদেশের জন্য মাওলানা ভাসানীর অবদান. 7 Star Power, Retrieved. March 17,2017, From 7 Star Power you tube.

২৬৩. Speech Of Maolana Abdul Hamidkhan Vashani, Retrieved December 25, 2016, From Minhaj Uddin Miran, you tube.

২৬৪. Maolana Abdul Hamidkhan Vashani.wmv ShaktiBidyalaya,. Retrieved December 11, 2010, wmv ShaktiBidyalaya .you tube.

২৬৫. maulana abdul hamidkhan bhashani, part-2, Retrieved From Green Bangladesh, you tube.

২৬৬. maulana abdul hamidkhan bhashani, part-3, Retrieved From Green Bangladesh, you tube.

২৬৭. দ্যা লিজেন্ড..শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে নিয়ে ডকুমেন্টারী। Retrieved From you tube.com / Bangladesh Affairs

২৬৮. SYND 8. 6. 78 PRESIDENT ZIA PRESSCONFERENCE ON HIS ELECTION VICTORY, Retrieved July 24, 2015, From AP Archive you tube.

২৬৯. শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ দেখুন, President Ziaur Rahman, Retrieved From Bongo TV, you tube.

২৭০. জাতিসংঘে জিয়ার ঐতিহাসিক ভাষণ, Retrieved. Jan 2. 2009, From mizanjcd. you tube.

২৭১. Documentary about President Ziaur Rahman. Rastronayok Ziaur rahman, Retrieved June 9, 2012. From Foridi Numan. you tube.

২৭২. Declaration 0f Independence 0f Bangladesh-Original Speech By Ziaur Rahman, Retrieved From Sazzad Hossain, you tube.

২৭৩. President Ziaur Rahman's Speech, Retrieved From Md Atikur Rahman Atik .you tube.

২৭৪. Interview Of Ziaur Rahman-Rare Footage Retrieved March 31,2012. From BDTimes you tube.

Dhaka University Institutional Repository

২৭৫. Honorary President Ziaur Rahman Way-Zahid .F Sarder Saddi, Retrieved From Zahid F Sarder-Saddi .you tube.

২৭৬. SYND 8. 6. 78 PRESIDENT ZIA PRESSCONFERENCE ON HIS ELECTION VICTORY, Retrieved July 24, 2015, From AP Archive you tube.

২৭৭. শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ দেখুন, President Ziaur Rahman, Retrieved From Bongo TV, you tube.

২৭৮. জাতিসংঘে জিয়ার ঐতিহাসিক ভাষণ, Retrieved. Jan 2. 2009, From mizanjcd. you tube.

২৭৯. Documentary about President Ziaur Rahman. Rastronayok Ziaur rahman, Retrieved June 9, 2012. From Foridi Numan. you tube.

২৮০. Declaration 0f Independence 0f Bangladesh-Original Speech By Ziaur Rahman, Retrieved From Sazzad Hossain, you tube.

২৮১. President Ziaur Rahman's Speech, , Retrieved From Md Atikur Rahman Atik .you tube.

২৮২. Interview Of Ziaur Rahman-Rare Footage Retrieved March 31,2012. From BDTimes you tube.

২৮৩. Honorary President Ziaur Rahman Way-Zahid .F Sarder Saddi, Retrieved From Zahid F Sarder-Saddi .you tube.

২৮৪. Parliament 06. 04. 1991, Retrieved June 11, 2013, From you tube.

২৮৫. Political Crisis 2006 Of Bangladesh Report Retrieved Sep 30,2016, From On Air Date: February 2006 Channel, you tube.

২৮৬. Bangladesh politics 2006-2009, Retrieved July, 2017, From Shafiqur rahmabn, you tube.

২৮৭. Sheikh Hasina's Interview by Bulbul Hasan, Retrieved Apr 29, 2007, From rehnumaahmed, you tube.

২৮৮. Hasina Press Conference in London Bangla TV News, Retrieved 23, 2008, From khaled Patwary, you tube.

২৮৯. HASINA- Post Election Conference at BCFCC, Dhaka 2008 (wednesday)-05 of 05, From you tube ..

২৯০. Sk Hasina Interview at British Parliament 2007. Fazlul hoque, Retrieved from Surmatv.net, you tube.

২৯১. NTV 1st News 3 july 2003, Retrieved from you tube.

২৯২. মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আলোচনা, ০৪-০৩-২০১০, ৯ম সংসদ, চতুর্থ অধিবেশন।, Retrieved January 16, 2018, From Zahirul Haque Mohon you tube.

২৯৩. স্পিকারের রসবোধ- Speaker's fun-fall, Retrieved December 19,2010, From noTV bangla, you tube.

২৯৪. Our Voice or Amader Kotha (1st episode and part -1), UNICEF Bangladesh, Retrieved June 5, 2011, From you tube.

২৯৫. Our Voice or Amader Kotha (3rd episode and part -1), UNICEF Bangladesh, Retrieved June 6,2011, From you tube.

২৯৬. নির্বাচনে কারচুপি হয়নি: এলজিআরডি মন্ত্রী, Retrieved January 2, 2016 From ntv.online.

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য উৎসসমূহ

২৯৭. United Nations Development Program [UNDP], *Bangladesh, Beyond Hartals : Towards Democratic Dialogue in Bangladesh*, Dhaka:UNDP, 2005.

২৯৮. মাহমুদ, আহমেদ স্বপন। *ভাষা, রাজনীতি ও আধিপত্য।* চিন্তাসূত্র।

২৯৯. বিচিত্রা, ১৯-০৬-১৯৯১। বিচিত্রার সঙ্গে জেনারেল এরশাদের একান্ত সাক্ষাৎকার।

৩০০. ইয়াসমিন, মোছাঃ রেখা। (২০১৭)। *বঙ্গবন্ধু ও রাজনীতির ভাষা*। দ্যুতি, নবাব ফয়জুননেসা চৌধুরাণী ছাত্রীনিবাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩০১. *প্রতিচিন্তা; সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক*, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬।

৩০২. শামীম, ইমতিয়ার। *ভাষা রাজনীতি ও ভাষার রহস্যময়তা*। শব্দঘর, শুদ্ধ শব্দের নান্দনিক গৃহ, সাহিত্য সংস্কৃতির মাসিক পত্রিকা, নভেম্বর ২০১৫।

৩০৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। *ভাষা বিজ্ঞান পত্রিকা*। বর্ষ ৩য় সংখ্যা ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০।

৩০৪. *বাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা।

৩০৫. সময়ের ভাবনা। ভাদ্র ১৪১৭ সেপ্টেম্বর ২০১০। সমকালীন রাজনৈতিক বিশ্লেষণমুলক অনুষ্ঠান সময়ের ভাবনার মুদ্রিত সংস্করণ, প্রথম বষ, প্রথম সংখ্যা।

৩০৬. সময়ের ভাবনা। ভাদ্র ১৪১৭ সেপ্টেম্বর ২০১০, সমকালীন রাজনৈতিক বিশ্লেষণমূলক অনুষ্ঠান সময়ের ভাবনার মুদ্রিত সংস্করণ, প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা।

৩০৭. প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল: ২০১৪ বৈশাখ : ১৪২১, অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য গবেষণা কেন্দ্র, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিধ্যালয়।

৩০৮. রিসার্চ মনোগ্রাফ,। (২০১০)। *বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত রাজনৈতিক শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগে দাখিলকৃত।

অষ্টম অধ্যায়

পরিশিষ্ট

অভিসন্দর্ভের শিরোনাম: বাংলাদেশে রাজনীতির ভাষা (১৯৭১ সাল থেকে ২০১০)

গবেষক
মোছা: রেখা ইয়াছমিন
রেজিস্ট্রেশন নং–৩৬৮
শিক্ষাবর্ষ-২০১২-২০১৩
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ
কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়সূচি পৃষ্ঠা নং

৮.০ উপাত্ত..... ১৯৭
৮.১ স্লোগান..... ১৯৭
৮.২ শরীর লিখন..... ২০৪
৮.৩ দেয়াল লিখন..... ২০৫
৮.৪ পোস্টার..... ২১১
৮.৫ খেতাব..... ২১৩
৮.৬ ভাষণ..... ২১৩
৮.৭ ঘোষণা..... ২২৮
৮.৮ বাণী..... ২৩১
৮. ৯ নির্বাচনী ইশতেহার..... ২৩২
৮.১০ ক্যাসেট সংগীত..... ২৩৩
৮.১১ উক্তি..... ২৩৩
৮.১২ কবিতার উদ্ধৃতাংশ: রাজনীতির ভাষা..... ২৩৮
৮.১৩ গান..... ২৩৯
৮.১৪ দলীয় সংগীত: বি.এন.পি..... ২৪০
৮.১৫ সাক্ষাৎকার..... ২৪০
৮.১৬ স্বরচিত প্রবন্ধ..... ২৪১
৮.১৭ শপথবাক্য..... ২৪৩
৮.১৮ রাজনীতিতে বিশেষ শব্দের প্রয়োগ..... ২৪৪
৮.১৯ সম্বোধন..... ২৪৬
৮.২০ দফা..... ২৪৬
৮.২১ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিমত..... ২৪৮

Dhaka University Institutional Repository

৮.০ উপাত্ত

৮.১ স্লোগান

ক) বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের কিছু উপাত্ত নিম্নে উল্লেখ করা হল

৩ জানুয়ারি ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখমুজিবুর রহমান তাঁর ভাষণে স্লোগান দেন- শহীদ স্মৃতি / অমর হোক

৪ জানুয়ারি ১৯৭১ রমনার বটমূলে ছাত্রলীগের ২৩ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বিশাল ছাত্রজনসভায় ছাত্রলীগের ভিন্ন বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী দু'টি গ্রুপের এক অংশের স্লোগান ছিল-

'মুক্তির একই পথ সশস্ত্র বিপ্লব'

'মুক্তি যদি পেতে চাও, হাতিয়ার তুলে নাও'

অপর অংশের স্লোগান,

'ছয় দফা মানতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে'

'শেখ মুজিবের মতবাদ, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'(পারভেজ, ২০১৫: ২০৪)

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ নিম্নোক্ত শ্লোগানে ঢাকা আন্দোলিত হয়-

'জয় বাংলা', 'বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর / বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'তোমার আমার ঠিকানা / পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'জাগো জাগো বাঙ্গালী জাগো', (ত্রিবেদী, ২০১২:২০)

১৯৭১ সালের ২ মার্চ সন্ধ্যা ৭ টার পর ছাত্র জনতা ও শ্রমিকেরা কারফিউ এর বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত প্রচন্ড শ্লোগান তুলে কারফিউ ভঙ্গ করে মিছিল বের করে-

'সান্ধ্য আইন মানি না; 'জয় বাংলা; 'বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর- বাংলাদেশ স্বাধীন কর' (ত্রিবেদী , ২০১২:২৩)

১৯৭১ সনের ৩ মার্চ স্বাধীনতার ইশতেহারে বলা হয় যে স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন আন্দোলনের এ পর্যায়ে নিম্নলিখিত জয়ধ্বনি ব্যবহৃত হবে-

১. 'স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' দীর্ঘজীবি হউক।'
২. 'স্বাধীন কর স্বাধীন কর- বাংলাদেশ স্বাধীন কর'
৩. 'স্বাধীন বাংলার মহান নেতা- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব'
৪. ' গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়- মুক্তি বাহিনী গঠন কর'
৫. 'বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর- বাংলাদেশ স্বাধীন কর।'
৬. 'মুক্তি যদি পেতে চাও- বাঙ্গালীরা এক হও'
৭. 'বাংলা ও বাঙালীর জয় হোক।' (ত্রিবেদী, ২০১২:২৮)

১৯৭১ সনের ৭ই মার্চের শ্লোগান

১. 'তোমার দেশ আমার দেশ- বাংলাদেশ বাংলাদেশ'
২. 'তোমার আমার ঠিকানা- পদ্মা, মেঘনা, যমুনা'
৩. 'বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধরো- বাংলাদেশ স্বাধীন করো'
৪. 'ভুট্টোর মুখে লাথি মারো- বাংলাদেশ স্বাধীন করো'

Dhaka University Institutional Repository

৫. 'হুলিয়ার ঘোষণা- মানিনা মানিনা'
৬. 'জয় বাংলা'। (প্রাগুক্ত,পৃ-৩৮)
৭. 'আপোষ না সংগ্রাম- সংগ্রাম সংগ্রাম'
৮. 'আমার দেশ তোমার দেশ- বাংলাদেশ, বাংলাদেশ'
৯. 'পরিষদ না রাজপথ-রাজপথ রাজপথ'
১০. 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়- বাংলাদেশ স্বাধীন কর।' (প্রাগুক্ত, পৃ-৪১)
১১. 'মুজিবরের পথ ধর - বাঙলাদেশ স্বাধীন কর' [১]

মাওলানা ভাসানীর ৯ মার্চ ১৯৭১ এর জনসভা নিম্নোক্ত স্লোগানে মুখরিত ছিল-

'ঐক্যফ্রন্ট গঠন কর, বাংলাদেশ স্বধীন কর।'

'ফ্রন্টকারীর একি কথা, স্বাধীনতা স্বাধীনতা।'

১৮ মার্চ ১৯৭১ জনগণ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে এসে অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়ে নিম্নোক্ত শ্লোগানটি দেয়-

'বাংলাদেশ স্বাধীন কর'। (প্রাগুক্ত, পৃ- ৬১)

১৯ মার্চ ১৯৭১ সারা বাংলাদেশে স্লোগান ছিল–

'জয়দেবপুরের পথ ধর, সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু কর'

'বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর
বাংলাদেশ স্বাধীন কর'

২৩ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে বঙ্গবন্ধু শেখমুজিবুর রহমান তাঁর ভাষণেস্লোগান দেন -

'জাগো জাগো / বাঙালি জাগো'
'সংগ্রাম সংগ্রাম / চলবে চলবে'

৮ নভেম্বর ১৯৭১ ইং তারিখে বদর দিবসে জামাতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন 'ইসলামী ছাত্র সংঘের' বায়তুল মোকাররমে আয়োযিত সভা শেষে মিছিলের শ্লোগান ছিল -

" ' বীর মোজাহিদ অস্ত্র ধর, ভারতকে খতম কর '

'মুজাহিদ এগিয়ে চল, কলিকাতা দখল কর',

'আমাদের রক্তে পাকিস্তান টিকবে' " (প্রাগুক্ত, পৃ-৫৩২)

২৯ নভেম্বর ১৯৭১ ইং তারিখে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি গঠন কারী খাজা খয়েরুদ্দিন, ব্যরিষ্টার আখতার উদ্দিন, অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার, মওলানা আশরাপ আলী, মেজর আফসার উদ্দিন, নূরুজ্জামান প্রমুখ নেতাদের নেতৃত্বে ঢাকা শহরে যে গণমিছিল বের করেন সেই মিছিলে নিম্নোক্ত শ্লোগান দেওয়া হয়-

[১] (৭ ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণের রঙ্গিন ভিডিও। you tube.com roytushar2002)

Dhaka University Institutional Repository

১. " 'পাকিস্তানের উৎস কী 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্',
২. 'হাতে লও মেশিনগান' দখল কর হিন্দুস্থান'
৩. 'বীর মোজাহিদ অস্ত্র ধর, আসাম বাংলা দখল কর'
৪. 'পাক ফৌজ অস্ত্র ধর, হিন্দুস্থান দখল কর'
৫. 'ভারতের দালালদের খতম কর, খতম কর'
৬. 'আমাদের রক্তে পাকিস্তান টিকবে,
৭. 'কুটনী বুড়ি ইন্দিরা হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার,
৮. 'অফিস আদালতের মীরজাফররা হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার,
৯. 'ঢাকা বেতারের মীরজাফররা হুঁশিয়ার,
১০. 'ভারতের দালালী চলবে না চলবে না।"(প্রাগুক্ত, পৃ-৫৩২)

১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ ইং তারিখে টাঙ্গাইল ও জামালপুরে পাকবাহিনীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে পাকবাহিনীর সার্বিক পতন ঘটার পর পর মিত্র বাহিনী ও মুক্তি বাহিনীর শ্লোগান ছিল- 'ঢাকা চল, 'ঢাকা চল' (প্রাগুক্ত,পৃ-৬৬৩)

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ইং তারিখে মুক্তি বাহিনীর শ্লোগান ছিল-

'ঢাকা চল, ঢাকা মুক্ত, জয় বাংলা" (প্রাগুক্ত,পৃ-৬৮৫)

১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্যদের সংবর্ধনা সভাতে স্লোগান ছিল-'জয় বাংলা', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই'

ঢাকা স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণের সময় নিম্নোক্ত শ্লোগান দেওয়া হয়েছিল -

মুজিববাদ মুজিববাদ / জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ
বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু / জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ

১৯৭১ সালের অন্যান্য স্লোগান

১. " 'এক দফা এক দাবি বাংলার স্বাধীনতা'
২. 'সংগ্রামী জনতা এক হও'
৩. 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন করো'
৪. 'ইয়াহিয়ার দুই গালে জুতা মারো তালে তালে।" (জামিল'স, ২০১৭:১৪১)
৫. 'গোল টেবিল না রাজপথ, রাজপথ রাজপথ' [২]

খ) বাংলাদেশের (১৯৭২-১৯৭৫) সালের কিছু উপাত্ত তুলে ধরা হল-

'যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বহমান; ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান', [৩]

[২] আমার ব্লগ.কম; রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ

[৩] একটি কবিতার শুদ্ধ পাঠ-prothomAlo, archive.prothom-alo.com/2011-09-29

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতাত্তোর দুর্ভিক্ষের সময় ছাত্রলীগের বিদ্রোহী অংশের স্লোগান ছিল

'মুজিববাদ বস্তায় ভর, চালের দাম সস্তা কর।'

ছাত্রলীগের সরকার সমর্থক অংশের পাল্টা স্লোগান ছিল-

"নিক্সন পেড়েছে ডিম,
মাও দিয়েছে তা,
তা থেকে বের হলো বৈজ্ঞানিকের ছা"

তখনকার সরকারের সমর্থক ছাত্র ইউনিয়নকে সাথে নিয়ে জাসদ ছাত্রলীগের স্লোগান ছিল-

'শেখ মুজিবের দুই শনি
শেখ মনি আর সিং মনি'

স্বাধীনতাত্তোর সিপিবি'র ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন এর স্লোগান ছিল-

'লক্ষ শহীদের আত্মদানে মুক্ত স্বদেশ এসো দেশ গড়ি'

সিপিবি- ছাত্র ইউনিয়ন ও আওয়ামীলীগ (ও পরে বাকশাল) মিত্র বিরোধীদের স্লোগান ছিল-

'আচলে আচল ধরি, এসো দেশ গড়ি'

ছাত্র ইউনিয়নের মিত্র মুজিববাদী ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে জাসদ ও পিকিংপন্থী কমিউনিস্টদের স্লোগান ছিল-

"ইন্দিরা পেড়েছে ডিম,
কোসিগিন দিয়েছে তা,
তা থেকে বেরিয়ে এলো মুজিববাদের ছা"

সেই সময় ছাত্র ইউনিয়ন ও সরকারী ছাত্রলীগের পাল্টা স্লোগান ছিল-

"ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ব
বের করেছি মহাশয়
মাও-নিক্সনের পাঠশালাতে
রব-সিরাজের শিক্ষা হয়" [৪]

শেখ মুজিবুর রহমান 'জুলিও কুরি' পুরস্কার পাওয়ার পর জনতার স্লোগান ছিল-

'জুলিও কুরি শেখ মুজিব, লও লও লও সালাম'

'জাতির পিতা শেখ মুজিব, লও লও লও সালাম'[৫]

গ) বাংলাদেশের (১৯৭৫-১৯৯০) সালের কিছু উপাত্ত তুলে ধরা হল

১. " মহান দেশের মহান নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব'
২. 'জয় বাংলার পতাকায় মুজিবের প্রতিচ্ছবি'
৩. 'কে বলেছে মুজিব নাই, মুজিব আছে সারা বাংলায়'
৪. 'এক নেতার এক দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'

[৪] Somewhereinblog.net, শ্লোগানের রাজনীতি- রাজনীতির শ্লোগান

[৫] আমার ব্লগ.কম ; রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ

Dhaka University Institutional Repository

৫. 'বিশ্বে এল নতুনবাদ, মুজিববাদ মুজিববাদ।"[৬]
৬. " প্রেসিডেন্ট জিয়ার রক্ত, বৃথা যেতে দেবনা'
৭. 'দুষ্কৃতকারীরা ধ্বংস হোক'
৮. 'আমরাও লড়তে প্রস্তুত'
৯. 'তোমাদের কেউ ছাড়বে না'
১০. 'বাংলাদেশের মহান নেতা জিয়া তুমি বেঁচে রবে'
১১. 'আমাদের চাই খাদ্যশস্য রপ্তানীকারক হতে'
১২. '৬৮ হাজার গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে'
১৩. 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'
১৪. 'জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ'
১৫. 'জিয়ার বাংলাদেশ বাংলাদেশের জিয়া' "(নুন, ২০০২:১৪৯)
১৬. "' স্বৈরাচার নিপাত যাক গণতন্ত্র মুক্তি পাক'
১৭. 'দেশ গড়েছে জনগণ, গণসংহতি আন্দোলন'
১৮. 'এক দফা এক দাবী, এরশাদ তুই কবে যাবি"[৭]
১৯. 'পুলিশ তুমি যতই মারো, বেতন তোমার একশ বারো'

১৯৭৫ এর নভেম্বরের অভ্যুত্থানে জাসদের স্লোগান ছিল-

" 'জিয়া তাহের লাল সালাম- লাল সালাম'
'রুশ ভারতের দালালেরা হুশিয়ার সাবধান'[৮]

১৯৮০ সালে বাসদের স্লোগান ছিল- 'জাসদ হইলো বাকশাল'[৯]

১৯৮১ সালের ১৭ই মে শেখ হাসিনার প্রর্ত্যাবর্তনের দিনে তাঁর আগমনকে স্বাগত জানিয়ে জনতার কণ্ঠে ছিল নিম্নোক্ত গগনবিদারী শ্লোগান–'শেখ হাসিনা তোমায় কথা দিলাম, মুজিব হত্যার বদলা নেব, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনার আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম'

'শেখ হাসিনা আসছে জিয়ার গদি কাঁপছে, গদি ধরে দিব টান, জিয়া হবে খান খান' (আহমেদ, ২০০০:১৩৮)

'মাগো তোমায় কথা দিলাম মুজিব হত্যার বদলা নেব'। (প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৯)

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থনে স্লোগান ছিল, "এরশাদের চামড়া, তুলে নেব আমরা"

১৯৮৮ এর অষ্টম সংশোধনীর পর ছাত্র ইউনিয়ন স্লোগান দিত, "যার ধর্ম তার কাছে রাষ্ট্রের কি বলার আছে"

" 'দুনিয়ার মজদুর, এক হও লড়াই কর'

'এই দেশ কৃষকের, এই দেশ শ্রমিকের।"[১০]

---

[৬] আমার ব্লগ.কম ; রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ

[৭] প্রাগুক্ত

[৮] Somewhereinblog.net, শ্লোগানের রাজনীতি- রাজনীতির শ্লোগান

[৯] প্রাগুক্ত

১৯৮৯ সালের ৬ নভেম্বর শেখ হাসিনার পান্থপথের জনসভায় শ্লোগান ছিল-" 'চলছে লড়াই চলবে, শেখ হাসিনা লড়বে', 'হাসিনা তুমি এগিয়ে চলো আমরা আছি তোমার সাথে।" (আহমেদ, ২০০০: ২২১)

১৯৯০ সালের ২রা নভেম্বর জনতার বিক্ষোভ মিছিলে শ্লোগান ছিল, "হাসিনা তুমি এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে', 'হাসিনা তোমার ভয় নাই, আমরা আছি লাখো ভাই', 'জেলের তালা ভাঙব, হাসিনাকে আনব।"(প্রাগুক্ত, পৃ-২২৬)

ঘ) বাংলাদেশের (১৯৯১-২০১০) সালের কিছু উপাত্ত তুলে ধরা হল

১) 'জ্বালোরে জ্বালো আগুন জ্বালো'
২) 'লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চায়', 'এই লড়াই এ জিতবে কারা শেখ হাসিনার সৈনিকেরা'
৩) 'মুজিব দিয়েছে রক্ত, আমরা মুজিব ভক্ত'
৪) 'সারা বাংলার ধানের শীষে, জিয়া তুমি আছো মিশে'
৫) 'দুনিয়ার মজদুর, এক হও লড়াই কর।'
৬) 'আমার ভাই মরল কেন, প্রসাশন জবাব চাই'
৭) 'রক্তের বন্যায়, ভেসে যাবে অন্যায়'
৮) 'নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবর'
৯) 'লাইলাহা ইল্লালাহ, নৌকার মালিক তুই আল্লাহ' (মাসুম, ২০০২:৩৪)
১০)'জামাত শিবির রাজাকার, এই মুহূর্তে বাংলা ছাড়'
১১)'অবৈধ হরতাল, মানি না মানবো না'

নির্বাচনী প্রচারণার স্লোগানে বলতে শোনা যায়-

১) '.....ভাইয়ের চরিত্র, ফুলের মত পবিত্র; ফুলের মত পবিত্র, ...ভাইয়ের চরিত্র'[১১]
২) " ঐ নেত্রী আছে রে???
আছে.....
কোন সে নেত্রী
খালেদা জিয়া/ শেখ হাসিনা
আরো জোরে.....
খালেদা জিয়া/ শেখ হাসিনা
৩) 'মাথায় হাত পেটে বিষ,আর নয় ধানের শীষ'
৪) 'চশমা পরা বুবুজান, নৌকা করে ভারত যান'
৫) 'আর নয় প্রতিরোধ, এবার হবে প্রতিশোধ', 'আমরা সবাই তালেবান, বাংলা হবে আফগান', 'নিজামীর গালে গালে, জুতা মারো তালে তালে'
৬) 'মার্কা মোদের দাঁড়িপাল্লা, পাশ করাইয়া দে তুই আল্লা(হ্)'
৭) 'জয় জয় হবে জয়, দাঁড়ি পাল্লার হবে জয়'
৮) 'মা-বোনগো বলে যাই, নৌকা/ ধানের শীষ/ লাঙ্গল/দাড়িপাল্লায় ভোট চাই'

[১০] আমার ব্লগ.কম; রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ

[১১] (দি ডেইলী স্টার, ৪ ডিসেম্বর ২০১৬, পৃষ্ঠা-৭)

Dhaka University Institutional Repository

৯) 'আর মাত্র কয়েকদিন, নৌকা/ ধানের শীষ/ লাঙ্গল/দাড়িপাল্লায় ভোট দিন'

১০) 'খালেদা জিয়ার গোদিতে আগুন জ্বালাও একসাথে'

১১)'গোলাম আযমের চামড়া তুলে নেব আমরা'

১২)'গোলাম আযম আব্বাস খান, ফিরে যা পাকিস্তান' "[১২]

১৩)'যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বহমান; ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান'[১৩]

১৪)" 'মহান দেশের মহান নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব'

১৫) 'জয় বাংলার পতাকায়, মুজিবের প্রতিচ্ছবি'

১৬)'কে বলেছে মুজিব নাই, মুজিব আছে সারা বাংলায়'

১৭)'এক নেতার এক দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'

১৮) 'আমার নেতা তোমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব'

১৯)'বঙ্গবন্ধুর স্মরণে, ভয় করি না মরণে', 'আমরা সবাই মুজিব সেনা, ভয় করি না বুলেট বোমা'

২০) 'লড়াই লড়াই, লড়াই হবে, এই লড়াইয়ে জিততে হবে'

২১)'এক জিয়া লোকান্তরে, লক্ষ জিয়া ঘরে ঘরে'

২২) 'সোনার বাংলা, সোনার ধান; নৌকা যাবে হিন্দুস্তান'

২৩) 'আর দিব না,নৌকায় ভোট, নৌকা যাবে ভারত'

২৪) 'সীল মারো ভাই, সীল মারো
নৌকা মার্কায় সীল মারো

নৌকা মার্কায় দিলে ভোট

শান্তি পাবে দেশের লোক।"[১৪]

২৫) " 'মা-বোনদের বলে যাই, নৌকা মার্কায় ভোট চাই'

২৬) 'আসবে দেশে শুভ দিন, নৌকা মার্কায় ভোট দিন'

২৭) 'হত্যাজগ্ন হুলিয়া ,নিতে হবে তুলিয়া'

২৮) 'ক্ষমতা না জনতা, জনতা জনতা'

২৯) 'ক্যান্টনমেন্ট না রাজপথ, রাজপথ রাজপথ'

৩০) 'আল্লাহর আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই'

৩১)'জিন্না মিয়ার পাকিস্তান, আজিমপুরের গোরস্তান'

৩২) 'জিয়া তুমি আছ মিশে সারা বাংলার ধানের শীষে।" (মাসুম, ২০০২:৩৪)

সব সময়ের শ্লোগান

'একাত্তরের হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার'

[১২] রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ। Retrieved May 17, 2009 From আমার ব্লগ.কম

[১৩] একটি কবিতার শুদ্ধ পাঠ-prothomAlo, archive.prothom-alo.com/2011-09-29

[১৪] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

‘শেখ হাসিনা ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই’

‘কমরেড কমরেড, ব্যারিকেড ব্যারিকেড’

নিম্নে ছাত্র সংগঠনগুলোর কিছু সাধারণ স্লোগানের উদ্ধৃতি দেয়া হল,যেগুলো দেয়াল লিখনেও প্রতিফলিত হয়। যেমন,

১) আমরা শক্তি আমরা বল, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল।-ছাত্রদল
২) খালেদাজিয়ার মনোবল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল।– ছাত্রদল
৩) সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, লড়তে হবে একসাথে।-ছাত্রদল
৪) সন্ত্রাসীদের কালো হাত, ভেঙ্গে দাও গুড়িয়ে দাও।- ছাত্রদল
৫) রক্তস্নাত গণতন্ত্র সংহত করে মাস্তান রুখবই।-ছাত্র ইউনিয়ন
৬) মুক্তির একই পথ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।- ছাত্রফ্রন্ট
৭) অস্ত্র ছাড়ো কলম ধরো, শিক্ষাজীবন রক্ষা কর।-ছাত্রফ্রন্ট
৮) সন্ত্রাসীদের সামাজিকভাবে বয়কট করুন।–ছাত্র সমিতি
৯) চাই সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গনে জ্ঞানের সম্মেলন।-ইসলামী ছাত্রশিবির
১০)সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষক সংগঠনসমূহ বর্জন করুন।-ছাত্র ফেডারেশন
১১)সন্ত্রাসের কবল থেকে শিক্ষা জীবন রক্ষা করো।-সমাজবাদী ছাত্রজোট
১২)সন্ত্রাসী ও মাস্তানদের রাজনৈতিক ও প্রসাশনিক আশ্রয়স্থল বন্ধ কর।-ছাত্রদল
১৩)হল থেকে দল থেকে সন্ত্রাসীদের বহিষ্কার করুন।-সংগ্রামী ছাত্রফ্রন্ট (মাসুম,২০০২:৩৭)

৮.২ শরীর লিখন

১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মিছিলে অংশ নেওয়া নূর হোসেনের বুক ও

পিঠে লেখা ছিল- ‘স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক’ (রহমান, ২০১৬:৭৪)

চিত্র: শরীর লিখন

Dhaka University Institutional Repository

৮.৩ দেয়াল লিখন

স্বাধীনতাত্তেআর প্রথম দেয়াল লিখন ছিল- 'অস্ত্র জমা দিয়েছি- ট্রেনিং জমা দেয়নি' [১৫]

'শ্রমিক জিয়া কৃষক জিয়া'

চিত্র: দেয়াল লিখন

চিত্র: দেয়াল লিখন

[১৫] Somewhereinblog.net, শ্লোগানের রাজনীতি- রাজনীতির শ্লোগান

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র: দেয়াল লিখন

চিত্র: দেয়াল লিখন

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র: দেয়াল লিখন

চিত্র: দেয়াল লিখন (স্থান: কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র: দেয়াল লিখন

চিত্র: দেয়াল লিখন

Dhaka University Institutional Repository

‘গোলাম আযম সাঈদী, বাংলার ইহুদী’[১৬]
‘গোলাম আযমের ফাঁসি চাই’

‘গোলাম আযমের মুক্তি চাই’

‘লাখো শহীদ খবর পাঠাল রাজাকারদের কবর দে’

‘ইসলাম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা’,

‘জয় বাংলা বনাম বাংলাদেশ জিন্দাবাদ’

‘বাঙালি বনাম বাংলাদেশী’

‘সমাজতন্ত্র বনাম অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার’

‘মুক্তিযোদ্ধা বনাম রাজাকার’, ‘স্বাধীনতার স্বপক্ষ বনাম স্বাধীনতার বিপক্ষ’

‘রুশ ভারতের দালালেরা হুঁশিয়ার সাবধান’
‘ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক, নিপাত যাক’
‘রুশ, ভারত, মার্কিন ফুরিয়ে গেছে তোদের দিন’
‘মরণ ফাঁদ ফারাক্কা বাধ ভেঙ্গে দাও, গুড়িয়ে দাও’
‘হটাও ভারত বাঁচাও দেশ’
‘রুশ যাদের মামাবাড়ি, বাংলা ছাড় তাড়াতাড়ি’
‘বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাটি, বুঝে নিক দুর্বৃত্ত’
‘নাস্তিক রাশিয়া কিংবা বির্ধমী ভারত নয়, এ দেশ আমার বাংলাদেশ’
‘গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা চাই’
’ভারতের দালালেরা হুঁশিয়ার সাবধান’
‘সীমান্তের ওপারে আমাদের বন্ধু আছে’ (আলম, ২০০৩:১৭৪)
‘দেয়ালে স্লোগান ওঠে “বুবুজান বা ভাবীজান, বাংলা ছেড়ে চলে যান’ (আলম,২০০৩:১৬৮)

‘একটা দুটো .....ধরো, সকাল বিকাল নাশতা কর’ (আলম, ২০০৩:১৭২)

[১৬] আমার ব্লগ.কম; রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র: দেয়াল লিখন

'যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা যমুনা বহমান, ততদিন রবে কীর্তি তোমার শহিদ জিয়াউর রহমান' [১৭]

[১৭] রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ। Retrieved May 17, 2009 From আমার ব্লগ.কম

Dhaka University Institutional Repository

৮.৪ পোস্টার

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন কতিপয় পোস্টার প্রকাশিত হয়। যেমন-১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন পোস্টারে লেখা ছিল- 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে'

চিত্র: পোস্টার

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী সৈয়দ কামরুল হাসান অঙ্কিত দুইটি পোস্টারে যথাক্রমে লেখা ছিল,

"সদা জাগ্রত বাংলার মুক্তি বাহিনী', 'বাংলার মায়েরা মেয়েরা"

শিল্পী নিতুন কুন্ডু অঙ্কিত দুইটি পোস্টারে যথাক্রমে লেখা ছিল-

"বাংলার হিন্দু

বাংলার খ্রিষ্টান

বাংলার বৌদ্ধ

বাংলার মুসলমান

আমরা সবাই বাঙালী"

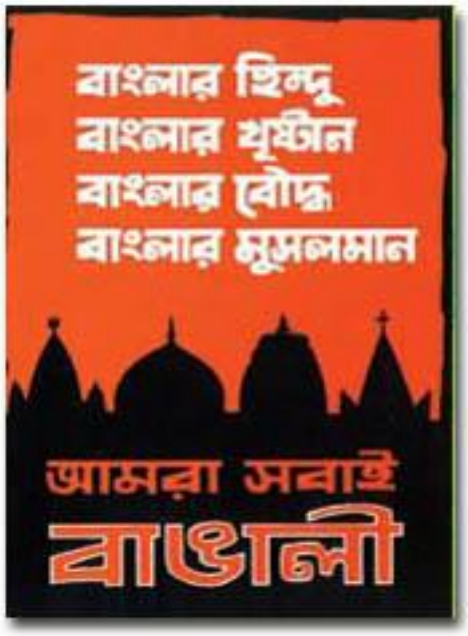

চিত্র: পোস্টার

"....এবারের সংগ্রাম

স্বাধীনতার সংগ্রাম

রক্ত যখন দিয়েছি

আরও রক্ত দেবো

ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল"

(ত্রিবেদী; ২০১২:৮৬৯)

"বাংলার আকাশে ঘনিয়েছে আঁধার

অস্ত গেছে রবি

বুকের রক্তে লিখে যাব আজ

তোমার মুক্তির দাবি!

Dhaka University Institutional Repository

“একাত্তরের মত যদি মরতে আবার শিখি

ওরা কেমন করে দাবিয়ে রাখবে

তোমার মুক্তির দাবি!

৮.৫ খেতাব

স্লোগান, পোস্টার ও লিফলেট, দেয়াল লিখনে প্রতিফলিত হয় নিম্নোক্ত নানা রকমের খেতাব-

“বঙ্গবন্ধু”, “জাতির জনক”, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি, স্বাধীনতার ঘোষক, “গণতন্ত্রের মানসপুত্র”, “গণতন্ত্রের মানসকন্যা”,“জননেতা”, “জননেত্রী”,“কিংবদন্তীর মহানায়ক”, “সময়ের সারথী সন্তান”, মজলুম জননেতা, ভাসানী, “সূর্য সারণী”, “রাজপথ কাঁপানো অবিসংবাদিত নেতা”, “অকুতোভয় রণতুর্য”, “গ্রেফতার”, “হুলিয়া”, “জেলখাটা” রং হেডেড

৮.৬ ভাষণ

বঙ্গবন্ধুর ৭ ই মার্চের ভাষণঃ সচিত্র বাংলাদেশ থেকে

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে

Dhaka University Institutional Repository

রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।

কি অন্যায় করেছিলাম? *(আপনারা)* নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে *(আপনারা)* ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯-এ আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন-গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম।

তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো-আপনারা জানেন। দোষ কি আমাদের? *(আজকে তিনি)* আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আপনারা জানেন, আলাপ-আলোচনা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে, তিনি মেনে নিলেন *(মেনে নিলেন)*। *(তিনি)* তারপরে আমরা বললাম,ঠিক আছে-আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো। আমরা আলোচনা করব। আমি বললাম- বক্তৃতার মধ্যে, এ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব, এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদি সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

তারপরে জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপরে পশ্চিম পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর নেতা নিয়াজী খানের সঙ্গে আলাপ হলো, মুফতি বালুচ সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো। তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ করলাম- আসুন, বসি। জণগণ আমাকে ভোট দিয়েছে ছয় (৬) দফা-এগার (১১) দফার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র করতে, এটা পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার ক্ষমতা আমার নাই। আপনারা আসুন, বসুন, আমরা *(আমরা)* আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি।

তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে *(আমাদের)* ওপরে তিনি দোষ দিলেন, এখানে আসলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। তারপরও যদি কেউ আসে তাকে ছন্নছাড়া (ছন্নছাড়) ['ছঙ্গেছার'-বর্তমান লেখক] করা হবে। আমি বললাম অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপরে হঠ্যাৎ ১ তারিখে অ্যসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে, আমি যাব। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠ্যাৎ বন্ধ করে

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়া হলো। দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে- যে আমার অনমনীয় মনোভাবের জন্য তিনি তা করতে পারলেন না। বন্ধ করে দেওয়ার পরে এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল, আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কি পেলাম আমরা? আমাদের *(যাদের)* অস্ত্র নাই *(আমাদের মতো)*, আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরূদ্ধে-তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু- আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি, যখনই এ দেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তারা আমাদের ভাই, আমি বলেছি তাদের এ কথা, যে আপনারা কেন আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন? আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে, তা থেকে দেশটাকে রক্ষা করার জন্য।

তারপরে উনি বললেন *(যে আমার নামে বলেছেন)*, আমি নাকি *(বলে)* স্বীকার করেছি যে, ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমি উনাকে এ কথা বলে দেবার চাই- আমি তাকে তা বলি নাই।

টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়, তাকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান, ঢাকায় আসেন,কীভাবে আমার গরীবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপরে গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তারপরে আপনি ঠিক করুন-আমি এই কথা বলেছিলাম।

তিনি বললেন, *(আমি নাকি তাকে)* তিনি নাকি খবর পেয়েছিলাম *(নাকি)* যে আমি আরটিসিতে বসব। আমি তো অনেক আগে বলেছি যে কীসের আরটিসি, কার আরটিসি, কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসব? আপনি আসুন,দেখুন জাতীয় পরিষদের জন্য আমার লোকেরা রক্ত দিয়েছে। *(সত্য কথা...তারপরে আজকে আজকে আমার যখন...এসেম্বলি... এসেম্বলি দেবেন...তিনি ২৫ তারিখে এসেম্বলি...এরপরে আপনারা জানেন, আমি কলাম, আমি কলাম...পল্টন ময়দানে... আমি বললাম, ... , সব কিছু বন্ধ ... আমি বললাম, সব কিছু বন্ধ, সরকারি অফিস বন্ধ,.. আমি বললাম,... কথা তারা মানলো, তখন আমাকে বলল, এই আপনারা আমাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, আপনারা আমি বললাম, কোনো সরকারি অফিস চলবে না। কোনো কিছু চলবে না। তবে কিছু কিছু জনগণের কষ্ট হবে, আমি ডিসকাস করলাম যে,এই এই জিনিস চলবে, ঠিক সেইভাবে চলল)**

আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে বা আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে ৫ ঘন্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন এবং যে বক্তৃতা করে এসেম্বলি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার ওপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন। আমরা গুলি খাই, দোষ আমাদের। *(উনি....দিলেন...রাষ্ট্র কার...?)* গোলমাল হলো উনার পশ্চিম পাকিস্তানে, গুলি করে মারা হলো আমার বাংলার মানুষকে।

আমি পরিস্কার মিটিং এ বলেছি, এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

ভায়েরা আমার,

Dhaka University Institutional Repository

২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে এসে বলে দিয়েছি যে, ঐ শহীদের রক্তের ওপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগ দিতে পারে না। এসেম্বলি কল করেছেন, এসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে প্রথম। সামরিক আইন, 'মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর, জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারব কি পারবো না। এর পূর্বে, এর পূবে অ্যাসেম্বলিতে বসা, (আমরা) এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না। জনগণ সে অধিকার আমাকে দেয় নাই।

ভায়েরা আমার

(তোমরা) আমার ওপর বিশ্বাস আছে? *(...জনতার ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া...)*

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব- আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আপনারা জানেন, আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের- গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেই জন্য সমস্ত অন্যান্য যে যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল- কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ি, রেল চলবে, সব চলবে, লঞ্চ চলবে–শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, (তারপর আর কী?) সেমি- গর্ভনমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা- কোন কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন না দেওয়া হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়– তোমাদের *(উপর)* কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু– আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি- তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না । কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না, ভাল হবে না। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামীলীগের থেকে, আমাদের আওয়ামী লীগ রিলিফ কমিটি করা হয়েছে, যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, অন্য যারা যোগদান করতে পারেন নাই প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন, মনে রাখবেন। আর সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। কাউকে যেন সেক্রেটারিয়েট,হাইকোর্ট বা জজকোর্টে দেখা না হয়। দ্বিতীয় কথা, যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো –কেউ দেবে না।

মনে রাখবেন,একটা অনুরোধ আপনাদের কাছে, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে,পাইক ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-ননবাঙালি যারা আছে তারা আমার ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়-মনে রাখবেন।

দ্বিতীয় কথা হলো এই- যদি আবার কোনো রকমের কোনো আঘাত আসে,আমি যদি হুকুম দিবার না পারি, আমার সহকর্মীরা যদি হুকুম দেবার না পারে, মনে রাখবেন-একটা কথা অনুরোধ করছি, (এটা অত্যন্ত শক্ত কথা এই

যে,কিন্তু) সামরিক বাহিনীর লোকেরা কোনো জায়গা থেকে অনর্থক ঘোরাফেরার চেষ্টা করবেন না। তাহলে দুর্ঘটনা হলে আমি দায়ী হব না।

প্রোগ্রামটা বলছি আমি, শোনেন। রেডিও, টেলিভিশন, নিউজ পেপার- মনে রাখবেন রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা- যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। *(রেডিওতে যদি আমাদের নিউজ না দেওয়া হয় কোনো বঙালি স্টেশনে যাবেন না। টেলিভিশনে যদি আমাদের নিউজ না দেওয়া হয় কোনো বঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।)* ২ ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনে-পত্র নেবার পারে, কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাস হলে আপনারা চালাবেন। কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু যদি এই দেশের মানুষের ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন, আমার কিছু বলার থাকবে না। দরকার হয় চাকা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

ভায়েরা আমার,

(আমার কাছে) এখন শুনলাম আমার এই বক্তৃতা রিলে করা বন্ধ করে দিয়েছে, *(এই–)* আপনারা আমার এইগুলি চালায়ে দেন, কারো হুকুম মানতে পারবেন না। আমি অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের ভাই। আপনারা দেশেকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না, জীবনে আর কোদিন আপনাদের মুখ দেখাদেখি হবে না। যদি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি, তাহলে অন্তপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য আপনাদের করছি, আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা করবেন না।

দ্বিতীয় কথা-

প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক ইউনিয়নে, প্রত্যেক সাবডিভিশনে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।"

সূত্র: বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, চলচিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা, ২০১২

[বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ ই মাচের ভাষণ বাঙালি জাতির ইতিহাসের অসামান্য ও অপরিহার্য এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল । ভাষণটি বিভিন্ন গ্রন্থে ও রেকর্ডে অপূর্ণাঙ্গ ও অবিন্যাস্তভাবে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। বিভিন্ন প্রামাণ্য সূত্রের উপর ভিত্তি করে চলচিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ২০১২ সালে 'বঙ্গবন্ধুর ভাষণ' গ্রন্থে ভাষণটির একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ প্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত, স্বতঃস্ফূত ও পূর্বে প্রস্তুতকৃত পান্ডুলিপিবিহীন এ ভাষণের দু'একটি স্থানে কোনো কোনো শব্দে অর্থ বা শব্দগুচ্ছে, বাক্যাংশে অথবা বাক্যে পুনরুক্তি থাকায় সাধারণভাবে পুনরুক্ত অংশ বাদ দিয়ে তখন সম্পাদনা করা হয়। তবে যথাসম্ভব অবিকল ও পূর্ণাঙ্গ কলেবরে ভাষণটি উপস্থাপনের স্বার্থে মূল টেক্সট থেকে সম্পাদনার জন্য বাদ দেওয়া অংশটি বাঁকা অক্ষরে ব্রাকেটবন্দি অবস্থায় রাখা হয়েছে- যাতে করে পাঠক ও গবেষকরো অবিকল পাঠের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন।-সম্পাদক] **দেখুন,** সচিত্র বাংলাদেশ, মার্চ ২০১৭ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৩ মহান স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৫-৭। **বিশেষ দ্রষ্টব্য** বর্তমান আলোচনায় কিছু বানান সংশোধন করা হয়েছে, বিশেষ করে 'ও' স্বরান্ত ক্রিয়াপদ (মূলত) বা অনুরূপ। যেমন, 'উঠলো' উঠল; 'বসবো' বসব' ইত্যাদি। দু-চারটি শব্দও, যেমন- 'ছন্নছাড়া (ছন্নছাড়)', সূক্ষভাবে শ্রুত্যনুসারে 'ছঙ্গেছাড়' করেছি এবং এটিই

অর্থবহ। তেমনি. ‘এসেম্বলি’ > ‘অ্যাসেম্বলি’,‘আইয়ুব’ >‘আয়ুব’, ‘ইয়াহিয়া’ >এহিয়া, ‘বছর’> বচ্ছর, ‘বাঙালি’>বাঙ্গালি ইত্যাদি-লেখক। (ইসলাম,২০১৭:৫৩-৫৮)

ঢাকায় ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ-১৯৭১: শেখ মুজিবুর রহমান

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় –আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামীলীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দঃুখের বিষয়, আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইাতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল’ জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে ৭ জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন-গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম।

তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো। আমি বললাম এ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব-এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদি সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব। ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম-আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলা হবে। যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম. অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপরে হঠ্যাৎ ১ তারিখে অ্যসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো সাহেব বললেন তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠ্যাৎ বন্ধ করে দেওয়া হল, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কি পেলাম আমরা? আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষাা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরূদ্ধে-তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যা গুরু-আমরা বাঙালীরা যখন ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে তার সাথে আমার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরীবের উপর আমার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কীসের রাউন্ড টেবিল, কার সাথে বসবো? হঠ্যাৎ আমার সাথে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘন্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার, ২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহীদের রক্তের উপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগ দিতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারব কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে লঞ্চ চলবে–শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গর্ভনমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন না দেওয়া হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়–তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছুই–আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো। আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না, ভাল হবে না। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামীলীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে

দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো –কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে নিজেদের আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অবাঙালি যারা আছে তারা আমার ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের কোন নিউজ না দেয়, কোন বঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনে-পত্র নিতে পারে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে দেয়া-নেয়া চলবে না।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষের ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।”(সানী, ২০১২:১১-১৩)

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ : অনূদিত পাঠ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান-এর পঞ্চম তফসিলভুক্ত

FIFTH SCHEDULE [ARTICLE 150 (2)] HISTORICAL SPEECH OF THE FATHER OF THE NATION, BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN ON THE 7TH MARCH, 1971 [Translated]

My Brother,

I have come before you today with a heart laden with sadness. You are aware of everything and know all. We have tried with our lives. And yet the sadness remains that today, in Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi and Rangpur the streets are soaked in the blood of my brothers. Today the people of Bengal desire emancipation, the people of Bengal wish to live, the people of Bengal demand that their rights be acknowledged.

What wrong have we committed? Following the elections, the people of Bangladesh entrusted me and the Awami League with the totality of their electoral support. It was our expectation that the parliament would meet, there we would frame our Constitution, that we would develop this land, that the people of this country would achieve their economic, political and cultural freedom. But it is a matter of grief that today we are constrained to say in all sadness that the history of the past twenty three years has been the history of a prescution of the people of Bengal. this history of the past twenty three years has been one of the agonising cries of men and women.

The history of Bengal has been a history where the people of this land have made crimson the streets and high ways of this land with their blood. We gave blood in 1952; in 1954, we won the election and yet were not permitted to excercise power. In 1958, Ayub Khan imposed Martial Law and kept the nation in a state of salavery for ten long years. On 7 June 1966, as they rose in support of the Six-Point movement, the sons of my land were mown down in gunfire. When Yahya Khan took over once Ayub Khan fell in the fury of the movement of 1969, he promised that he would give us a Constitution, give us democracy. we put our faith on him. And then history moved a long way, the election took place. I have meet president Yahya Khan. I appealed to him, not just as the majority leader in Bengal but also as the majority leader in Pakistan, to convince the national Assembly on 15 February. He did not pay heed to my appeal. He paid heed to Mr Bhutto. And he said to the Assembly would be convened in the first week of March. I went along with him and said we would sit in the parliament. I said that we would discuss matters in the Assembly. I even went to the extent of sugegesting that despite our being in a majority, if anyone proposes anything that is legitimate and right, we would accept his proposal.

Mr Bhutto came here. He held negotiations with us, and when he left, he said that the door to talk had not closed, that more discussions would take place. After that, I spoke to other political leaders. I told them to join me in deliberations so that we could give shape to Constitution for the country. But Mr Bhutto said that if members elected from West Pakistan came here, the Assembly would turn into a slaughter house, an abattoir. He warned that anyone who went to the Assembly would end up losing his life. He issued dire warnings of closing down all the shops from Peshawar to Karachi if the Assembly Session went ahead. I said that the Assembly Session would go ahead. And then, suddenly, on the first of March the Assembly Session was put off. Mr. Yahya Khan, in excercise of his powers as president, had called the national Assembly into Session; I had said that I would go to the Assembly. Mr. Bhutto said wouldn't go. Thirty five members came here from west Pakistan. And suddenly the Assembly was put off. The blame was placed squarely on the people of Bengal, the blame was put at my door. Once the Assembly meeting was postponed, the people of this land decided to put up resistance to the act.

I enjoined upon them to observe a peaceful general strike. I instructed them to close down all factories and industrial installations. The people responded positively to my directives. Through sheer spontaneity they emerged on to the streets. They were determined to pursue their struggle through peaceful means.

what we have attained? The weapons we have bought with our money to defend the country against foreign aggression are being used against the poor and down-trodden of my country today. It is their hearts the bullets pierce today. We are the majority in Pakistan. Whenever we Bengalis have attemted to ascend to the heights of power, they have swooped upon us.

I have spoken to him over telephone. I told him, ÒMr Yahya Khan, you are the President of Pakistan. Come, be witness to the inhuman manner in which the people of my Bengal are being murdered, to the way in which the mothers of my land are being deprived of their sons." I told him, Òcome [Come], see and dispense justice." But he construously said that I had agreed to participate in a Round Table Conference to be held on 10 March.

I have already said a long time ago, what RTC? With whom do i sit down to talk? Do I fraternise with those who have taken the blood of people? All of a sudden, without discussing matters with me and after a secret meeting lasting five hours, he has delivered a speech in which he has placed all responsibility for the impasse on me, on the people of Bengal.

My brothers,

They have called the Assembly for the twenty-fifth. The marks of blood have not yet deried up. I said on the tenth that Mujibur Rahman would not walk across that blood to take part in a Round Table Conferrence. You have called the Assembly. But my demands must be met first. Martial Law must be withdrawn. All military personnel must be taken back to the barracks. An inquiry must be conducted into the manner in which the killing [killings?] have been caused. And power must be transferred to the elected representatives of the people. And only then shall we consider the question of whether or not to sit in the National Assembly. Prior to the fulfilment of our demands, we cannot take part in the Assembly.

I do not desire the office of Prime Minister. I wish to see the rights of the people of this country established. Let me make it clear, without ambiguity, that beginning today, in Bangladesh, all courts, magistracies, government offices and educational institutions will remain closed for an indefinite period. In order that the poor do not suffer, in order that my people do not go through pain, all other activities will continue, will not come within the ambit of the general strike from tomorrow. Rickshaws, horse carriages, trains and river vessels will play. The Supreme Court, High Court, Judge's Court, semi-government offices, WAPDA-nothing will work. Employees will collect their salaries on the twenty-eighth. But if the salaries are not paid, if another bullet is fired, if any more of the people are murdered, it is my directive to all of you: turn every house into a fortrees, resist the enemy with everything you have. And for the sake of life, even if I am not around to guide you, direct you, close off all roads and pathways. We will strive them into submission. We will submerge them in water. You are our brothers. Return to your barracks and no harm will come to you. But do not try to pour bullets into my heart again. You can not keep seventy five million people in bondage. Now that we have learnt to die, no power on earth can keep us in subjugation.

for those who have embraced martyrdom, and for those who have sustained injuries we in the Awami League will do all we can to relieve their tragedy. Those among you who can please lend a helping hand through contributing to our relief committee. The owners of industries will make certain that the wages of workers who have taken part in the strike for the past week are duly paid to them. I shall tell employes of the government, my word must be heard, and my instructions followed. Untill freedom comes to my land, all taxes will be held back from payment. No one will pay them. Bear in mind that the enemy has infiltrated our ranks to cause confusion and sow discord among us. In our Bengal, everyone, be he Hindu or Muslim, Bangalee or non- Bangalee, is our brother. It is our responsibility to ensure their security. Our good name must not be sulliedross.

And remember, employees at radio and television, if radio does not get our message across, no Bangalee will go to television. Banks will remain open for two hours to eneble people to engage in transactions. But there will be no transfer of even a single penny from East Bengal to West

Pakistan. Telphone and telegram service will continue in East Bengal and news can be despatched overseas.

But if moves are made to exterminate the people of this country, Bangalees must act with caution. In every village, every neighbourhood, set up Sangram Parishad under the leadership of the Awami League. And be prepared with whatever you have. Remember: Having mastered the lesson of sacrifice, we shall give more blood. God willing, we shall free the people of this land. The struggle this time is a struggle for emancipation. The struggle this time is a struggle for independence.

Joy Bangla!"[18]

১০ এপ্রিল ১৯৭১: তাজউদ্দিন আহমদ

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ নিম্নোক্ত ভাষণ দেন- 'স্বাধীন বাংলাদেশের বীর ভাইবোনেরা, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মুক্তি পাগল গণমানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি তাঁদের, যাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে তাঁদের মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করেছেন। যতদিন বাংলার আকাশে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা রইবে, যতদিন বাংলার মাটিতে মানুষ থাকবে, ততদিন মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের বীর শহীদদের অমরস্মৃতি বাঙালির মানসপটে চির অম্লান থাকবে।

...পুরাতন পূর্ব পাকিস্তানের ধ্বংসাবশেষের ওপর নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলবার সংকল্পে আমাদের সবাইকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। আমাদের এই পবিত্র দায়িত্ব পালনে এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে গেলে চলবে না যে এ যুদ্ধ গণযুদ্ধ এবং সত্যিকারের অর্থে এক কথায় বলতে হয় যে এ যুদ্ধ বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের যুদ্ধ। খেটে খাওয়া সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতা, তাদের সাহস, তাদের দেশপ্রেম, তাদের বিশ্বাস, স্বাধীন বাংলাদেশের চিন্তায় তাদের নিমগ্ন প্রাণ' তাদের আত্মহুতি, তাদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার জন্ম নিল এই নতুন স্বাধীন বাংলাদেশ। সাড়ে সাত কোটি মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ফলপ্রসূ হয়ে উঠুক আমাদের স্বাধীনতার সম্পদ। বাংলাদেশের নিরন্ন দুঃখী মানুষের জন্য রচিত হোক এক নতুন পৃথিবী' যেখানে মানুষ মানুষকে শোষণ করবে না। আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক ক্ষুধা, রোগ, বেকারত্ব আর অজ্ঞানতার অভিশাপ থেকে মুক্তি। এই পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত হোক সাড়ে সাত কোটি বীর বাঙালি ভাইবোনের সম্মিলিত মনোবল ও অসীম শক্তি। যারা আজ রক্ত দিয়ে উর্বর করছে বাংলাদেশের মাটি, যেখানে উৎকর্ষিত হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন মানুষ, তাদের রক্ত আর ঘামে ভেজা মাটি থেকে গড়ে উঠুক নতুন গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। গণমানুষের কল্যাণে সাম্য আর সুবিচারের ভিত্তিপ্রস্তরে লেখা হোক 'জয় বাংলা', 'জয় স্বাধীন বাংলাদেশ।' (আহমদ, ২০১৪: ৭০)

'বিদেশি বন্ধুরাষ্ট্র সমূহের কাছে যে অস্ত্র সাহায্য আমরা চাইছি তা আমরা স্বাধীন দেশের মানুষ আর একটি স্বাধীন দেশের মানুষের জন্য। এই সাহায্য আমরা চাই শর্তহীনভাবে এবং আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রতি তাঁদের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির প্রতীক হিসেবে, যে অধিকার মানবজাতির শাশ্বত অধিকার। বহু বছরের সংগ্রাম ত্যাগ ও

[১৮] উৎস: *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত, এপ্রিল, ২০১৬; *The Constitution of the People's Republic of Bangladesh*, printed with latest amendment, Aprill, 2016, pp. 173-176.

তিতিক্ষার বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীন বাংলাদেশের পত্তন করেছি। স্বাধীনতার জন্য যে মূল্য আমরা দিয়েছি তা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের উপরাষ্ট্র হওয়ার জন্য নয়। পৃথিবীর বুকে স্বাধীন সার্বভৌম একটি শান্তিকামী দেশ হিসেবে রাষ্ট্র পরিবার গোষ্ঠীতে উপযুক্ত স্থান আমাদের প্রাপ্য। এ অধিকার বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্মগত অধিকার।' (প্রাগুক্ত, পৃ৭১)

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমদ নিম্নোক্ত ভাষণটি দেন-

'আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্য যে তাঁরা আমাদের আমন্ত্রণে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি দেখে যাওয়ার জন্য বহু কষ্ট করে, বহু দূর দূরান্ত থেকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন।.....পাকিস্তান আজ মৃত এবং ইয়াহিয়া নিজেই পাকিস্তানের হত্যাকারী। স্বাধীন বাংলাদেশ আজ একটা বাস্তব সত্য। ..... আমাদের এই অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে আমরা কামনা করি বিশ্বের প্রতিটি ছোট বড় জাতির বন্ধুত্ব। আমরা কোনো শক্তি, ব্লক বা সামরিক জোটভুক্ত হতে চাই না। আমরা আশা করি শুধু শুভেচ্ছার মনোভাব নিয়ে সবাই নিঃসঙ্কোচে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। কারো তাঁবেদারে পরিণত হওয়ার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের দীর্ঘ সংগ্রামে আমাদের মানুষ এত রক্ত দেয়নি, এত ত্যাগ স্বীকার করছে না।" (প্রাগুক্ত: পৃ৭২)

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণ দিবসে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন- 'পাকিস্তান আজ মৃত এবং অসংখ্য আদম সন্তানের লাশের তলায় তার কবর রচিত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশ আজ বাস্তব সত্য। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি অজেয় মনোবল ও সাহসের মাধ্যমে স্বাধীন বাংরাদেশের জন্ম দিয়েছে এবং প্রতিদিন হাজার হাজার বাঙালি সন্তান রক্ত দিয়ে এই নতুন রাষ্ট্রকে লালিত পালিত করেছেন। দুনিয়ার কোনো জাতি এ নতুন শক্তিকে ধ্বংস করতে পারবে না। আজ হোক কাল হোক দুনিয়ার ছোট বড় প্রতিটি রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করতে হবে এ নতুন জাতিকে। স্থান দিতে হবে বিশ্ব রাষ্ট্রপুঞ্জে।"(প্রাগুক্ত,পৃ ১০১)

'বাংলাদেশ কারো ঘাঁটি হবে না। এমনকি যুদ্ধের দিনে সবচেয়ে বিপর্যয়ের সময়ে ভারতীয় বাহিনীকে বলেছি, শ্রমতি গান্ধীকে বলেছি, বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে তুমি আমাদের দেশে যাবে। বন্ধু তখনি হবে যখন তুমি আমাদের স্বীকৃতি দেবে। তার আগে সার্বভৌমত্বের বন্ধুত্ব হয় না। ৬ ডিসেম্বর স্বীকৃতি দিয়ে ভারতীয় বাহিনী আমাদের সঙ্গে এসেছিল। সেদিন শুনে রাখুন আমার বন্ধুরা কোনো গোপন চুক্তি ভারতের সঙ্গে হয়নি। একটাই চুক্তি হয়েছে, সেই চুক্তি প্রকাশ্য এবং কিছুটা লিখিত, কিছুটা অলিখিত। সেই নয় মাসে সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং আমি যুক্তভাবে স্বাক্ষর করেছিলাম। সেখানে লেখা ছিল আমাদের স্বীকৃতি দিয়ে সহায়ক বাহিনী (সার্পোটিং ফোর্স) হিসেবে তোমরা বাংলাদেশে প্রবেশ করবে এবং যেদিন আমরা মনে করব আমাদের দেশে আর তোমাদের থাকার দরকার নেই সেদিন তোমরা চলে যাবে। সেই চুক্তি অনুসারে বঙ্গবন্ধু শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে বললেন, ৩০ মার্চের মধ্যে তোমাদের বাহিনী উঠিয়ে নিয়ে যাবে, তখনই মিসেস গান্ধী ১৯৭২ এর ১৫ মার্চের মধ্যে সহায়ক বাহিনী উঠিয়ে নিয়ে গেলেন।" (প্রাগুক্ত, পৃ-১২০)

'সকলেই বলে চোর, চোর, চোর, তবে চুরিটা করে কে? কে তারা? আমি তো এ পর্যন্ত শুনলাম না বিগত দু'বছরে যে কোনো কর্মী এসে খাস করে বলেছে যে আমার চাচা ঐ রিলিফের চাল চুরি করে। এমনতো কেউ বলেনি। ঐ পল্টন ময়দানে বক্তৃতা করে দুর্নীতি ধরে ফেলতে হবে আর ধরা পড়লে বাড়িতে এসে বলে তাজউদ্দীন ভাই আমার খালু ধরা পড়েছে, ওরে ছেড়ে দেন। আমি বলি, তুমি না বক্তৃতা করে এলে? তখন সে উত্তর দেয় বক্তৃতা করেছি

সংগঠনের জন্য, আমার খালুকে বাঁচান। এই হলো বাংলাদেশের অবস্থা। সামাজিক বয়কটই বা কোথায়? দুর্নীতি যারা করে তাদের বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কট করতে হবে।' (প্রাগুক্ত, পৃ-১৭০)

'যুবকদের সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুকে কিছু বলে যাই। কৈশোর থেকে যৌবনে যে পা দেয় তার জন্য কী ব্যবস্থা? আগের লোকসংখ্যার জন্য ঢাকায় যে স্কুল কলেজ ছিল, বর্তমানে তা কি বাড়ছে না কমছে? মতিঝিল, দিলকুশা এলাকায় জিপিও হয়েছে। এ পুরো এলাকাতো খালি ছিল। ছোটবেলায় আমরা ওখানে খেলাধুলা করেছি। এক-একটা স্কুলের জন্য এক একটা খেলার মাঠ ছিল। কলেজগুলোরও নিজস্ব মাঠ ছিল। বর্তমানে লোক বেড়েছে, সন্তান-সন্ততি বেড়েছে; খালি জায়গায় ইমারত হয়েছে, বাড়িঘর হয়েছে, মানুষের তুলনায় যেখানে মাঠঘাট বৃদ্ধি পাওয়ার কথা সেখানে কমে গেছে। আগে কলেজগুলোতে যে বিল্ডিং ছিল সেখানে ৫০ জনের বসার স্থান ছিল। এখনো ঐ ৫০ জনেরই স্থান আছে অথচ ছাত্রসংখ্যা ৫০ জনের জায়গায় এক হাজার হয়েছে। যুবকদের পড়াশোনার সঙ্গে মন ও মননশীলতা বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। পাঠাগারের সংখ্যা ও আয়তন বাড়াতে হবে। খেলাধুলার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি ঢাকা শহরের কথা বলছি সঙ্গে সঙ্গে সব জেলা ও মহকুমা সদর দপ্তর এবং অন্যান্য ঘনবসতি এলাকায় পাঠাগার ও খেলার মাঠ গড়ে তুলতে হবে। বঙ্গবন্ধু আপনি হুকুম দিয়ে দিন, ঢাকায় এক মাইল লম্বা আধ মাইল প্রশস্ত একটা জায়গা নিয়ে ছেলেদের খেলাধুলার ব্যবস্থা করে দিন। নিষ্কলুষ আনন্দ লাভের সুযোগ করে দিন। তা না হলে এরা ফুটপাতে ঘুরে বেড়াবে। ঘুরে বেড়ালে সাধারণত কী হতে পারে? চিন্তা করে দেখুন? হাত শুধু পকেটেই যাবে না, নানান দিকে যাবে। কাজেই যুবকদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন ভবিষ্যতে সোনার বাংলার যুবক হিসেবে তারা গড়ে ওঠে।' (প্রাগুক্ত, পৃ- ১৭০)

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ উনার প্রদেয় ভাষণে বলেন- "বাংলাদেশ এখন যুদ্ধে লিপ্ত পাকিস্তানের ঔপনিবেশবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাতীয় 'স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন ছাড়া আমাদের হাতে আর কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে গণ-হত্যার আসল ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকারের অপপ্রচারের মুখে বিশ্ববাসীকে অবশ্যই জানতে হবে কীভাবে বাংলার শান্তিকামী মানুষ সশস্ত্রে সংগ্রামের পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতিকেই বেছে নিয়েছিল। তবেই তারা বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত আশা আকাঙ্খাকে সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ হবে অষ্টম বৃহৎ রাষ্ট্র। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর সৃষ্ট ভস্ম ও ধ্বংস স্তুপের ওপর একটা নতুন দেশ গড়ে তোলা। এ একটা দুরূহ ও বিরাট দায়িত্ব। কেননা আগে থেকেই আমরা বিশ্বের দরিদ্রতম জাতি সমূহের অন্যতম। এছাড়া একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য মানুষ এক ঐতিহাসিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। তারা প্রাণপণে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। তারা প্রাণ দিচ্ছে অকাতরে। সুতরাং তাদের আশা আমরা ব্যর্থ করতে পারি না। তাদের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করতেই হবে। আমার বিশ্বাস, যে জাতি নিজে প্রাণ ও রক্ত দিতে পারে, এত ত্যাগ স্বীকার করতে পারে সে জাতি তার দায়িত্ব সম্পাদনে বিফল হবে না। এ জাতির অটুট ঐক্য স্থাপনের ব্যাপারে কোনো বাধা বিপত্তি টিকতে পারে না।

আমাদের এই অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে আমরা কামনা করি বিশ্বের প্রতিটি ছোট বড় জাতির বন্ধুত্ব। আমরা কোনো শক্তি, ব্লক বা সামরিক জোটভুক্ত হতে চাই না আমরা আশা করি শুধুমাত্র শুভেচ্ছার মনোভাব নিয়ে সবাই নিঃসংকোচে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। কারো তাঁবেদারে পরিণত হওয়ার জন্য আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দীর্ঘ সংগ্রামে আমাদের মানুষ এত রক্ত দেয়নি, এত ত্যাগ স্বীকার করছে না। আমাদের এই জাতয়ি সংগ্রামে, তাই

আমরা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং বৈষয়িক ও নৈতিক সমর্থনের জন্য বিশ্বের জাতিসমূহের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

এ ব্যাপারে প্রতিটি দিনের বিলম্ব ডেকে আনছে সহস্র মানুষের অকাল মৃত্যু এবং বালাদেশের মূল সম্পদের বিরাট ধ্বংস। তাই বিশ্ববাসীর প্রতি আমাদের আবেদন, আর কালবিলম্ব করবেন না, এই মুহূর্তে এগিয়ে আসুন এবং এর দ্বারা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের চিরন্তন বন্ধুত্ব অর্জন করুন।

বিশ্ববাসীর কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করলাম, 'বিশ্বের আর কোনো জাতি আমাদের চেয়ে স্বীকৃতির বেশি দাবিদার হতে পারে না। কেননা, আর কোনো জাতি আমাদের চেয়ে কঠোরতর সংগ্রাম করেনি, অধিকতর ত্যাগ স্বীকার করেনি। 'জয় বাংলা'। (প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০৪-৪১৪)

১৯৭১ সালের ২৩ শে নভেম্বর বেতার ভাষণে, তাজউদ্দিন আহমদ বলেন- 'মুক্তিবাহিনী এখন যেকোনো সময়ে, যেকোনো জায়গায় শত্রুকে আঘাত করতে সক্ষম...শত্রুপক্ষ চায় যুদ্ধ বাধিয়ে একটা আন্তর্জাতিক সংকট সৃষ্টি করতে।" (রহমান, ২০১৬:২৬)

ভাষণঃ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বঙ্গবন্ধুর সাথে একাত্মতা ঘোসণা করত ৯ মার্চ পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ভাষণ দানকালে বলেন "প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকেও বলি, অনেক হইয়াছে আর নয়। তিক্ততা বাড়াইয়া আর লাভ নাই। লা কুম দ্বীনকুম ওয়ালইয়া দ্বীন (তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার)-এর নিয়মে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লও। মুজিবের সহিত নির্দেশিত ২৫ মার্চের মধ্যে কোন কিছু না করা হইলে আমি শেখ মুজিবের সহিত হাত মিলাইয়া ১৯৫২ সনের ন্যায় তুমুল গণআন্দোলন শুরু করিব। খামাখা কেহ মুজিবকে অবিশ্বাস করিবেন না, আমি মুজিবকে ভাল করিয়া চিনি।..."(ত্রিবেদী, ২০১২:৪৭)

ভাষণঃ কাদের সিদ্দিকী

১৯৭১'র ১৮ই নভেম্বর কাদের সিদ্দিকীর নের্তৃত্বে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য পাকিস্তানীদের উদ্দেশ্যে কাদের সিদ্দিকী বলেন-

'তোমরা সকলে বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে ঢাকাতে ফেরত দাও; নইলে আমরা পাকিস্তান আক্রমণ করব। তোমরা জেনে রাখ, আমরা ট্রেনিং নিয়ে যুদ্ধ শিখিনি; তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেয়েই আমরা যুদ্ধ শিখেছি।' (সিংহ, ২০০২:৭০)

"দেশে এমন পদ্ধতি গড়ে তুলতে চাই, জনগনের কাছ থেকে যা কেউ কোনদিন কেড়ে নিতে পারবে না।"

ভাষণঃ জিয়াউর রহমান

১৯৭৫ সনের ৭ই নভেম্বর শুক্রবার ভোরে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান রেডিওতে নিম্নোক্ত ভাষণটি দেন-

"প্রিয় দেশবাসী,

আসসালামু আলাইকুম। আমি মেজর জেনারেল জিয়া বলছি।

বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জনগণ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার এবং অন্যান্যদের অনুরোধে আমাকে সাময়িকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের চীফ মার্শাল ল' এডমিনিষ্ট্রেটর ও সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়েছে। এ দায়িত্ব ইনশাল্লাহ্ আমি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আপনারা সকলে শান্তিপূর্ণভাবে যথাস্থানে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করুন। দেশের সর্বস্থানে অফিস-আদালত, যানবাহন বিমানবন্দর, নৌবন্দর ও কলকারখানাগুলি পূর্ণভাবে চালু থাকবে। আল্লাহ্ আমাদের সকলের সহায় হোন। খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।"

১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর বিকেলে জিয়াউর রহমান ঘোষণা দেন- 'প্রিয় দেশবাসী, আস্সালামু আলাইকুম। আজ বাংলাদেশের জনগণের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষায় অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার, মুক্তিযোদ্ধা ও প্রাক্তন সৈনিক ভাইদের আমি জানাই অভিনন্দন।

আমি সশস্ত্র বাহিনীর সব ভাইদের নিজ নিজ কর্তব্যস্থলে ফিরে যাবার অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি দেশপ্রেমিক জনগণকে বৃহত্তর স্বার্থের সাথে সর্বান্তকরণে একাত্ম হবার এবং সর্বমক্তিমান আল্লাহর ওপর অবিচল আস্থা প্রদর্শনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন।' (সিংহ, ২০০২:৭৫-৭৬)

"বাংলাদেশ আজকে সম্পুর্ণ স্বাধীন। আগের প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন; কারণ তখন আমরা স্বাধীন ছিলাম না। তাই স্বাধীনতার পরবর্তীতে আজ বাংলাদেশবাসী সকলেরই মনে প্রশ্ন জেগেছে, জাতীয় জীবনে আমাদের করণীয় বিষয় নিয়ে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সহিত বলতে হচ্ছে যে, বাংলাদেশের জনগণের অনেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কর্মসূচীকে অবাধে গ্রহণ করলেও তারা এখনো সার্থক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মৌলদর্শনকে সঠিকভবে বুঝে ওঠতে পারেনি। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, দেশের রাজনীতিতে এবং জনগণের মনমানসিকতায় পূবার্পেক্ষা অনেক পরিবর্তন আসার পর এখনো দেশের জনগণ এবং দলীয় কর্মীরাও দূরে থাক, এমনকি দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের অনেকেই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মৌলদর্শনকে ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। অবশ্য ইহা না বুঝার পেছনেও অনেক কারণ রয়েছে। কেননা ইহার একটি প্রধান কারণ হিসেবে যা উল্লেখ করতে পারি, তা হল আমাদের দেশে কোনদিন দর্শনভিত্তিক রাজনীতি করা হয়নি। অতীতে এ দেশে যে রাজনীতি করা হয়নি। অতীতে এ দেশে যে রাজনীতি করা হয়েছে, সেটা ছিল শুধু হুজুকভিত্তিক। অর্থ্যাৎ যখনই দেশের মধ্যে একটা ক্রাইসিস দেখা দিযেছে, তখনই বিভিন্ন পার্টির মধ্য থেকে কোন একটি পার্টি যার কিছু লীডারশীপ ছিল, কিছু সংগঠন ছিল এবং সাধারণভাবে তাতে জনগনের মধ্যে যেটিতে কিছুটা সমর্থন ছিল, ঐ পার্টি সে হুজুগে সকলকে টেক্কা দিয়ে সরকার গঠন করেছে" (প্রাগুক্ত, পৃ- ১১১)

"শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। শিশুরাই একদিন বড় হবে এবং দেশ পরিচালনার দায়িত্ব তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করবে। তারা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে সর্ববিষয়ে উন্নত হয়ে উঠলে অবশ্যই দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। আমরা আমাদের শিশুদের মনে সৎচিন্তা, উন্নত ভাবনা, দেশ প্রেম, দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলাচেতনা, প্রতিষ্ঠানিক নিয়মকানুন, সামাজিক কর্তব্যবোধ, পারিপার্শ্বিক ন্যায়চার, চারিত্রিক সৌন্দর্যবোধ ও মর্যাদা বোধ যদি জাগাতে পারি, তবেই তার ওপর নির্ভর করবে বাংলাদেশের সোনালী ভবিষ্যৎ। মরণশীল জগতে মানুষের মনে এ সকল গুণাবলীল উন্মেষ ঘটাবার একমাত্র সর্বকৃষ্ট সময় হল শৈশব। কাজেই শৈশবকাল হতেই আমাদের প্রাণপ্রিয় সন্তান সন্ততিদেরকে শিক্ষাদীক্ষায়, জ্ঞানে চতুরে সর্ববিধ বিষয়ে যথাযথবাবে গড়ে তুলা নেহায়ত দরকার"(প্রাগুক্ত: পৃ-১৮২)

"শোন ছেলেমেয়েরা, আমাদের ভিটাভাঙা পলি যেখানেই জমুক, তা তালপট্টি কিংবা নিঝুম দ্বীপ এই মাটি আমাদের। দশ কোটি মানুষ সাহসী হলে আমাদের মাটি ও সমুদ্র তরঙ্গে কোনো ষড়যন্ত্রকারী নিশান উড়িয়ে পাড়ি জমাতে জাহাজ ভাসাবে না।"

"মনে রাখা উচিত যে, শৈশবেই তাদের মনে দেশপ্রেম ও জাতীয় আশকাঙ্খার অনুভূতিতে ব্যাপক আগ্রহ দেখাতে হবে। তাই শিশু কিশোরদেরকে দেশাত্ববোধক ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের চেতনা জোয়ারে উদ্বুদ্ধ করে তোলা উচিত। এজন্য দেশের আপামর জনসাধরণের মধ্যে প্রতিটি অবিভাবক, শিক্ষক, শিশু সংগঠক, সমাজসেবী ও শিশু একাডেমীর কর্তৃপক্ষ মহলসহ সবাইকে একযোগে ঐকান্তিক মনে এগিযে আসতে হবে। তাহলে অচিরেই শিশুদের মনে কুঞ্চিত থাকা মনমানসিকতার উন্মেষ ঘটবে। এতেই আমরা বুঝে নেব শিশু কিশোররা আপনা থেকেই দেশপ্রেমিক, সুশৃঙ্খল, চরিত্রবান, সুনাগরিক ও সুকর্মী হয়ে গড়ে ওঠবে; আর দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হবে অনায়াসে।"

ভাষণ : বেগম খালেদা জিয়া

বেইজিং আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর ভাষণে বলেন, "পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা জোরদার করতে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরাত্বারোপ করতে হবে।'

'সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির। অভিন্ন অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ইসলামের শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।' (প্রাগুক্ত, পৃ-৪২৪)

"প্রথম সংসদীয় প্রতিনিধিদের সভায় সংসদ সদস্যদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন ভাল কথা। কর্মীদের ভুলে যাবেন না। গ্রামে গিয়ে কর্মীদের মাঝে মিশে কাজ করেন। কর্মীদের মূল্যায়ন করেন, তাহলে আগামীতে তারা আবার আপনাদের মূল্যায়ন করবে । একজন কর্মী তার নেতার নিকট ঘরবাড়ী আশা করে না; চায় শুধু নেতার সানিধ্য আর মূল্যায়ন।"(প্রাগুক্ত, পৃ-৪৭৫)

ভাষণ : রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস

মাননীয় রাষ্ট্রপতি ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, "সরকারী দল ও বিরোধী দল উভয়ই যদি দেশের ভাল চান, তবে অবান্তর কথাবার্তা, জেদাজেদি বাদ দিয়ে মিলেমিশে কাজ করুন। বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যহত হচ্ছে।'

"আজ যারা সরকারী দলে আছেন, সেদিন তারা ছিলেন বিরোধীদলে। আজ যারা বিরোধী দলে আছেন, তারা ছিলেন সরকারী দলে। কিন্তু কেউ অতীত থেকে শিক্ষা নেননি।" "জনগণ আজ সজাগ। শেষ মীমাংসা তাদের হাতে" (প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৬৯)

৮.৭ ঘোষণা

ঘোষণা ঃ জিয়াউর রহমান

২৬ শে মার্চ= স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা

২৭ শে মার্চ= স্বাধীনতার দ্বিতীয় ঘোষণা

৩০ শে মার্চ= স্বাধীনতার তৃতীয় ঘোষণা

জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা বিষয়ক প্রথম ঘোষণাটি দিয়েছিলেন ক্ষোভের আবেগে। ২৬ শে মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের কালুরঘাট রেডিও স্টেশনে (ঐতিহাসিক স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র) থেকে উত্তেজনার বশে তিনি নিজেকে "হেড অব দ্যা স্টেট" (রাষ্ট্রপ্রধানরূপে) স্বাধীনতার ঘোষণা দেন–

প্রিয় দেশবাসী,

আমি মেজর জিয়া বলছি। আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণা করছি। আপনারা দুশমনদের প্রতিহত করুন। দলে দলে এসে যোগ দিন স্বাধীনতা যুদ্ধে। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনসহ বিশ্বেও সকল স্বাধীনতাপ্রিয় দেশের উদ্দেশ্যে আমাদের আহ্বান, আমাদের ন্যায় যুদ্ধে সমর্থন দিন এবং স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন। ইনশাল্লাহ্ বিজয় আমাদের অবধারিত।" (প্রাগুক্ত, :৫৫)

১৯৭১ সালের ২৭ শে মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট রেডিও স্টেশনে (ঐতিহাসিক স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র) থেকে বীরদর্পে মেজর জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন নিম্নেক্ত বাক্যে-

1. I major Zia, Provincial Commander –in –Chief of the Bengal Liberation Army, hereby proclaim, on behalf of Shaikh Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh.

2. I also declare we have already formed a sovereign legal Government under Shaikh Mujibur Rahman which pledges to function as per law and the constitution.

3. The new democratic Government committed to a policy of non alignment in international relations. It will seek friendship with all nations and atrive for international peace.

4. I appeal to all Governments to mofilize public opinion in their respective countries against the brutal genocide Bangladesh.

5. The Government under Shaikh Mujibur Rahman is trhe sovereign legal Government of Bangladesh and is entitled to recognition from all democratic nations of the world. " (প্রাগুক্ত,পৃ- ৫৭)

সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান ইংরেজীতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে সংশোধিত নিম্নোক্ত স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করেন-

The government of the sovereign state of Bangladesh on behalf of our, Great leader, the supreme Commander of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, we here by proclaim the independence of Bangladesh. And that the government headed by Sheikh Mujibur Rahman the sole leader of the elected representatives seventy five million npeopie of Bangladesh, and the government headed by him is the only

legitimate government of the people of the independent sovereign state of Bangladesh, which legally and constitutionaly formed, and worthy of being recognised by all the governments of the world. I therefore, appeal on behalf of our Great leader

Sheikh Mujibur Rahman to the governments of all the democratic countries of the world, specially the big powers and the neighbouring countries to recognise the legal government of Bangladesh and take effective steps to stop; immediately the aweful genocide that has carried on by the army of occupation from Pakistan.

The guiding principle of the new state will be first neutrality, second peace and third friendship to all and enemity to none. May Allah help us.Joy Bangla" (ত্রিবেদী, ২০১২:১০৫-১০৬)

"আমাদের মহান নেতা, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনাযক শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। ইতিমধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়েছে। এ সঙ্গে আমরা আরো ঘোষণা করছি যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের একমাত্র আইন সম্মত সরকার, যা বৈধ এবং সাংবিধানিকভাবে গঠিত হয়েছে। এ সরকার বিশ্বেও সকল সরকারেরই স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। সুতরাং আমাদের মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আমি বিশ্বেও সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিশেষত ঃ বৃহৎ শক্তি ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহের সরকারের প্রতি বা্ংলাদেশের বৈধ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদানের আবেদন জানাচ্ছি।একই সাথে অবিলম্বে দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে বীভৎস গণহত্যা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানাই।....নতুন রাষ্ট্রের মূলনীতি হবে প্রথমতঃ নিরপেক্ষতা ..., দ্বিতীয়ত: শান্তি, তৃতীয়ত: সকল দেশের সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে শত্রুতা নয । আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন। জয় বাংলা" (প্রাগুক্ত, পৃ-১০৬)

জিয়াউর রহমান এর অন্যান্য ঘোষণা

রাজনীতিকে তিনি শহর থেকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন-

'I will make the politics difficult" (নুন, ২০০২:১২৪)

"আমাদের হাতে সময় অত্যান্ত কম। আমরা ইতিপূর্বে অনেক মূল্যবান সময় অপচয় করেছি। অতি দ্রুত শিল্পায়নের প্রয়োজনে আমাদের প্রত্যেকটি সেক্টরে সকল কলকারখানায় দিনরাত চব্বিশঘন্টা উৎপাদনে চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের গোটা জাতিকে একটা কারিগরের জাতিতে পরিণত করতে হবে" (প্রাগুক্ত)
"উপনিবেশবাদ, নব্য উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ, আধিপত্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে রয়েছে আমাদের গভীর একাত্মতা" (প্রাগুক্ত,পৃ- ১৫৯)
"শিল্পী ও শিল্প সংস্কৃতির উপর শোষণ আর বরদাশত করা হবে না।"(প্রাগুক্ত,পৃ-১৬৫)
'উই রিভোল্ট'- আমরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম' (প্রাগুক্ত, পৃ-১০৯)

Dhaka University Institutional Repository

'আমি পতাকা হাতে তুলে নিলাম। সংগ্রামের ডাক দিলাম। আমার সঙ্গে তোমাদের চলতে হবে। লক্ষ্য ভূমিতে উত্তরণ না হওয়া পর্যন্ত এ চলার শেষ হবে না' (প্রাগুক্ত, পৃ- ১১০)

'আমি জিয়া বলছি। মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিন। আপনাদের যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করতে হবে। সবাই মিলে যুদ্ধ করলে ওরা অল্পদিনের মধ্যেই হেরে যাবে। যুদ্ধ থামবে না বিজয় না আসা পর্যন্ত। ' (প্রাগুক্ত: পৃ-১৩০)

ঘোষণা : আব্দুস সাত্তার

১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী দিবসে ঘোষণা করেন। "আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই বীর সেনানী, দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা এবং বাংলাদেশের নয় কোটি মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা শহীদ জিয়াউর রহমানের কথা। স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের যে আমাদের দেশেই নয়, সারা বিশ্বের ইতিহাসেও বিরল। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই অগ্রনায়ক জাতীয় অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন ও গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে কষ্টার্জিত এই স্বাধীনতাকে সকলের কাছে অর্থবহ করে তোলার লক্ষ্যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংগ্রাম করে গেছেন। জাতি তাঁর এই মহান অবদানের কথা চিরদিন সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করবে।" (প্রাগুক্ত,পৃ- ১৪৫)

৮.৮ বাণী

১৯৭১, ২৫ শে মার্চ, রাত ১২টা ২০মি.ও ২৬ শে মার্চ প্রথম প্রহরে নিম্নোক্ত স্বাধীনতা ঘোষণার মূল বার্তাটি ইপিআর এর ট্রান্সমিটারের সাহায্যে চট্টগ্রামে এ পাঠিয়ে দেন–

"পাকিস্তান সেনাবাহিনী অর্তকিতভাবে পিলখানা ইপিআর ঘাঁটি রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে, আমি বিশ্বের জাতি সমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোন আপোস নাই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামীলীগ নেতা-কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিন।আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।-শেখ মুজিবুর রহমান" (প্রাগুক্ত, পৃ- ১১০)

"এটাই হয়ত আমার শেষ বার্তা' আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ, তোমরা যে যেখানেই আছে তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সৈন্য বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ শে মার্চ দিবাগত রাত্রে ও ২৬ শে মার্চ প্রথম প্রহরে সর্বত্র বেতার যোগে পাঠাবার জন্য তিনি টেলিফোনে নিম্নোক্ত বাণীটি (বাংলা অনুবাদ) সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসের জনৈক বন্ধুকে ডিকটেশন দিলেন:

Dhaka University Institutional Repository

"পাকিস্তান সামরিক বাহিনী মাঝ রাতে রাজারবাগ পুলিশলাইন এবং পিলখানায় পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস এর হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করেছে। প্রতিরোধ করবার জন্য এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন।" (খান, ২০১৭:১৭)

৮. ৯ নির্বাচনী ইশতেহার

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার জন্য প্রত্যেকটি দলই দেশের অধিবাসীদের কাছে তাদের আদর্শ ও কর্মসূচী নিয়ে উপস্থিত হয় আর সাধারণকে তাদের মতে দীক্ষিত করার জন্য ভাষার সাহায্যে জোর প্রচারণা চালায়। গণমানুষের অধিকার ও গণতান্ত্রিক মানুষের জীবনকে অর্থবহ করতে তারা ইশতেহারে এ আহ্বান জানান। তাই সব দেশেই রাজনৈতিক দল জাতীয় নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক ইশতেহার তৈরী করে। সে ইশতেহারেও শব্দ প্রয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেক সময় নির্বাচনের ফলাফলকে এটি প্রভাবিত করে। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী ইশতেহারে মুদ্রিত আকারে তাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি সমূহ তুলে ধরে এবং সে সবের ভিত্তিতে ভোট চায়। অর্থ্যাৎ নির্বাচনী ইশতেহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভাষা।

নিম্নে বাংলাদেশের ভূখন্ডে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের নির্বাচনী ইশতেহার উল্লেখ করা হল-

১. ১৯৩৭ সালে নির্বাচনী ইশতেহারে শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক সাহেব জনগণের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন নিম্নোক্ত নির্বাচনী ইশতেহারের একটি বাক্যে-

"আমি ডাল ভাতের ব্যবস্থা করব" (প্রথম আলো, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৮)

২. ১৯৪৬ সালে নির্বাচনে মুসলিম লীগ এক বাক্যেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে:

"আমরা মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করব"(প্রথম আলো, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৮)

৩. ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট এ তিন পৃষ্ঠার নির্বাচনী ইশতেহারের মূল কথাটি ছিল:

" লাহোর প্রস্তাব অনুসারে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আদায় করা হবে এবং প্রতিরক্ষা বৈদেশিক সম্পর্ক মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে রেখে অন্য সব বিষয় পূর্ব বাংলার সরকারের অধীনে আনয়ন করা হবে।"(প্রথম আলো, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৮)

৪. ১৯৭০ সালে নির্বাচনে ইশতেহার ছিল:

" ছয় দফা এবং এগার দফা বাস্তবায়ন করা হবে এবং প্রতিষ্ঠা করা হবে গণতন্ত্র।"

৫. ১৯৮৬ সালের আওয়ামীলীগের নেতৃতে গঠিত ৮ দলীয় জোটের মূল ইশতেহার ছিল, "বাংলার মাটি থেকে সামরিক শাসনের চির অবসান ঘটিয়ে জনগণের শাসন কায়েম করা" (আকবর, ২০১৫:৪২৩)

৬. ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল-"বাংলাদেশে একটি প্রতিনিধিত্বশীল জবাবদিহিমূলক সংসদীয় পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা কায়েমসহ সর্বস্তওে গণতান্ত্রিক জীবনপদ্ধতি প্রবর্তন করা। (প্রাগুক্ত, পৃ-৪২৮)

৭. ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল-"সন্ত্রাশমুক্ত সমাজ চাই, নিরাপদ জীবন চাই" (প্রাগুক্ত, পৃ-৮৫)

৮. ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল:

Dhaka University Institutional Repository

"গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানীকীকরণ, কার্যকর জাতীয় সংসদ এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা"(প্রাগুক্ত, পৃ-৪৪৫)

" দলমত নির্বিশেষে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদেও বিরূদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, খুন, ডাকাতি, নারীনির্যাতন সহ সব অপরাধমূলক কর্মকান্ড কঠোর হস্তে দমন করা।"[১৯]

৯. বিএনপি ২০০১ সালে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছিল তাতে এক নম্বর প্রতিশ্রুতি ছিল:
"দলমত নির্বিশেষে সবার সমর্থন ও সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, দুর্নীতি দমন, সকলের জন্য বিদ্যুৎ, রাষ্ট্রীয় প্রসাশন ও বিচার ব্যবস্থাকে দলীয়করণ ও আত্মীয়করণের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে ন্যায় বিচার ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা।"[২০]

১০. ২০০৮ সালে আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহারের মূল বিষয় ছিল:
"দিন বদলের সনদ"[২১]

১১. ২০০৮ সালে বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের মূল বিষয় ছিল:
"দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও।"[২২]

১২. ২০১৪ সালে আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহারের শিরোনাম ছিল, "শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ"(আকবর, ২০১৫:৪৮২)

৮.১০ ক্যাসেট সংগীত

২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্যাসেট সংগীত বাজিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো হয়। যেমন-

আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে তুলে ধরে- "কিসের ঐক্য কিসের জোট, আবার দিব নৌকায় ভোট।"
বি.এন.পি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে তুলে ধরে- "দেশ গড়েছেন শহীদ জিয়া, নেত্রী মোদের খালেদা জিয়া"
আবার আওয়ামীলীগ ও বি.এন.পি বিরোধী পুরুষ নেতৃত্বাধীন অন্য কোনও দল থেকে বলা হয়,
"নারীর শাসন মানি না, "নারীর শাসন মানায় না"
(সিংহ, ২০০২: ৪৬৫)

৮.১১ উক্তি

শেখ মুজিবুর রহমান
"আমি সাহিত্যিক নই, শিল্পী নই, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, জনগণই সব সাহিত্য ও শিল্পের উৎস। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন খানে কোন মহৎ সাহিত্য বা উন্নত শিল্পকর্ম সৃষ্টি হতে পারে না। আমি সারাজীবন জনগণের সাথে নিয়ে সংগ্রাম করেছি, এখনও করছি, ভবিষ্যতে যা কিছু করব জনগণকে নিয়েই করব।" (খান, ২০১১:১০৩)

[১৯] প্রথম আলো , ১৯ ডিসেম্বর ২০০৮
[২০] প্রথম আলো , ৩০ অক্টোবর ২০০৮
[২১] প্রথম আলো , ১৩ অক্টোবর ২০০৮
[২২] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

"একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাস, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।"[২৩]

"যে জাত স্বাধীনতা পায় না, যে জাত স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারে না, সে দেশের ইজ্জত থাকে না। ভবিষ্যত বংশধররা অভিশাপ দেয়।" (খান, ২০১১ :১৫২)

"আমি তোমাদের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে একথা বলছি না, তোমাদের জাতির পিতা হিসাবে আদেশ দিচ্ছি- প্রধানমন্ত্রী অনেক হবেন, অনেক আসবেন, প্রেসিডেন্টও অনেক হবেন, অনেক আসবেন কিন্তু জাতির পিতা একবারই হন, দু'বার হন না। জাতির পিতা হিসেবেই যে আমি তোমাদের ভালবাসি, তা তোমরা জানো" (প্রাগুক্ত, পৃ-১৭৫)

"যে মানুষ ভিক্ষা করে তার যেমন ইজ্জত তাকে না, যে জাতি ভিক্ষা করে তারও ইজ্জত থাকে না" (প্রাগুক্ত, পৃ-১৯৮-১৯৯)

"যে মানুষকে ভালবাসে সে কখনও সাম্প্রদায়িক হতে পারে না" (প্রাগুক্ত, পৃ-৮৩)

"পাকিস্তানের রাজনীতি হচ্ছে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকার রাজনীতি" (প্রাগুক্ত, পৃ-১৪)

১৯৭১ সালের ১৯ শে মার্চ 'জয় বাংলা ' স্লোগানের ব্যাখ্যা জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু বলেন-

"শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়ও কালেমা পাঠের সঙ্গে 'জয় বাংলা উচ্চারণ করব" (দে, ১৯৯৮:৬০)

"মনে কর যুদ্ধ চলছে, তিন বছর যুদ্ধ চলবে। সেই যুদ্ধ দেশ গড়ার যুদ্ধ। অস্ত্র হবে লাঙ্গল আর কোদাল। (খান, ২০১১:৩১)

"উদারতা দরকার কিন্তু নিচু অন্তঃকরণের মানুষের সাথে উদারতা দেখালে ভবিষ্যতে ভালর থেকে মন্দই বেশি হয়, দেশের ও জনগণের ক্ষতি হয়'; 'মানুষকে ব্যবহার ভালবাসা ও প্রীতি দিয়েই জয় করা যায়, অত্যাচার, জুলুম ও ঘৃণা দিয়ে জয় করা যায় না'; 'মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।"[২৪]

তাজউদ্দিন আহমদ

- 'যুদ্ধরত অবস্থায় যোদ্ধারা যদি পরিবারহীন অবস্থায় থাকতে পারে আমি সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তা পারব না কেন? (আহমদ, ২০১৪:৯৪)
- 'বহু রাষ্ট্র এবং বহু মানুষ আমেরিকায় আসে বিলিয়ন ডলার চাওয়ার জন্য, যা দিয়ে আরও অস্ত্র, আরও রসদ সংগ্রহ করবে। আমরা বাঙালিরা শুধু কিছুই যোগান দিয়ো না। না অস্ত্র, না অর্থ, কোনো পক্ষকেই নয়- তোমরা যেন শুধু নিরপেক্ষতা অবলম্বন করো। (আহমদ, ২০১৪:১০৪)
- 'স্বাধীন দেশের মানুষের মতোই এ দেশের শিশুরা চিন্তার স্বাধীনতা পাবে। আমাদের বড়দেরই শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।.....কেবল ছোটরাই যে বড়দের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে তা নয়, ছোটদের কাছ থেকেও বড়দের অনেক কিছু শিক্ষনীয় আছে।'
- 'পারিপার্শ্বিকতাকে উপলব্ধি করার নামই হলো শিক্ষা।'

[২৩] শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী
[২৪] প্রাগুক্ত,

Dhaka University Institutional Repository

- 'লিলি তুমি বিধবা হতে চলেছ। মুজিব ভাই বাঁচবে না, আমরাও কেউ বাঁচব না। দেশ চলে যাবে স্বাধীনতা বিরোধীদের হাতে।'
- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়ান সম্পর্কে তাজউদ্দিন আহমেদের উক্তি- 'সে লোকটি তো অন্ধকারের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আলোতে পৌঁছে ছিলেন। তাঁকেও তো অন্ধকারে আলোর অন্বেষণে উদ্বিগ্ন হতে হয়েছে। অথচ কী বিস্ময়! তিনি নিজেইতো ছিলেন একজন আলোক বর্তিকা। আলোককে কি তুমি ধ্বংস করতে পার? আলোর কণিকা আমাদের কাছ থেকে বহু দূরে অবস্থিত হতে পারে। কিন্তু তাতে কী? ধ্রুবতারার দূরত্ব অকল্পনীয়। কিন্তু বিজন মেরুতে অভিমানকারীর সেইই তো একমাত্র দিক নির্ধারক। যুগ থেকে যুগ। তার চোখের ক্ষুদ্র কল্পনাটিও আমাদের পথের দিশা প্রদান করে। তাহলে বেদনা কেন? বহু যুগের এই ধ্রবতারার কাছ থেকে পায়ের চিহ্ন ধরে আমরা অগ্রসর হব। তিনি শান্তি লাভ করুন আমিন।'
- 'সার্বভৌমত্ব অটুট রাখতে হলে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সচেষ্ট হতে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে এবং আত্মমর্যাদা বজায় রাখতে হবে। রাষ্ট্র তার সার্বভৌমত্বের বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না। যেমন একজন নারী তার সতীত্ব বিসর্জন দিয়ে কৃতজ্ঞতার প্রতিদান দিতে পারে না।'(প্রাগুক্ত, পৃ- ২৬৬)

জিয়াউর রহমান

'যদি কোন জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস থেকে থাকে, তবে তার চেয়ে জাতিত্বের বড় পরিচয় আর বেশি কিছু হতে পারে না। স্বাধীনতাযুদ্ধ গড়ে ওঠেছে শোষণমুক্তির একটা অসাধারণ তীক্ষ্ণধি। তখন সকল মানুষ এক হয়ে যায়, একাকার হয়ে যায় শৃঙ্খল মুক্তির নেশায়। কোন ত্যাগ তখন বড় মনে হয় না, জীবনকে উৎসর্গ করা হয় একান্ত তুচ্ছ মনে। তাই স্বাধীনতা সংগ্রাম জাতিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। (প্রাগুক্ত, পৃ- ১০৬)

'বিরোধ নেই, আমরা ধর্মে মুসলিম (বা অন্য ধর্মালম্বী); ভাষায় বাঙালি। কিন্তু জাতিত্বে সবাই এক ও অভিন্ন আমরা বাংলাদেশী। বাঙ্গালী বা ধর্মীয় পরিচয়ের সঙ্গে কারো প্রতি বিরোধ নেই কোন শুধু ভাষা বা ধর্মীয় পরিচয়ের জাতীয়বাদ বিষয়টি হয়ত আংশিক, তবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ একটি সমগ্র জাতীয়তাবাদ।'(প্রাগুক্ত, পৃ- ১০৭)

"আমার সময় কম। আমার সময় নেই। আমাকে স্বল্পসময়ে অনেক বেশি কাজ করতে হবে'

"আমি কিন্তু খুব সোসালিস্ট। লেফট প্রোগ্রেসিভ।" (প্রাগুক্ত, পৃ- ৪১২)

জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের দরিদ্র শিশু কিশোরের অশিক্ষা ও পুষ্টিহীনতা প্রসঙ্গে জিয়াউর রহমান বলেন- "এহেন দূরবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে আমরা আগামী দিনের বাংলাদেশ সুখী সমৃদ্ধ করতে পারব না।" (প্রাগুক্ত, পৃ- ১৮৮)

গাঁয়ের কোনও এক গৃহস্থের বাড়িতে গিযে উঠোনে দাঁড়িয়ে জিয়াউর রহমান হঠাৎ বলে বসতেন, "কই, আপনাদের হাঁস-মুরগি কই? আপনার এত বড় উঠান, এত জায়গা চারপাশে। দেখি আপনার ঘরে মেহমানের জন্য কতগুলি ডিম আছে? গাছ গাছালি লাগান নাই কেন? কলা, পেপে, আনারস। আমি আপনাদের মেহমান হয়ে এলাম, আমাকে এখন কী খেতে দিবেন?

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামে এক বৃদ্ধার কাছে লেবু শরবত খেতে চাওয়া প্রসঙ্গে বলেন- "মাগো তার সঙ্গে দুষ্টুমি করছিলাম, আগামী বছর আসব। তুই আমাদের জন্য লেবু গাছ বুনবি। আমি সেই লেবু গাছের লেবু দিয়ে তোর হাতের শরবত খেয়ে যাব"(প্রাগুক্ত, পৃ-২৩৫)

"আজকের বিষয় মুক্তি সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ঠিক, কিন্তু মূখ্যত তা হওয়া উচিত ছিল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতাযুদ্ধ।"(প্রাগুক্ত, পৃ-২৮৭)

"দর্শন ব্যাপারটা আসলে কিন্তু অত্যন্ত সহজ। যদি মন পরিষ্কার থাকে এবং রাজনৈতিক নিয়ত ঠিক থাকে তাহলে এটা বুঝতে বেশি সময় লাগার কথা নয়। এমনকি আধা ঘন্টার মধ্যেই দলীয় দর্শন রপ্ত করা যেতে পারে। কিন্তু উদ্দেশ্যটা যদি ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের মতো অন্য কিছু হয় তবেই যতই বুঝানো হোক না কেন দলীয় দর্শন কোনদিনই মগজে ঢুকবে না।" (প্রাগুক্ত, পৃ-১০১)

প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক জাতির একটা স্বপ্ন থাকে। তেমনি আমাদের মনেও রয়েছে অনেক স্বপ্ন। সে স্বপ্নই হলো দর্শন। এ দর্শন দিয়েই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বাস্তবায়িত করতে হবে। এ স্বপ্ন আমরা কিসের স্বপ্ন দেখছি। আমরা স্বপ্ন দেখছি একটা শোষণমুক্তি সমাজ গঠনের; সম্পদের সুষম বণ্ঠনের মাধ্যমে সকলের অধিকার নিশ্চিত করার। তাই স্বপ্ন হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য, চরম লক্ষ্য বলতে পারে না"। (প্রাগুক্ত:১০৪)

"রাজনীতি হতে হবে মানুষের জন্যে, গণমুখী রাজনীতি ছাড়া সাধারণ মানুষের মুক্তি আসতে পারে না" "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদই এদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের রক্ষা কবচ" (প্রাগুক্ত, পৃ-১২৫)

"কলোনিয়াল আউটলুক আপনাদেরও বদলাতে হবে। ওসব রাজা-ফাজার দিন ফুরিয়ে গেছে। আসলে ব্যাপার কি জানেন, এসব গ্রামে এসডিও বা সিও সাহেবরা বছরে একবার আসেননা, তাই গ্রামের লোকজন খুব খুশী হয়েছে। গ্রামে আমাদের সবাইকে আসতে।"

"মারা যাওয়ার কথা বলছেন? আমি নিজেকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে রেখেছি। আমাকে যখন নিয়ে যাবার তখন নিয়ে রেখেছি। আমাকে যখন নিয়ে যাবার তখন নিয়ে যাবেন। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, মৃত ব্যক্তিকে ক্যাপিটেল করে রাজনীতি এগিয়ে যায় না। কিন্তু নীতিমালা থাকবে, আদর্শ থাকবে, কর্মসূচী থাকবে। তাকে কেন্দ্র করেই কাজ হবে। তাকে কেন্দ্র করেই রাজনীতির ধারা এগিয়ে যাবে। ইনশাল্লাহ্ এ বিশ্বাস আমার কাছে।"(প্রাগুক্ত, পৃ- ১৩৮)

"মৃত্যুকে কেন এতো বড় করে দেখছেন আপনারা? আমিতো কতবার মৃত্যুর মুকোমুখি হলাম। যখন জন্মেছি তখন মৃত্যুতা আসবেই। তার জন্য এত ভয় কেন। যতক্ষণ বেঁচে আছি কাজ করে যেতে হবে।"(প্রাগুক্ত, পৃ-১৫০)

"আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। আছে বিপুল জনশক্তি। এই জনশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে সম্পদে রূপান্তরিত করতে পারলে আমাদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ে তুলতে পারবো।" (প্রাগুক্ত, পৃ-৭৪)

বাাংলাদেশী জাতয়িতাবাদের আলোকে রাজনৈতিক দল গঠন সম্পর্কে বলেন, "দলীয় প্লাটফরমের মাধ্যমে আমরা তাদের জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করানোর জন্য সংগঠিত করতে চাই। সার্বিক জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্য

Dhaka University Institutional Repository

অর্জনে সমাজের বিভিন্ন স্তরের গণমানুষের একটি রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা প্রাপ্তির মাধ্যমে যাতে নিজেদের সংগঠিত ও কর্মতৎপর করতে পারে। তজ্জন্য...সমাজকে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচী দান করেছে।"[২৫]

"সামরিক ছাউনি থেকে কখনো রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায় না। তাঁর জন্য যতদ্রুত সম্ভব আমি সামরিক আইন তুলে দিয়েছি ।নির্বাচন দিয়েছি জনগণের ইচ্ছামাফিক। শাসনতান্ত্রিক আর কোন জটিলতাই থাকলো না পূর্ণাঙ্গ এবং বিশুদ্ধ গণতন্ত্র বাস্তবায়নের পথে।"[২৬]

জনগণই ক্ষমতার উৎস। শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতার 'নয়, দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনের জন্য যে কর্মোদ্যমের প্রয়োজন তাঁর মূলেও রয়েছে জনগণের ক্ষমতা।" [২৭]

প্রাসাদ রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে রাজনীতিকে টাউট, প্রতারকদের হাত থেকে রক্ষা করতে তিনি বলেছিলেন, "আই উইল মেক দ্যা পলিটিক্স ফর দেম" (নুন, ২০০২:-১৬৩)

"স্বনির্ভর গ্রাম মানেই স্বনির্ভর দেশ" (প্রাগুক্ত)

"শিশুদের মাঝে আছে অফুরন্ত কর্মশক্তি। এই কর্মশক্তিকে সুষ্ঠুভাবে, সঠিক পথে নিযন্ত্রণ করতে পারলে আমরা ভবিষ্যতে শক্তিশালী ও কর্মঠ জনশক্তি পাব।"(প্রাগুক্ত, পৃ-১৮২)

'জনগণের মন ও মানসকে প্রাণবন্ত রাখতে হলে অবশ্যই জাতীয় সংস্কৃতিকে প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে।"(প্রাগুক্ত)

"স্কুল জীবন থেকেই পাকিস্তানীদের দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা আমার মনকে পীড়া দিত।... বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে একটা ঘৃণার বীজ উত্তপ্ত করে দেওয়া হতো স্কুল ছাত্রদের শিশু মনেই। ...সেই স্কুল জীবন থেকে মনে মনে আমার একটা আকাঙ্ক্ষাই লালিত হতো, যদি কখনও দিন আসে, তাহলে এই পাকিস্তানবাদের বিরুদ্ধেই আমি আঘাত হানবো।... কিন্তু উপযুক্ত সময় আর উপযুক্ত স্থানের অপেক্ষায় দমন করতাম সেই আকাঙ্ক্ষাকে।"... (প্রাগুক্ত)

"অনেকবার রিপু করা,তালি দেওয়া একটি হালকা প্রিন্টের পাজামা, একাট ঢিলে শার্ট, বার বার সেলাই আর তালির অত্যাচারে শার্টটির পিঠের ডানদিক চটার মত ভারী হয়ে গেছে।"(প্রাগুক্ত, পৃ-১৮৬)

"সে ছিল সত্যি এক অলৌকিক ব্যাপার। মাত্র কয়েক কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন একটি বেতারের ঘোষণা কেমন করে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লো তা ভাবতে আজও আমার অবাক লাগে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে ছিল বিশ্বস্রষ্টার কল্যাণময় সংকেত।"(প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৩)

"বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের অর্থ হলো- নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি ও ইতিহাসের আলোকে দেশ প্রেমের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বাইরের আধিপত্যমুক্ত জাতীয় স্বতন্ত্র্যবোধ" (নুন, ২০০২:৭)

শেখ হাসিনা

১৯৯০ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর শেখ হাসিনা বলেন- 'বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিক ঠাঁই নেই।' (রহমান, ২০১৬:৮৩)

[২৫] দৈনিক দেশ, ১৯ শে জানুয়ারি ১৯৮২
[২৬] সানাউল্লাহ্ নূরী রচিত জিয়ার স্মৃতিকথা শীর্ষক প্রবন্ধ হতে, দৈনিক দেশ, ২৪ শে জানুয়ারি, ১৯৮২
[২৭] দৈনিক বার্তার সম্পাদকীয় থেকে, ১৯ শে জানুযারি ১৯৮১

Dhaka University Institutional Repository

২০১০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট উদ্বোধন কালে প্রধানমন্ত্রী বলেন- 'যারা মাতৃভাষার মর্যাদা দেয় না, তারা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে না।' (প্রাগুক্ত, পৃ-২৫৫)

(১৯৯৬-২০০০) : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

'আওয়ামীলীগ সরকার নির্বোধ নয় যে বিসমিল্লাহ্ উঠিয়ে দেবে'

অন্যান্য রাজনীতিবিদ : ২০০২

২০০২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ইসলামী মহাসমাবেশে ইসলামী এক্যজোটের এমপি মুফতি ফজলুল হক আমিনী বলেন- 'আমাদরে রক্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ থাকবে, না কোরআন থাকবে? (রহমান, ২০১৬:১৩৫)

২০০২ সালের ১০ ই মে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিহত শিশু নওশীনদের বাসায় গিয়ে নিম্নোক্ত বাক্যটি বলে সান্ত্বনা দেন-

'জন্ম-মৃত্যুর ওপর কারও হাত নেই। আল্লাহ্র মাল আল্লাহ্ নিয়ে গেছেন' (প্রাগুক্ত, পৃ-১৪১)

হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ : জুলাই ২০০৬

২০০৬ সালের ২৮ শে জুলাই জাতীয় পার্টিও নেতা হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ বিএনপির কাছে রাষ্ট্রপতি হওয়ার শর্ত দিযেছেন কি না সেই প্রশ্নের উত্তরে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন- 'আমি নিজের জন্য কারও কাছে কিছু চাইতে যাব না। আমি এমনিতেই লাজুক মানুষ' (প্রাগুক্ত, পৃ-১৮১)

এরশাদ ২০০৬ সালের ৩০ জুলাই মতবিনিময় সভায় বলেন- 'আমি জেলে যাব আর দলের নেতারা সাংসদ হবে, তা হবে না।' (প্রাগুক্ত)

৮.১২ কবিতার উদ্ধৃতাংশ: রাজনীতির ভাষা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ১লা জুলাই বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের পঞ্চম অধিবেশনের ২০তম বৈঠক এ ভাষণদানকালে শোক প্রস্তাব সম্পর্কে বলেন-
মৃত্যু আল্লাহর হাতে, মৃত্যুকে কেউ রুখতে পারে না। প্রত্যেকটি মানুষেরই যেতে হবে। তাই আজ কবির ভাষায় বলতে চাই, জনাব স্পীকার-

'কাঁদিব না আমি

কাঁদিব না আর,

আমার দুঃখের দিন

রহিবেনা চিরদিন

দু'দিন কেন তবে

কেঁদে অবসান হবে

Dhaka University Institutional Repository

দুঃখেও হাসিব আজি

লীলা বিধাতার

কাঁদিব না আমি

কাঁদিব না আর'

(খান, ২০১১:১১২)

৮.১৩ গান

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে গৌরি প্রসন্ন মজুমদার এর কথায় ও শিল্পী অংশুমান রায় এর কণ্ঠে নিম্নোক্ত গানটি প্রথম আকাশবানী কলকাতার সংবাদ পরিক্রমায় প্রচার করা হয়।

শোন, একটি মুজিব থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে উঠে রণি।
বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ।।
সেই সবুজের বুক চেরা মেঠো পথে,

আবার এসে ফিরে যাবো

আমার হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো।

শিল্পে কাব্যে কোথায় আছে হায়রে

এমন সোনার দেশ।।

বিশ্ব কবির সোনার বাংলা নজরুলের বাংলাদেশ

জীবনান্দের রূপসী বাংলা

রূপের যে তার নেইকো শেষ, বাংলাদেশ।

'জয় বাংলা' বলতে মনরে আমার এখনো কেন ভাবো,

আমার হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো,

অন্ধকারে পূর্বাকাশে উঠবে আবার দিনমণি।

(ত্রিবেদী, ২০১২:১৩৬, ৭৩৬)

Dhaka University Institutional Repository

৮.১৪ দলীয় সংগীতঃ বি.এন.পি

প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ

জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ

বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ (২)

আমার আঙ্গিনায় ছড়ানো বিছানো

সোনা সোনা ধূলি কণা

মাটির মমতায় ঘাস ও ফসলের সবুজের আল্পনা

আমার তাতেই হয়েছে স্বপ্নের বীজ বোনা।

প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ

জীবন বাংলাদেশ.....। (২)

অরূপ জোছনায় সাজানো রাঙ্গানো

ঝিলি মিলি চাঁদ দোলে

নিবিড় বন-ছায় পিউ পাপিয়া হৃদয়ের

তান তোলা

আমার তাতেই রেখেছি শান্তির দীপ জ্বেলে।

প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ জীবন বাংলাদেশ..... (২) (নুন, ২০০২:১৪৫)

৮.১৫ সাক্ষাৎকার

জিয়াউর রহমান

“গ্রাম আর শহরের মধ্যে যে আকাশচুম্বী ব্যবধান আমরা সৃষ্টি করেছি এ অভিযোগ টার এক বিন্দুও মিথ্যা নয়। ”(প্রাগুক্ত, পৃ-১৫৫)

“আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে জনসাধারণকে জানিয়ে দিতে চাই, এরা পাথরের মত জমে আছে। এ পাথর একবার নড়াতে পারলে গতি আসবেই” (প্রাগুক্ত, পৃ-১৫৫)

“ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ” এর রডনি টাস্কার কে এক সাক্ষাৎকার দান করতে গিয়ে বলেন, “আমরা কৃষিকে এগিয়ে নিতে চাই এই কারণে যে, এখানে পর্যাপ্ত উৎপাদন করে তা বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব” (প্রাগুক্ত, পৃ-১৫৬)

Dhaka University Institutional Repository

"জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে আমরা এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছি। আমাদের জনসংখ্যাকে সর্বোচ্চ দশ কোটিতে সীমিত রাখতে হবে। অন্যথায় দেশের জন্য একটা মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হবে। (প্রাগুক্ত, পৃ- ১৫৭)[২৮]

বিচিত্রার সাথে সাক্ষাৎকারে জিয়াউর রহমান বলেন-

'বিগত কয়েক বছরে আমার কাছে যেটা সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে, আমরা আমাদের দেশকে জানিনা। দেশের সম্পর্কে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান ও সম্পর্ক সীমিত। আমরা আমাদেও দেশকে ভলভাবে জানিনা; চিনিনা। দেশের মাটিতে কি লুকিয়ে রয়েছে তা উপলব্ধি করতে পারি না; প্রকৃতপক্ষে সেখান থেকেই সমস্যার শুরু। গত এক দেড় বছর ধরে কাজ করছি এ বাস্তবতা নিয়ে। আপনি যদি দেশটা ঘুরে দেখেন, তাহলেও বুঝতে পারবেন বাংলাদশে কি রয়েছে। যেহেতু দেশকে জানিনে, সেজন্য অতীতে বিভ্রান্তির মধ্যে ছিলাম। তবে এখন আমরা আশার আলো দেখতে পেয়েছি। দেশ, মানুষ ও সম্পদ সম্পর্কে নতুন করে বুঝতে শিখেছি ও আবিষ্কার করেছি। নিজেদেরকে যতক্ষণ না পর্যন্ত না চিনব, ততক্ষণ উন্নতি হবে না। আমাদের দেশের মানুষ এ উন্নতির ভরসায় স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিল এবং ১৯৪৭ তে আলাদা হয়েছিল অর্থনৈতিক কারণে ২'শ বছর ধরে বাংলাদেশকে শোষণ করা হয়েছে, জনগণ শোর্ষিত হয়েছে। কেন আমরা শোষিত হয়েছি, তার কারণ ইতিহাস বলবে। কিন্তু অতীতে আমরা বিভেদের রাজনীতি করেছি অহেতুক ছোট ছোট কারণে আমরা নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ আনি। অনুরূপ ছোটখাটো কারণের জন্যে অতীতে আমরা এত বিভক্ত হয়ে গয়িেছিলাম যদরূণ বিদেশী শত্রুরা যখন দেশের মাটিতে পা দেয়, তখন সহজে দেশ দখল করে নিল তারা বিভেদের রাজনীতির সাহায্যে আমাদের ওপর দুশো বছর রাজত্ব করল দুনিয়াতে এমন দেশের সংখ্যা নিতান্ত কম যে, যারা এত দীর্ঘ সময় পরাধীন ছিল এ কারণেই বিভেদের রাজনীতি ব্যতীত আজ আমরা আর কিছু বুঝি না। পরিবার, বৃহত্তর পরিবার, মহল্লা, গঞ্জ ওসর্বত্র এ বিভেদের পালা বিরাজ করছে। আর বিভেদের জীবাণু আমাদের সর্বনাশের মূল কারণ।' (প্রাগুক্ত, পৃ-৩৯২)

'প্রশাসনকে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যেতে গবে। অপর দিকে প্রসাশনে অংশগ্রহণ করতে দিতে হবে জনগণকে" এজন্য আমি সকলের সহযোগিতা চ্ই। দেশকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে হবে। ব্যর্থতাকে আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে; সাফল্যের কথা শুধু চিন্তা করলে চলবে না। ব্যর্থতার অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন থাকতে হবে। (প্রাগুক্ত, পৃ-৩৯৫)

"আমরা যে পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করেছি, তার লক্ষ্য সকলের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখে চলা। আর উহার সহিত আমরা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংহত করেছি। আমরা ইতিবাচক বন্ধুত্ব চাই না। আমরা বৈদেশিক সাহায্য ও অভ্যন্ত্যরীণ সম্পদ কাজে লাগিয়ে দ্রুত দেশকে গড়ে তুলতে পারি। সমস্যা অতিক্রম করে আমাদের যেতে হবে সামনে এগিয়ে।"(প্রাগুক্ত, পৃ-৩৯৭)

"প্রত্যেক দেশের সাথে সুম্পর্ক গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।...আমাদের পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য হলো, মৈত্রীর বিস্তার ও এই অঞ্চলে স্তিতিশীলতা নিশ্চিত করা। অর্থনৈতিক উন্নয়নে অপরিহার্য। কোন শক্তি জোটের পক্ষ অবলম্বন না করে এই অঞ্চলের প্রত্যেক দেশের সাথে সুসম্পর্কের মাধ্যমেই তা করা হবে।" (প্রাগুক্ত, পৃ-১৫৯)

৮.১৬ স্বরচিত প্রবন্ধ

জিয়াউর রহমান

[২৮] সম্পাদনায় : নুন, এ.কে.এ. ফিরোজ। (২০০২)। জিয়া কেন জনপ্রিয়। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী।

Dhaka University Institutional Repository

‘মানুষের কর্ম চিন্তা ভাবনা, রাজনীতি এসব কিছুই নির্ণীত পরিচালিত হয় একটা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে এ জীবন দর্শনের তারতম্য ঘটতে পারে। তাই কোন মানুষের রাজনীতি ও জীবন দর্শন ভীতির উদ্রেক করলেও সব সময় তা বিপদজনক বা অকল্যাণ জনক নাও হতে পারে। বস্তুত কোন কিছুকে অবলম্বন না করে কোন রাজনীতি কোন দর্শনের উন্মেষ এবং বিকাশ ঘটতে পারে না।”(সিংহ; ২০০২:৪০০, ৪০৩)

“রাজনীতি, রাজনৈতিক দর্শন ও বিশ্বাস মানুষের একটা সুষ্ঠু সুন্দর চেতনাবোধ।”(প্রাগুক্ত)

‘আমাদের কর্মকান্ডের মূল ভিত্তি হলো জাতীয়তাবাদী চেতনা। কারণ জাতীয়তাবাদী চেতনাই দেশকে ও জাতিকে বহিঃশক্তির হুমকি থেকে রক্ষা করতে পারে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ যখনই হুমকির সম্মুখীন হয়েছে, তখনই জাতীয়তাবাদী চেতনার পথ অবলম্বন করেছে।”(প্রাগুক্ত)

‘বিশ্বে আর যাই থাকুক মতাদর্শের অভাব নেই। মার্কস ইজম, লেলিন ইজম, ক্যাপিটাল ইজম, ইত্যাদি বহু ধরনের ইজমের অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের উৎকর্ষএত দ্রুততার সঙ্গে ঘটে চলেছে, যার ফলে এসব ইজম তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। এসব মতাদর্শের স্রষ্টাদের মানসিক এলাকা থেকে বিজ্ঞান বর্তমান পরিবেশকে বহু দূরে এগিয়ে নিয়ে গেছে। কাজেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এসব মতাদর্শেও প্রযোজনীয় সংশোধন ও সংযোজন। কিন্তু একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া এক্ষেত্রে আছে। কেন আমরা এসব মতাদর্শের রদবদল ঘটাবো? সমাজতান্ত্রিক দেশে মার্কসীয় দর্শন পুরোপুরি বাবে রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম হচ্ছে না। রেজিমেন্টশনের যাতাকলে পড়ে হিউম্যান এনার্জি স্থবির হয়ে রয়েছে। এদের কাছে বিজ্ঞান ও কারিগরি সুযোগ সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে হবে। একটা মানুষকে তার ইচ্ছামত পছন্দমত বিষয়ে গড়বার অধিকার দিতে হবে। তবেই না তার প্রতিভার বিকাশ পরিপূর্ণভাবে ঘটতে পারে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিশ্বেও যেসব দেশে রেজিমেন্টেশন চরমভাবে বিদ্যমান, সেখানে প্রতিভারবিকাশ স্বাভাবিকভাবে ঘটতে পারছে না।

অপ্রিয় হলেও একটা সত্য কথা বলতে চাই আর তা হলো চারিত্রিক বলিষ্ঠতা অর্জনের প্রসঙ্গটি। আমাদের যে চরিত্রগত দিক রয়েছে তা ভালো নয়। আমাদের গলদ, আমরা নিজে যা পছন্দ করি না, তা অপরকে করতে বলি।

“আতা মারুনা আন নাশা বিল বারবে ওয়া কানমুনা আন ফুসাকুম’। অর্থ্যাৎ তুমি নিজে যেটা কর না, তা অন্যকে করতে বল কেন? এ ব্যাপারে সবাই সংযত হতে পারলে আমরা আরও দ্রুতগতিতে অগ্রগতির পথে চলতে পারবো।” (প্রাগুক্ত)

‘বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে একটা ঘাত-প্রতঘাত সংগ্রামের মধ্যদিয়ে। একটা ঘাত-প্রতঘাত না খেলে কোন রাজনৈতিক আদর্শ গড়ে উঠে না।’ (প্রাগুক্ত)

‘বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গোত্র -গোষ্ঠী আমাদের আর্ন্তজাতিকতা ও ভৌগোলিক সীমা, আমাদের বর্তমানে বাংলাদেশের যে সীমারেখা রয়েছে সেটাই।

আর একটা কথা মনে রাখবেন, জাতীয়তাবাদের স্রষ্টিকর্তা জনগণ। এর উত্তরাধিকারীও জনগণ। এটা কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে হয়নি এর দর্শন কোন ব্যক্তি দেয় নি। জনগণ দিয়েছে এবং এটা গড়ে উঠেছে শত সহস্র বছর ধরে। অনেক সময় আপনারা আমার নামে জাতীয়তাবাদ সংযুক্ত করেন এটা ভুল এবং ভবিষ্যতে এটা করবেন না যখনঅই করবেন তখনই আমাদের যে আদর্শ, রাজনৈতিক আদর্শ ব্যাহত হবে। রাজনৈতিক আদর্শ কখনই কোন মানুষকে কেন্দ্র করে হতে পারে না। অনেক সময় আপনারা আমার নামে খুব সুন্দর কথা বলেন তখন আমার খুব

Dhaka University Institutional Repository

খারাপ লাগে। কারণ আমি জানি ১৯৭১ সালে আমরা যে স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিলাম, সেটা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে। নিজেকে কেন্দ্র করে তো করিনি। আমি তো জানি, আসলটা তো আমি তো জানি এবং আমি যদি অন্যভাবে এটাকে রূপ দেই তাহলে সেটা হবে রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে ভুল। আমাদের উদ্দেশ্য কী? ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।"(প্রাগুক্ত)

আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয়তাবোধের প্রসারের মাধ্যমে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে আমাদের জাতীয় সত্তা হিসেবে একেবারে গেড়ে দেওয়া। মানুষেরা শুধুমাত্র শহরের মানুষ নয়, তারা গ্রামের মানুষ। কারণ বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ জন গ্রামে বাস করে। যেহেতু শহরের মানুষ বেশী শিক্ষিত সে জন্য শহরের মানুষকে নেতৃত্ব দিতে হবে। কিন্তু যেহেতু আমাদের অতীতের রাজনীতি শহর কেন্দ্রিক এবং কিছু মানুষকেন্দ্রিক, সে জন্য আমাদের দেশে রাজনীতি সব সময় ভুল রাস্তায় চলেছে। আজকে বিরোধী দলগুলো শত চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমাদের ক্ষতিসাধন করতে পারছে না। তার কারণ আমাদের শিকড় আমরা গেড়ে দিয়েছি গ্রামে। শহরতো অবশ্যই আমাদের শক্তি। কিন্তু গ্রামের শক্তি ছাড়া শহর পারবে না। (প্রাগুক্ত, পৃ-৪০০, ৪০৩)

৮.১৭ শপথবাক্য

রাজনীতির ভাষায় শপথ বাক্যে চরম দৃঢ়তা প্রকাশ পায় । যে দৃঢ়তা নেতা কর্মী ও জনগণকে দেশের জন্য ইতিবাচক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ ও অঙ্গীকারবদ্ধ করে। যেমন-
৩০ মার্চ কালুরঘাটে মেজর জিয়াউর রহমান সকলকে নিম্নোক্ত শপথবাক্য পাঠ করান-"বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমরা লড়াই করে যাব, প্রয়োজনে দেশের জন্য প্রাণ দেব" (প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৫)

'গ্রামের নেতৃত্ব এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই, যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের নেতৃত্ব দিতে পারে এবং অল্প সময়ের মধ্যে এগিয়ে যেতে পারে-এটাই হচ্ছে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি।'

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তৃতীয় তফসিলের ফরম-১ক ও ২ক সন্নিবেশিত হয়। আর এ ১ক ও ২ক যথাক্রমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাগণের শপথ বাক্য পাঠ সম্পর্কে ঘোষণা। নিম্নে এ শপথ বাক্য সম্পর্কিত ঘোষণাগুলি বর্ণিত হল-

১ক। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে। প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা) পাঠ পরিচালিত হইবেঃ

(ক) পদের শপথ (বা ঘোষণা)

"আমি, ...সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব।

আমি সংবিধানের, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব।

এবং আমি ভীতি ও অনুগ্রহ অনুরাগ বা বিরাগ বা বিরাগের বর্শবর্তী না হইয়া সকলেরপ্রতি আইন অনুযায়ী যথা বিহিত আচরণ করিব।'

Dhaka University Institutional Repository

খ) গোপনতার শপথ (বা ঘোষণা)

আমি, ...সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ় ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, নির্দলীয় তত্তাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা রূপে যে সকল বিষয় আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইেব বা যে সকল বিষয় আমি অবগত হইব, তাহা প্রধানউপদেষ্টা রূপে যথাযথভাবে আমার কর্তব্য পালনের প্রয়োজন ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কেপান ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করিব না বা কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিব না।

'২ক । প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাগণ রাষ্ট্রপতি কতৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ বা ঘোষণা পাঠ পরিচালিত হইবেঃ

(ক) পদের শপথ (বা ঘোষণা)

"আমি, ...সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য ঘোষণা করিব;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব;এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগ বা বিরাগের বর্শবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথা বিহিত আচরণ করিব।'

খ) গোপনতার শপথ (বা ঘোষণা)

আমি, ...সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, নির্দলীয় তত্তাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা রূপে যে সকল বিষয় আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইেব বা যে সকল বিষয় আমি অবগত হইব, তাহা প্রধানউপদেষ্টা রূপে যথাযথভাবে আমার কর্তব্য পালনের প্রয়োজন ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কেপান ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করিব না বা কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিব না। (সিংহ , ২০০২:৪৬৩, ৪৬৪)

শুক্রবার ১৪ মে ১৯৭১ বহেরাতৈলে কাদের সিদ্দিকী তাঁর বাহিনীকে শফথ দিলেন, 'যতদিন বাংলাদেশ স্বাধীন না হবে বঙ্গবন্ধু ফেরত না আসবেন ততদিন আমাদের যে-ই জীবিত থাকি যুদ্ধ করবো।" (ত্রিবেদী, ২০১২:২১৬)

৮.১৮ রাজনীতিতে বিশেষ শব্দের প্রয়োগ

রাজনীতিতে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দগুলো বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের ক্রমানুসারে নিম্নে বর্ণিত হল-

অ = অনাস্থা প্রস্তাব, অবস্থান ধর্মঘট, অশুভ শক্তি, অগ্নি কন্যা, অপশক্তি, অবরোধ, অভিভাষণ, অধ্যাদেশ, অগ্নিসংযোগ, অর্থনৈতিক মন্দা, অবমাননা, অনশন, অগ্নিপরীক্ষা, অন্তর্মূখী, অগ্নিঝরা, অপহরণ, অরাজক, অতি প্রতিক্রিয়াশীল, অতি প্রগতিশীল, অস্থিতিশীল, অস্ত্রের ভাষা, অসাম্প্রদায়িক।

আ = আমলাতন্ত্র, আন্দোলন, আতঙ্কিত, আমলাতান্ত্রিক মনোভাব, আন্তর্জার্তিক চর, আন্দোলন, আওতামুক্ত, আঞ্চলিকতাবাদের বিষ, আগুন জ্বালো, আল্লাহ্র আইন, আল্কোরআনের পার্লামেন্ট, আগুন নেত্রী, আগুন সন্ত্রাসী, আগুন সন্ত্রাস, আগুনযুদ্ধ।

ই= ইতিহাসের রায়

উ = উদ্দেশ্য প্রণোদিত, উস্কানী, উত্তাল, উস্কানিমূলক, উগ্রবাদী।

এ = একনায়কতন্ত্র, এরশাদ ভ্যাকেশন, একুশে আগস্টের গণতন্ত্র।

Dhaka University Institutional Repository

ঐ = ঐক্যজোট, ঐক্যফ্রন্ট।

ও = ওয়াক আউট।

ঔ = ঔপনিবেশিক মানসিকতা।

ক = কর্তৃত্বপরায়ণ, কমিউনিষ্ট, কটুক্তি, কট্টরপন্থি, কুখ্যাত, কর্মসূচী, কারফিউ, কায়েমী স্বার্থবাদীরা, কালো টাকা, কেলেঙ্কারী, কারচুপি, কোন্দল, ক্যাডার, কালোবিড়াল।

খ = খেতাব, খুন, খোদা হাফেজ।

গ = গডফাদার; গণতন্ত্র, গেরিলাযুদ্ধ, গণজোয়ার, গণবাহিনী, গুপ্তহত্যা, গুম, গরম।

চ = চরমপন্থি, চক্রান্ত, চার দলীয় ঐক্যজোট, চার খলিফা।

ছ = ছত্রভঙ্গ, ছদ্ম প্রার্থী, ছিনিমিনি

জ = জাতীয়তাবাদী, জেলহাজত, জেরা, জনতার বিজয়, জননেতা, জননেত্রী, জনসমুদ্র, জাতির জনক / জাতির পিতা, জনগণ, জাতি,জজকোর্ট জবানবন্দী, জাতীয় বেঈমান, জনরোস, জ্বালো, জঙ্গি নেত্রী, জনগণের সুনামি।

ঝ = ঝটিকা মিছিল, ঝটিকা তান্ডব।

ট = টিয়ারশেল, টাউট, টেস্টটিউব বেবী।

ড = ডাইরেক্ট অ্যাকশন।

ত = তান্ডব, তুখোড় রাজনীতিবিদ, তুখোড় ছাত্রনেতা, ত্রুটিপূর্ণ, তীব্রনিন্দা, ত্রিদলীয় জোট, তথ্যসন্ত্রাস।

দ = দল, দলীয়, দুর্নীতিবাজ, দ্বিতীয় বিপ্লব, দুশমনী, দুশমন, রাজাকার, দুর্বৃত্ত, দুর্নীতিগ্রস্ত, দাঙ্গাকারী, দুস্কৃতিকারী, দ্বিদলীয়, দেশদ্রোহী, দ্বিপাক্ষিক, দেশনেত্রী।

ধ = ধামাচাপা, ধর্মঘট, ধর্মবিক্রি, ধাওয়া, ধোঁকাবাজী, ধর্মনিরপেক্ষতা।

ন = নির্বাচনী ইঞ্জিনিয়ারিং, নির্বাচন কমিশন, নিরূপদ্রব, নাস্তিক, নগর কন্যা, ন্যায্য, নীল নকশার নির্বাচন, নিক্ষেপ, নস্যাৎ, নির্যাতন, নিপীড়ন, নাশকতা, সংকট, নৈরাজ্য, ন্যায়পরায়ণতা, ন্যাক্কারজনক, নোংরা রাজনীতি, নাস্তিক।

প = পাতানো নির্বাচন, পূর্ব পরিকল্পিত, প্রতিবাদমুখর, পক্ষপাত, পিকেটিং, পুনরাবৃত্তি, প্রধানমন্ত্রী পতিমন্ত্রী, পাল্টপাল্টি, পাল্টা ধাওয়া, প্রতিবাদ, পাল্টাপাল্টি, প্রতিহিংসা, প্রহসনের নির্বাচন, প্রোগ্রেসিভ, প্রত্যাহার, পদত্যাগ, প্রতারণা, পেট্রোল বোমার রাজনীতি।

ফ = ফায়সালা, ফ্যাসীবাদ, ফাঁসি, ফ্রন্টকারী।

ব = বিরোধী দল, বিচ্ছিন্ন ঘটনা, বিকেন্দ্রীয়করণ, বিশ্বাসঘাতকতার রাজনীতি, বহিষ্কার, বিভ্রান্তিকর, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, বিদ্বেষ, বিতর্কিত, বিপ্লব, ব্যাভিচার, বয়কট, বহির্মূখী, বিদেশের দালাল, বাকশালীরা, বানচাল, বিদেশী চর, বিশৃঙ্খলা, বিশ দলীয় জোট।

ভ = ভন্ডামী, ভাঙচুর, ভারতের চর, ভারতের দালাল, ভোট, ভোট ডাকাতি, ভোট জালিয়াতি, ভোট ব্যাংক, ভোটযুদ্ধ, ভুখা মিছিল।

ম = মৌলবাদী, মুজিববাদ, মন্ত্রি, মর্মাহত, মোকাবেলা, মিছিল, মহাসমাবেশ, মহাজোট, মুঠোফোন-সন্ত্রাস, ম্যান্ডেট, মাঠ গরম।

য = যুদ্ধাপরাধী

র = রাজনীতিক, রাজনৈতিক, রাজবন্দী, রাজাকার, রাষ্ট্রপতি, রাজাকারবাদ, রক্ষীবাহিনী, রক্ষণশীল, রায়, রেল মিশন, রাজাকারতন্ত্র, রাহাজানি, রাষ্ট্রদ্রোহী, রোডশো, রং হেডেড।

ল = লেফট, লস্কর, লাশের রাজনীতি, লাশের মিছিল।

Dhaka University Institutional Repository

শ = শৈথিল্য।

স = সম্মোহনী নেতৃত্ব, সম্মোহনী নেতা, সংবিধান, সংসদ, স্বৈরতন্ত্র, সাজানো রায়, সুশাসন, সাম্য, সংলাপ, সোচ্চার, সাম্প্রদায়িক, সরকার দলীয়, স্বৈরাচারী, সংকট সহিংসতা, সংঘর্ষ, স্বৈরাচারী ষড়যন্ত্র, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সাম্প্রদায়িক, সূক্ষ্ম কারচুপি, সংঘাত, সোনার বাংলা, সংখ্যাগরিষ্ঠ, সোচ্চার, সংখ্যালঘু, সোসালিষ্ট, সংকট নিরসন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্থূলকারচুপি, স্বাধীনতা বিরোধী, স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি, স্বৈরতন্ত্র, সমাজবাদ, সিরিজ বোমা হামলার গণতন্ত্র।

হ = হালনাগাদ, হত্যা, হামলা, হরতাল, হরতালের রাজনীতি, হত্যার রাজনীতি, হুজুগে রাজনীতি, হঠকারিতা, স্ট্যান্টবাজি।

৮.১৯ সম্বোধন

শেখ মুজিবুর রহমান

জনাব স্পীকার সাহেব, মাননীয় সভাপতি, উপস্থিত সুধিবৃন্দ, ছাত্রলীগের আমার ভাই ও বোনেরা, ভাইয়েরা বোনেরা আমার, ছাত্র ভাইয়েরা, আমার ভৈরবের ভাই ও বোনেরা, ভাইয়েরা বোনেরা, আমার ভাইয়েরা, আমার প্রিয় দেশবাসী, আমার সংগ্রামী বন্ধুরা, প্রিয়বন্ধুরা, বন্ধুগণ, প্রিয় দেশবাসী, সহকর্মী ভাই ও বোনেরা, কর্মী ভাইয়েরা, ভাইয়েরা ও বোনেরা, সহকর্মী ভাইয়েরা, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় টিটু ও মাদাম টিটু, মহামান্য নেত্রীবৃন্দ, ভদ্র মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, বন্ধুগণ, যুবলীগ ভাইরা, সম্মেলনে আগত বিদেশী অথিতিগণ, উপস্থিত কুটনৈতিক সুধীবৃন্দ এবং সমাগত সুধীমণ্ডলী, সুধী বন্ধুরা আমার, সুধী বন্ধুরা, প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা, জোয়ান ভাইয়েরা, মুক্তিবাহিনীর ভাইয়েরা, রক্ষী বাহিনীর জোয়ানরা, মি ভাইস প্রেসিডেন্ট, ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ, মহাত্মন বৃন্দ, সম্মানিত সভাপতি, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যবৃন্দ, উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী , ভদ্র মহিলাও দূর দূরান্ত থেকে অতিথিবৃন্দ, আমাদের সহকর্মী ভাইরা, বাংলাদেশ রাইফেলস ভাইয়েরা, প্রিয় বন্ধুরা, প্রিয় দেশবাসী, সংগ্রমী ভাইয়েরা আমার, ক্যাডেট ভাই্ইয়েরা, ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ ও সমবেত অতিথিবৃন্দ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মহাত্মনবৃন্দ, ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ, জনাব স্পীকার, জনাব স্পীকার সাহেব, ভাইরা, বাবারা, সোনারা।

জিয়াউর রহমান

‘স্বাধীন বাংলাদেশের বীর ভাইবোনেরা’

প্রিয় দেশবাসী, মাননীয় স্পিকার ও সদস্যবৃন্দ।

তাজউদ্দিন আহম্মদ

স্বাধীন বাংলাদেশের বীর ভাই বোনেরা।

৮.২০ দফা

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ এর চার দফা

১। অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার।

২। অবিলম্বে সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া।

Dhaka University Institutional Repository

৩। সামরিক বাহিনীর হাতে প্রাণহানির তদন্ত।

৪। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পূর্বে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর।

জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালে 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল' গঠন করার পরে নিম্নোক্ত ঊনিশ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন-

১) সর্বতোভাবে স্বাধীনতা , অখন্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।

২) শাসনতন্ত্রের চারটি মূলনীতি অর্থ্যাৎ শক্তিমান আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে সমাজতন্ত্র জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলিত করা।

৩) সর্বউপায়ে নিজেদের আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসাবে গড়ে তোলা

৪) প্রসশাসনের সর্বস্তরে উন্নয়নের কার্যক্রম এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৫) সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ তথা জাতীয় অর্থনীতিকে জোরদার করা।

৬) দেশকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করা এবং কেহই যেন অভূক্ত না থাকেন, তাহার ব্যবস্থা করা।

৭) দেশের কাপড় উৎপাদন বাড়াইয়া সকলের জন্য অন্তত মোটা কাপড় সরবারাহ নিশ্চিত করা।

৮) কোন নাগরিক যেন গৃহহীন না থাকে তাহার ব্যবস্থা করা।

৯) দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ হইতে মুক্ত করা।

১০) সকল দেশবাসীর জন্য নূন্যতম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

১১) সমাজে নারীর যথাযোগ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। এবং যুব সমাজকে সুসংহত করিয়া জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা

১২) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতে প্রয়োজনীয় উৎসাহ দান করা

১৩) শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে সুস্থ শ্রমিক মালিকসম্পর্ক গড়িয়া তোলা।

১৪) সরকারি চাকরিজীবীদের মধ্যে জনসেবা ও দেশগঠনের মনোবৃত্তিকে উৎসাহিত করা এবং তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা।

১৫) জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করা।

১৬) সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব গড়িয়া তোলা এবং মুসলিম দেশগুলির সাথে সম্পর্ক বিশেষ জোরদার করা।

১৭) প্রশাসন ও উন্নয়ন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণে এবং স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা

১৮) দুর্নীতিমুক্ত ন্যায় ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯) ধর্ম, বর্ণ , গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার সংরক্ষিত করা এবং জাতীয় এক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করা। (নুন, ২০০২:১৯২-১৯৩)

১৯৭১ সনের ৮ নভেম্বর জামাতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন 'ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি এ দিন বায়তুল মোকারমের বদর দিবসের গণ জমায়েতে নিম্নোক্ত ৪ দফা ঘোষণা করে-

১) দুনিয়ার বুকে হিন্দুস্থানের কোন মানচিত্রে আমরা বিশ্বাস করি না। যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার বুক থেকে হিন্দুস্থানের নাম মুছে না দেওয়া যাবে ততাদন পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম নেব না।

২)আগামীকাল থেকে হিন্দু লেখকদের কোন বই অথবা হিন্দুদের দালালী করে লেখা পুস্তকাদি লাইব্রেরিতে স্থান দিতে পারবে না বা বিক্রি প্রচার করতে পারবে না। যদি কেউ করে তবে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিশ্বাসে স্বেচ্ছাসেবকরা তা জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে।

৩) পাকিস্তান বিশ্বাসী স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পর্কে বিরূপ প্রচারকারীদের হুঁশিয়ার করে দেন।

৪)এই ঘোষণা বাস্তবায়িত করার জন্যে শির উঁচু করে কোরআন নিয়ে মর্দে মুজাহিদের মতো এগিয়ে চলুন। প্রয়োজন হলে নয়াদিল্লী পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে আমরা বৃহত্তর পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করবো। (ত্রিবেদী, ২০০২:৫৩২)

৮.২১ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিমত

অভিমত: জিয়াউর রহমান

"ফরেন পলিসি অনেকটা এক্কা দোক্কা খেলা। পররাষ্ট্র নীতিতে সবচেযে বড় জিনিস হলো জাতীয় সত্ত্বা এবং জাতীয় স্বার্থ হাসিল করতে হবে। তা হলো সেটা পররাষ্ট্র নীতি হয়ে গেল।আসলে ব্যাপারটা বেশ সোজা, খুব কঠিন কিছু নয। কিন্তু যদি ফরেন পলিসি এক্সপার্ট কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে যান তবে তারা বলবে যে, এটা খুবই ঝকমারি ব্যাপার।"

পররাষ্ট্র নীতি গড়ে তোলার সময় একটা কথা মনে রাখতে হবে আর তা হলো আপনাকে শক্তি অর্জন করতে হবে। এখানে প্রশ্ন আসে শক্তি কী এবং কোথায়? এ শক্তির উৎস জনগণ। বাংলাদেশের জনগণের মধ্যেই রয়েছে শক্তি। বাংলাদেশ খুব গরীব দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমরা আমাদের পররাষ্ট্রনীতি গড়ে তুলেছি। বাংলাদেশের ওপর অনেক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে সব দিক থেকে। কিন্তু এই এক্কা দোক্কা খেলার মত এড়িয়ে যেতে হবে। আর এ জন্যে প্রয়োজন জনগণের সমর্থন। গণসমর্থন না থাকলে যত বড় ফরেন পলিসি প্রণয়ন করেন না কেন তাতেই কোনই কাজ হবে না। এক ধাক্কায় সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।" (নুন; ২০০২:৯৬, ৯৭)

"পররাষ্ট্র নীতি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির একটা এক্সটেনশন। কথাটা সত্যি। কারণ ঘরের মধ্যে দুর্বল থেকে বাইরে যেয়ে কিছু করা যায় না। আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্র নীতি এ দুটোই পরস্পর নির্ভরশীল। (প্রাগুক্ত, পৃ-৯৭)

আমাদের দেশকে শক্তি শালী করতে হবে। আর এ শক্তির উৎস হচ্ছে জনগণ। এ ব্যাপারে জনগণকে সংগঠিত করতে হবে। আমরা গরীব দেশ। আমরা পারি না বিরাট প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তুলতে। সে জন্যে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে গড়তে হবে, যাতে আক্রান্ত হলে সারা দেশবাসী যুদ্ধ করতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

বড় বড় দেশগুলির রয়েছে আবার অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার প্রবণতা। এ প্রবণতাকে প্রতিরোধ করতে হলে আমাদের আর্ন্তজাতিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কতগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এ নীতি আমরা অতীতে অনুসরণ করেছি এবং এখনও করছি। আর তা হলো সর্বক্ষেত্রে আমাদেরকে সেলফ রিলায়েন্ট অর্থ্যাৎ সয়ম্ভর হতে হবে। পরনির্ভরশীলতার গ্লানি থেকে মুক্তি লাভ করতে হবে। কারণ স্বয়ম্ভরতাই হলো পররাষ্ট্রনীতির প্রকৃত শক্তি।" (প্রাগুক্ত, পৃ-৯৭)

"দুটো সবল হাত থাকলে একটা কাজ যত সহজে করা যায়, একটা হাতে সে কাজ করা একান্ত অসম্ভব হতে পারে। পুরুষ ও মহিলা সমাজের দুটো হাতের মতন।.....দেশকে মনের মত গড়তে হলে দুটো হাত দরকার এবং দুটোই সবল হাত।" (প্রাগুক্ত, পৃ-১৫৫)